সায়েন্স ফিকশন

আইজাক আসিমভ

ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন

অনুবাদ । নাজমুছ ছাকিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে গ্র্যান্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন আইজাক আসিমভ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কল্পকাহিনী সিরিজ ফাউণ্ডেশন-এর সমাপ্তি টানলেন। ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন তার অসামান্য কীর্তি। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে আসিমভ এটি লিখে শেষ করেন।

হ্যারি সেলডন অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন সাইকোহিস্টোরি- তার যুগান্তকারী থিওরি কার্যকরী করে তোলার জন্য, মহাবিশ্বে মানবজাতির নিরাপদ এক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু সুবিশাল এবং অবিনশ্বর গ্যালাকটিক এম্পায়ার ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে- সেলডন এবং তার প্রিয় সব মানুষকে নিয়ে শুরু হয়েছে ক্ষমতালোভী মানুষগুলোর দাবা-খেলা।

সেলডনকে যে নিজের মুঠোয় নিতে পারবে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করবে মহাবিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার- সাইকোহিস্টোরি। স্বার্থান্বেষী এক রাজনীতিবিদ, দুর্বলচিত্তের সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন, নির্দয় এক মিলিটারি জেনারেল সবাই চায় সাইকোহিস্টোরি। এদের কাছ থেকে যেভাবেই হোক সেলডনকে তার সারাজীবনের সাধনার ফসল লুকিয়ে রাখতে হবে, মানবজাতির প্রতি এটাই হবে তার শেষ অবদান। সত্যিকারের উত্তরাধিকারীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন তিনি- যে অনুসন্ধানের সূচনা হয় নিজের দৌহিত্রীর মাধ্যমে নতুন এক ফাউণ্ডেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনার মাধ্যমে।

সায়েন্স ফিকশন ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ

ISBN 984 8471 16 2
9 789848 471166

সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইজাক আসিমভকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন। জন্ম ১৯২০ সালে রাশিয়ার স্মলেনস্ক-এর কাছাকাছি জায়গায়। তিন বছর বয়সে পিতা-মাতার সাথে আমেরিকা চলে আসেন। আট বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান।

কল্পকাহিনী লেখক হিসেবে আসিমভের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। পাঠক সমালোচকদের মতে 'ফাউণ্ডেশন' সিরিজ তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। ফাউণ্ডেশন-এর প্রথম বইগুলো অ্যাস্টাউণ্ডিং পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মে ১৯৪২ এবং জুন ১৯৪২ সংখ্যায়। সম্পাদক চেয়েছিলেন তিনি যেন দশক শেষ হবার আগেই এই সিরিজের ছয়টি বই লিখে ফেলেন। কিন্তু আসিমভ বিরক্ত হয়ে ফাউণ্ডেশন লেখা ছেড়ে দেন। জেনেম প্রেস আসিমভের ফাউণ্ডেশন-এর গল্পগুলো তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করে : ফাউণ্ডেশন (১৯৫১); ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার (১৯৫২); সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন (১৯৫৩)। এই তিনটি বইকে বলা হয় ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি। ১৯৬৬ সালে ক্লিভল্যাণ্ডে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ফিকশন কনভেনশনে সদস্যরা ভোটাভুটির মাধ্যমে *বেস্ট অল টাইম সিরিজ* নির্বাচিত করে ফাউণ্ডেশন ট্রিলজিকে হুগো অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন দেন। ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি পুরস্কারটি পেয়ে যায়।

ভক্ত এবং প্রকাশকরা ফাউণ্ডেশন সিরিজ বাড়ানোর জন্য আসিমভের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি প্রকাশকের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর তিনি আবার ফাউণ্ডেশন লিখতে রাজি হলেন। অক্টোবর ১৯৮১ সালে ফাউণ্ডেশন্স এজ লিখলেন এবং অবাক ব্যাপার বইটি নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় স্থান পায় এবং পঁচিশ সপ্তাহ সেখানে টিকে থাকে। পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পায় এই সিরিজের ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ (১৯৮৬); প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন (১৯৮৮); এবং ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন (১৯৯৩)।

পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন

৩২৫.০০ টাকা

আইজাক আসিমভ

ফাউণ্ডেশন সিরিজ ছাড়াও আসিমভের উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো : আর্থ ইজ রুম এনাফ; দ্য এণ্ড অব ইটারনিটি; দ্য নেকেড সান; কেভস অব স্টিল; আই রোবট; রোবটস অব ডন এবং আরো অনেক। এ ছাড়াও তিনি কিছু রহস্য-গল্প লিখেছেন যেগুলো সমান জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এই অসামান্য লেখক মাত্র বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক : **নাজমুছ ছাকিব** ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে জন্ম; এম. এস. এস (অর্থনীতি) বিষয়ে স্নাতকোত্তর। আই. সি. এম-এ পড়েছেন। বই পড়ার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই, বিশেষ করে সায়েন্স ফিকশন। আর এ থেকেই সায়েন্স ফিকশন অনুবাদেও আগ্রহ জন্মে। সায়েন্স ফিকশন সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন তার প্রকাশিত প্রথম অনুবাদগ্রন্থ (২০০০)। ফাউণ্ডেশন্স এজ দ্বিতীয়। পরবর্তীতে ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার, ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ, প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন এবং ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন অনুবাদ করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন এবং আইজাক আসিমভের আরো একটি উল্লেখযোগ্য সায়েন্স ফিকশন *নাইটফল* এবং কানাডিয়ান লেখক জেনেট লান-এর *দ্য হলো ট্রি* অনুবাদ করছেন। *দ্য হলো ট্রি* কানাডার সবচেয়ে সম্মানীত সাহিত্য পুরস্কার 'দ্য গভর্নর জেনারেল অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

সায়েন্স ফিক্‌শন

ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Forward The Foundation

Isaac Asimov

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশন

ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেশ

ISBN-984-8471-16-2

ফরওয়ার্ড দ্য ফাউন্ডেশন
আইজাক আসিমভ
অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

Copyright © 1993 by Nightfall, Inc.
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০০৬

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ : শৈশব কম্পিউটার ৫০৮ বড় মগবাজার, বেপারী গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা–১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ ।
Website: www.sandeshgroup.com

৩২৫.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

রাহাতকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমুছ ছাকিব অনূদিত আরো বই :

- ফাউন্ডেশন অ্যান্ড এম্পায়ার / মূলঃ আইজাক আসিমভ
- সেকেন্ড ফাউন্ডেশন / মূলঃ আইজাক আসিমভ
- ফাউন্ডেশন্স এজ / মূলঃ আইজাক আসিমভ
- ফাউন্ডেশন অ্যান্ড আর্থ / মূলঃ আইজাক আসিমভ
- প্রিলিউড টু ফাউন্ডেশন / মূলঃ আইজাক আসিমভ
- নাইটফল / মূলঃ আইজাক আসিমভ
- দ্য হলো ট্রি / জ্যানেট লান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিক্রম

প্রথম পর্ব	৯	ইটো ডেমারজেল
দ্বিতীয় পর্ব	৮৯	প্রথম ক্লীয়ন
তৃতীয় পর্ব	১৬২	ডর্স ভেনাবিলি
চতুর্থ পর্ব	২৩৯	ওয়ানডা সেলডন
পঞ্চম পর্ব	৩৩০	উপসংহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব। ইটো ডেমারজেল

•

ডেমারজেল, ইটো... এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে প্রথম ক্লীয়নের শাসন আমলে ইটো ডেমারজেলই ছিল মূল ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিমতটা আসলে তৈরি হয়েছে তার ক্ষমতার প্রকৃতি নিয়ে। সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে অবিচ্ছিন্ন গ্যালাকটিক এম্পায়ারের শেষ শতাব্দীতে ডেমারজেল ছিল সবচেয়ে নিষ্ঠুর রক্তলোলুপ প্রশাসক। এগুলোকে ছাপিয়ে আরো একটা ধারণা সামান্য হলেও তৈরি হয়েছে যেখানে ডেমারজেলকে ধরা হয় মানবদরদী হিসেবে। এই ধারণা গড়ে উঠার পেছনে মূল কারণ হলো হ্যারি সেলডনের সাথে তার সুসম্পর্ক, যদিও এই সম্পর্কের ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত অনিশ্চিত রয়ে গেছে, বিশেষ করে লাসকিন জোরানিউম এর অস্বাভাবিক উত্থান এর সময়...

এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা*

১.

"তোমাকে আবারো বলছি, হ্যারি," বলল ইউগো এমারিল, "তোমার বন্ধু ইটো ডেমারজেল ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আছে।" বন্ধু কথাটার উপর সে একটু বিশেষ জোর দিল।

বক্তার কথার সুরে তিক্ততা টের পেলেন সেলডন, কিন্তু এড়িয়ে গেলেন। ট্রাই কম্পিউটার থেকে নজর তুলে বললেন, "আমি তোমাকে আবারো বলছি, ইউগো, তার কোনো সম্ভাবনা নেই।" তারপর– খানিকটা বিরক্তির সুরে– খুবই সামান্য– তিনি যোগ করলেন, "বার বার একই কথা বলে কেন তুমি আমার সময় নষ্ট করছ?"

---

* উদ্ধৃত প্রতিটি তথ্য এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা পাবলিশিং কো. টার্মিনাস এর অনুমতি ক্রমে ১০২০ এফ. ই. তে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকার ১১৬ তম সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কারণ আমার মনে হচ্ছে বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী," এমারিল এর বসার ভঙ্গীতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল সহজে সে নড়বে না। এসেছে এবং চূড়ান্ত ফয়সালা করে তবেই যাবে।

আট বছর আগে, এমারিল ছিল ডাহ্‌ল সেক্টরের একজন হিট সিঙ্কার– ওই সামাজিক মাপকাঠিতে একজন মানুষের সামাজিক মর্যাদা যতটুকু নীচু হতে পারে ঠিক তাই। ওই অবস্থা থেকে সেলডন তাকে তুলে নিয়ে আসেন, সুযোগ করে দেন একজন গণিতবিদ, ইন্টেলেকচ্যুয়াল– সর্বোপরি একজন সাইকোহিস্টোরিয়ান হওয়ার।

এমারিল কখনো এক মিনিটের জন্যও ভুলেনি সে কী ছিল, কী হয়েছে এবং কার জন্য হয়েছে। এখন তার কথা শুনে মনে হতে পারে যে সেলডনের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা নেই। আসলে কিন্তু তা নয়। যদি তার মনে হয় যে কোনো কাজ সেলডনের উপকারে আসবে তখন সেটা করা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারবে না। সে বেপরোয়া, কথা বলে সরাসরি, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই– এবং একমাত্র সেই সেলডনের সাথে এভাবে কথা বলতে পারে।

"শোনো, হ্যারি," বাঁ হাতে বাতাসে একটা কোপ মেরে এমারিল বলল, "এটা বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে কেন তুমি ডেমারজেলকে পছন্দ কর, কিন্তু আমি করি না। যে অল্প কয়েকজন মানুষের মতামতকে আমি মূল্য দেই, তাদের কেউই– একমাত্র তুমি ছাড়া– সবাই ডেমারজেলকে অপছন্দ করে। ওই ব্যাটার কী হলো না হলো তাতে আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু যায় আসে না, কিন্তু যেহেতু তোমার আসে যায় তাই বিষয়টার প্রতি তোমার মনযোগ আকৃষ্ট না করে আমি পারিনি।"

তরুণ সহকর্মীর আন্তরিকতা দেখে মনে মনে হাসলেন সেলডন। ইউগো এমারিলকে তিনি ভীষণ পছন্দ করেন। এমারিল সেই চারজনের একজন যাদের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল জীবনের এক কঠিন মুহূর্তে যখন তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ট্র্যানটরের বিভিন্ন অংশে– ইটো ডেমারজেল, ডর্স ভেনাবিলি, ইউগো এমারিল এবং রাইখ– চারজন, সেই সময় বুঝতে পারেন নি তিনি তাদের কতখানি পছন্দ করেন।

চারজনের প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউগো এমারিলকে তিনি পছন্দ করেন তার সাইকোহিস্টোরির জটিল সমস্যাগুলো দ্রুত বুঝে নেয়ার ক্ষমতা এবং নিত্য নতুন ধ্যান ধারণা আবিষ্কার করার দুর্লভ যোগ্যতার কারণে। তিনি স্বস্তি বোধ করেন কারণ যদি গণিতটা পরিপূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার আগেই তার কিছু হয়ে যায়– যেরকম ধীর গতিতে কাজ এগোচ্ছে, এবং পাহাড় প্রমাণ সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে– ঠিক নিজের সমকক্ষ একটা মেধা তিনি রেখে যেতে পারছেন দুরূহ কাজটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

"দুঃখিত, ইউগো," তিনি বললেন। "আমি মোটেই অধৈর্য হতে চাইনি বা তুমি যা নিয়ে উদ্বিগ্ন সেটাও এড়াতে চাইনি। আসলে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে– "

এবার এমারিল হাসল। "দুঃখিত, হ্যারি। হাসা উচিত হয়নি, কিন্তু এই পদের প্রতি তোমার আসলে কোনো আগ্রহ নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি, কিন্তু একটা ঝামেলাবিহীন কাজ চেয়েছিলাম- এবং স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান হওয়ার চেয়ে ঝামেলাবিহীন কাজ আর কিছুই নেই। তখন সবাই দেখতো যে আমি সারাদিন ছোট খাটো কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ফলে কেউ আর আমাদের সাইকোহিস্টোরিক্যাল রিসার্চের কথা জানতে চাইত না, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমি আসলেই রাজ্যের সব গুরুত্বহীন কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আর তাই সময়ই পাচ্ছি না- " নিজের কম্পিউটারের দিকে তাকালেন তিনি। এই কম্পিউটারে যে সব তথ্য আছে তা শুধু তিনি আর এমারিলই দেখতে পারেন। আর যদি অন্য কেউ ফাইলগুলো খুলে কিছুই বুঝবে না, কারণ নিজের আবিষ্কৃত কিছু সাংকেতিক শব্দ দিয়ে এগুলো তৈরি করেছেন তিনি। যা অন্য কেউ বুঝবে না।

"দায়িত্ব যখন আরো বেড়ে যাবে তখন সহকারীদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারবে, ফলে সময়ও পাবে।" এমারিল বলল।

"আমি সেই ব্যাপারে আশাবাদী," বললেন সেলডন যদিও তার কণ্ঠস্বরে সন্দেহ। "যাইহোক, ইটো ডেমারজেলের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কী যেন বলতে চেয়েছিলে, বল।"

"বেশী কিছু না। শুধু এইটুকু যে ইটো ডেমারজেল, মহান সম্রাটের অতি প্রিয় ফার্স্ট মিনিস্টার আমাদের কাজে একটা বাধা তৈরি করছেন।"

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন। "সে কেন বাধা তৈরি করবে?"

"আমি তো বলিনি যে সে ইচ্ছে করে করছে। কিন্তু করছে- জানুক বা না জানুক- এবং ডেমারজেলের শত্রুপক্ষ এই কাজে তাকে বেশ সাহায্য করছে। তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই, বুঝতে পারছ। আমার মতে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাকে প্রাসাদ থেকে, ট্র্যানটর থেকে... সম্ভব হলে এম্পায়ার এর সীমানা থেকে বহু দূরে নির্বাসন দেয়া উচিত। কিন্তু তুমি ওকে বেশ পছন্দ করো, সেজন্যই আমি তোমাকে সতর্ক করছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর যতখানি মনযোগ দেয়া দরকার তা তুমি দিচ্ছ না।"

"এটা ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমার হাতে।" হালকা চালে বললেন সেলডন।

"যেমন সাইকোহিস্টোরি। আমি একমত। কিন্তু রাজনীতির কোনো ধারণা ছাড়াই সাইকোহিস্টোরি ডেভেলপ করা যাবে সেটা আমরা কিভাবে আশা করতে পারি? আমি সমসাময়িক রাজনীতির কথা বলছি। এখন- এখনই- হচ্ছে সেই সময় যখন বর্তমান পরিণত হচ্ছে ভবিষ্যতে। শুধু অতীত নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে না। অতীতে কি ঘটেছিল আমরা জানি। বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের ভিত্তিতে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল প্রয়োগ করে দেখতে হবে।"

"কেন যেন মনে হচ্ছে," সেলডন বললেন, "এই ধরনের যুক্তিতর্ক আমি আগেও শুনেছি।"

"এবং আবারও শুনবে। যদিও আমার মনে হচ্ছে তাতে কোনো লাভ হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন, চেয়ারে হেলান দিলেন। হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন এমারিলের দিকে। কণিষ্ঠ এই সহকারীকে ঘঁষে মেজে নিজের মন মতো তৈরি করে নিতে পারতেন। কিন্তু তার আর দরকার হয়নি, কারণ সাইকোহিস্টোরি সে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নিয়েছে এবং তার প্রতিদান ও পেয়েছে।

আরো কম বয়সে হিট সিঙ্কারের কাজ করত এমারিল। সেই সময়ের কঠিন পরিশ্রমের ছাপ এখনো তার চেহারায় স্পষ্ট। চওড়া পেশীবহুল কাঁধ দেখলেই বোঝা যায় প্রচুর কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্থ। শরীরে মেদ জমতে দেয়নি সে। ব্যাপারটা সেলডনকেও উদ্বুদ্ধ করেছে। যার ফলে সারাদিনই ডেস্কে বসে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। এমারিলের মতো গায়ের জোর তার নেই, কিন্তু তিনি দক্ষ একজন ট্যুইস্টার* – যদিও চল্লিশে পা দিয়েছেন, সেই সামর্থ্যও আর বেশীদিন থাকবে না। কিন্তু যতদিন শরীরে কুলাবে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কাজের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি হালকা কিছু ব্যায়াম করেন যে কারণে তার কোমরে এখনো মেদ জমেনি, হাত-পা এখনো সবল।

"ডেমারজেলকে নিয়ে তোমার এই দুঃশ্চিন্তা," তিনি বললেন, "শুধুমাত্র এই কারণে না যে সে আমার বন্ধু। নিশ্চয়ই তোমার আরো কিছু বলার আছে।

"সেটা বোঝা তেমন কঠিন কিছু না। ডেমারজেলের সাথে যতদিন বন্ধুত্ব রাখতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার অবস্থান নিরাপদ থাকবে এবং সাইকোহিস্টোরি গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবে।"

"ঠিকই বলেছ। তাহলে ডেমারজেলের সাথে বন্ধুত্ব রাখার একটা কারণ আমার আছে। সেটা বুঝতে তোমার মোটেই কোনো অসুবিধা হয়নি।"

"তুমি আসলে ডেমারজেলকে ব্যবহার করতে চাও। কারণটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু বন্ধুত্ব রাখার ব্যাপারটা আমি মোটেই বুঝতে পারি না। যাই হোক– যদি ডেমারজেল ক্ষমতা হারায়, তোমার অবস্থানের হয়তো কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু ক্লীয়ন তখন নিজের বুদ্ধিতে চলবে। ফলে এম্পায়ারের পতনের হার আরো বৃদ্ধি পাবে। হয়তো মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য সাইকোহিস্টোরি বিজ্ঞানের কার্যকর প্রায়োগিক নিয়মগুলো তৈরি করার আগেই অরাজকতা আমাদের উপর চেপে বসবে।"

"বুঝতে পারছি।– কিন্তু আমার মনে হয় না এম্পায়ারের পতন ঠেকানোর জন্য যথাসময়ে আমরা সাইকোহিস্টোরি গড়ে তুলতে পারব।"

"এম্পায়ারের পতন ঠেকাতে না পারলেও, পরবর্তীতে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে সেগুলোর জন্য সাবধান হতে পারব, তাই না?"

"হয়তো বা।"

"সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমরা যত বেশীদিন নিরাপদে কাজ করতে পারব, এম্পায়ারের পতন ঠেকানোর সুযোগ তত বাড়বে, বা অন্তত পরবর্তী অরাজকতা আরো ভালোভাবে সামাল দিতে পারব। সেজন্যই ডেমারজেলকে রক্ষা করতে হবে, আমরা– বা অন্তত আমি– তাকে পছন্দ করি বা না করি।"

---

* খালি হাতে মারামারি করায় দক্ষ ব্যক্তি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অথচ এইমাত্র বললে যে তাকে শুধু প্রাসাদ বা ট্র্যানটরই নয় সম্ভব হলে এম্পায়ার থেকে বের করে দিলেই তুমি খুশি হবে।"

"হ্যাঁ, সঠিক সময়ে। কিন্তু আমরা এখন সঠিক সময়ে বাস করছি না এবং ফার্স্ট মিনিস্টারকে আমাদের প্রয়োজন, যদিও সে নির্যাতন এবং নিষ্পেষণের একটা হাতিয়ার মাত্র।"

"কিন্তু তুমি কেন ভাবছ এম্পায়ারের অবস্থা এতোই খারাপ যে ফার্স্ট মিনিস্টারকে অপসারণ করলে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

"সাইকোহিস্টোরি।"

"তুমি ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য সাইকোহিস্টোরি ব্যবহার করছ? কিন্তু আমরা তো এখন পর্যন্ত একটা প্রাথমিক কাঠামোই দাঁড় করাতে পারি নি। তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী করবে কিভাবে?"

"অন্তর্জ্ঞান বলে একটা কথা আছে হ্যারি।"

"সবসময়ই ছিল। আমাদের দরকার আরো বড় কিছু, তাই না? আমাদের দরকার নিঁখুত গাণিতিক সমাধান, যা নির্দিষ্ট এই শর্ত বা ওই শর্তের অধীনে ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট কিছু সম্ভাবনা আমাদের সামনে তুলে ধরবে। যদি অন্তর্জ্ঞানই যথেষ্ট হতো তাহলে আমাদের সাইকোহিস্টোরির কোনো প্রয়োজনই ছিল না।"

"এটা শুধু এই শর্ত বা ওই শর্তের কোনো বিষয় নয়। আমি দুটোর কথাই বলছি : দুটোর সংমিশ্রণ, যা হয়তো আরো ভালো হবে, অন্তত নিখুঁতভাবে সাইকোহিস্টোরি গড়ে উঠার আগ পর্যন্ত।"

"যদি কখনো হয়," সেলডন বললেন। "কিন্তু ডেমারজেলের কি বিপদ হবে? কেন তার ক্ষতি হবে বা তাকে অপসারিত করা হবে। আমরা কি তার অপসারণ নিয়ে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ," এমারিলের মুখাবয়বে গাম্ভীর্য আরো অটুট হয়ে বসল।

"তাহলে খুলে বল। মূর্খকে একটু জ্ঞান দাও।"

লজ্জা পেল এমারিল। "হ্যারি, তুমি আসলে অতিরিক্ত সৌজন্য দেখাচ্ছ। কোনো সন্দেহ নেই যে জো-জো জোরানিউমের নাম তুমি শুনেছ।"

"অবশ্যই। বক্তৃতা বাগীশ নেতা– দাঁড়াও, লোকটা যেন কোত্থেকে এসেছে, নিশায়া, ঠিক? একেবারেই গুরুত্বহীন একটা গ্রহ, ছাগল পালনই তাদের একমাত্র পেশা, এবং খুব সম্ভবত উন্নতমানের পনির উৎপাদনের সুনাম আছে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু শুধু বক্তৃতাবাগীশই নয়, অনেক বড় একটা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে এবং দলটা দিনে দিনে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সে প্রচার করছে যে তার লক্ষ্য হলো সামাজিক ন্যায় বিচার এবং রাজনীতিতে জনগণের আরো ব্যাপক সক্রিয় অংশগ্রহণ।"

"আমিও সেইরকমই শুনেছি," সেলডন বললেন। "তার শ্লোগান হলো : সরকার জনগণেরই অংশ।"

"পুরোপুরি ঠিক হয়নি, হ্যারি। সে বলছে : জনগণই সরকার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়লেন সেলডন। "চমৎকার, তুমি জানো আমি এই ধারণার সাথে পুরোপুরি একমত।"

"আমিও, যদি জোরানিউম এর উদ্দেশ্য সত্যি সত্যি তাই হতো। কিন্তু সে শুধু নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চাইছে। এটা একটা পথ, কোনো লক্ষ্য নয়। সে ডেমারজেলকে সরাতে চায়। তারপর ক্লীয়নকে সামলানো তো সহজ ব্যাপার। জোরানিউম সিংহাসনে বসবে এবং তখন সে-ই হবে জনগণ। তুমিই আমাকে বলেছ যে ইম্পেরিয়াল ইতিহাসে এমন উদাহরণ অনেক আছে– আর এম্পায়ার এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি দুর্বল এবং রুগ্ন হয়ে পড়েছে। গত শতাব্দীতে যে ক্ষুদ্র সমস্যা এম্পায়ারের গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারত না এখন তাই হয়তো এম্পায়ারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে। শুরু হবে চিরস্থায়ী গৃহযুদ্ধ এবং পরিত্রাণের উপায় হিসেবে সাইকোহিস্টোরি কোনোদিনই গড়ে উঠবে না।"

"হ্যাঁ, তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ডেমারজেলকে সরানো নিশ্চয়ই এতো সহজ হবে না।"

"তুমি জানো না জোরানিউম দিনে দিনে কতটা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে।"

"কতটা ক্ষমতা অর্জন করতে পারছে সেটা কোনো ব্যাপার নয়।" সেলডনের চেহারায় একটা ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। "অবাক লাগছে ওর বাবা মা ওর নাম রেখেছে জো-জো। কেমন ছেলেমানুষী নাম।"

"এখানে ওর বাবা-মায়ের কোনো দোষ নেই। ওর আসল নাম ছিল লাসকিন, নিশায়াতে বেশ প্রচলিত এই নাম। সে নিজেই জো-জো নাম বেছে নিয়েছে, সম্ভবত তার নামের শেষ অংশের প্রথম অক্ষর বলেই।"

"আরো বেশী বোকামী, তোমার কি মনে হয়?"

"আমার তা মনে হয় না। মিছিল, সমাবেশে তার অনুসারীরা চীৎকার করতে থাকে জো... জো... জো... জো – বারবার। সবাই সম্মোহিত হয়ে পড়ে।"

"যাই হোক," সেলডন তার ট্রাই কম্পিউটারের দিকে ফিরে যন্ত্রটা যে বহুমাত্রিক সিমুলেশন তৈরি করেছে তা এ্যাডজাস্ট করতে লাগলেন, "দেখা যাক কি ঘটে।"

"তুমি কিভাবে বিষয়টাকে এতো স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছ? আমি বলছি বিপদটা স্পষ্ট।"

"না, মোটেই তা নয়," সেলডন বললেন, দৃষ্টি শীতল, বলার ভঙ্গীতে হঠাৎ করেই কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। "তোমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ নেই।"

"আর কি প্রমাণ দরকার?"

"সেটা আমরা পরে আলোচনা করব, ইউগো। এখন তুমি তোমার কাজ কর, ডেমারজেল এবং এম্পায়ারের ভাগ্য আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

ক্ষুব্ধ হলো এমারিল, কিন্তু সেলডনের প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। "ঠিক আছে, হ্যারি।"

কিন্তু তারপরেও দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে, বলল, "তুমি ভুল করছ, হ্যারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃদু হাসলেন সেলডন। "আমার তা মনে হয় না, তারপরেও তোমার সতর্কবাণী আমার মনে থাকবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু এমারিল চলে যাওয়ার পর সেলডনের মুখের হাসি মুছে গেল– আসলেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে?

২.

এমারিলের সতর্কবাণী সেলডন ভুলেও যান নি আবার খুব একটা গুরুত্ব দিয়েও ভাবেন নি। এরই মাঝে তার চল্লিশতম জন্মদিন নীরবে এসে চলেও গেল।

চল্লিশ। এখন আর তিনি তরুণ নন। জীবন এখন আর তার সামনে অনাবিস্কৃত বিশাল প্রান্তরের মতো ছড়িয়ে নেই, হারিয়ে গেছে অতীতের গর্ভে। আট বছর হয়ে গেল তিনি ট্র্যানটরে এসেছেন, কত দ্রুত সময় পার হয়ে গেছে। আরো আট বছর পরে তার বয়স হবে প্রায় পঞ্চাশ। বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি।

অথচ এখন পর্যন্ত সাইকোহিস্টোরির আশানুরূপ সূত্রপাতই করতে পারেন নি। ইউগো এমারিল উচ্ছসিত কণ্ঠে অনেক নিয়মের কথা বলে, অন্তর্জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বেপরোয়া অনুমিতির দ্বারা অনেক সমীকরণ তৈরি করেছে। কিন্তু সেই সমীকরণগুলো কিভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাবে? সাইকোহিস্টোরি এখন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান হিসেবেও গড়ে উঠে নি। সাইকোহিস্টোরি পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য এতো ব্যাপক পরীক্ষার প্রয়োজন যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে কোটি কোটি মানুষের গ্রহ, যা শেষ করতে লাগবে শত শত বছর এবং এখানে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই।

সমস্যাটা এতো প্রকট মনে হলো যে ডিপার্টমেন্টের কোনো কাজেই মন বসল না ঠিকমতো। একরাশ বিরক্তি নিয়ে দিন শেষে তিনি বাড়ির পথ ধরলেন।

সাধারনতঃ ক্যাম্পাসে হাঁটতে তার ভালো লাগে। স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গম্বুজগুলো ভীষণ উঁচু। মনে হতে পারে উন্মুক্ত প্রান্তর, উপরে ধাতব আচ্ছাদন নেই। এবং তার জন্য প্যালেস গ্রাউণ্ডে একমাত্র ভ্রমণের সময় যে আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা অনুভব করার দরকার নেই। এখানে আছে চমৎকার লন, গাছপালা, ফুটপাথ যেন তিনি তার নিজ গ্রহ হ্যালিকনে নিজের পুরনো কলেজের ক্যাম্পাসে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

আজকের দিনের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে মেঘের বিভ্রম এবং সূর্যের আলো (অবশ্য কোনো সূর্য নেই, শুধুই আলো) ক্ষণে ক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। এবং বাতাস কিছুটা ঠাণ্ডা– খুবই সামান্য।

সেলডনের মনে হলো আজকাল খুব দ্রুত শীতকাল চলে আসে, অন্তত যে ধরনের ঋতুচক্রের সাথে তারা অভ্যস্ত তারচেয়েও দ্রুত। ট্র্যানটর কি এনার্জি বাঁচিয়ে রাখছে? প্রতিটি ক্ষেত্রে কি দক্ষতা কমে যাচ্ছে? নাকি (ভাবনাটা মাথায় আসতেই তিনি মনে মনে ভুরু কুঁচকালেন) তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন? জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাঁধ সামান্য উঁচু করে হাঁটতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণতঃ বাড়ি ফেরার সময় পথের দিকে খুব একটা মনযোগ দেন না তিনি। তার দেহ অফিস থেকে কম্পিউটার রুম, সেখান থেকে বাড়িতে ফেরার পথটুকু খুব ভালো করেই চিনে রেখেছে। বরং এই সময়টাতে তিনি অনেক বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন, কিন্তু আজকে একটা শব্দ তাকে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনল। অর্থহীন একটা শব্দ।

জো... জো... জো... জো...

মৃদু এবং অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কিন্তু তার সব মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, এমারিলের সতর্কবাণী। সেই বক্তৃতাবাগীশ। সে কি ক্যাম্পাসে এসেছে?

কোনো কিছু ভাবার আগেই সেলডনের পদযুগল শব্দের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে যাওয়ার ঢালু পথ বেয়ে উঠতে লাগলেন। খেলাধুলা এবং আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য এই মাঠ ব্যবহার করা হয়।

মাঠের ঠিক মাঝখানে ছাত্রছাত্রীদের বেশ বড় একটা ভিড়। সবাই প্রবল উৎসাহে সুর করে কোনো একটা শব্দের স্তব করছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে তিনি চিনতে পারলেন না, লোকটার কণ্ঠস্বর জোড়ালো এবং আবেগপূর্ণ।

না, এই লোক জোরানিউম নয়। জোরানিউমকে তিনি বেশ কয়েকবার হলোভীশনে দেখেছেন, বিশেষ করে এমারিল সতর্ক করে দেয়ার পর আরো খুঁটিয়ে দেখেছেন। জোরানিউম দীর্ঘদেহী এবং ঠোঁটে সবসময়ই একটা চাতুর্যপূর্ণ হাসি লেগে থাকে। তার চুল ঘন এবং রংটা বালির মতো। চোখের রং হালকা নীল।

কিন্তু এই লোকটা বেটে এবং হালকা পাতলা গড়নের, প্রশস্ত মুখ, কালো চুল, জোড়ালো কণ্ঠস্বর। কোনো কথাই শুনলেন না সেলডন তবে একটা বাক্য তার কানে ঢুকল, "পাওয়ার ফ্রম দ্য ওয়ান টু দ্য মেনি।" অনেকগুলো কণ্ঠ তার সাথে সুর মিলাল।

চমৎকার, ভাবলেন সেলডন। কিন্তু কাজটা সে কিভাবে করবে– এবং সে কি এই ব্যাপারে সত্যি আন্তরিক?

ভীড়ের পিছন প্রান্তে পৌঁছে গেলেন তিনি, আশে পাশে তাকালেন পরিচিত কেউ আছে কিনা দেখার জন্য। ফিনানজিলসকে দেখতে পেলেন, গণিত বিভাগের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। ভালো ছাত্র, ভেড়ার পশমের মতো ঘন চুল। ছেলেটাকে ডাকলেন তিনি।

সেলডনের ডাক শুনে ফিনানজিলস কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, যেন কম্পিউটারের কী বোর্ড ছাড়া সেলডনকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। তারপর বলল, "প্রফেসর সেলডন, আপনিও বক্তৃতা শুনতে এসেছেন?"

"আমি আসলে দেখতে এসেছি এখানে গোলমাল কিসের। লোকটা কে?"

"ও হচ্ছে নামাত্রি, প্রফেসর। জো-জোর দলের লোক।"

সেলডন আবার কিছুক্ষণ শ্রোতাদের সুর করে বলা স্লোগান শুনলেন। বক্তা কিছুক্ষণ পরপরই তাদের মুখে একটা করে বাক্য তুলে দিচ্ছে আর শ্রোতারা সবাই তা জোরালো কণ্ঠে স্লোগান দিয়ে শেষ করছে। "নামটা অপরিচিত। কোন ডিপার্টমেন্টের?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ না, প্রফেসর, ও হচ্ছে জো-জোর লোক।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য না হলে এখানে বিনা অনুমতিতে রাজনৈতিক সমাবেশ করার কোনো অধিকার নেই ওর। তোমার কি মনে হয় অনুমতি আছে?"

"আমি কিভাবে বলব, প্রফেসর?"

"বেশ, দেখা যাক আছে কি না।"

ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করলেন সেলডন, কিন্তু ফিনানজিলস বাধা দিল, "কিছু করতে যাবেন না, প্রফেসর। ওর সাথে গুন্ডা আছে।"

বক্তার পিছনে ছয়জন তরুণ। পা অনেকখানি ছড়িয়ে দাঁড়ানো, হাত বুকের উপর বাঁধা, ভুরু কুঁচকে রেখেছে।

"গুন্ডা?"

"যদি কেউ বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা করে তাদেরকে ঠেকানোর জন্য।"

"তার মানে সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নয় এটা নিশ্চিত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলেও তা দিয়ে সাথে গুন্ডা নিয়ে আসার দোষ কাটবে না– ফিনানজিলস, সিকিউরিটিকে খবর দাও।"

"আমার ধারণা ওরা কোনো ঝামেলা চাইছে না," বিড় বিড় করে বলল ফিনানজিলস। "প্রফেসর, দয়া করে আপনি নিজে কিছু করতে যাবেন না। সিকিউরিটিকে খবর দিচ্ছি আমি। কিন্তু ওরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"হয়তো ওরা আসার আগেই আমি খেলাটা শেষ করে দিতে পারব।"

ভিড় ঠেলে এগোতে লাগলেন তিনি। খুব একটা সমস্যা হলো না। ভীড়ের অনেকেই তাকে চিনতে পেরেছে। যারা চেনে না তারাও সেলডনের কাঁধে লাগানো প্রফেসরিয়াল ব্যাজ দেখে তাকে পথ করে দিল।

প্ল্যাটফর্মের কাছে পৌছলেন তিনি, পাটাতনে দুহাতের ভর দিয়ে তিন ফিট উঁচু প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়লেন, উঠার সময় ফোস করে একটা শব্দও করলেন। খানিকটা বিরক্ত হয়ে ভাবলেন যে দশ বছর আগে এই কাজটাই তিনি এক হাতে এবং নিঃশব্দে করতে পারতেন।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বক্তা কথা থামিয়ে বরফ-শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আপনার অনুমতি পত্র, স্যার।" শান্ত সুরে বললেন সেলডন।

"আপনার পরিচয়?" বক্তা জানতে চাইল। উচ্চস্বরে জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে ভেসে পৌছে গেল ভীড়ের শেষ মাথা পর্যন্ত।

"আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক," একই রকম উচ্চস্বরে জবাব দিলেন সেলডন। "অনুমতি পত্র, স্যার।"

"এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনো ক্ষমতা আপনার আছে, আমার তা মনে হয় না।" বক্তার পিছনে দাঁড়ানো ছয় তরুণ ধীরে ধীরে মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনতে শুরু করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যদি কোনো অনুমতি পত্র না থাকে তাহলে আমি আপনাকে এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেব।"

"যদি না যাই?"

"প্রথম কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মীদের খবর দেয়া হয়েছে, ওরা আসছে।" সমবেত ছাত্রছাত্রীদের দিকে ঘুরলেন তিনি। "শিক্ষার্থীরা, ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে যে কোনো ধরনের সমাবেশ করার অধিকার আছে আমাদের। কিন্তু সেই অধিকার যে কোনো মুহূর্তে কেড়ে নেয়া হতে পারে যদি আমরা বহিরাগতদের বিনা অনুমতিতে এখানে সমাবেশ করার সুযোগ দেই– "

কাঁধে ভারি হাতের স্পর্শ পেয়ে খানিকটা কুঁকড়ে গেলেন তিনি। ঘুরে ফিনানজিলস এর উল্লেখিত গুন্ডাগুলোর একজনের মুখোমুখী হলেন।

"ভাগো– জলদি।" লোকটা বলল। গমগমে কণ্ঠস্বর। বাচনভঙ্গীটা একেবারেই অপরিচিত, কোন প্রদেশের বুঝতে পারলেন না সেলডন।

"কি লাভ হবে তাতে?" সেলডন বললেন। "নিরাপত্তা কর্মীরা যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে।"

"সেই ক্ষেত্রে," মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়ে নামাত্তি বলল, "একটা সংঘাত হবে। আমরা তাতে ভয় পাই না।"

"ভয় যে পাও না তাতে কোনো সন্দেহ নেই," সেলডন বললেন। "তোমরা বরং খুশীই হবে, কিন্তু সেরকম কিছু হবে না। তোমরা কোনো ঝামেলা ছাড়াই এখান থেকে চলে যাবে।" ঝাকুনি দিয়ে কাঁধের উপর থেকে গুন্ডাটার হাত সরিয়ে দিলেন। শিক্ষার্থীদের দিকে ঘুরে বললেন, "আমরা খেয়াল রাখব যেন কোনো ঝামেলা না হয়, তাই না?"

ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন চিৎকার করল, "উনি প্রফেসর সেলডন। আমাদের শিক্ষক। উনার কোনো ক্ষতি করা যাবে না।"

দ্বিধা দ্বন্দ্ব অনুভব করছেন সেলডন ভীড়ের সকলের মাঝে। নীতিগতভাবে অধিকাংশই চাইছে যেন নিরাপত্তা কর্মীরা এসে সমস্যার সমাধান করে দেয়। অন্য দিকে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই সেলডনকে চেনে এবং যারা চেনে না তারাও চাইবে না বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক লাঞ্ছিত হোক।

একটা মেয়ে কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। "সাবধান, প্রফেসর!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখোমুখি দাঁড়ানো তরুণকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। নিশ্চিত নন কাজটা নিঁখুতভাবে করতে পারবেন কিনা, তার রিফ্ল্যাক্স আগের মতো আছে কিনা, পেশীর জোর আগের মতো আছে কি না।

গুন্ডাদের একজন এগিয়ে আসছে। অতিরিক্তি আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গী। ধীর গতি, ফলে সেলডন প্রয়োজনীয় সময়টুকু পেয়ে গেলেন। আর গুন্ডাটা যেভাবে হাত বাড়ালো তাতে কাজটা তার জন্য আরো সহজ হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ানো হাতটা ধরেই ঘুরলেন তিনি। ঝুকলেন, বাহু উপরে উঠানো, তারপর ঝট করে নামিয়ে আনলেন (হুশ করে দম ছাড়লেন– হাপাচ্ছেন কেন?), তরুণ উড়ে গিয়ে ধপাস করে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পড়ল। কাঁধের হাড় সরে গেছে নির্ঘাত।

এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভিড়ের সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। নিজেদের সম্মান রক্ষার বিষয়টাই এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার কাছে।

"সব কয়টাকে শেষ করে দেন, প্রফেসর!" একজন বলল। বাকী সবাই তাল মিলাল।

হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার চুলগুলো গুছিয়ে নিলেন সেলডন। আহত গুন্ডা প্ল্যাটফর্মে শুয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। পা দিয়ে তাকে একটা খোচা দিলেন।

"আর কেউ?" আমুদে গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। "নাকি মানে মানে কেটে পড়বে?"

নামাত্রি এবং বাকি পাঁচ গুন্ডা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেলডন বললেন। "তোমাকে সাবধান করে দেয়া আমার কর্তব্য। আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।– বেশ, এরপর কে? এসো। একজন একজন করে।"

শেষ কথাগুলো জোরেই বললেন সেই সাথে আঙ্গুল নেড়ে সামনে এগিয়ে আসার ইশারা করলেন। আনন্দে চিৎকার করে উঠল শিক্ষার্থীরা।

নামাত্রি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে সেলডন তার গলা চেপে ধরলেন। ছাত্রছাত্রীরা সবাই প্ল্যাটফর্মে উঠে সেলডন এবং বাকী পাঁচ গুন্ডার মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে নামাত্রির কণ্ঠনালীর উপর চাপ বাড়াতে লাগলেন সেলডন। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "কাজটা নিঁখুতভাবে করার একটা কায়দা আছে, নামাত্রি। আমি সেই কায়দাটা জানি। অনেকগুলো বছরের অনুশীলন। একটুও যদি নড়ো বা কোনো বদমাইশি করো আমি তোমার কণ্ঠনালি ছিঁড়ে ফেলব। জীবনে আর কখনো ফিসফিসানির চেয়ে উঁচুগলায় কথা বলতে পারবে না। নিজের প্রতি দরদ থাকলে যা বলছি তাই কর। গুন্ডাগুলোকে বল এখান থেকে চলে যেতে। যদি অন্য কিছু বল তাহলে ওগুলোই হবে স্বাভাবিক স্বরে বলা তোমার শেষ কথা। এবং যদি আর কোনোদিন এই ক্যাম্পাসে দেখি তাহলে কাজটা আমি শেষ করব। কোনো দয়া দেখাব না।"

ধীরে ধীরে চাপ কমালেন সেলডন। নামাত্রি ফ্যাসফেসে গলায় নির্দেশ দিল, "চল সবাই, জলদি।" আহত সঙ্গীকে নিয়ে সবাই পালিয়ে গেল।

মাঠ ছেড়ে আবার বাড়ির পথে হাঁটা ধরলেন সেলডন। মুখে মৃদু হাসি। আসলে আজকে নিজের চরিত্রের একটা বিপরীত দিক প্রকাশ করে ফেলেছেন। যা আদৌ তিনি চান নি। তিনি হ্যারি সেলডন, গণিতবিদ, মারকুটে কোনো মানুষ নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া সব কথাই ডর্সের কানে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি তার নিজেরই বলে দেয়া উচিত। অন্যেরা সঠিক ব্যাখ্যা নাও দিতে পারে। তখন অবস্থা আরো খারাপ হবে।

তবে ডর্স যে খুশি হবে না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.

অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় হেলান দিয়ে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ডর্স। এক হাত কোমড়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই একেবারে প্রথম ডর্সকে যেমন দেখেছিলেন এখনো ঠিক তেমনই আছে। হালকা পাতলা গড়ন, চমৎকার দেহ সৌষ্ঠব, কোঁকড়ানো লালচে সোনালী চুল– শুধুমাত্র তার চোখেই অপূর্ব সুন্দরী, তাও আবার শারীরিক অর্থে নয়। অবশ্য পরিচয়ের প্রথম কিছুদিন ব্যতিরেকে ডর্সকে তিনি শারীরিকভাবে মূল্যায়ন করার তেমন একটা সুযোগও পান নি।

ডর্স ভেনাবিলি! নিরুদ্বিগ্ন মুখ দেখে প্রথম এই কথাটাই ভাবলেন তিনি। অধিকাংশ গ্রহে, এমন কি এই ট্র্যানটরেরই প্রায় সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সে ডর্স সেলডন হিসেবে পরিচিত। সেলডন এটা পছন্দ করেন না। কারণ তার মনে হয় এতে করে এক ধরনের মালিকানা প্রকাশ পায়। কিন্তু কিছু করার নেই। এটা অতি প্রাচীন একটা প্রথা। এতোই প্রাচীন যে কখন থেকে এর প্রচলন শুরু হয়েছিল তার কোনো ইতিহাস নেই।

AMARBOI.COM

সামান্য একটু মাথা নেড়ে মৃদু গলায় ডর্স বলল, "সব শুনেছি, হ্যারি। তোমাকে নিয়ে কি করব আমি?"

"একটা চুমু দিতে পার।"

"হয়তো, কিন্তু পুরো ঘটনা তোমার মুখ থেকে শোনার পর। ভেতরে এসো। তুমি জানো," দরজা বন্ধ করার পর ডর্স বলল, "আমার নিজের লেকচার, গবেষণার কাজ আছে। কিংডম অফ ট্র্যানটরের ইতিহাস নিয়ে বিরক্তিকর গবেষণার কাজটা এখনো করছি। কারণ তুমি বলেছিলে যে ওটা তোমার কাজে লাগবে। এখন সব বাদ দিয়ে তোমার সাথে সাথে ঘোরা শুরু করতে হবে, বিপদ আপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে হবে? ওটা এখনো আমার দায়িত্ব। আর যেহেতু সাইকোহিস্টোরির অগ্রগতি হচ্ছে কাজেই দায়িত্বটা আমার নিজের কাজের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"

"অগ্রগতি? সেটা হলে তো ভালোই হতো। যাই হোক আমাকে তোমার রক্ষা করার দরকার নেই।"

"তাই? তোমার খোঁজে রাইখকে পাঠিয়েছিলাম। না বলে তো কখনো এতো দেরি করো না। দুঃখিত, আমার কথা শুনে তোমার মনে হতে পারে যে আমি তোমার রক্ষক। কিন্তু আমি আসলেই তাই। তোমার রক্ষক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই কথাটা কি তুমি জানো, রক্ষক ডর্স, বন্ধনমুক্ত হতে আমার খুব ভালো লাগে।"

"তোমার যদি কিছু হয়ে যায়, ডেমারজেলকে আমি কি জবাব দেব?"

"ডিনারের জন্য কি খুব বেশী দেরি করে ফেলেছি। কিচেন সার্ভিসের জন্য ক্লিক করেছ?"

"না। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আর তুমি থাকলে কখনোই আমি ক্লিক করি না। কারণ খাবার পছন্দের ব্যাপারে আমার চেয়ে তুমি অনেক বড় ওস্তাদ। আর দয়া করে কথা ঘুরিও না।"

"কেন, রাইখ নিশ্চয়ই তোমাকে এসে জানিয়েছে যে আমার কোনো বিপদ হয়নি। তাহলে আবার নতুন করে বলার কি আছে?"

"ও যখন গিয়ে পৌছায় ততক্ষণে পরিস্থিতি তোমার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তখন দ্রুত ফিরে এসে আমাকে জানায় যে তোমার কোনো বিপদ হয় নি। কিন্তু বিস্তারিত কিছুই এখনো জানি না। আসলে– তুমি– কি– করছিলে?"

শ্রাগ করলেন সেলডন। "বিনা অনুমতিতে একটা সমাবেশ হচ্ছিল, ডর্স, আমি সেটা থামিয়ে দেই। নইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনর্থক ঝামেলায় পড়ত।"

"ওগুলো বন্ধ করার দায়িত্ব কি তোমার? হ্যারি, গায়ের জোর দেখানোর বয়স তোমার নেই, তুমি এখন– "

কর্কশ কণ্ঠে বাধা দিলেন তিনি। "বৃদ্ধ?"

"গায়ের জোর দেখানোর ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, তুমি বৃদ্ধ। তোমার বয়স চল্লিশ। কেমন লাগছে?"

"খানিকটা জড়তা, ব্যস।"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু এই বয়সে নিজেকে তরুণ হ্যালিকনিয়ান অ্যাথলেট প্রমাণ করতে গিয়ে হাত পা ভাঙবে।– এবার সব খুলে বল আমাকে।"

"তোমাকে তো বলেছিলাম যে এমারিল আমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। জো-জো জোরানিউম নামের এক লোক ক্ষমতা দখলের নতুন এক আন্দোলন শুরু করেছে। রক্ত গরম করা বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে খেপিয়ে তুলছে। সেই লোকটা ডেমারজেলের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে।"

"জো-জো, হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু আজকে কি হয়েছিল জানি না।"

"মাঠে একটা সমাবেশ হচ্ছিল। ওখানে নামাত্রি নামের এক লোককে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে দেখি– "

"ওর পুরো নাম গ্যামবল ডিন নামাত্রি। জোরানিউমের ডান হাত।"

"তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানো। যাই হোক, ওখানে সমাবেশ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয় নি সে, এবং সে আশা করছিল কোনো না কোনো ভাবে একটা সংঘর্ষ তৈরি হবে। সে যদি কিছুদিনের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে পারত তখন শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য ডেমারজেলকে দায়ী করত। যতদূর বুঝতে পেরেছি, মন্দ সব কিছুর জন্যই ওরা ডেমারজেলকে দোষ দেয়। তাই ওদেরকে আমি বাধা দেই।– কোনোরকম সংঘর্ষ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করি।"

"তোমাকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে।"

"অবশ্যই। চল্লিশ বছরের এক বৃদ্ধের জন্য কাজটা সত্যিই গর্বের।"

"সেজন্যই তুমি কাজটা করেছ? চল্লিশ বছর বয়সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য?"

ডর্সের প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতেই সেলডন ডিনার মেনুতে ক্লিক করলেন। তারপর বললেন, "না, আমি সত্যি সত্যি চিন্তিত ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় যেন কোনো সমস্যায় না পড়ে। ডেমারজেলকে নিয়েও চিন্তিত ছিলাম। আসলে ইউগোর মন্তব্য যা ভেবেছিলাম আমাকে তার চেয়েও বেশী চিন্তিত করে তুলেছে। কিন্তু ওটা আমার বোকামী, ডর্স, কারণ আমি জানি যে ডেমারজেল নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। এই কথাটা তুমি ছাড়া ইউগো বা অন্য কারো কাছেই আমি বলতে পারব না।"

লম্বা শ্বাস নিলেন তিনি। "আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার এই যে অন্তত তোমার সাথে আমি বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে পারি। আমি জানি, তুমি জানো, ডেমারজেল জানে এবং অন্য কেউই জানে না– অন্তত আমি যে জানি সেই বিষয়টা– যে ডেমারজেল আনটাচেবল।"

দেয়ালের একটা বোতামে চাপ দিল ডর্স। ওদের বাসস্থানের ডাইনিং সেকশনটা আলোকিত হয়ে উঠল। আলোর রং পীচ ফলের মতো। টেবিলে এরই মধ্যে লিনেন, ক্রিস্টাল এবং প্লেট, চামচ সাজানো হয়ে গেছে। বসার পরপর খাবারও আসতে শুরু করল– সাধারণত রাতের এই সময়ে খুব একটা দেরীও হয় না। সেলডন খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করেন তাতে সবার সাথে ফ্যাকাল্টি ডিনারে অংশগ্রহণ করার দরকার হয় না।

মাইকোজেনিয়ান খাবারের স্বাদ সেলডন এখনো ভুলতে পারেন নি– অদ্ভুত। পুরুষতান্ত্রিক, ধর্মান্ধ, অতীত আকড়ে থাকা ওই সেক্টরের মাত্র এই একটা জিনিসই তারা পছন্দ করেছিলেন।

"আনটাচেবল বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?" খেতে বসে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল ডর্স।

"আহ্, ডর্স, ডেমারজেল ইমোশন অলটার করতে পারে। কথাটা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। যদি জোরানিউম বিপদ হয়ে দেখা দেয়, সে"– হাত দিয়ে তিনি একটা ইশারা করলেন– "অলটার করা যাবে; তার মাইন্ড বদলে দেয়া যাবে।"

ডর্সের চেহারায় অস্বস্তির ছাপ পড়ল। ডিনারের বাকী সময়টা দুজনের মাঝে আর কোনো কথা হলো না। উচ্ছিষ্ট খাবার, ময়লা প্লেট, চামচগুলো টেবিলের মাঝখানে একটা গর্তে ঢুকে যাওয়ার পর (গর্তের মুখটা আবার মসৃণভাবে বন্ধও হয়ে গেল) ডর্স পুনরায় আলোচনা শুরু করল, "বুঝতে পারছি না তোমার সাথে এই বিষয়ে কথা বলা ঠিক হবে কিনা, হ্যারি, আবার তোমাকে অন্ধকারে রাখাও উচিত না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মানে?" ভুরু কোঁচকালেন তিনি।

"হ্যাঁ, কখনো চিন্তাও করি নি যে এই ব্যাপারে কথা বলতে হবে, কিন্তু ডেমারজেলেরও সীমাবদ্ধতা আছে, তারও ক্ষতি হতে পারে, এবং জোরানিউম আসলেই তার জন্য বিপদ।"

"কি বলছ তুমি?"

"সত্যি কথাই বলছি। রোবটের ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণাই নেই– বিশেষ করে ডেমারজেলের মতো জটিল রোবট। কিন্তু আমার আছে।"

৪.

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। কারণ সেলডনের মনের ভেতর নিঃশব্দে ঝড় বয়ে চলেছে।

হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। তার স্ত্রীর রোবটের ব্যাপারে অস্বাভাবিক জ্ঞান রয়েছে। অনেক ভেবেও কোনো কুল কিনারা পান নি হ্যারি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ডেমারজেল– একটা রোবট– সে না থাকলে ডর্সের সাথে তার পরিচয়ই হতো না। কারণ ডর্স ডেমারজেলের জন্যই 'কাজ' করে। ডেমারজেলই আট বছর আগে ট্র্যানটরের বিভিন্ন সেক্টরে পালিয়ে বেড়ানোর সময় তার নিরাপত্তার জন্য ডর্সকে নিয়োগ করে। যদিও ডর্স এখন তার স্ত্রী, তার অর্ধাঙ্গিনী, সহকারীনি, তারপরেও রোবটের ব্যাপারে ডর্সের জ্ঞান দেখে অবাক হন হ্যারি। ডর্সের জীবনের এই একটা ক্ষেত্রে হ্যারির কোনো প্রবেশাধিকার নেই– সম্ভবত সেখানে তিনি আমন্ত্রিতও নন। আর তাই প্রায়শই হ্যারির মনে সবচেয়ে বেদনাদায়ক প্রশ্নটার উদয় হয় : শুধুমাত্র ডেমারজেলের প্রতি আনুগত্যের কারণেই কি ডর্স তার সাথে একত্রে বসবাস করছে নাকি তার প্রতি ভালোবাসার কারণে? তিনি অবশ্য পরেরটাই বিশ্বাস করতে চান– কিন্তু তারপরেও...

ডর্সের সাথে তার জীবনটা সুখের, কিন্তু সে জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, কিছু শর্ত মেনে নিতে হয়েছে। অবশ্য পালনীয় একটা শর্ত কারণ কোনো আলোচনা বা চুক্তির মাধ্যমে নয় বরং মুখে না বলা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শর্তটা দুজনের মাঝে আরোপিত হয়।

সেলডন বিশ্বাস করেন একজন স্ত্রীর কাছে তিনি যা আশা করতেন তার সবকিছুই ডর্সের ভেতর আছে। সত্যি কথা তাদের কোনো সন্তান নেই, তিনি আশাও করেন নি, বরং আসল কথা হচ্ছে তিনি কখনো চান নি। রাইখ তার নিজের সন্তানের চেয়েও আপন।

মূল কথা হলো ডর্সই তাকে ভাবতে বাধ্য করেছে যে এতে হয়তো দুজনের সমঝোতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সমঝোতার কারণেই তারা এক সাথে সুখে বাস করতে পারছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল চিন্তা, সবগুলো প্রশ্ন আবার মাথা থেকে বের করে দিলেন। তার প্রটেক্টর হিসেবে ডর্সের ভূমিকা তিনি মেনে নিতে শিখেছেন। জানেন এই দায়িত্ব থেকে তাকে টলানো যাবে না। আর হাজার হোক তার সাথেই ডর্স এক ছাদ, একই টেবিল এবং একই বিছানা শেয়ার করছে– ডেমারজেলের সাথে নয়।

ডর্সের কথায় তার স্মৃতিচারণে ছেদ পড়ল।

"জবাব দিচ্ছ না কেন– রাগ করেছ?"

পুনরাবৃত্তির সুর লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন যে তিনি আসলে ডর্সের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের চিন্তায় গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিলেন। ধীরে সুস্থে বলতে শুরু করলেন, "দুঃখিত, না, রাগ করি নি। শুধু ভাবছিলাম যে তোমার মন্তব্যটা কিভাবে নেব।"

"রোবটের ব্যাপারে?" ডর্সকে আগের চেয়েও শান্ত মনে হলো।

"তুমি বলেছ যে রোবটের ব্যাপারে আমি তোমার মতো অত বেশী জানি না। এই মন্তব্যটার জবাব কিভাবে দেয়া উচিত?" থামলেন, তারপর শান্ত গলায় যোগ করলেন (বুঝতে পারলেন যে তিনি আসলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছেন), "অন্তত মনে কষ্ট না নিয়ে কিভাবে বলা যায়।"

"আমি এই কথা বলি নি যে তুমি রোবটের ব্যাপারে কিছু জান না। বলতেই যদি চাও তাহলে যা বলেছি সেটা ঠিক মতো বল। আমি বলেছি যে রোবটের ব্যাপারগুলো আমি যতটুকু বুঝি তুমি তত বোঝ না। কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি জানো অনেক বেশী হয়তো বা আমার চেয়েও বেশী। কিন্তু জানা আর বোঝার মাঝে অনেক তফাৎ।"

"ডর্স, তোমার এই স্ববিরোধী কথা আমার কাছে বিরক্তিকর। কোনো বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকলে অথবা ইচ্ছে করে স্ববিরোধীতা তৈরি করা যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে আমি তা পছন্দ করি না। অবশ্য হাসানোর উদ্দেশ্যে করা হলে অন্য ব্যাপার। তবে আমার মনে হয় না এখন পরিস্থিতি সেই রকম।"

ডর্স তার চিরাচরিত ভঙ্গীতে হাসল, যেন নিজের আনন্দটা এতোই মূল্যবান যে তা সহজে অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি করা যাবে না। "আসলে স্ববিরোধীতা তোমার অহংবোধ প্রকাশ করে দেয় বলেই বিরক্ত হও। আর তোমার অহংবোধটা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন তোমাকে হাস্যকর দেখায়। যাই হোক, বুঝিয়ে বলছি। তোমাকে বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়।" স্পর্শ দিয়ে তাকে শান্ত করার জন্য হাত বাড়ালো ডর্স, কিন্তু তিনি হাত মুঠো পাকিয়ে ফেললেন। নিজের আচরণে নিজেই বিস্মিত এবং বিব্রত হলেন।

"সাইকোহিস্টোরির অনেক কথাই তুমি আমাকে বল, তাই না?" ডর্স বলল।

গলা পরিষ্কার করে নিলেন সেলডন। "এই ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। প্রজেক্টটা গোপনীয়– এটাই এই প্রজেক্টের বিশেষ প্রকৃতি। এই বিজ্ঞান যে মানবগোষ্ঠীকে পরিচালিত করবে তাদের কাছ থেকে এর ফলাফল গোপন রাখা না হলে সাইকোহিস্টোরি ব্যর্থ হয়ে যাবে, কাজেই এই ব্যাপারে আমি শুধু ইউগো এবং তোমার সাথেই কথা বলতে পারি। ইউগোর কাছে পুরো ব্যাপারটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন করি নি, কাজেই মনে মনে নিজের এ
তোমার অংক শাস্ত্র বোঝার সাধ্য আ
বিজ্ঞানের ইতিহাস আমি কিছুই জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক," সেলডন বললেন। "এটাই হচ্ছে অরাজক প্রভাবের মূল কথা। সমস্যা হচ্ছে ঘটনাপ্রবাহকে অনুমানযোগ্য বা প্রেডিক্টেবল করার জন্য এমন কোনো ক্ষুদ্র পরিবর্তন কি আছে? নাকি মানব ইতিহাস বাস্তবিকই প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিবর্তনীয় অরাজকতায় পূর্ণ? এই কারণেই শুরুতে আমি ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম যে সাইকোহিস্টোরি কোনো ভাবেই– "

"জানি, কিন্তু তুমি আমাকে আসল কথাটা বলতে দিচ্ছ না। যথেষ্ট ক্ষুদ্র কোনো পরিবর্তন আছে কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে মিনিমালের চেয়ে বড় কোনো পরিবর্তনই অরাজকতা তৈরি করবে। হয়তো প্রয়োজনীয় মিনিমাম হচ্ছে শূন্য, কিন্তু শূন্য না হলেও তা হবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র– মূল সমস্যা হচ্ছে এমন একটি পরিবর্তন বের করা যা হবে যথেষ্ট ক্ষুদ্র কিন্তু শূন্য থেকে যথেষ্ট বড়। আমার মতে মিনিমালিজম এর প্রয়োজনীয়তা বলতে তুমি এটাই বোঝাতে চেয়েছ।"

"মোটামুটি ঠিকই বুঝতে পেরেছ। যদিও গণিতের সাহায্যে বিষয়টাকে আরো সংক্ষেপে এবং নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যদি– "

"রক্ষে কর। তুমি যদি সাইকোহিস্টোরির ক্ষেত্রে এই নিয়মটাকে সত্য বলে মানো, হ্যারি, তাহলে ডেমারজেলের ক্ষেত্রেও সত্য বলে মানতে হবে। তুমি জানো ঠিকই কিন্তু বুঝতে পারনি, কারণ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সাইকোহিস্টোরির নিয়মগুলোকে রোবোটিক্স আইনের সাথে সমন্বয় করার চিন্তা তোমার মাথায় আসে নি।"

সেলডন খানিকটা অনিশ্চয়তার সাথে জবাব দিলেন, "এখন আর বুঝতে পারছি না তুমি আসলে কি বলতে চাইছ।"

"তারও মিনিমালিটির প্রয়োজন আছে, তাই না, হ্যারি? রোবোটিক্স এর প্রথম আইন অনুসারে একটা রোবট কখনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। একটা সাধারণ রোবটের জন্য এটা অলঙ্ঘনীয় প্রধান আইন, কিন্তু ডেমারজেল অসাধারণ, তার জন্য জিরোয়েথ ল' বাস্তব সত্য এবং তা এমন কি প্রথম আইনটার উপরও প্রাধান্য বিস্তার করেছে। জিরোয়েথ ল' তে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষকে নিয়ে যে মানবজাতি তা একক ইউনিট এবং একটা রোবট কখনো মানবজাতির ক্ষতি করতে পারে না। সাইকোহিস্টোরি যেমন তোমাকে একটা নির্দিষ্ট সমস্যার চক্রে আটকে রেখেছে তেমনি এই আইনটাও ডেমারজেলকে ঠিক সেভাবেই আটকে রেখেছে।"

"এবার কিছুটা বোধগম্য হচ্ছে।"

"আমারও তাই ধারণা। মাইন্ড পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকলেও, তাকে সেটা করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যেন অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি না হয়– আর সে যেহেতু সম্রাটের ফার্স্ট মিনিস্টার, তাকে ভাবিয়ে তোলার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সংখ্যা অগনিত, কোনো সন্দেহ নেই।"

"বর্তমান ঘটনার সাথে এর কি সম্পর্ক?"

"ভেবে দেখ। তুমি কাউকে বলতে পারবে না– অবশ্য আমাকে ছাড়া– যে ডেমারজেল একটা রোবট, কারণ সে তোমাকে এ্যাডজাস্ট করে রেখেছে যেন বলতে না পারো। কিন্তু কতখানি অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছে সে? তুমি কি মানুষকে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াতে চাও যে সে একটা রোবট? যেখানে তুমি তার সাহায্য, প্রটেকশন, প্রভাবের উপর নির্ভরশীল সেখানে তুমি কি সত্যি কথা ফাস করে দিয়ে তার কার্যকারীতা নষ্ট করে দিতে চাও? মোটেই না। সে যে পরিবর্তনটা করেছে তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অসতর্ক মুহূর্তে বা উত্তেজনার বশে যেন সত্য কথাটা তোমার মুখ ফসকে বেরিয়ে না পড়ে তার থেকে তোমাকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট ক্ষুদ্র। এতই ক্ষুদ্র পরিবর্তন যে এটার আসলে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই নেই। এভাবেই ডেমারজেল এম্পায়ার চালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।"

"আর জোরানিউম এর ঘটনাটা?"

"অবশ্যই তোমার থেকে আলাদা। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সে ডেমারজেলের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিঃসন্দেহে, ডেমারজেল তাকে পাল্টে দিতে পারবে, কিন্তু সেজন্য তাকে জোরানিউম এর পুরো গঠন পাল্টাতে হবে এবং ফলাফল কি হবে তা সে আন্দাজ করতে পারবে না। জোরানিউম এর ক্ষতি না করে কাজটা করতে চাইলে যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেগুলো হয়তো অন্যদের ক্ষতি করবে, সম্ভবত পুরো মানবজাতির, কাজেই জোরানিউম যেভাবে চলছে তাকে সেভাবেই চলতে দিতে হবে, অন্য কোনো পথ নেই ডেমারজেলের অন্তত যতক্ষণ না সে অতি ক্ষুদ্র কোনো পরিবর্তন বের করতে পারছে– অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন– এভাবে কোনো ক্ষতি ছাড়াই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর তাই ইউগোর কথাই ঠিক, ডেমারজেল সত্যিই ভয়ংকর বিপদে।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন সেলডন। কথা বললেন পুরো এক মিনিট পরে। "যদি ডেমারজেল কিছু করতে না পারে তাহলে আমি করব।"

"সে কিছু করতে না পারলে তুমি কি করবে?"

"আমার ব্যাপারটা ভিন্ন। আমার কাজকর্ম রোবোটিক্স এর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, আমাকে মিনিমালিজম নিয়ে খুব বেশী না ভাবলেও চলবে।– এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাকে ডেমারজেলের সাথে দেখা করতে হবে।"

ডর্সকে খানিকটা উদ্বিগ্ন দেখাল। "করতেই হবে? তোমাদের দুজনের মাঝে যে যোগাযোগ আছে সেটা প্রকাশ না করাই ভালো।"

"আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি যে এখন আর গোপন রাখার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া আমি তো ঢাকঢোল পিটিয়ে বা হলোভিশনে ঘোষণা দিয়ে তার সাথে দেখা করতে যাব না, কিন্তু দেখা করতেই হবে।"

৫.

স্মৃতি রোমন্থন করছেন সেলডন। আট বছর আগে, যখন তিনি ট্র্যানটরে আসেন তখন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। থাকতেন হোটেলে, সামান্য যে কয়েকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিসপত্র ছিল তা একটা ঝোলায় ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে যখন তখন ট্র্যানটরের যে কোনো স্থানে চলে যেতে পারতেন।

কিন্তু এখন তিনি হাজারো কাজে ব্যস্ত থাকেন। সারাদিনে প্রচুর সিদ্ধান্ত নিতে হয়, অনেক বিভাগীয় মিটিং সারতে হয়। কাজেই ইচ্ছে হলেই ডেমারজেলের সাথে দেখা করার জন্য ছুটতে পারেন না– আবার তিনি ফুরসত পেলে কি হবে, ডেমারজেল তো আরো বেশী ব্যস্ত থাকে। তাই দেখা করার জন্য সময় বের করাটা সত্যি কঠিন।

আবার ডর্স যখন মাথা নেড়ে বলল, "তোমার উদ্দেশ্যটা কি আমি বুঝতে পারছি না।" তাও সহজে মেনে নিতে পারলেন না।

খানিকটা অধৈর্য হয়েই জবাব দিলেন, "আমি নিজেও জানি না, ডর্স। তবে আশা করি ডেমারজেলের সাথে দেখা হলে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারব।"

"তোমার প্রথম দায়িত্ব সাইকোহিস্টোরি। ঠিক এই কথাগুলোই বলবে সে।"

"হয়তো বা। দেখা যাক।"

আর ফার্স্ট মিনিস্টারের সাথে সাক্ষাতের যখন আর মাত্র আট দিন বাকী– সেই মুহূর্তে বিভাগীয় অফিস কক্ষের ওয়াল স্ক্রীনে প্রাচীন বর্ণমালায় লিখিত একটা মেসেজ পেলেন, তার সাথে মিল রেখে ভাষাটাও প্রাচীন : আপনাকে সাক্ষাৎ দানে প্রফেসর সেলডনের আজ্ঞা হয়।

বিস্মিত হয়ে মেসেজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন সেলডন। এমন কি সম্রাটও এই ধরনের শতাব্দী প্রাচীন বাক্য ব্যবহার করেন না।

তারপর রয়েছে দস্তখতের ব্যাপার। সেটাও প্রাচীন পদ্ধতিতে করা। উজ্জ্বল স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে তা পরিষ্কার। পাঠককে কৌতুহলি করে তুলবে। জোরানিউম এর সাথে দেখা করার কোনো আগ্রহই তার ছিল না, কখনো হতো বলেও মনে হয় না। কিন্তু এবার স্থির করলেন লোকটা কি চায় সেটা দেখবেন।

সেক্রেটারিকে বলে দিলেন সাক্ষাৎকারের তারিখ এবং স্থান ঠিক করে রাখতে। সাক্ষাৎকার অবশ্যই তার অফিসে হবে, বাড়িতে নয়। কারণ এটা অফিশিয়াল সাক্ষাৎ। এবং জোরানিউম এর সাথে মিটিংটা হবে ডেমারজেলের সাথে মিটিং এর আগে।

সব শুনে ডর্স বলল, "আমি অবাক হই নি, হ্যারি। তুমি তার দুই জন কর্মীকে আহত করেছ। একজন আবার তার প্রধান সহকারী ; তুমি তার রাজনৈতিক সমাবেশ পন্ড করে দিয়েছ ; তাকে নিজের অনুগতদের সামনে বোকা বানিয়েছ। কাজেই তোমাকে সে দেখতে চাইবে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে এবং নিঃসন্দেহে আমারও সাথে থাকা উচিত।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "রাইখকে সাথে নেব। সে আমার সব কৌশলগুলো জানে। একুশ বছরের তরুণ, গায়ে জোর প্রচণ্ড। যদিও জানি যে আমার কোনো প্রটেকশনের দরকার হবে না।"

"কিভাবে জানো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জোরানিউম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার সাথে দেখা করবে। চারপাশেই ছাত্রছাত্রীরা থাকবে। শিক্ষার্থীদের কাছে আমি বেশ জনপ্রিয় এবং ভালোমতো খোঁজ খবর না করে জোরানিউম কোনো কাজে অগ্রসর হবে বলে আমার মনে হয় না। সে ভালো করেই জানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি নিজের বাড়ির মতোই নিরাপদ। তার আচরণ হবে মার্জিত– বন্ধুত্বপূর্ণ।

"হুম," ঠোঁট বাঁকানো হাসির সাথে বলল ডর্স।

"এবং ভীষণ বিপজ্জনক," শেষ করলেন সেলডন।

৬.

হ্যারি সেলডন চেহারায় কোনো ভাবের প্রকাশ ঘটতে দিলেন না। স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষার জন্য যতটুকু না করলেই নয় ঠিক ততটুকুই সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানালেন। গত কয়েকদিনে কষ্ট করে জোরানিউম এর অনেকগুলো হলোগ্রাফ দেখেছেন তিনি, প্রায়ই যা ঘটে থাকে, পরিবর্তিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের আসল চেহারা বিভিন্ন রকম হতে বাধ্য, কখনোই হলোগ্রাফের মতো হবে না– কারণ হলোগ্রাফে যত্নের সাথে একটা আবরণ তৈরি করা হয়। সম্ভবত 'আসল চেহারার' প্রতি দর্শকদের অনুভূতিটাই মূল পার্থক্য তৈরি করে দেয়।

জোরানিউম লম্বায় সেলডনের সমান, কিন্তু চওড়ায় আরো বেশী। সে যে পেশীবহুল তা নয়, বরং দেখলেই বোঝা যায় নরম মানুষ, আবার চর্বিবহুলও নয়। গোলাকার মুখ, মাথার পাতলা চুলের রং ঠিক হলুদ নয় বরং বালির মতো। হালকা নীল চোখ। পরনে হালকা রং এর কভারঅল, মুখে আধো হাসি দেখে বন্ধুর মতো মনে হবে একই সাথে এটাও পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে হাসিটা কৃত্রিম।

"প্রফেসর সেলডন"– তার কণ্ঠস্বর ভরাট এবং নিয়ন্ত্রিত– একজন বাগ্মীর কণ্ঠস্বর।– "আপনার দেখা পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত। এই সাক্ষাতে রাজী হওয়াটা আপনার মহানুভবতা। সাথে আমার প্রধান সহকারীকে নিয়ে আসার জন্য আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না। যদিও এই ব্যাপারে আগে থেকে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে রাখি নি। ওর নাম গ্যাম্বল ডিন নামাত্রি– খেয়াল করুন, নামের তিনটা অংশ। আমার বিশ্বাস আপনাদের দুজনের আগেই সাক্ষাৎ হয়েছে।"

"হ্যাঁ, ঘটনাটা আমার ভালোই মনে আছে।" অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে নামাত্রির দিকে তাকালেন সেলডন। প্রথম সাক্ষাতে নামাত্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বক্তৃতা দিচ্ছিল। এবার তিনি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন– গড়পড়তা উচ্চতা, হালকা পাতলা গড়ন, গায়ের রং পাংশু বর্ণের, চওড়া মুখ। জোরানিউমের মতো তার মুখে কোনো কৃত্রিম হাসি বা চোখে পড়ার মতো অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই– শুধু লোকটা সবসময়ই সতর্ক হয়ে আছে এমন একটা অনুভূতি হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার বন্ধু, ড. নামাত্রি– তিনি প্রাচীন সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ– স্ব-ইচ্ছায় এসেছেন," মুখের হাসি আরো বিস্তৃত করে জোরানিউম বলল, "ক্ষমা চাইতে।"

জোরানিউম দ্রুত একবার নামাত্রির দিকে তাকালো– আর নামাত্রি প্রথমে ঠোঁটদুটো পরস্পরের সাথে চেপে ধরল, তারপর অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বলল, "আমি দুঃখিত প্রফেসর, সেদিনের ঘটনার জন্য। রাজনৈতিক সমাবেশ এর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন আইনের কথা আমি জানতাম না, আর সেই সময় কিছুটা উত্তেজিতও ছিলাম।"

"আসলেই তাই," জোরানিউম বলল, "তাছাড়া সে আপনার পরিচয়ও জানত না। আমার মতে ঘটনাটা আমরা এখন ভুলে যেতে পারি।"

"আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, জেন্টলমেন," জবাব দিলেন সেলডন, "ঘটনাটা মনে রাখার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। এই হচ্ছে আমার ছেলে রাইখ সেলডন। আমার সাথেও একজন সঙ্গী আছে।"

রাইখ গোঁফ রাখতে শুরু করেছে, কালো এবং ঘন– ডাহলাইটদের পৌরুষের প্রতীক। আট বছর আগে যখন সেলডনের সাথে দেখা হয় তখন তার গোঁফ ছিল না। তখন সে ছিল ফুটপাতে জীবন কাটানো ছন্নছাড়া ভবঘুরে বালক। সে খাটো কিন্তু সাবলীল পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ, আর চেহারায় সবসময়ই একটা বেপরোয়া ভাব ধরে রাখে যেন তার শারীরিক উচ্চতার সাথে অতিরিক্ত আরো কয়েক ইঞ্চি মানসিক উচ্চতা যোগ হয়।

"সুপ্রভাত, ইয়ং ম্যান," জোরানিউম সম্ভাষণ জানালো।

"সুপ্রভাত, স্যার," রাইখ বলল।

"জেন্টলমেন, দয়া করে বসুন," বললেন সেলডন। "কিছু খাবেন বা পান করবেন?"

ভদ্র প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গিতে হাত তুলল জোরানিউম। "ধন্যবাদ, স্যার। এটা কোনো সামাজিক সাক্ষাৎ নয়।" নির্দেশিত চেয়ারে বসল সে, "যদিও আশা করি ভবিষ্যতে সেধরনের মেলামেশার সুযোগ প্রচুর হবে।"

"তাহলে কাজের কথা শুরু করা যাক।"

"যে ছোট কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনাটা আপনি দয়া করে ভুলে যেতে রাজী হয়েছেন আমি তা শুনেছি, প্রফেসর সেলডন, এবং অবাক হয়েছি এই ভেবে যে কেন আপনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে বিপদ হতে পারত।"

"সত্যি বলছি, আমার তা মনে হয় নি।"

"কিন্তু, আমার মনে হয়েছে। আপনার ব্যাপারে আমি সব জায়গাতেই খোঁজখবর করেছি, প্রফেসর সেলডন। আপনি কৌতুহল জাগানোর মতো একজন মানুষ। হ্যালিকন থেকে এসেছেন।"

"হ্যাঁ, ওখানেই আমার জন্ম। রেকর্ডে কোনো ঘাপলা নেই।"

"ট্র্যানটরে বাস করছেন আট বছর হলো।"

"এটাও সবাই জানে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এবং শুরু থেকেই আপনি নিজেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে পেরেছেন। অংকশাস্ত্রের উপর একটা জটিল গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে– কি যেন বলেন ওটাকে? সাইকোহিস্টোরি?"

সামান্য মাথা নাড়লেন সেলডন। "তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। ফলদায়ক কিছু হয় নি।"

"তাই?" বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে জোরানিউম চারপাশে তাকালো। "অথচ আপনি ট্র্যানটরের সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের প্রধান। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে। আমার বয়স বিয়াল্লিশ। কাজেই আপনাকে যথেষ্ট বৃদ্ধ বলে ভাবতে পারছি না। তার মানে আপনি অসাধারণ একজন গণিতবিদ।"

উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গীতে কাঁধ নাড়লেন সেলডন। "নিজেকে কখনো এইভাবে বিচার করি নি, করতেও চাই না।"

"আর নয়তো আপনার ক্ষমতাবান বন্ধুবান্ধব আছে।"

"আমরা সকলেই ক্ষমতাবানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, মি. জোরানিউম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আসলে তেমন সৌভাগ্য খুব কমই হয়, আমার তো ধারণা তাদের আসলে কোনো বন্ধু বান্ধবই থাকে না।" হাসলেন তিনি।

জোরানিউমও হাসল। "সম্রাটকে কি আপনি ক্ষমতাবান বন্ধুদের দলে ফেলবেন না?"

"নিঃসন্দেহে। কিন্তু আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?"

"আমি শুনেছি, সম্রাট আপনার বন্ধু।"

"রেকর্ডে এই কথাটা পরিষ্কার লেখা আছে যে আট বছর আগে হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য আমার হয়। প্রায় একঘণ্টা তিনি আমার সাথে কথা বলেন। কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের ছিটেফোটাও ছিল না, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সম্রাটের সাথে আমার দেখাও হয় নি কথাও হয় নি– অবশ্য হলোভীশনে দেখেছি।"

"কিন্তু প্রফেসর, সম্রাটকে বন্ধু হিসেবে পাওয়ার জন্য তার সাথে নিয়মিত দেখা করা বা কথা বলার প্রয়োজন নেই। সম্রাটের ফার্স্ট মিনিস্টার ইটো ডেমারজেলের সাথে দেখা করা বা কথা বলাই যথেষ্ট। ডেমারজেল আপনার প্রটেকটর, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে সম্রাটই আপনার প্রটেকটর।"

"রেকর্ডের কোথায় বলা আছে যে ফার্স্ট মিনিস্টার ডেমারজেল আমাকে প্রটেকশন দিচ্ছে? বা এমন কোনো তথ্য কি আপনি পেয়েছেন যার থেকে প্রটেকশনের ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন?"

"যেহেতু সবাই জানে যে আপনাদের দুজনের মাঝে যোগাযোগ রয়েছে তাহলে কেন শুধু শুধু রেকর্ড ঘাটাঘাটি করব? সত্যি কথাটা আপনিও জানেন আমিও জানি। বরং মূল আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যাক। এবং দয়া করে"– দুহাত তুলে জোরানিউম বলল– "কষ্ট করে অস্বীকার করার চেষ্টা করবেন না। তাতে কেবল সময় নষ্ট হবে।"

"আসলে আমি জানতে চাই," সেলডন বললেন, "কেন আপনি ভাবছেন যে সে আমাকে প্রটেক্ট করছে? এবং কতদূর করছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"প্রফেসর! কেন ভাবছেন যে আমি কিছুই জানি না? আমি আপনার সাইকোহিস্টোরির কথা বলেছি। ডেমারজেল ওটাই চায়।"

"আর আমি আপনাকে বলেছি যে তা ছিল তরুণ বয়সের উচ্ছ্বাস, কার্যকরী কিছু না।"

"আপনি আমাকে অনেক কিছুই বলতে পারেন, প্রফেসর। তার সবকিছুই আমি মেনে নিতে রাজী নই। খুলেই বলি। আমি আপনার মূল গবেষণা পত্রগুলো পড়েছি এবং কয়েকজন গণিতবিদের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে বলেছে যে ওগুলো সব লাগামহীন কল্পনা এবং পুরোপুরি অসম্ভব– "

"আমি তাদের সাথে একমত," সেলডন বললেন।

"কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ডেমারজেল সাইকোহিস্টোরির পরিপূর্ণ ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং তা কাজে লাগানোর জন্য অপেক্ষা করছে। যদি সে অপেক্ষা করতে পারে আমিও পারব। বরং আমাকে অপেক্ষায় রাখলেই আপনার জন্য ভালো হবে।"

"কেন?"

"কারণ ডেমারজেল আর বেশীদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে জনরোষ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। একসময় হয়তো সম্রাট চিন্তিত হয়ে পড়বেন। তার মনে হতে পারে যে জনমত উপেক্ষা করে ডেমারজেলকে স্বপদে বহাল রাখলে হয়তো তিনিই ক্ষমতাচ্যুত হবেন। কাজেই তখন তার রিপ্লেসমেন্টের দরকার হবে এবং হয়তো বা এই অধম বান্দাকেই বেছে নেবেন। তখনও আপনার প্রটেকশনের দরকার হবে। এমন একজনের সাহায্য আপনার লাগবে যে লক্ষ্য রাখবে যেন আপনি নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন, প্রয়োজনীয় তহবিল, যন্ত্রপাতি এবং লোক বলের যেন অভাব না হয়।"

"এবং আপনি হবেন সেই প্রটেকটর?"

"অবশ্যই– এবং কারণটা আমার আর ডেমারজেলের একই। আমি একটা নিখুঁত সাইকোহিস্টোরিক টেকনিক চাই যেন আরো দক্ষভাবে এম্পায়ার পরিচালনা করতে পারি।"

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন সেলডন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, "কিন্তু সেক্ষেত্রে মি. জোরানিউম, আমি কেন এই বিষয়ে ভাবতে যাব? আমি সাধারণ একজন স্কলার। সারাদিন গণিত নিয়ে এবং বিভাগীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আপনার মতে ডেমারজেল আমার বর্তমান প্রটেকটর, আপনি হবেন ভবিষ্যৎ প্রটেকটর, তাহলে তো আমি নির্বিঘ্নে আমার কাজ চালিয়ে যেতে পারি। আপনি এবং ফার্স্ট মিনিস্টার ক্ষমতা দখলের লড়াই চালিয়ে যান। জয় পরাজয় যাই হোক না কেন, চিন্তার কিছু নেই, কারণ তখনো আমার একজন প্রটেকটর থাকবে– অন্তত আপনি সেইরকমই আশ্বাস দিয়েছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোরানিউম এর মুখের ছাপ মারা হাসি খানিকটা মলিন হলো। তার দিকে ঘুরে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল নামাত্রি, কিন্তু জোরানিউমের হাতের ইশারায় শুধু গলা খাকারি দিল কিছু বলল না।

"ড. সেলডন, আপনি দেশপ্রেমিক?" জিজ্ঞেস করল জোরানিউম।

"অবশ্যই। এম্পায়ার মানব জাতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বয়ে এনেছে- পুরোটা না হলেও- আর সীমাহীন অগ্রগতি।"

"ঠিকই বলেছেন- কিন্তু গত এক বা দুই শতাব্দীতে উন্নয়নের ধারা অনেকখানিই থমকে গেছে।"

"আমি এই ব্যাপারটা কখনো পর্যবেক্ষণ করি নি।"

"করার দরকারও নেই। আপনি জানেন গত কয়েক শতাব্দীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল চরম। কোনো সম্রাটই বেশীদিন শাসন করতে পারেন নি, অধিকাংশই গুপ্তহত্যার স্বীকার হয়েছেন।"

"শুধু এই কথাগুলো বলাই," বাধা দিলেন সেলডন, "বিশ্বাসঘাতকতার সামিল আমার মতে- "

"বেশ," চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জোরানিউম। "আপনি কতখানি নিরাপত্তাহীন বুঝিয়ে বলছি। ভেঙে যাচ্ছে এম্পায়ার। কথাটা আমি খোলাখুলি বলতে চাই। আমার অনুসারীরাও বলবে, কারণ তারা আসল কথাটা জানে। সম্রাটের সহকারী হিসেবে একজন দক্ষ লোকের প্রয়োজন, যে শক্ত হাতে বিদ্রোহ দমন করতে পারবে, সশস্ত্র বাহিনীকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারবে- "

অধৈর্য ভঙ্গীতে হাত তুলে বাধা দিলেন সেলডন। "এবং এই কাজগুলো করার জন্য আপনিই একমাত্র যোগ্য লোক, তাই না?"

"আমি তেমন একজন হতে চাই। কাজটা সহজ নয় এবং আমার ধারণা এরকম স্বেচ্ছাসেবক আরো অনেক পাওয়া যাবে- অনেক কারণেই। নিঃসন্দেহে ডেমারজেল সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবে না। তার অধীনে এই ভাঙন আরো ত্বরান্বিত হবে এবং এম্পায়ার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আপনি তা থামাতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, ড. সেলডন। আপনার সাহায্যে। সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে।"

"হয়তো ডেমারজেলও সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে এই ধ্বংস ঠেকাতে পারবে- যদি আসলেই সাইকোহিস্টোরি বলে কিছু থাকে।"

"আছে," শান্ত ভঙ্গীতে বলল জোরানিউম। "সাইকোহিস্টোরির কোনো অস্তিত্ব নেই এমন ভান করে লাভ হবে না। কিন্তু অস্তিত্ব থাকলেও ডেমারজেলের কোনো লাভ হবে না তাতে। সাইকোহিস্টোরি একটা হাতিয়ার মাত্র, এই হাতিয়ার চালানোর জন্য দরকার উন্নত মস্তিষ্ক এবং সবল দুটো বাহু।"

"এবং আপনার ওগুলো আছে, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। নিজের ব্যাপারে আমার কোনো ভ্রান্ত ধারণা নেই। আমি সাইকোহিস্টোরি চাই।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "আপনি পুরোটাই চাইতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে তা নেই।"

"আছে। এই ব্যাপারে কোনোরকম তর্কে যাব না।" সামনে ঝুকল জোরানিউম যেন সেলডনের কানে কানে বলতে চায়। "আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি একজন দেশপ্রেমিক। এম্পায়ারের পতন ঠেকানোর জন্য আমাকে ডেমারজেলের স্থলাভিষিক্ত হতে হবে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটা হয়তো এম্পায়ারকে আরো দুর্বল করে দেবে। আপনি আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন কিভাবে কাজটা সূক্ষ্মভাবে এবং আরো সহজে করা যায়, কোনো রকম ক্ষতি ছাড়াই– এম্পায়ার রক্ষার খাতিরে।"

না বোধক ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন সেলডন। "পারব না। আপনি এমন একটা জ্ঞান আমার কাছে থাকার অভিযোগ তুলেছেন যা আসলে আমার কাছে নেই।"

আচমকা উঠে দাঁড়ালো জোরানিউম। "বেশ, আমার উদ্দেশ্যের কথা আপনি জানলেন, আমি কি চাই তাও জানলেন। ভেবে দেখুন। এবং আমি আপনাকে বলছি এম্পায়ারের কথা ভাবতে। হয়তো মনে করছেন যে ডেমারজেলের কাছে আপনি ঋনি। কিন্তু সাবধান। আপনি যা করছেন তা হয়তো এম্পায়ারের মূল ভিত্তিতে আঘাত করবে। গ্যালাক্সির কোয়াড্রিলিয়ন মানব সন্তানের খাতিরে, এম্পায়ারের খাতিরে আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি।"

তার কণ্ঠস্বর গায়ে শিহরণ জাগানোর মতো জোরালো ফিসফিসানির পর্যায়ে নেমে এল। সেলডন টের পেলেন যে তিনি প্রায় কাঁপতে শুরু করেছেন। "আমি সব সময়ই এম্পায়ারের কথা ভাবি," তিনি বললেন।

"তাহলে এই মুহূর্তে আমি আপনার কাছে শুধু এটাই চাই। আমাকে সময় দেয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

অফিস কক্ষের দরজা নিঃশব্দে দুপাশে সরে গেল। জোরানিউম এবং তার সঙ্গী চলে গেল। তাদের অপসৃয়মান কাঠামোর দিকে তাকিয়ে রইলেন সেলডন।

ভুরু কোঁচকালেন। মনের ভেতর কি যেন একটা খচ খচ করছে কিন্তু ধরতে পারছেন না।

৭.

জোরানিউম এবং নামাত্রি বসে আছে স্ট্রিলিং সেক্টরে নিজেদের অফিসে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অফিসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। স্ট্রিলিং-এ তাদের সদর দপ্তর তেমন একটা সাজানো গোছানো নয়, কারণ এখানে খুব বেশী সংগঠিত হতে পারে নি, তবে হতে খুব বেশী দেরীও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের আন্দোলন যেভাবে জোরালো হয়ে উঠেছে তা সত্যি অবাক করার মতো। তিন বছর আগে শূন্য থেকে শুরু হয়ে আজ পুরো ট্র্যানটরে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু কিছু সেক্টরে বাস্তবিকই তাদের সংগঠনের শিকড় অনেক গভীরে চলে গেছে। আউটার ওয়ার্ডগুলোতে এখনো তারা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে নি। ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ডেমারজেল। কিন্তু ওটাই তার ভুল। এখানে, ট্র্যানটরের বুকে যে কোনো বিদ্রোহ ভয়ানক বিপর্যয় তৈরি করবে। অন্য কোথাও বিদ্রোহ হলে তা সামলানো সহজ। এখানে ডেমারজেল খুব অল্পতেই বেসামাল হয়ে পড়বে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে ডেমারজেল এই কথাটা বুঝতে পারছে না, অবশ্য জোরানিউমের ধারণা ডেমারজেলের আসল যোগ্যতা যতটুকু প্রচার করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী, এবং কেউ যদি সাহস করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখনই সব গুমোড় ফাস হয়ে যাবে, আর সম্রাট যদি মনে করে যে তার নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে যাচ্ছে তখন দেরী না করে তৎক্ষণাৎ ডেমারজেলকে শেষ করে দেবে।

এখন পর্যন্ত জোরানিউমের সব অনুমানই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ছোটখাটো দুএকটা ঘটনা বাদে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশটা যেখানে সেলডন নামের এক লোক বাধা দেয়।

হয়তো এই কারণেই জোরানিউম তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। ঘটনা যত ছোটই হোক না কেন সবকিছুকেই গুরুত্ব দিতে হবে। জোরানিউম সবসময়ই নিজের অব্যর্থতা উপভোগ করে আর নামাত্রির বিশ্বাস সাফল্য অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রাখে। মানুষ এমন কি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও জয়ী পক্ষের সাথে যোগ দিয়ে পরাজয়ের অপমান ভুলতে চায়।

কিন্তু সেলডনের সাথে দেখা করাটা কি সফল হয়েছে নাকি প্রথম ব্যর্থতার সাথে আরেকটা ব্যর্থতা যোগ হলো মাত্র। তাকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এবং এতে কোনো লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না।

চুপচাপ বসে আছে জোরানিউম, চিন্তিত। এক নাগাড়ে নোখ কামড়ানো দেখে মনে হয় এভাবে সে মানসিক প্রশান্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে।

"জো-জো," মৃদু গলায় ডাকল নামাত্রি। হাতে গোনা অল্প কয়েকজনের মধ্যে নামাত্রি একজন যে জোরানিউমকে তার সংক্ষিপ্ত নামে ডাকতে পারে। মিছিল, সমাবেশে মানুষ তার নামের এই সংক্ষিপ্ত অংশটাকেই জপতে থাকে অনবরত। সমাবেশে ব্যাপারটা জোরানিউমের ভালো লাগলেও ব্যক্তিগতভাবে সে সবার কাছ থেকেই সম্মান আশা করে। শুধু ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া যারা শুরু থেকেই তার সাথে আছে।

"জো-জো," আবার ডাকল নামাত্রি।

চিন্তার জগত থেকে ফিরে এল জোরানিউম। "হ্যাঁ, জি. ডি.। কি ব্যাপার?"

"সেলডনের ব্যাপারে আমরা এখন কি করব?"

"এই মুহূর্তে কিছুই না। হয়তো সে আমাদেরকে সাহায্য করবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অপেক্ষা করার দরকার কি? আমরা তার উপর বল প্রয়োগ করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুএকটা ঘটনা ঘটিয়ে তাকে ঝামেলায় ফেলে দিতে পারি।"

"না, না। এখন পর্যন্ত ডেমারজেল আমাদের বাধা দেয় নি। সে বোকা এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে করে আমরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করার আগেই সে মাঠে নেমে পড়ে। সেলডনের উপর হামলা হলে ঠিক তাই ঘটবে। আমার ধারণা ডেমারজেলের কাছে সেলডন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

"সাইকোহিস্টোরির জন্য?"

"অবশ্যই।"

"জিনিসটা কি? আমি কখনো শুনি নি।"

"খুব কম মানুষই শুনেছে। সাইকোহিস্টোরি আসলে মানব সমাজ বিশ্লেষণের একটা গাণিতিক কৌশল যার ফলাফল প্রেডিকটিং দ্য ফিউচার বা ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহ আগাম নির্ণয় করে রাখা।

ভুরু কুঁচকালো নামাত্রি। এটা কি জোরানিউমের কোনো রসিকতা। সে কি তাকে হাসাতে চায়। নামাত্রি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারে নি কখন এবং কেন মানুষ তার মুখে হাসি আশা করে। বোঝার কোনো আগ্রহও কখনো হয় নি।

"প্রেডিক্ট দ্য ফিউচার? কিভাবে?"

"যদি জানতাম তাহলে কি সেলডনের কাছে ধরা দিতে হতো?"

"আমি বিশ্বাস করি না। ভবিষ্যতের ঘটনা আগেই বলবে কিভাবে? এটা তো ভাগ্য গনণার মতো ব্যাপার।"

"জানি, কিন্তু সেলডন তোমার সমাবেশটা পন্ড করে দেয়ার পর আমি খোঁজ নিয়েছি। আট বছর আগে সে ট্র্যানটরে আসে এবং গণিতবিদদের এক সম্মেলনে সাইকোহিস্টোরির গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে। তারপর পুরো ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে যায়। এটা নিয়ে আর কোনো হৈ চৈ হয় নি। এমনকি সেলডন নিজেও কখনো আলোচনা করে নি।"

"তার মানে হয়তো এটার কোনো গুরুত্ব নেই।"

"আরে না, বরং উল্টোটা। ব্যাপারটা যদি ধীরে ধীরে ধামাচাপা পড়ত, মানুষের হাসির খোরাকে পরিণত হতো তাহলে আমি বিশ্বাস করতাম যে এর কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু হঠাৎ করে এবং পুরোপুরি ধামাচাপা দেয়ার অর্থ হচ্ছে বিষয়টা খুব গোপনে এবং সযত্নে পরিচালিত হচ্ছে। হয়তো এই কারণেই ডেমারজেল আমাদের থামানোর চেষ্টা করছে না, হয়তো সে শুধুমাত্র অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। হয়তো সে পরিচালিত হচ্ছে সাইকোহিস্টোরি দ্বারা, হয়তো সে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে, সময় মতো তা কাজে লাগাবে। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য। সফল হতে পারব তখনই যদি সাইকোহিস্টোরি আমাদের নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারি।"

"সেলডনের মতে ওটার কোনো অস্তিত্ব নেই।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার জায়গায় তুমি হলে কি একই কথা বলতে না?"

"আমি এখনো বলব যে তার উপর বিভিন্ন রকম চাপ সৃষ্টি করা উচিত।"

"তাতে কোনো লাভ হবে না, জি. ডি। তুমি 'ডন এর কুঠার' গল্পটা শোনো নি?"

"না।"

"নিশায়ায় থাকলে ঠিকই শুনতে। ওখানে বেশ জনপ্রিয় গল্প। সংক্ষেপে গল্পটা এইরকম– ডন নামের এক কাঠুরের কাছে এমন একটা কুঠার ছিল যার রশ্মির এক আঘাতেই যে কোনো গাছ কেটে ফেলতে পারত। জিনিসটা অত্যন্ত মূল্যবান হলেও সে কখনো লুকিয়ে রাখার বা সযত্নে রাখার চেষ্টা করে নি– অথচ জিনিসটা কখনো তার কাছ থেকে চুরিও হয় নি। কারণ একমাত্র ডন ছাড়া আর কেউ এই কুঠার তুলতেও পারত না, চালাতেও পারত না।

"এই মুহূর্তে সেলডন ছাড়া আর কেউ সাইকোহিস্টোরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। যদি তাকে দলে আনার জন্য বল প্রয়োগ করি তার আনুগত্যের ব্যাপারে আমরা কোনোদিনই নিশ্চিত হতে পারব না। হয়তো সে কৌশলে এমন একটা পথে পরিচালিত করবে যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে আমাদের জন্য ভালো এবং নিরাপদ, অথচ কিছুদিন পরেই দেখা যাবে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। না, তাকে স্বেচ্ছায় আমাদের দলে আসতে হবে এবং তাকে স্বেচ্ছায় আমাদের জয়ের জন্য কাজ করতে হবে।"

"কিভাবে তাকে দলে আনবে?"

"সেলডনের ছেলে, রাইখ, ওকে খেয়াল করেছিলে?"

"তেমন একটা মনযোগ দেই নি।"

"জি. ডি। জি. ডি., সবকিছু পর্যবেক্ষণ না করলে অনেক কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। ছেলেটা প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শুনেছে এবং কোনো সন্দেহ নেই যে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছে। বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি। অন্যদের অনুপ্রাণিত করা বা প্রভাবিত করার ক্ষমতাটা আমার অনেক বেশী। পরিষ্কার বুঝতে পারি কখন কার মনে প্রচন্ড আলোড়ন তুলতে পেরেছি বা যুক্তিতর্কে কোণঠাসা করতে পেরেছি।"

হাসল জোরানিউম। কিন্তু এটা তার মানুষকে প্রভাবিত করার সেই ছাপ মারা হাসি নয়। বরং ঠান্ডা, নিস্প্রাণ এবং ক্রূড় এক ধরনের হাসি।

"দেখা যাক এই রাইখের ব্যাপারে কি করা যায়," সে বলল, "ওর মাধ্যমে সেলডনকে হয়তো দলে আনতে পারব।"

৮.

রাজনীতিবিদ দুজন চলে যাওয়ার পর গোঁফে তা দিতে দিতে সেলডনের দিকে তাকালো রাইখ। এতে সে মানসিক স্বস্তি পায়। স্ট্রিলিং সেক্টরে অনেকেই গোঁফ রাখে। কিন্তু সেগুলো পাতলা এবং বিভিন্ন রং এর। খুব বাজে দেখায়, অনেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারেই গোঁফ রাখে না। যেমন সেলডন– অবশ্য সেলডন গোঁফ রাখলেও মাথার চুলের রং এর সাথে তা খুব হাস্যকর দেখাত।

সেলডনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে তার চিন্তামগ্ন অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর আর ধৈর্য না রাখতে পেরে ডাক দিল, "বাবা!"

সেলডন মুখ তুললেন। "কি?" রাইখ ধরে নিল চিন্তায় বাধা পরায় তিনি বিরক্ত হয়েছেন।

"আমার মনে হয় ওই দুজনের সাথে তোমার দেখা করাটা ঠিক হয় নি।"

"কেন?"

"পাতলা মতো লোকটা, ওর সাথেই তুমি ঝামেলা করেছিলে। ব্যাপারটা সে ভালোভাবে নেয় নি।"

"কিন্তু সে ক্ষমা চেয়েছে।"

"ওটা লোক দেখানো। কিন্তু অন্য লোকটা, জোরানিউম– সেই হচ্ছে আসল বিপদ। ওরা যদি অস্ত্র নিয়ে আসত?"

"কি? বিশ্ববিদ্যালয়ে? আমার অফিসের ভেতরে? অবশ্যই না। এটা বিলিবটন নয়। তাছাড়া ওরা কিছু করার চেষ্টা করলে আমি দুজনকেই সামলাতে পারতাম। সহজেই।"

"মনে হয় না, বাবা," রাইখের কণ্ঠে সন্দেহ। "তুমি– "

"খবরদার, ওই কথা বলবে না, অকৃতজ্ঞ শয়তান। তোমার মায়ের কাছ থেকে অনেক শুনেছি, তোমার মুখে আর শুনতে চাই না। আমি বুড়ো হই নি– বা অন্তত তোমরা যা ভাবছ সে রকম বুড়ো হই নি। তাছাড়া তুমি আমার সাথে ছিলে। খালি হাতে মারপিটে তুমি আমার মতোই দক্ষ।"

নাক কুঁচকালো রাইখ। "মারামারি কইরা লাভ অইত না।" (কোনো লাভ হয়নি। আট বছর ডাহ্ল এর জঘন্য পরিবেশ এর বাইরে থেকেও বাচনভঙ্গী পুরোপুরি শুদ্ধ হয় নি। এখনো মাঝে মাঝে ডাহ্লাইট বাচনভঙ্গী বেরিয়ে পড়ে, সবাই বুঝতে পারে সে সমাজের অনেক নিচু অবস্থান থেকে উঠে এসেছে। আকৃতিতেও সে খাটো– কিন্তু তার ঘন কালো গোঁফের কারণে কেউ ঘাটাতে সাহস পায় না।)

"জোরানিউম এর ব্যাপারে এখন কি করবে?"

"এই মুহূর্তে কিছুই না।"

"ট্র্যানটর ভীশনে জোরানিউমকে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। এমন কি তার বক্তৃতার হলোটেপও তৈরি করেছি।– সবাই এই লোকটাকে নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত, তাই আমিও ভাবলাম দেখাই যাক না সে কি বলতে চায়। সত্যি কথা বলতে কি সে যা বলছে তা যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত, আমি তাকে পছন্দ করি না, বিশ্বাসও করি না। কিন্তু সে যা বলছে তা ন্যায়সঙ্গত। সে প্রত্যেক সেক্টরের সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ সুবিধা দাবী করছে। তাতে তো অন্যায় হয় নি বা ভুল হয় নি, হয়েছে কি?"

"অবশ্যই না। প্রতিটি সভ্য মানুষই তা চায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাহলে আমরা তা পাই নি কেন? সম্রাট কি বিষয়টা কখনো অনুধাবন করতে পেরেছে? ডেমারজেল?"

"সম্রাট এবং ফার্স্ট মিনিস্টারকে পুরো এম্পায়ার নিয়ে ভাবতে হয়। তাদের সমস্ত মনযোগ শুধু ট্র্যানটরের উপর দিলেই হবে না। সাম্যতার কথা বলা জোরানিউমের পক্ষে খুবই সহজ। তার কোনো দায়িত্ব নেই। শাসন ভার দেয়া হলে তার সমস্ত প্রচেষ্টাও পঁচিশ মিলিয়ন বিশ্ব নিয়ে গঠিত এম্পায়ারের জটিলতায় ঝাপসা হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, তার যে কোনো ধরনের কাজে সেক্টরগুলো নিজেরাই বাধা দিত, কারণ প্রতিটি সেক্টরই নিজেদের জন্য অন্য সেক্টরের চেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা চায়। তোমার কি ধারণা রাইখ? জোরানিউমকে একটা সুযোগ দেয়া উচিত? অন্তত সে কি করতে পারে তা দেখার জন্য?"

"জানি না। ভাবছি।– তবে সে যদি তোমার ক্ষতি করার কোনো চেষ্টা করত তাহলে আমি তার গলা চেপে ধরতাম।"

"তাহলে আমার নিরাপত্তা তোমার কাছে এম্পায়ার এর নিরাপত্তার চেয়েও বড়?"

"নিশ্চয়ই। তুমি আমার বাবা।"

স্নেহময় দৃষ্টিতে রাইখের দিকে তাকালেন সেলডন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। জোরানিউম এর প্রায় জাদুকরি প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে?

৯

AMARBOI.COM

চেয়ারে হেলান দিয়ে আধশোয়া হলেন সেলডন। হাত দুটো মাথার পিছনে নিয়ে বালিশ বানিয়েছেন। চোখ মেলে রাখলেও তিনি আসলে কিছু দেখছেন না। শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু।

কামরার অপর প্রান্তে ভিউয়ার চালু করে কাজ করছিল ডর্স। ট্র্যানটরের প্রাথমিক যুগের ফ্লোরিনা ইনসিডেন্ট নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছে সে। এতক্ষণ তাই পরীক্ষা করে দেখছিল কোনো ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেল কি না। তারপর সিদ্ধান্ত নিল এবার একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত এবং সেলডন কি ভাবছে তাও দেখা দরকার।

অবশ্যই সাইকোহিস্টোরি। হয়তো এই বিশাল কর্মযজ্ঞের অলিগলি ঘুরেই তার বাকী জীবনটা শেষ হবে, তারপরেও হয়তো কাজটা শেষ হবে না, শেষ করার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে অন্যদের কাছে (বিশেষ করে এমারিলের হাতে, যদি না এই তরুণ নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে) এবং সেটা করতে তার প্রচন্ড মনোঃকষ্ট হবে।

তারপরেও এই কর্মযজ্ঞই সেলডনের বেঁচে থাকার প্রেরণা। যদি সমস্যাটা তাকে আপাদমস্তক জড়িয়ে রাখে তাহলে সে দীর্ঘদিন বাঁচবে– এবং ডর্স তাতে খুশি। জানে সেলডনকে চিরদিন ধরে রাখা যাবে না, একদিন না একদিন হারাতেই হবে, এবং লক্ষ্য করে দেখেছে এই চিন্তাটা তাকে বিষণ্ন করে তোলে। ব্যাপারটা প্রথম দিকে সে বুঝতে পারে নি, যখন তার দায়িত্ব ছিল খুবই সহজ, সেলডনের নিরাপত্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন থেকে এটা তার ব্যক্তিগত আবেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে? কিভাবে হলো? এই মানুষটার মাঝে কি আছে যার কারণে একটু চোখের আড়াল হলেই তার আর ভালো লাগে না, যদিও জানে সে নিরাপদেই আছে। তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে সেলডনের নিরাপত্তাই হবে মুখ্য এবং একমাত্র ধ্যান ধারণা। অন্য কোনো চিন্তা কিভাবে মাথা চাড়া দেয়?

অনেকদিন আগে অনুভূতিটার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর বিষয়টা নিয়ে সে ডেমারজেলের সাথে আলোচনা করে।

গম্ভীরভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করে ডেমারজেল বলেছিল, "তুমি ভীষণ জটিল, ডর্স, আর তোমার প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর নেই। আমার জীবনে এমন কয়েকজন ব্যক্তি ছিল যাদের উপস্থিতি আমার চিন্তা এবং আচরণ আরো সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলত। তাদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতে আমার আচরণের বিভিন্নতা তুলনা করে পরবর্তীতে বোঝার চেষ্টা করেছি আমি কি আসলে লাভবান নাকি ক্ষতির স্বীকার। এই প্রক্রিয়ায় একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝেছি আর তা হলো তাদের সাহচর্য্য থেকে যে আনন্দবোধ তৈরি হতো সেটা তাদের অনুপস্থিতির দুঃখবোধ থেকে অনেক বেশী। কাজেই, তোমার এখন যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে তা উপভোগ কর, পরে কি হবে তা ভাবার দরকার নেই।"

হ্যারি একদিন চলে যাবে। এবং প্রতিদিনই সেই একদিনটা আরো কাছে চলে আসছে। কিন্তু আমি এগুলো ভাবব না। মনকে প্রবোধ দিল ডর্স। বিষণ্ন চিন্তাটাকে দূর করার জন্যই কথা শুরু করল সে।

"কি ভাবছ, হ্যারি?"

"কি?" আনমনা অবস্থা থেকে ফিরে আসতে খানিকটা বেগ পেতে হলো সেলডনকে।

"সাইকোহিস্টোরি নিয়েই ভাবছ বোধহয়। নিশ্চয়ই নতুন একটা সমস্যা যার কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছ না।"

"আসলে, এই মুহূর্তে আমি সাইকোহিস্টোরি নিয়ে ভাবছি না।" হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি। "জানতে চাও কি নিয়ে ভাবছিলাম?– চুল!"

"চুল? কার?"

"এই মুহূর্তে তোমার।"

"কোনো সমস্যা? চুলে রং করব। এতদিনে তো ধূসর হয়ে যাওয়ার কথা।"

"আরে না, কোনো দরকার নেই।– কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য জিনিস। যেমন, নিশায়া।"

"নিশায়া? কি ওটা?"

"প্রি-ইম্পেরিয়াল কিংডম অফ ট্র্যানটরের অন্তর্ভুক্ত হয় নি কখনো, কাজেই তুমি জান না দেখে অবাক হই নি। একটা গ্রহ, ছোট একটা গ্রহ। বিচ্ছিন্ন। গুরুত্বহীন। অবহেলিত। আমি জানতে পেরেছি কারণ একটু কষ্ট করে খোঁজ খবর করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহ থেকে মাত্র দুই একটা গ্রহই সত্যিকারের প্রভাব তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু নিশায়ার মতো গুরুত্বহীন গ্রহ বোধহয় আর একটাও নেই। এবং এটাই হলো আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।"

হাতের ঠেলায় নিজের জিনিসগুলো একপাশে সরিয়ে ডর্স বলল, "গোলকধাঁধা তুমি পছন্দ কর না, এখন নিজেই গোলকধাঁধা তৈরি করছ। এই গুরুত্বহীন গ্রহের গুরুত্বটা কোথায়?"

"যখন নিজে গোলকধাঁধা তৈরি করি তখন ঠিকই পছন্দ করি। জোরানিউম নিশায়া থেকে এসেছে।"

"ও, তুমি আসলে জোরানিউমকে নিয়ে ভাবছ।"

"হ্যাঁ, ওর বেশ কয়েকটা বক্তৃতার রেকর্ড দেখেছি– রাইখের অনুরোধ। কথাবার্তায় তেমন গভীরতা না থাকলেও মানুষকে সে প্রায় সম্মোহিত করে রাখতে পারে। রাইখ বেশ অনুপ্রাণিত।"

"আমার মতে ডাহ্‌লাইটের বাসিন্দারা সবাই অনুপ্রাণিত হবে, হ্যারি। প্রতিটি সেক্টরের জন্য সমান অধিকার জোরানিউমের এই আহ্বান শুনে স্বভাবতই সুবিধা বঞ্চিত হিট সিঙ্কাররা তাকে সমর্থন দেবে। ডাহ্‌লাইটে কি অবস্থা দেখেছিলাম তোমার মনে আছে?"

"মনে আছে এবং রাইখকে আমি কোনো দোষ দিচ্ছি না। জোরানিউম নিশায়া থেকে এসেছে শুধু এই ব্যাপারটাই আমাকে ভাবাচ্ছে।"

নিরাসক্ত ভঙ্গীতে কাঁধ নাড়ল ডর্স। "কোনো এক জায়গা থেকে তো জোরানিউমকে আসতেই হবে আর নিশায়া অন্যান্য গ্রহের মতোই তার নাগরিকদের ও বাইরে পাঠিয়েছে এমন কি এই ট্র্যানটরেও।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তো বলেছি যে আমি নিশায়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর করেছি। এমন কি হাইপার স্পেসাল কন্টাক্টও যার জন্য অনেকগুলো ক্রেডিট বেরিয়ে গেছে– এবং যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই খরচটা আমি ডিপার্টমেন্টে চার্জ করতে পারব না।"

"কোনো লাভ হয়েছে?"

"বোধহয়। তুমি তো জানো জোরানিউম ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে তার বক্তব্যের তাৎপর্য তুলে ধরে। গল্পগুলো তার নিজের গ্রহ নিশায়াতে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। ট্র্যানটরে এই গল্পগুলো তার উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট সহায়ক, যেহেতু এতে সে নিজেকে জনগণেরই একজন, স্বদেশ প্রেমে ভরপুর একজন হিসেবে প্রমাণ করতে পারছে। এই গল্পগুলো তার বক্তব্য আরো জোরালো করে তুলে। এগুলো প্রমাণ করে যে সে ছোট এক গ্রহ থেকে এসেছে, বড় হয়েছে বিচ্ছিন্ন এক খামারের উন্মুক্ত অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতিতে। মানুষ এগুলো পছন্দ করে বিশেষ করে ট্র্যানটরিয়ানরা যারা বরং মরবে কিন্তু উন্মুক্ত প্রকৃতিতে বাস করবে না। অথচ তারাই আবার এই ধরনের গল্প শুনতে পছন্দ করে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তো?"

"অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে– নিশায়ার যে অফিসারের সাথে আমি কথা বলেছি তার কাছে এই গল্পগুলো পরিচিত নয়।"

"এটা তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, হ্যারি। হয়তো ছোট, কিন্তু তারপরেও ওটা আস্ত একটা গ্রহ। জোরানিউম যে অংশে জন্মেছে সেখানে যে গল্পগুলো প্রচলিত সেগুলো হয়তো তোমার অফিসার যেখান থেকে এসেছে সেখানে মোটেই প্রচলিত নয়।"

"না, না। লোক কাহিনী যাই হোক না কেন ওগুলো আসলে বিশ্বজনীন। তাছাড়া আরো ব্যাপার আছে। লোকটার কথা বুঝতে আমার বেশ সমস্যা হয়েছে। গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করলেও বাচনভঙ্গী অদ্ভুত। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো কয়েকজন অফিসারের সাথে কথা বলি, প্রত্যেকের বাচনভঙ্গী একই রকম।"

"তাতে কি?"

"জোরানিউম এর সেই বাচনভঙ্গী নেই। সে যথেষ্ট ভালো ট্র্যানটরিয়ান বলে। আমার চেয়েও ভালো। এখনো আমি হ্যালিকনিয়ান বাচনভঙ্গী ছাড়তে পারি নি। রেকর্ড অনুযায়ী সে ট্র্যানটরে এসেছে উনিশ বছর বয়সে। জীবনের প্রথম উনিশটা বছর নিশায়ার রুক্ষ বাচনভঙ্গী ব্যবহার করে ট্র্যানটরে এসে তা পুরোপুরি ভুলে যাবে, আমার মতে তা অসম্ভব। ট্র্যানটরে যতদিনই বাস করুক না কেন কিছুটা হলেও পুরনো বাচনভঙ্গীর ছোয়া থেকেই যাবে– রাইখকে দেখো, এখনো মাঝে মধ্যে ভুল করে ডাহ্‌লাইট বলে ফেলে।"

"যোগ-বিয়োগ করে কি বের করলে তাহলে?"

"কি বের করলাম– যোগ বিয়োগ করার যন্ত্রের মতো এখানে সারাদিন বসে থেকে যা বের করলাম তা হলো– জোরানিউম মোটেই নিশায়া থেকে আসে নি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় নিশায়াকে সে এই কারণেই বেছে নিয়েছে, কারণ গ্রহটা এতো অনুন্নত, অপরিচিত এবং এতো দূরে যে কেউ অনুসন্ধান করার কথা ভাববে না। সে নিশ্চয়ই কম্পিউটারে অনেক খোঁজ খবর করে এই গ্রহটাকে বের করেছে যেন তার মিথ্যে কথা ধরা না পড়ে।"

"তোমার মন্তব্য হাস্যকর, হ্যারি। এই কাজটা সে কেন করবে? এর জন্য তাকে নিশ্চয়ই অনেক জাল রেকর্ড তৈরি করতে হয়েছে?"

"এবং সে ঠিক তাই করেছে। সিভিল সার্ভিসে নিশ্চয়ই তার অনেক অনুসারি আছে, ফলে কোনো সমস্যা হয় নি। তার অনুসারীরাও সব ফ্যানাটিক। কাজেই মুখ খুলবে না কেউ।"

"কিন্তু কেন?"

"কারণ আমার ধারণা জোরানিউম মানুষকে জানাতে চায় না সে আসলে কোন গ্রহ বা অঞ্চল থেকে এসেছে।"

"কেন? আইন এবং প্রথা অনুযায়ী এম্পায়ারের প্রতিটি বিশ্বই সমান।"

"আমি জানি না। ওই সব উচ্চমার্গের দর্শন আমি অন্তত কখনো বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখি নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাহলে কোত্থেকে এসেছে? তোমার কোনো ধারণা?"

"হ্যাঁ, আর সেজন্যই তো আমি চুলের কথা বলেছি।"

"খুলে বল।"

"জোরানিউমের সাথে বসে থাকার সময় কেন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তার পর বুঝতে পারলাম যে ওর চুলের কারণে অস্বস্তি লাগছে। ওর চুলগুলো ছিল অনেক বেশী প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল আর এতো বেশী নিঁখুত যা আমি আগে কখনো দেখি নি। এবং এই কৃত্রিম চুল এমন এক করোটির উপর বসানো হয়েছে যে করোটিতে কোনোদিনই স্বাভাবিক চুল গজায় নি।"

"কোনোদিনই গজায় নি?" চট করে সব বুঝে ফেলল ডর্স। "তুমি বলতে চাও– "

"হ্যাঁ। আমি ঠিক তাই বলতে চাই। সে অতীতে পড়ে থাকা পুরাকাহিনী নির্ভর মাইকোজেন সেক্টর থেকে এসেছে। এই ব্যাপারটাই সে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

১০.

ডর্স ভেনাবিলি ঠান্ডা মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ভাবতে লাগল। এটাই তার চিন্তা করার ধরণ। ঠান্ডা। কখনো অস্থির হয় না।

চোখ বন্ধ করে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল। আট বছর আগে সে আর হ্যারি মাইকোজেনে গিয়েছিল। বেশীদিন থাকে নি। আকৃষ্ট করার মতো কিছু ছিল না ওখানে একমাত্র খাবার ছাড়া।

রুক্ষ, কঠোর নীতিবাগিশ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ; অতীতই তাদের কাছে একমাত্র ধ্যান ধারণা ; স্বেচ্ছায় যন্ত্রণাদায়ক এক পদ্ধতিতে শরীরের সমস্ত চুল এবং লোম নিশ্চিহ্ন করে ফেলে যেন বুঝতে পারে "তারা কে" ; তাদের কিংবদন্তি ; তাদের স্মৃতি (অথবা কল্পনা) যে এক সময় তারা গ্যালাক্সি শাসন করত, যখন তারা ছিল দীর্ঘজীবি, যখন রোবটের অস্তিত্ব ছিল।

চোখ মেলে ডর্স জিজ্ঞেস করল, "কেন, হ্যারি?"

"কি কেন?"

"সে মাইকোজেন থেকে এসেছে এই ব্যাপারটা কেন লুকাতে চায়?"

ডর্স জানে যে তারচেয়ে নিঁখুতভাবে সেলডন মাইকোজেনের ব্যাপারগুলো স্মরণ করতে পারবে না। কিন্তু তার মেধার চেয়ে সেলডনের মেধা আরো তীক্ষ্ণ– ভিন্ন, কোনো সন্দেহ নেই। সে অনেকটা গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্মৃতি থেকে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যটা বের করে আনতে পারে। কিন্তু সেলডনের ম্যাথমেটিক্যাল ডিডাকশনের প্রয়োজন হয় না, বরং বলা যায় অপ্রয়োজনীয় বিষয় এড়িয়ে আসল তথ্য বের করে আনতে পারে। অনেকটা এক লাফে জায়গামতো পৌছানোর মতো। সেলডন সবসময়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে শুধুমাত্র তার সহকারী, ইউগো এমারিলই অনুমান নির্ভর কাজ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ডর্স তাতে বোকা বনে নি। সেলডন সবসময়ই ভান করেন তিনি জগৎ সংসার ভুলে যাওয়া এক গণিতজ্ঞ। কিন্তু ডর্স তাতেও বোকা বনে নি।

"কেন জোরানিউম প্রমাণ করতে চায় যে সে মাইকোজেন থেকে আসে নি? প্রশ্নটা আবার করল ডর্স।

"ওটা একটা রুক্ষ, সীমাবদ্ধ সমাজ," বললেন সেলডন। "ওই সমাজে অনেকেই আছে যারা প্রতিটি কার্যকলাপ এমন কি চিন্তা-ভাবনার উপর ডিকটেটরশীপ পছন্দ করে না। আবার এটাও জানে যে পুরোপুরি এই সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে পারবে না কিন্তু অন্যান্য সমাজের মতো আরো বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়। স্বাভাবিক।"

"তাই বাধ্য হয়ে দেহে কৃত্রিম চুল গজানোর ব্যবস্থা করে?"

"না, সবাই করে না। সমাজ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়– মাইকোজেনিয়ানরা তাদের পছন্দ করে না– তারা উইগ ব্যবহার করে। সহজ কিন্তু কম কার্যকরী। যারা সত্যিকার অর্থেই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে চায় তারাই কৃত্রিম চুল গজানোর পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রক্রিয়াটা জটিল এবং ব্যয়বহুল কিন্তু ধরার কোনো উপায় থাকে না। সাইকোহিস্টোরি গণিতের মৌলিক সূত্রগুলো তৈরি করার জন্য ট্র্যানটরের আটশ সেক্টর নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে সাইকোহিস্টোরির কোনো অগ্রগতি না হলেও আমি জেনেছি অনেক কিছু।"

"কিন্তু কেন এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষগুলো তাদের মাইকোজেনিয়ান পরিচিতি লুকাতে চায়? মাইকোজেনিয়ান হলে কোনো শাস্তির বিধান আছে বলে তো শুনি নি।"

"না, অবশ্যই কোনো শাস্তির বিধান নেই। সত্যি কথা বলতে কি মাইকোজেনিয়ানদের খাটো করে দেখারও কোনো প্রবণতা নেই। বরং ঘটনা তারচেয়েও খারাপ। মাইকোজেনিয়ানদের কেউ গুরুত্বই দেয় না। ওরা বুদ্ধিমান– সবাই স্বীকার করে– উচ্চশিক্ষিত, আত্মসম্মানী, রুচিশীল, সুস্বাদু খাবার উৎপাদনের জাদুকরী ক্ষমতা, নিজেদের সেক্টরে বিরামহীনভাবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার বিস্ময়কর দক্ষতা– তারপরেও কেউ ওদেরকে গুরুত্ব দেয় না। তাদের বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা মাইকোজেনের বাইরের সমাজের কাছে হাস্যকর, অবিশ্বাস্য বোকামী। এমন কি যারা মাইকোজেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারাও এটা বিশ্বাস করে। একজন মাইকোজেনিয়ান ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে এটা দেখে সবাই হাসবে। মানুষ যদি তাকে ভয় পায় তাতে কোনো ক্ষতি নেই, মানুষের ঘৃণা-অবজ্ঞা নিয়েও কোনোরকমে বেঁচে থাকা যাবে। কিন্তু সে যদি মানুষের হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়ায় তা সহ্য করা কঠিন, জোরানিউম ফার্স্ট মিনিস্টার হতে চায়, কাজেই তার মাথায় চুল থাকতে হবে, এবং আরো নিঁখুত করার জন্য তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে এমন একটা অপরিচিত গ্রহ থেকে এসেছে যা মাইকোজেন থেকে অনেক অনেক দূরে।"

"অনেক মানুষের মাথায় তো স্বাভাবিক ভাবেই টাক পড়ে।"

"মাইকোজেনিয়ানরা যেভাবে জোর করে সকল চিহ্ন মুছে ফেলে সেরকম কখনোই হয় না। আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোতে এই বিষয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, কিন্তু তার কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো শুধু মাইকোজেনের নামটাই জানে, আর কিছুই জানে না। মাইকোজেনিয়ানরা নিজেদেরকে এমনভাবে গুটিয়ে রাখে, আমি নিশ্চিত যে তাদের কেউ কোনোদিন ট্র্যানটর ছেড়ে অন্য কোনো গ্রহে যায় নি। কিন্তু ট্র্যানটরে ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে টেকো মানুষ অনেক আছে, তারপরেও সামান্য হলেও চিহ্ন থাকবেই যাতে প্রমাণ হবে যে তারা মাইকোজেনিয়ান নয়। এছাড়াও তারা দাড়ি গোঁফ রাখতে পারে। কোনো রকম অসুস্থতার কারণে যারা পুরোপুরি কেশহীন তাদেরকে হয়তো প্রমাণ করার জন্য সাথে ডাক্তারী সার্টিফিকেট রাখতে হবে।"

"আমাদের কি কোনো লাভ হচ্ছে তাতে?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তুমি কি সবাইকে জানিয়ে দিতে পার না যে সে একজন মাইকোজেনিয়ান?"

"কাজটা কঠিন হবে, আমার ধারণা সে তার ট্র্যাক নিখুঁতভাবে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে। তাছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব হলেও– "

"হ্যাঁ?"

"আমি জোর করে মানুষকে গোড়ামীর দিকে আকৃষ্ট করতে চাই না। ট্র্যানটরের সামাজিক পরিস্থিতি ভীষণ বাজে, মানুষ অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সেটা আমি বা অন্য কেউই সামাল দিতে পারব না। জোরানিউম যে মাইকোজেনিয়ান তা যদি প্রমাণ করতেই হয় সেটা হবে আমার শেষ অস্ত্র।"

"তাহলে তোমারও মিনিমালিজম দরকার?"

"অবশ্যই।"

"কী করতে চাও?"

"ডেমারজেলের সাথে দেখা করছি। হয়তো সে জানে কি করতে হবে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকালো ডর্স। "হ্যারি, প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি কি ডেমারজেলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছ?"

"না, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়তো সে দিতে পারবে।"

"যদি না পারে?"

"তখন আমাকেই একটা পথ বের করে নিতে হবে, তাই না?"

"সেটা কি রকম?"

সেলডনের চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ পড়ল। "ডর্স, আমি জানি না। আমার কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে এটাও আশা করতে পার না তুমি।"

১১.

সম্রাট ক্লীয়ন ডেমারজেলকে সবসময়ই দেখেন, কিন্তু এম্পায়ারের জনগণ তাকে দেখার সুযোগ বলতে গেলে পায়ই না। এভাবে নিজেকে আঁড়াল করে রাখার অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ। একটা কারণ হলো যে সময় অনেক গড়িয়েছে, কিন্তু তার চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় নি।

প্রায় বছরখানেক হলো তার সাথে সেলডনের দেখা সাক্ষাৎ হয় না, আর ট্র্যানটরে আসার প্রথম কয়েকটা মাসের পর এভাবে মুখোমুখী বসে একান্তে আলাপ করার সুযোগও হয় নি।

লাসকিন জোরানিউম এর সাথে সাম্প্রতিক সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে সেলডন এবং ডেমারজেল দুজনেই বুঝতে পারে যে তাদের সম্পর্কটা প্রচার করা উচিত হবে না। আবার ফার্স্ট মিনিস্টারের সাথে হ্যারি সেলডনের সাক্ষাৎ গোপনও রাখা যাবে না, আর তাই নিরাপত্তার খাতিরে দুজনেই প্যালেস গ্রাউন্ডের ঠিক বাইরে ডোমস এজ হোটেলের ভাড়া করা একটা বিলাসবহুল কামরায় দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ডেমারজেলকে দেখেই পুরনো স্মৃতিগুলো একসাথে ভিড় জমাল। এখনো ডেমারজেলের চেহারা একই রকম বিষণ্ন এবং গম্ভীর। তার মুখের সেই পৌরুষ দীপ্ত বলিরেখা এখনো বিদ্যামান। এখনো সে আগের মতোই লম্বা এবং বলিষ্ঠ, একই রকম হালকা লাল চুল। সে ঠিক সুদর্শন নয়, কিন্তু তার গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব অদ্বিতীয়। সাধারণ মানুষের মনে একজন আদর্শ ফার্স্ট মিনিস্টারের যে ছবি আঁকা আছে সে ঠিক তাই, সবার সেরা। সেলডনের মতে তার এই ব্যক্তিত্বই সম্রাটের উপর অর্ধেক কর্তৃত্ব বিস্তার করে রেখেছে, আর এই কারণেই সে প্রভূত্ব বিস্তার করে রেখেছে ইম্পেরিয়াল কোর্ট, এম্পায়ারের উপর।

ডেমারজেল তার দিকে এগিয়ে এল, মুখের গাম্ভীর্যের সামান্যতম বিচ্যুতি না ঘটিয়েই মুখে মৃদু একটা হাসি ধরে রেখেছে।

"হ্যারি," সে বলল, "তোমাকে দেখে খুশী হয়েছি। ভয় পাচ্ছিলাম তুমি হয়তো আর আসবেই না।"

"আমি আরো বেশী ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো আপনি আসবেন না, ফার্স্ট মিনিস্টার।"

"ইটো– যদি আসল নাম বলতে তোমার সমস্যা হয়।"

"আমি পারব না। আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না। আপনি জানেন।"

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। বল। তোমার মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগবে।"

ইতস্তত: করতে লাগলেন সেলডন। বিশ্বাস হচ্ছে না যে তার ঠোঁট এবং কণ্ঠ থেকে শব্দগুলো বেরোবে। "ডানীল," অবশেষে বললেন তিনি।

"আর. ডানীল অলিভো," ডেমারজেল বলল। "হ্যাঁ, তুমি আমার সাথে ডিনার করবে, হ্যারি। যদি আমি তোমার সাথে ডিনার করি তাহলে আমাকে কিছু খেতে হবে না, যা আমার জন্য স্বস্তিদায়ক।"

"আনন্দের সাথে, যদিও এরকম মুহূর্তে একা ডিনার করাটা আমার ঠিক মনঃপুত নয়। সামান্য কিছু– "

"যা তোমার ভালো লাগে– "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে। না করা যাবে না কিন্তু ভাবছি এখানে দুজনের এক সাথে থাকাটা কি ঠিক হবে।"

"হবে। ইম্পেরিয়াল আদেশ। হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি চেয়েছেন বলেই আমি এসেছি।"

"কেন, ডানীল?"

"দুবছর পরে দশ বাৎসরিক গণিত সম্মেলনটা আবার অনুষ্ঠিত হবে।– তোমাকে অবাক দেখাচ্ছে। ভুলে গেছো?"

"না, ভুলি নি। তবে আমি ভাবিও নি।"

"এবার অংশ নেবে না? গতবারেরটায় তুমি সবাইকে চমকে দিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, সাইকোহিস্টোরি দিয়ে কিছুটা চমক তৈরি করতে পেরেছিলাম।"

"তুমি সম্রাটকে আগ্রহী করে তুলেছিলে। আর কোনো গণিতবিদ পারে নি।

"সম্রাট নয়, তুমি আগ্রহী হয়েছিলে। তারপর আমাকে ইম্পেরিয়াল ফোর্স এর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাকে নিশ্চিত করতে পেরেছি যে আমি অন্তত এবার সাইকোহিস্টোরি নিয়ে গবেষণা শুরু করতে পারব, তারপরেই তুমি আমাকে এখানে গোপনে কাজ করার সুযোগ করে দাও।"

"গণিত বিভাগের প্রধান হিসেবে তেমন গোপনীয়তা থাকছে না।"

"হ্যাঁ, থাকছে কারণ দায়িত্বটা সাইকোহিস্টোরি আড়াল করে রেখেছে।"

"আহ্, খাবার চলে এসেছে। কিছুক্ষণের জন্য পুরনো বন্ধু হিসেবে অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। ডর্স কেমন আছে?"

"চমৎকার। আদর্শ স্ত্রী। আমার নিরাপত্তার জন্য তার দুঃশ্চিন্তা নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে।"

"ওটা তার দায়িত্ব।"

"কথাটা আমাকে সে বারবারই মনে করিয়ে দেয়। সত্যি, ডানীল, আমাদের দুজনকে একসাথে থাকার সুযোগ করে দেয়ার জন্য শুধু মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যথেষ্ট হবে না।"

"ধন্যবাদ, হ্যারি, তবে সত্যি কথা বলতে কি, তোমরা দুজন যে সুখী দম্পতি হতে পারবে আমি তা অনুমান করি নি, বিশেষ করে ডর্স– "

"তারপরেও যে উপহার দিয়েছ সে জন্য ধন্যবাদ, আসল পরিস্থিতি নিয়ে তোমার আশা যতই সংকীর্ণ হোক না কেন।"

"খুশী হলাম। তবে আরেকটা পুরস্কারের কথা বোধহয় তুমি ভুলে গেছ যার পরিণতি আরো বেশী সন্দেহভাজন– আমার সাথে তোমার সম্পর্ক।"

সেলডন কোনো জবাব দিলেন না, তাই ডেমারজেল তাকে খেতে শুরু করার জন্য ইশারা করল।

কিছুক্ষণ পরে ফর্ক দিয়ে এক টুকরা মাছ উঠিয়ে বললেন, "জিনিসটা কি আমি বুঝতে পারছি না তবে রান্নাটা মাইকোজেনিয়ান।"

"হ্যাঁ, আমি জানি তোমার খুব পছন্দ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মাইকোজেনিয়ানদের অস্তিত্ব এই কারণেই আজও টিকে আছে। একমাত্র কারণ। তবে তোমার কাছে ওদের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। আমার সেটা ভোলা উচিত নয়।"

"বিশেষ গুরুত্বটাও এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের পূর্বপুরুষ অনেক অনেক দিন আগে অরোরা গ্রহে বাস করত। ওখানে তারা তিনশ বছরেরও বেশী সময় বাস করে এবং গ্যালাক্সির পঞ্চাশটা গ্রহের লর্ড ছিল। একজন অরোরানই প্রথম আমার ডিজাইন করে আমাকে তৈরি করে। আমি ভুলি নি ; সব পরিষ্কার মনে আছে– কোনোরকম বিকৃতি ছাড়া– তাদের বংশধর মাইকোজেনিয়ানদের চাইতেও নিঁখুত ভাবে। কিন্তু অনেক দিন আগে আমি ওদেরকে ছেড়ে চলে আসি। আমি নিজেই বেছে নেই মানবজাতির জন্য কোন পথটা ভালো হবে এবং আজও সেই পথ অনুসরণ করে চলেছি, যতদূর সম্ভব।"

সেলডন হঠাৎ সচকিত হয়ে বললেন, "আমাদের আলোচনা কেউ শুনে ফেলবে না তো?"

ডেমারজেল কৌতুক বোধ করল, "এখন ভেবে কোনো লাভ হবে না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। আমি সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করেছি। যখন এসেছ তখন খুব বেশী মানুষ তোমাকে দেখে নি, যাওয়ার সময়ও দেখবে না। যারা দেখবে তারাও অবাক হবে না। গণিত বিষয়ে আমার আগ্রহের কথা সবাই জানে। ইম্পেরিয়াল কোর্টে যারা আমার বন্ধু নয় তারা এই ব্যাপারটাতে ভীষণ মজা পায়। যাই হোক সবাই ধরে নেবে যে আমি আগামী দশবাৎসরিক সম্মেলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সারার জন্যই এসেছি। সম্মেলন নিয়েই আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই।"

"মনে হয় না তোমাকে সাহায্য করতে পারব। শুধুমাত্র একটা বিষয়ই আমি উপস্থাপন করতে পারব– যদিও তা সম্ভব নয়। অংশ নিলেও তা হবে দর্শকদের সারিতে। নতুন কোনো গবেষণা উপস্থাপন করার ইচ্ছা নেই।"

"বুঝতে পেরেছি। তারপরেও একটা কথা শুনলে হয়তো তুমি আগ্রহী হবে, হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি এখনো তোমাকে মনে রেখেছেন।"

"কারণ তুমি তাকে আমার কথা ভুলতে দাও নি।"

"না, আমি সেরকম কিছু করি নি। তবে হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি মাঝে মাঝেই আমাকে অবাক করে দেন। আগামী সম্মেলনের কথা তিনি জানেন এবং গত সম্মেলনে তুমি যা করেছ সেটাও মনে রেখেছেন। সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে তিনি এখনো আগ্রহী। আরো বড় কিছুও ঘটতে পারে, তোমাকে জানিয়ে রাখা উচিত। হয়তো তোমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকবেন, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কোর্ট এটাকে বিরল সম্মান হিসেবে গণ্য করবে– এক জীবনে দুদুবার সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ।"

"ঠাট্টা করছ। সম্রাটের দেখা পেয়ে কি লাভ হবে?"

"যাই হোক না কেন, সাক্ষাতের জন্য ডাকা হলে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।– তোমার দুই শিষ্য ইউগো আর রাইখ কেমন আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সবই তো জানো। আমার ধারণা আমার উপর সব সময় নজর রাখ তুমি।"

"হ্যাঁ, তা রাখি। তোমার নিরাপত্তার জন্যই কিন্তু তোমার জীবনের খুঁটিনাটি সব বিষয়ের খবর রাখি না। আসলে কঠিন একটা দায়িত্ব পালন করতেই সময় ফুরিয়ে যায় আর আমি সর্বদ্রষ্টাও নই।"

"ডর্স রিপোর্ট করে না?"

"বড় ধরনের সমস্যা হলে তবেই করে, অন্যথায় করে না। সে তার মূল দায়িত্ব পালন করতেই বেশী সচেষ্ট।"

সেলডন মুখ দিয়ে শব্দ করলেন। "আমার ছেলেরা ভালোই করছে। ইউগোকে সামলানো দিনে দিনে আরো কঠিন হয়ে পড়ছে। সে আমার চাইতেও বেশী সাইকোহিস্টোরিয়ান এবং সম্ভবত তার ধারণা আমি তাকে পিছনে টেনে ধরে রেখেছি। আর রাইখ এমন এক দস্যি ছেলে যাকে ভালো না বেসে পারা যায় না– সবসময়ই তাই ছিল। যখন সে রাস্তার ভবঘুরে ছোকরা ছিল তখন থেকেই সে আমার স্নেহ-মমতা জয় করে নেয় এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে ডর্সেরও মন জয় করে নিয়েছে। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি ডর্স যদি কখনো আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায় শুধুমাত্র একটা কারণেই সে আমাকে ছেড়ে যাবে না– রাইখের প্রতি তার ভালোবাসা।"

সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল ডেমারজেল, আর সেলডন আবার বলা শুরু করলেন, "যদি ওয়ির রিশেলি তাকে পছন্দ না করত তাহলে আমি আজকে এখানে থাকতাম না। তখনই মরে যেতাম–" তাঁর দৃষ্টিতে অস্বস্তি ফুটে উঠল। "ঘটনাটা ভাবতে আমার ভালো লাগে না, ডানীল। পুরোপুরি একটা দুর্ঘটনা এবং যার কোনো পূর্বানুমান সম্ভব নয়। সাইকোহিস্টোরি কিভাবে আমাদের সাহায্য করবে?"

"তুমিই তো বলেছিলে যে সাইকোহিস্টোরি কেবল সম্ভাবনা যাচাই করতে পারবে এবং জনগোষ্ঠীর আয়তন হতে হবে অনেক বড়। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণ করতে পারবে না।"

"কিন্তু সেই একজন ব্যক্তি যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়– "

"আশা করি তুমি বুঝতে পারবে যে একজন মানুষ কখনোই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। এমন কি আমিও না– তুমিও না।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক। একটা জিনিস অবশ্য বুঝতে পেরেছি যে আমি নিজেকে কখনো গুরুত্বপূর্ণ মনে করি নি, বোধ বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দেয়ার মতো করে নিজেকে কখনো অতিমানব ভাবিনি।– কিন্তু তুমি গুরুত্বপূর্ণ আর এই বিষয়েই আমি কথা বলতে এসেছি। যতদূর খোলাখুলি আলোচনা করা যায় ততই ভালো। আমাকে জানতেই হবে।"

"কি জানতে হবে?" বেয়ারা এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। একই সথে কামরার আলোও কমে গেল। মনে হলো যেন দেয়ালগুলো আরো কাছে চলে এসেছে। নিরাপত্তার অনুভূতিটা আরো প্রখর করে তোলার জন্য যথেষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জোরানিউম," দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দগুলো সেলডন এমনভাবে বললেন যেন শুধু নামটা বলাই যথেষ্ট।

"ও, হ্যাঁ।"

"তুমি ওর কথা জানো?"

"অবশ্যই। না জানলে চলবে?"

"বেশ, আমিও জানতে চাই।"

"কি জানতে চাও?"

"ডানীল, শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না। ও কি বিপজ্জনক?"

"অবশ্যই বিপজ্জনক। তোমার কোনো সন্দেহ আছে?"

"আমি বলতে চাই তোমার জন্য? তোমার ফার্স্ট মিনিস্টারশিপের জন্য?"

"আমি ঠিক সেটাই বোঝাচ্ছি। এই কারণেই সে বিপজ্জনক।"

"এবং তুমি তাকে থামাচ্ছ না।"

সামনে ঝুকল ডেমারজেল, টেবিলের উপর দুজনের মাঝখানে বাঁ হাতের কনুই রাখল। "হ্যারি, অনেক ঘটনাই ঘটার জন্য আমার অনুমতির অপেক্ষা করে না। এই বিষয়ে আমরা দার্শনিক হতে পারি। হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি প্রথম ক্লীয়ন ক্ষমতায় এসেছেন প্রায় আঠার বছর হয়ে গেল। শুরু থেকেই আমি ছিলাম তার চীফ অব স্টাফ, তারপর হয়েছি ফার্স্ট মিনিস্টার। এর আগে তার বাবার শাসনামলের শেষ বছরগুলোতেও আমি দায়িত্বে ছিলাম যদিও এতটা ব্যাপকভাবে তা পালন করতে হয় নি। দীর্ঘ সময় এবং কোনো ফার্স্ট মিনিস্টারেরই এতো দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় টিকে থাকার নজির নেই।"

"তুমি সাধারণ কোনো ফার্স্ট মিনিস্টার নও, ডানীল, এবং কথাটা নিজেও জানো। সাইকোহিস্টোরি যখন বাস্তবে পরিণত হওয়ার পথে সেই সময় তোমাকে ক্ষমতায় থাকতেই হবে। হাসবে না, এটাই সত্যি, আমাদের যখন প্রথম দেখা হয়, আট বছর আগে, তুমি বলেছিলে এম্পায়ারে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেই মনোভাব কি এখন পাল্টে গেছে?"

"না, অবশ্যই না।"

"বরং ভাঙ্গন এখন আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঠিক?"

"হ্যাঁ, ঠিক, যদিও আমি তা ঠেকানোর চেষ্টা করছি।"

"এখন তুমিই যদি না থাকো, তাহলে কি হবে? জোরানিউম তোমার বিরুদ্ধে এম্পায়ারকে খেপিয়ে তুলছে।"

"ট্র্যানটর, হ্যারি, ট্র্যানটর। আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো এখনো শান্ত এবং আমার আদেশ মেনে চলছে। এমন কি বিপর্যস্ত অর্থনীতি এবং হ্রাসপ্রাপ্ত বাণিজ্য সত্ত্বেও।"

"কিন্তু ট্র্যানটরেই ছোট বড় সব ঘটনা হিসাবে রাখতে হয়। ট্র্যানটর– ইম্পেরিয়াল ওয়ার্ল্ড যেখানে আমরা বাস করছি, এম্পায়ার এর রাজধানী, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ, প্রশাসনিক কেন্দ্র– এবং এই গ্রহই তোমাকে ছুড়ে ফেলে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। যদি ট্র্যানটর তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তুমি কোনো ভাবেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না।"

"আমি একমত।"

"তাহলে তুমি চলে গেলে কে দায়িত্ব নেবে আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোকে সামলানোর, কে পতনের গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠা এবং এম্পায়ারে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঠেকাবে?"

"নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়।"

"কাজেই তুমি নিশ্চয়ই কিছু একটা করছ। ইউগোর দৃঢ় বিশ্বাস তুমি ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি এবং নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না। ইউগোর অন্তর্জ্ঞান তাকে এই কথা বলছে। ডর্স ঠিক একই কথা বলেছে এবং যুক্তি হিসেবে আমাকে বুঝিয়েছে তিনটা বা চারটা– চারটা– "

"রোবটিক্স আইন," সেলডনের মুখে কথা যুগিয়ে দিল ডেমারজেল।

"তরুণ রাইখ জোরানিউমের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট– যেহেতু সে একজন ডাহ্‌লাইট। আর আমি– আমি দ্বিধাগ্রস্ত, তাই তোমার কাছে আশ্বাস পাব বলে এসেছি। নিশ্চয়ই পরিস্থিতি তোমার নিয়ন্ত্রণে।"

"তাহলে তো চিন্তার কিছু ছিল না। যাই হোক আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারছি না। আমি সত্যিই ভয়ংকর বিপদে আছি।"

"তুমি কিছুই করছ না?"

"না। আমি জনগণের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং জোরানিউমের বক্তব্য গুরুত্বহীন প্রমাণের চেষ্টা করছি। তা না হলে এতদিনে আমাকে হয়তো ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হতো। কিন্তু যা করছি তা যথেষ্ট নয়।"

সেলডন খানিকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, "আমার বিশ্বাস জোরানিউম আসলে মাইকোজেনিয়ান।"

"তাই নাকি?"

"আমার ধারণা। তথ্যটাকে তার বিরুদ্ধে কাজে লাগাব ভেবেছিলাম, কিন্তু একটা অন্ধবিশ্বাসে ইন্ধন যোগাতেও আমার রুচিতে বাধছে।"

"তা না করে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। অনেক পদক্ষেপই নেয়া যায়, কিন্তু তার পাশাপাশি যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে সেগুলো আমরা চাই না। সত্যি কথা বলতে কি, হ্যারি, দায়িত্ব ছেড়ে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই– যদি উপযুক্ত একজন উত্তরসূরি পাওয়া যায় যে ঠিক আমার মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে পতনের গতিটাকে যতদূর সম্ভব ধীর করে দিতে পারবে। অন্যদিকে যদি জোরানিউম আমার স্থলাভিষিক্ত হয় সেটা হবে আমার মতে চরম সর্বনাশ।"

"সেক্ষেত্রে তাকে থামানোর জন্য যা করব তার সবই ঠিক।"

"পুরোপুরি ঠিক নয়। জোরানিউমকে থামিয়ে আমি ক্ষমতায় টিকে থাকলেও এম্পায়ারে অরাজকতা শুরু হতে পারে। কাজেই আমি এমন কিছু করব না যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোরানিউম এর আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে, আমি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারব– কিন্তু তার ফলে এম্পায়ারের পতন ত্বরান্বিত হবে। আমি এমন কোনো উপায় এখনো খুঁজে পাই নি যাতে জোরানিউম ধ্বংস হবে এবং এম্পায়ারে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে না।"

"মিনিমালিজম," ফিস ফিস করে বললেন সেলডন।

"মাফ করবে?"

"ডর্স বলছিল তুমি ও মিনিমালিজম দ্বারা সীমাবদ্ধ।"

"আসলেই তাই।"

"তাহলে আজকের সাক্ষাৎকার পুরোপুরি ব্যর্থ, ডানীল।"

"অর্থাৎ তুমি আমার কাছে আশ্বাস পেতে এসেছিলে কিন্তু পাও নি।"

"বোধহয় তাই।"

"কিন্তু আমি তোমার সাথে দেখা করেছি কারণ আমিও আশ্বাস পেতে চেয়েছিলাম।"

"আমার কাছ থেকে?"

"সাইকোহিস্টোরি থেকে, যা একটা নিরাপদ উপায় তৈরি করে দিতে পারে, আমি যা করতে পারি নি।"

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সেলডন। "ডানীল, সাইকোহিস্টোরি এখনো সেই পর্যায়ে পৌছায় নি।"

ফার্স্ট মিনিস্টারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। "তুমি আট বছর সময় পেয়েছ, হ্যারি।"

"আট বছর কেন আটশ বছর ধরেও হয়তো সাইকোহিস্টোরি এই পর্যায়ে পৌছাতে পারবে না। এটা একটা দুঃসাধ্য কাজ।"

"একটা নিঁখুত কৌশল তৈরি করে ফেলেছ তা আমি আশা করি নি, কিন্তু তুমি হয়তো কিছু প্রাথমিক ধারণা, কাঠামো বা মূলনীতি তৈরি করতে পেরেছ যা আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। হয়তো নিঁখুত হবে না কিন্তু অনুমানে কাজ করার চেয়ে তো ভালো।"

"আট বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে একটুও বেশী না," কাতর স্বরে বললেন সেলডন। "সমস্যাটা এখানেই। তোমাকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এবং জোরানিউমকে দমন করতে হবে এমন উপায়ে যেন এম্পায়ারের স্থিতিশীলতা যতদিন সম্ভব ধরে রাখা যায়। যেন সাইকোহিস্টোরির জন্য আমি পর্যাপ্ত সময় পাই। এখন সাইকোহিস্টোরি ছাড়া এই কাজটা করা যাবে না, তাই কি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"তাহলে আমরা একটা সমস্যার চক্র নিয়ে আলোচনা করছি। আর এদিকে এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।"

"যদি না অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে। যদি না তুমি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটাও।"

"আমি? ডানীল, সাইকোহিস্টোরি ছাড়া আমি কি করব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি জানি না, হ্যারি।"

চরম হতাশা নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন সেলডন।

১২.

পরের কয়েকটা দিন ডিপার্টমেন্টের কাজ থেকে বিরত থাকলেন হ্যারি সেলডন। খবর সংগ্রহের জন্য কম্পিউটারটাকে তিনি নিউজ গ্যাদারিং মোড এ সেট করে রাখলেন।

পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের দৈনিক খবরগুলো সামলানোর মতো উন্নত কম্পিউটারের সংখ্যা খুবই কম। ইম্পেরিয়াল হেডকোয়ার্টারে অনেকগুলো আছে কারণ ওখানে থাকাটা জরুরী। অল্প কয়েকটা আউটার ওয়ার্ল্ডের রাজধানী গ্রহে এই ধরনের কম্পিউটার থাকলেও বেশীরভাগই ট্র্যানটরের কেন্দ্রীয় বার্তাসংস্থার সাথে হাইপার কানেকশন নিয়েই সন্তুষ্ট।

গুরুত্বপূর্ণ গণিত বিভাগের একটা কম্পিউটার যদি যথেষ্ট আধুনিক হয় তাহলে সেটাকে খবর সংগ্রহের স্বাধীন উৎসে পরিণত করা কোনো ব্যাপার না এবং সেলডন অত্যন্ত কৌশলে নিজের কম্পিউটারে এই ব্যবস্থাটা তৈরি করে নিয়েছেন। তার সাইকোহিস্টোরির জন্য এটা প্রয়োজন, যদিও যথার্থ কারণেই ব্যাপারটা অন্যদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন তিনি।

এম্পায়ারের কোনো গ্রহে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে কম্পিউটার সেটা রিপোর্ট করবে। নিষ্প্রভ একটা সাংকেতিক আলো জ্বলে উঠবে এবং সেলডন সহজেই খবরটা বের করে নিতে পারবেন। সাংকেতিক আলোটা কালে ভদ্রে হয়তো একবার জ্বলে উঠে কারণ 'অস্বাভাবিক' শব্দটার সংজ্ঞা অত্যন্ত সীমিত করে রাখা হয়েছে, অথচ অনুসন্ধানের পরিধি অনেক ব্যাপক।

এই ব্যবস্থাটা না থাকলে ক্রমাগত বিভিন্ন গ্রহের খবরগুলোতে চোখ বুলাতে হতো– অবশ্যই পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের না হয়তো বা মাত্র কয়েক ডজন গ্রহের। চরম হতাশাজনক এবং জঘন্যরকম বিরক্তিকর একটা কাজ, কারণ এমন একটাও গ্রহ নেই যেখানে প্রত্যহ হাজারো রকমের ঘটনা ঘটছে না। অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, কোনো ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং অবশ্যই দাঙ্গা। গত এক হাজার বছরে এমন একটা দিনও বের করা যাবে না যেদিন কমপক্ষে একশটা বা আরো বেশী গ্রহে দাঙ্গা হয় নি।

স্বাভাবিক ভাবে এই বিষয়গুলো বিবেচনা না করলেও হয়। অগ্ন্যুৎপাত নিয়ে মানুষ যতটুকু উদ্বিগ্ন হয় দাঙ্গা নিয়ে তার বেশী উদ্বিগ্ন হয় না যেহেতু দুটো ঘটনাই প্রতিটি গ্রহে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। বরং যদি এমন দিন আসে যেদিন একটা গ্রহেও দাঙ্গার কোনো খবর নেই তাই হবে অস্বাভাবিক ঘটনা এবং সেটার প্রতিই গভীর মনযোগ দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনযোগের বড় অভাব বোধ করছেন সেলডন। আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোর দুর্ভোগ এবং প্রাত্যহিক ঘটনা অঘটনা শান্ত মহাসমুদ্রের বুকে অতি ক্ষুদ্র একটা স্রোতের মতো– তার বেশী কিছু না। গত আট বছর কেন আশি বছরের ইতিহাস ঘেঁটেও এম্পায়ার ভেঙ্গে পড়ার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ বের করতে পারেন নি সেলডন। অথচ ডেমারজেল (ডেমারজেলের অনুপস্থিতিতে সেলডন তাকে ডানীল নামে ভাবতে চান না) বলে যে ভাঙ্গন চলছেই এবং এমন এক কৌশলী স্পর্শে সে এম্পায়ারের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে চলেছে যা সেলডন অনুকরণ করতে পারবেন না– অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সাইকোহিস্টোরি তৈরি করতে পারছেন।

ব্যাপারটা হয়তো এমন যে ভাঙ্গনের গতিটা অত্যন্ত ধীর হওয়ার কারণে একটা বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া তা বোঝা যাবে না– অনেকটা বলা যায় যে একটা আবাস স্থল ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে অথচ ক্ষয়ে যাওয়ার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষণ নেই শুধু একদিন হঠাৎ করে সেই আবাসস্থলের ছাদ ভেঙ্গে পড়বে।

আবাসস্থলের ছাদটা কখন ভেঙ্গে পড়বে? এটাই হচ্ছে আসল সমস্যা এবং সেলডনের কাছে কোনো উত্তর নেই।

মাঝে মাঝে সেলডন ট্র্যানটরের খবরগুলোতে চোখ বুলান। এখানের খবরগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ, গ্যালাক্সিতে ট্র্যানটরের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী, চল্লিশ বিলিয়ন। দ্বিতীয় কারণ, এই গ্রহ তার আটশ সেক্টর নিয়ে নিজেই একটা মিনি এম্পায়ার। তৃতীয় কারণ, সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং ইম্পেরিয়াল পরিবারের কার্যাবলীর বিষয়ে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

যাই হোক, যে খবরটা সেলডনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটা ডাহ্‌ল সেক্টরের। ডাহ্‌ল সেক্টর কাউন্সিলের সর্বশেষ নির্বাচনে পাঁচজন জোরানুমাইট নির্বাচিত হয়েছে। সাংবাদিকের ভাষ্যমতে এই প্রথম জোরানুমাইটরা কোনো সেক্টরের প্রশাসনিক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হলো।

অবাক হওয়ার কিছু নেই। ডাহ্‌ল জোরানুমাইটদের এক নম্বর ঘাঁটি। কিন্তু সেলডন উদ্বিগ্ন হলেন কারণ ঘটনাটা ভুঁইফোড়ের মতো গজিয়ে উঠা নতুন রাজনীতিবিদের ক্রমশঃ সবল হয়ে উঠার সুস্পষ্ট নিদর্শন। খবরটার একটা মাইক্রোচিপ তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং সন্ধ্যায় সেটা নিয়েই বাড়ি ফিরলেন।

তিনি ঢুকতেই কম্পিউটার থেকে চোখ সরিয়ে তাকালো রাইখ এবং একটা ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল। "মায়ের কিছু রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে দিচ্ছিলাম।" সে বলল।

"তোমার নিজের কাজের কি খবর?"

"শেষ, বাবা। সব শেষ।"

"চমৎকার।– এটা দেখ।" চিপটা মাইক্রো প্রজেক্টরে ঢোকানোর আগে রাইখকে দেখালেন তিনি।

চোখের সামনে বাতাসে ঝুলে থাকা খবরটা কয়েক পলক দেখল রাইখ। তারপর বলল, "আমি জানি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি জানো?"

"অবশ্যই। আমি ডাহ্‌লের সব খবরই রাখি। হাজার হোক আমার হোম সেক্টর।"

"তোমার কি মত?"

"আমি অবাক হই নি। ট্র্যানটরের বাকী সবার ধারণা ডাহ্‌ল নোংরা আবর্জনা। তাহলে ওরা জোরানিউমকে সমর্থন দেবে না কেন?"

"তুমিও সমর্থন কর?"

"আসলে– " মুখ বাঁকা করে কিছুক্ষণ ভাবল রাইখ। "স্বীকার করছি যে জোরানিউম এর কিছু বক্তব্য আমাকে আকৃষ্ট করেছে। সে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকারের কথা বলে। তাতে দোষের কি হলো?"

"কিছুই না– যদি সে আসলেই তা চায়, যদি সে এই ব্যাপারে সৎ হয়। যদি না সে শুধুমাত্র ভোট আদায়ের জন্য এই কথাগুলো বলে থাকে।"

"তোমার কথায় যুক্তি আছে, বাবা, কিন্তু অধিকাংশ ডাহ্‌লাইট সম্ভবত এটাই ভেবেছে যে : তাদের হারানোর কিছু নেই। আইনে বলা থাকলেও এই মুহূর্তে তারা সমান অধিকার ভোগ করছে না।"

"ব্যাপারটা আলোচনা সাপেক্ষ।"

"যে মানুষগুলোর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে তাদেরকে তুমি এই কথা বলে শান্ত করতে পারবে না।"

দ্রুত চিন্তা করছেন সেলডন। খবরটা দেখার পর থেকেই ভাবছেন। বললেন, "রাইখ, আমাদের সাথে চলে আসার পর তুমি আর কখনো ডাহ্‌লে যাও নি, গিয়েছ?"

"অবশ্যই গিয়েছি, পাঁচ বছর আগে তোমার সাথে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন সেলডন। "ওটা হিসাবের বাইরে। আমরা একটা ইন্টারসেক্টর হোটেলে উঠেছিলাম যা মোটেই ডাহ্‌লাইট ছিল না। আর যতদূর মনে পড়ে তোমার মা তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও রাস্তায় বেরোতে দেয় নি। তখন তোমার বয়স ছিল পনের। এখন ডাহ্‌লে যেতে তোমার কেমন লাগবে, একা, পুরোপুরি নিজ দায়িত্বে– তোমার বয়স এখন বিশ?"

জিভ বের করে ঠোঁট ভেজালো রাইখ। "মা যেতে দেবে না।"

"আমিও হাসিমুখে কথাটা তাকে বলতে পারব না, আবার তার কাছে অনুমতি চাওয়ারও ইচ্ছা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে : তুমি কি আমার জন্য কাজটা করবে?"

"অবশ্যই। পুরনো জায়গাটার এখন কি অবস্থা সেটা দেখা হবে আবার কৌতুহলও নিবৃত্ত হবে।"

"সময় বের করতে পারবে? পড়ালেখার ক্ষতি হবে না?"

"কোনো সমস্যা নেই। হয়তো একটা সপ্তাহ মিস্ করব। আর তুমি আমার জন্য লেকচারগুলো রেকর্ড করে রাখলে ফিরে এসে পুষিয়ে নিতে পারব। যত যাই হোক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাবা ফ্যাকাল্টির সদস্য– অবশ্য যদি ওরা তোমাকে এরইমধ্যে বরখাস্ত না করে থাকে।"

"এখনো করে নি। তবে আমার মনে হয় না এটা তোমার জন্য আনন্দ ভ্রমণ হবে।"

"সেরকম ভেবে থাকলে আমি সত্যিই অবাক হব। আমার মনে হয় না, বাবা, তুমি আসলে জান আনন্দ ভ্রমণ কি জিনিস। শব্দটা যে বলেছ তাতেই ভীষণ অবাক হয়েছি।"

"মশকরা করো না। আমি চাই ওখানে গিয়ে তুমি লাসকিন জোরানিউমের সাথে দেখা করবে।"

রাইখের দৃষ্টি কেঁপে উঠল। "তা কি করে সম্ভব। সে কখন কোথায় থাকবে আমি কিভাবে জানব।"

"সে ডাহ্‌লে যাচ্ছে। নতুন জোরানুমাইট সদস্যদের নিয়ে ডাহ্‌ল সেক্টর কাউন্সিলে বক্তৃতা দেয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সঠিক দিন তারিখটা আমরা জেনে নেব। তোমাকে তার দুএকদিন আগে গেলেই চলবে।"

"তারপর ওর সাথে কিভাবে দেখা করব? আমার তো মনে হয় না দেখা করার সুযোগ সে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখবে।"

"আমারও তা মনে হয় না, কিন্তু ব্যাপারটা আমি তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। এই কাজগুলো কিভাবে করতে হয় সেটা বারো বছর বয়সে খুব ভালো করেই জানতে। আশা করি আরামে থেকে থেকে কৌশলগুলো ভুলে যাও নি।"

হেসে ফেলল রাইখ। "বোধহয় ভুলি নি। যাই হোক, দেখা করতে পারলাম। তারপর?"

"যতটুকু পারো তথ্য বের করবে। ওর আসল পরিকল্পনা কি। কি করতে চাইছে।"

"তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর সে আমাকে সব কথা বলবে?"

"বললে অবাক হব না। তুমি এমন এক বদমাশ ছেলে যে খুব সহজেই মানুষের বিশ্বাস অর্জন করার কৌশলটা জানো। এই ব্যাপারেই কথা বলা যাক।"

দুজনে অনেকবার পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল।

বিষণ্ন বোধ করছেন সেলডন। বুঝতে পারছেন না এই পরিকল্পনা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে, কিন্তু এই বিষয়ে ইউগো, ডেমারজেল বা (সবচেয়ে বড় কথা) ডর্সের সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছা নেই। তারা হয়তো বাধা দেবে। হয়তো তাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে এই পদক্ষেপ চরম বোকামী এবং তিনি এই প্রমাণ চান না। তার কাছে মনে হচ্ছে যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন সেটাই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ। তিনি তাতে কোনো বাধা বিপত্তি মেনে নেবেন না।

কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো পথ কি আসলেই আছে? সেলডনের দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র রাইখই জোরানিউম এর বিশ্বাস অর্জন করে তার কাছাকাছি যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবে, কিন্তু রাইখকে নির্বাচন করা কি ঠিক হয়েছে? সে একজন ডাহ্‌লাইট এবং জোরানিউমের প্রতি তার সমব্যদনা রয়েছে। তাকে সেলডন কতখানি বিশ্বাস করতে পারবেন?

এগুলো তিনি কি ভাবছেন! রাইখ তার সন্তান– এবং রাইখকে অবিশ্বাস করার মতো কোনো ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটে নি।

১৩.

নিজ ধারণার ফলপ্রসূতা নিয়ে সেলডনের মনে যতই সন্দেহ থাকুক না কেন, যতই ভয় পান না কেন যে এতে হয়তো পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠবে, রাইখের বিশ্বস্ততা নিয়ে তার মনে কষ্টদায়ক যত সন্দেহই থাক না কেন, একটা বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই– সেটা হলো যে কাজটা তিনি করে ফেলেছেন সেটার ব্যাপারে ডর্সের মনোভাব।

তিনি হতাশ হলেন না– বোধহয় এই শব্দটাই তার মনের প্রকৃত অনুভূতি প্রকাশের জন্য সঠিক।

অন্যদিকে কিছুটা হতাশ তাকে হতেই হলো, কারণ ডর্স রেগে চীৎকার বা উগ্র ধরনের কিছু করল না। কেন যেন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে ডর্স হয়তো ঠিক সেরকমই কিছু করবে এবং তার জন্য মনে মনে প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু তিনি কিভাবে জানবেন? ডর্স অন্য মেয়েদের মতো নয় এবং তিনি তাকে কখনো সত্যিকার অর্থে রাগতে দেখেন নি। বোধহয় রাগ বলতে কোনো বস্তু তার ভেতরে নেই– অথবা তার কোন আচরণটাকে তিনি সত্যিকার রাগ বলে ধরে নেবেন।

বরং সে নিচু কণ্ঠে শীতল দৃষ্টিতে তার মনোভাব ব্যক্ত করল। "তুমি রাইখকে ডাহ্‌লে পাঠিয়েছ? একা?" ধীরে ধীরে, প্রশ্নবোধক ভঙ্গীতে।

শীতল কণ্ঠস্বরের সামনে মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সেলডন। তারপর দৃঢ়তার সাথে বললেন, "বাধ্য হয়েই পাঠিয়েছি। প্রয়োজন আছে।"

"আমাকে বুঝতে দাও। তুমি ওকে এমন জায়গায় পাঠিয়েছ যেখানে সব চোর, গুন্ডা, খুনে বদমাশ, সব দাগী আসামী।"

"ডর্স! তুমি যখন এভাবে কথা বল তখন আমি রাগ সামলে রাখতে পারি না। এই বিশেষনগুলো ব্যবহার করে শুধু অন্ধ বিশ্বাস ছড়ানো যায়।"

"তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে যে বর্ণনা দিয়েছি ডাহ্‌ল তার চেয়ে ভালো?"

"অবশ্যই। ডাহ্‌লে দাগী আসামী আছে, বস্তি আছে। সেটা আমি ভালো করেই জানি। আমরা দুজনেই জানি। কিন্তু ডাহ্‌লের সবাই তো এক রকম নয়। সব জায়গাতেই অপরাধী আর বস্তি আছে। এমন কি ইম্পেরিয়াল সেক্টর আর স্ট্রিলিংয়েও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু তার একটা সীমা আছে, আছে না? প্রতিটি গ্রহেই ব্যাপকহারে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, প্রতিটি সেক্টরেই হচ্ছে, এর মধ্যে ডাহ্‌ল হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ, অস্বীকার করতে পারবে? কম্পিউটারে পরিসংখ্যানটা তুমি নিজেই দেখে নিতে পার।"

"কোনো দরকার নেই। ডাহ্‌ল ট্র্যানটরের দরিদ্রতম সেক্টর। দারিদ্র, দুর্ভোগ আর অপরাধের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

"অথচ ছেলেটাকে তুমি একা পাঠিয়েছ? তুমি ওর সাথে যেতে পারতে, আমাকে বলতে পারতে, ওর স্কুলের বন্ধুদের বলতে পারতে। ছেলেগুলো ছুটি কাটানোর সুযোগ পেলে খুশি হতো।"

"যে কাজে ওকে পাঠিয়েছি তার জন্য একা যাওয়াই দরকার।"

"কি কাজে পাঠিয়েছ?"

সেলডন মুখ গোমড়া করে রাখলেন। জবাব দিলেন না।

"ব্যাপারটা তাহলে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল? তুমি আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?"

"আমি একটা জুয়া খেলছি। আমাকে একাই ঝুঁকি নিতে হবে। তোমাকে বা অন্য কাউকে এতে জড়ানো যাবে না।"

"কিন্তু তুমি কোনো ঝুঁকি নিচ্ছ না, নিচ্ছে রাইখ।"

"সেও কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না," বিরক্ত সুরে বললেন সেলডন। "ওর বয়স এখন বিশ, তরুণ, শক্তিশালী এবং গাছের গুঁড়ির মতো সবল। আমি এখানে গম্বুজের নিচে যে ধরনের দুর্বল গাছ জন্মানো হয় তার কথা বলছি না, বলছি হ্যালিকনের জঙ্গলে যে শক্তিশালী গাছ জন্মায় সেগুলোর কথা এবং সে একজন ট্যুইস্টার।"

"তুমি আর তোমার ট্যুইস্টিং," আগের মতোই ঠান্ডা সুরে বলল ডর্স। "তুমি কি মনে কর এতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ডাহ্‌লাইটদের কাছে ছুরি থাকে। প্রত্যেকের কাছেই। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ওরা ব্লাস্টারও রাখে।"

"ব্লাস্টারের কথা আমি জানি না। এই ক্ষেত্রে আইন অত্যন্ত কড়া। কিন্তু ছুরির ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে রাইখের কাছেও একটা আছে। সে এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েও পকেটে ছুরি নিয়ে চলাফেরা করে যেখানে আইন আরো বেশী কড়া। তোমার কি মনে হয় ডাহ্‌লে যাওয়ার সময় সে নিজের কাছে কোনো ছুরি রাখবে না?"

ডর্স কোনো জবাব দিল না।

সেলডন নিজেও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ডর্সের মনগলানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, "শোনো, তোমাকে আমি এইটুকুই বলতে পারি। জোরানিউম ডাহ্‌লে যাচ্ছে এবং আশা করছি রাইখ তার সাথে দেখা করতে পারবে।"

"ওহ্? রাইখের কাছ থেকে তুমি কি আশা কর। জোরানিউমকে ভ্রষ্ট রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান দেবে তারপর তাকে মাইকোজেনে ফিরে যেতে রাজী করাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ডর্স, এভাবে রাগ করলে আলোচনা করা বৃথা।" মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। জানালা দিয়ে বাইরে গম্বুজের নিচের ধূসর-নীল আকাশে চোখ রাখলেন। "আমি আশা করি– " কণ্ঠস্বর খানিকটা ম্লান হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য– "যে সে এম্পায়ার রক্ষা করবে।"

"সত্যি কথা বলতে কি এই কাজটা অনেক সহজ।"

সেলডন আবার দৃঢ়তা ফিরে পেলেন। "এটাই আমি আশা করি। তোমার কাছে কোনো সমাধান নেই, ডেমারজেলের কাছে নেই। বরং সে দায়িত্বটা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। আমি একটা সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করছি আর এই কারণেই রাইখকে ডাহ্‌লে যেতে হয়েছে। তুমি তো জানো খুব সহজেই যে কোনো মানুষের স্নেহ মমতা এবং বিশ্বাস অর্জন করে নিতে পারে রাইখ। ওর এই গুণটা আমাদের উপর কাজ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জোরানিউমের উপরেও করবে। আমার ধারণা সঠিক হলে অচিরেই সবকিছু আগের মতো হয়ে যাবে।"

ডর্সের চোখদুটো খানিকটা বড় হলো। "তাহলে কি এখন এই কথা বলবে যে তুমি সাইকোহিস্টোরির সাহায্য নিয়ে কাজ করছ।"

"না। তোমাকে মিথ্যে কথা বলব না। এখনো আমি সাইকোহিস্টোরি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলার মতো পর্যায়ে পৌঁছাই নি, কিন্তু ইউগো অনবরত ইনট্যুইশন এর কথা বলে– এবং আমারও তা আছে।"

"ইনট্যুইশন! সেটা কি? বুঝিয়ে বল।"

"খুব সহজ। ইনট্যুইশন এক ধরনের শিল্প, একেক মানুষের ইনট্যুইশন একেক রকম হয়। মূলত: এটা একটা প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে অপরিমিত তথ্য বা সম্পূর্ণ বিপথগামী তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।"

"তুমি তাই করেছ?"

দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলেন সেলডন, "হ্যাঁ।"

কিন্তু মনের কোণে যে আশংকা তৈরি হচ্ছে সেটা তিনি ডর্সের সাথে আলোচনা করতে সাহস পেলেন না। মানুষের বিশ্বাস অর্জনের যে ক্ষমতা রাইখের আছে যদি তা নষ্ট হয়ে যায়? অথবা যদি সবচেয়ে খারাপটাই ঘটে, সে একজন ডাহ্‌লাইট এই বোধটাই যদি তার ভেতর প্রবল হয়ে উঠে?

১৪.

বিলিবটনের তুলনা শুধু বিলিবটন– নোংরা, অগোছালো, অন্ধকার, কুটিলতাপূর্ণ বিলিবটন। চারপাশে অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ একই সাথে প্রাণশক্তিতে ভরপুর। রাইখের বিশ্বাস এমন বৈসাদৃশ্য ট্র্যানটরের আর কোথাও মিলবে না। সম্ভবত এম্পায়ারের আর কোথাও মিলবে না, যদিও সে কখনো ট্র্যানটর ছাড়া অন্য কোনো গ্রহ দেখে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শহরটাকে শেষবার দেখেছে যখন তার বয়স বারো বছরের বেশী হবে না, অথচ মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে আগের মতোই; আগের মতোই লাজুক এবং বেপরোয়া; মিথ্যে অহংকার এবং একই সাথে বাকী সবকিছুর প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করে চলেছে; পুরুষদের বৈশিষ্ট্য ঘন কালো গোফ আর মেয়েদের বস্তার মতো এক ধরনের পোষাক যা রাইখের বর্তমান অভিজ্ঞ চোখে অনেক বেশী নোংরা মনে হলো।

এই পোষাকে মেয়েরা কেমন করে ছেলেদের আকৃষ্ট করে?—বোকার মতো প্রশ্ন। মাত্র বারো বছর বয়সেই রাইখের পরিস্কার ধারণা ছিল পোষাকগুলো কত সহজে এবং দ্রুত খুলে ফেলা যায়।

অলস পায়ে ফুটপাতের পাশে সারিবদ্ধ দোকানগুলোর জানালার সামনে দিয়ে হাঁটছে রাইখ। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছে এই জায়গাটা সে চিনত, আশে পাশে যে মানুষগুলো আছে তাদেরকে হয়তো সে চিনতে পারছে যাদের বয়স আরো আট বছর বেড়েছে। এদের কেউ কেউ হয়তো তার ছোটবেলার বন্ধু ছিল, দুএকজনের নাম ও মনে পড়ল। আসল নাম নয়, প্রত্যেকেরই একটা করে ডাক নাম দেয়া হতো। সেই নামগুলো। একজনেরও আসল নাম মনে করতে পারল না।

সত্যি কথা বলতে কি তার স্মৃতির ব্যবধান অনেক বিশাল। আট বছর যে খুব বেশি সময় তা নয় কিন্তু তা বিশ বছর বয়সী যেকোনো তরুণের জীবনের পাঁচ ভাগের দুই অংশ। তাছাড়া বিলিবটন ছাড়ার পর জীবনটা এমনভাবে বদলে গেছে যে পুরনো স্মৃতিগুলো অনেক দিন আগে দেখা কোনো স্বপ্নের মতো বিবর্ণ মনে হয়।

তবে গন্ধটা এখনো আছে। অত্যন্ত নোংরা এবং নিচু মানের একটা বেকারীর সামনে থামল সে, বাতাসে ছড়ানো কোকোনাট-আইসিং এর গন্ধটা প্রাণ ভরে উপভোগ করল। আর কোথাও ঠিক এই ঘ্রাণটা সে পায় নি, পাবে না। যতই আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করুক না কেন ডাহ্‌লের মতো কোকোনাট-আইসিং আর কেউ বানাতে পারে না।

নিজেকে সামলাতে পারল না রাইখ। দরকারই বা কি। তার কাছে ক্রেডিট আছে এবং সাথে ডর্স নেই। থাকলে হয়তো নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, অরুচিকর এসব বলে মাথা খারাপ করে দিত। পুরনো দিনগুলোতে পরিষ্কার পরিচ্ছনতা নিয়ে কে মাথা ঘামাত?

দোকানের ভেতরে নিস্প্রভ আলো, কিছুটা সময় লাগল চোখ সইয়ে নিতে। কিছু নিচু টেবিল এবং নোংরা চেয়ার, চারপাশে ছড়ানো, কোনো একটা পানীয় নিয়ে খানিকটা অলস সময় কাটানোর উপযুক্ত পরিবেশ। একজন মাত্র তরুণ একটা টেবিলে বসে আছে, সামনে একটা খালি কাপ। পরনে সাদা টি শার্ট যা এক সময় হয়তো সাদা ছিল এবং নিঃসন্দেহে পরিষ্কার আলোতে আরো বেশী নোংরা মনে হবে।

একমাত্র কর্মচারী এবং সম্ভবত এই লোকটাই দোকান মালিক কোণার এক কামরা থেকে বেরিয়ে এসে স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় জিজ্ঞেস করল, "কি লাগব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খামু," দাম চুকিয়ে দিয়ে দোকানদা
কামড দিল রাইখ. তপ্তিতে চোখ দটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষগুলানরে সাহায্য করার একটা সুযোগ পায়। যেমন ক্রেডিট। গরীব দোস্তগোর লাইগা কিছু ক্রেডিট তো দিয়া যাইবা, ঠিক না?"

"তর কাছে কত আছে?" এবার দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করল, মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

"অই," দোকান মালিক ধমক লাগালো। "সব বাইর হ আমার দোকানতে। এইহানে কোনো ঝামেলা করবি না।"

"কোনো ঝামেলা অইব না," রাইখ বলল। "আমি চইলা যাইতাছি।"

যাওয়ার জন্য ঘুরল সে, কিন্তু বসে থাকা লোকটা তার পথের উপর একটা পা বাড়িয়ে দিল। "যাইঅনা দোস্ত। আমরা মনে কষ্ট পামু।"

(দোকান মালিক ঝামেলার গন্ধ পেয়ে পিছনের কামরায় ঢুকে গেল।)

রাইখ হাসল। বলল, "বিলিবটনে থাকবার সময় একবার আমার বাপ, মা আর আমারে দশটা গুন্ডা আটকাইছিল। দশটা, আমি গুইনা দেখছি। ওগোরে আমরা সামলাইছি।"

"সত্যি?" প্রথম গুন্ডাই এখনো কথা বলছে। "তর বুড়া বাপ দশটা গুন্ডারে সামলাইছিল?"

"আমার বুড়া বাপ? আরে না। আমার বুড়ি মায়ে সামলাইছিল। আমি হ্যার চাইতে আরো ভালোভাবে সামলাইতে পারমু। আর তরা মাত্র তিনজন। কজেই পথ ছাইড়া দে।"

"দিমু। ক্রেডিট সবগুলা এইহানে রাইখা যা, আর কিছু কাপড় চোপড়।"

টেবিলে বসা লোকটা উঠে দাঁড়াল। তার হাতে একটা ছুরি শোভা পাচ্ছে।

"এই যে," রাইখ বলল। "এখন তুই আমার সময় নষ্ট করতাছস। কোক আইসার শেষ করে অর্ধেক ঘুরল সে। চোখের পলকে বসে পড়ল টেবিলে, ডান পা দিয়ে ছুরি হাতে লোকটার কুঁচকিতে বেদম জোরে আঘাত করল।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে পড়ে গেল লোকটা। রাইখ ড্রাইভ দিয়ে দ্বিতীয় গুন্ডার উপর ঝাপিয়ে পড়ল, ঠেসে ধরল দেয়ালের সাথে। একই সাথে ডান হাতে তৃতীয় জনের কণ্ঠনালীতে জোরে আঘাত করল।

ছোট একটা কাশি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

পুরো ঘটনাতে সময় লেগেছে মাত্র দুই সেকেন্ড। রাইখ দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়, তার দুহাতেই ছুরি। হিসহিসিয়ে বলল, "আর কার শখ আছে?"

তিনজনের দৃষ্টিতেই আগুন ঝরে পড়ল কিন্তু নড়ার চেষ্টা করল না। "বেশ," রাইখ বলল, "আমি এইবার যামু।"

কিন্তু দোকানদার সম্ভবত গা বাঁচানোর জন্য নয়, সাহায্যের জন্য পিছনের কামরায় চলে গিয়েছিল। কারণ সাথে আরো তিনজনকে নিয়ে আবার ফিরে এল সে। অনবরত বিড়বিড় করছে "বদমাইশ! সবগুলা বদমাইশ!"

নতুন আগন্তুকদের পোশাক নিঃসন্দেহে ইউনিফর্ম– কিন্তু রাইখের অচেনা। ট্রাউজারের নিচের দিকটা বুটের ভেতর গোজা, সবুজ রং এর ঢিলা টি-শার্ট বেল্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে কোমরের কাছে আটকানো। মাথায় অদ্ভুত ঢং এর অর্ধবৃত্তাকার টুপি। সব মিলিয়ে হাস্যকর। টি শার্টের সামনের দিকে বাম কাঁধের উপর জে এবং জি এই দুটো বর্ণ লেখা।

লোকগুলো ডাহ্লাইট হলেও তাদের গোঁফ ডাহ্লাইটদের মতো নয়। কালো এবং ঘন কিন্তু নিঁখুতভাবে ছাটা। মনে মনে খানিকটা অবজ্ঞা প্রকাশ করল রাইখ, কারণ ওদের গোঁফ তার নিজেরটার মতো প্রবল প্রতাপ ছড়াতে পারছে না। তবে স্বীকার করতেই হলো যে ওরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

তিনজনের যে নেতা সে জিজ্ঞেস করল, "আমি কর্পোরাল কুইনবার। কি হয়েছে এখানে?"

পরাজিত তিন বিলিবটনার হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়াল, জবাব দেয়ার মতো অবস্থা নেই কারো। একজন এখনো গোঙাচ্ছে, একজন গলা মালিশ করছে আরেকজনের ভাব দেখে মনে হলো তার কাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

কর্পোরাল আহত তিনজনকে দার্শনিক সুলভ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল, তার সঙ্গী দুজন বেরোবার দরজাটা পাহারা দিচ্ছে। তারপর সে একমাত্র অক্ষত ব্যক্তি রাইখের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বিলিবটনার, খোকা?"

"এখানেই জন্ম। তবে গত আটবছর অন্য সেক্টরে বাস করছি। আপনারা কি সিকিউরিটি অফিসার? ইউনিফর্মটা চিনতে পারছি না।"

"আমরা সিকিউরিটি অফিসার নই। বিলিবটনে তুমি ওদেরকে খুঁজে পাবে না। আমরা জোরানিউম গার্ড। এই এলাকার শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত। এই তিনটাকে ভালো করেই চিনি এবং ওদেরকে সতর্কও করেছিলাম। যাইহোক ওদের ব্যবস্থা হবে। আসল সমস্যা তুমি। নাম, রেফারেন্স নাম্বার।"

নাম এবং রেফারেন্স নাম্বার বলল রাইখ।

"এখানে কি হয়েছে?"

খুলে বলল রাইখ।

"তুমি এখানে কেন এসেছ?"

"দেখুন, এভাবে প্রশ্ন করার অধিকার কি আপনার আছে? আপনারা যদি সিকিউরিটি অফিসার না– "

"শোনো," কঠিন গলায় বাধা দিল কর্পোরাল। "অধিকার আছে কি নেই সেই প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। বিলিবটনে আমরাই সব। ওই তিনজনকে তুমি পিটিয়ে সোজা করে দিয়েছ কথাটা বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি আমাদের কিছু করতে পারবে না। যদিও সাথে ব্লাস্টার রাখার নিয়ম নেই– " কথা শেষ না করেই পকেট থেকে একটা ব্লাস্টার বের করে আনল সে।

"এবার বল, এখানে কেন এসেছ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাইখ। যদি সরাসরি সেক্টর হলে চলে যেত সেটাই হতো উচিত কাজ, যদি বিলিবটন এবং কোক-আইসার নিয়ে স্মৃতি-কাতর হয়ে না পড়ত–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মি. জোরানিউম এর সাথে দেখা করতে এসেছি। যেহেতু আপনারা তার সংগঠনের– "

"লিডার এর সাথে দেখা করতে এসেছ?"

"হ্যাঁ, কর্পোরাল।"

"সাথে দুটো ছুরি নিয়ে?"

"আত্মরক্ষার জন্য। মি. জোরানিউম এর সাথে দেখা করার সময় ওগুলো সাথে রাখতাম না।"

"শুধু মুখের কথায় হবে না। তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। আসল ঘটনাটা আমরা বের করব। হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু বের করব ঠিকই।"

"কিন্তু আপনাদের সেই অধিকার নেই। আপনারা বৈধ– "

"পারলে গিয়ে অভিযোগ কর। তার আগ পর্যন্ত তুমি আমাদের বন্দী।"

১৫.

হলোগ্রাফে যে পোর্টট্রেইট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, ক্লীয়নকে এখন আর সেইরকম তরুণ সুদর্শন রাজপুরুষ বলা যাবে না। হয়তো হলোগ্রাফে– তিনি আগের মতোই আছেন– কিন্তু তার আয়নাটা অন্য কথা বলছে। তার সাম্প্রতিক জন্মদিনটা পালিত হয়েছে একই রকম আনন্দ উৎসব আর জাঁকজমকের মাধ্যমে, কিন্তু সেটা ছিল তার চল্লিশতম জন্মদিন।

চল্লিশ বছরে পা দেয়া সম্রাটের মতে দোষের কিছু নয়, তার স্বাস্থ্য চমৎকার। দেহের ওজন খানিকটা বেড়েছে। হয়তো মুখে বয়সের ছাপও পড়েছে।

ক্ষমতায় বসেছেন আঠারো বছর হয়ে গেল– যা এরই মধ্যে পরিণত হয়েছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে দীর্ঘ শাসনকালগুলোর একটায়– এবং আরো চল্লিশ বছর শাসন কার্য পরিচালনায় কোনো সমস্যা দেখছেন না তিনি, ফলশ্রুতিতে হয়তো তার শাসনকালটাই ইম্পেরিয়াল ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ শাসনকালে পরিণত হবে।

পুনরায় আয়নার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো যে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব নিঁখুত না করে তুললে বরং আরো ভালো দেখাবে।

ডেমারজেলের কথা ধরা যাক– বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, কাজের লোক, অপ্রতিরোধ্য ডেমারজেল। তার কোনো পরিবর্তন নেই। সে এখনো আগের মতোই আছে এবং ক্লীয়ন যতদূর জানেন তার চেহারাতেও কোনো মাইক্রো অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হয় নি। অবশ্য ডেমারজেল সব ব্যাপারেই কথা কম বলে। আর সে বোধহয় কখনো তরুণ ছিল না। ক্লীয়ন যখন ছিলেন বালক ইম্পেরিয়াল প্রিন্স তখন তার বাবার অধীনেও কাজ করেছে ডেমারজেল। তখনো তার চেহারাতে তারুণ্যের কোনো নিদর্শন ছিল না, এখনো নেই। ভবিষ্যতে কোনো রকম পরিবর্তন না হয়ে শুরু থেকেই চেহারাতে বয়সের ছাপ থাকাটাই কি ভালো?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তন!

এই শব্দটাই তাকে মনে করিয়ে দিল যে ডেমারজেলকে তিনি ডেকেছেন এবং সম্রাট যতক্ষণ স্মৃতি রোমন্থন করবেন ততক্ষণ সে হয়তো আড়ালেই দাঁড়িয়ে থাকবে। পুরনো দিনের নিদর্শন এইসব নীতিগুলো ডেমারজেল ভীষণভাবে মেনে চলে।

"ডেমারজেল," তিনি ডাক দিলেন।

"সায়ার?"

"জোরানিউম, এই লোকটার কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত।"

"আপনাকে সব কথা শুনতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই, সায়ার। সে হচ্ছে এমন একটা ঘটনা যা কিছুদিনের জন্য সংবাদের শিরোনাম হয় তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"কিন্তু এখনো অদৃশ্য হয় নি।"

"কখনো কখনো সময় লাগে, সায়ার।"

"ওর ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, ডেমারজেল?"

"বিপজ্জনক এবং খানিকটা জনপ্রিয়তা রয়েছে। আসলে ওর জনপ্রিয়তাটাই বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলেছে।"

"যদি তোমার কাছে ওকে বিপজ্জনক মনে হয়, আমার কাছে মনে হয় বিরক্তিকর, তাহলে অপেক্ষা করছি কেন? কেন লোকটাকে গ্রেপ্তার করছি না, বিচার করে শাস্তি দিচ্ছি না?"

"ট্র্যানটরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সায়ার, ভীষণ জটিল– "

"সবসময়ই ছিল। তুমি আমাকে কখন বলেছ যে জটিল ছিল না?"

"আমরা একটা জটিল সময় পার হচ্ছি, সায়ার। ওর বিরুদ্ধে কঠোর কোনো পদক্ষেপ নিলে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাবে।"

"আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমি হয়তো খুব বেশী পড়াশোনা করি না– একজন সম্রাটের অতো সময় থাকে না। কিন্তু ইম্পেরিয়াল ইতিহাস বেশ ভালো করেই জানি। ইতিহাসে বেশ অনেকগুলো প্রমাণ আছে যে এই রকম হঠাৎ গজিয়ে উঠা জনপ্রিয় মানুষগুলো তৎকালীন সম্রাটদের ক্ষমতা সংকুচিত করে দিয়ে তাদেরকে শুধুমাত্র ফিগারহেডে পরিণত করেছিল। আমি সেরকম ফিগারহেড হতে চাই না, ডেমারজেল।"

"আপনি তা হবেন সেটা অকল্পনীয়, সায়ার।"

"তুমি যদি কিছু না কর তখন আর অকল্পনীয় থাকবে না।"

"আমি চেষ্টা করছি, সায়ার, কিন্তু বেশ সতর্কতার সাথে কাজ করতে হচ্ছে।"

"আমার জানা মতে অন্তত একজন আছে যে সতর্কতার ধার ধারে না মোটেই। একমাস বা তার বেশ কিছুদিন আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর– একজন প্রফেসর– একাই একটা সম্ভাব্য জোরানুমাইট রায়ট থামিয়ে দিয়েছিল।"

"জি, সায়ার। আপনি কার কাছে শুনেছেন?"

"কারণ এই প্রফেসরের ব্যাপারে আমি আগ্রহী। তুমি আমাকে জানাও নি কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেমারজেল অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করে জবাব দিল, "গুরুত্বহীন বিষয়গুলোও কি আপনাকে জানানো ঠিক হতো, সায়ার?"

"গুরুত্বহীন? ওই লোকটা ছিল হ্যারি সেলডন।"

"ওটাই তার নাম।"

"এবং নামটা পরিচিত। সে সর্বশেষ গণিত সম্মেলনে তার গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেছিল যা আমাদের আগ্রহী করে তোলে, ঠিক?"

"জি, সায়ার।"

ক্লীয়ন খুশী হলেন। "কাজেই, বুঝতে পারছ যে আমারও অনেক কিছু মনে থাকে। সবকিছুর জন্য আমাকে কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে হয় না। আমি এই সেলডনের সাথে তার গবেষণা পত্র নিয়ে কথা বলেছিলাম, তাই না?"

"আপনার স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি নির্ভুল, সায়ার।"

"ওর সেই ধারণাটার কি হলো? সম্ভবত ভাগ্য গণনার কোনো এক ধরনের কৌশল। সে কৌশলটার কি নাম বলেছিল তা মনে নেই।"

"সাইকোহিস্টোরি, সায়ার। ঠিক ভাগ্য গণনার কৌশল নয় বরং মানব জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সাধারণ গতিপথ অনুমান করার তত্ত্ব।"

"কতদূর অগ্রগতি হয়েছে?"

"কিছুই না, সায়ার। তখন যাই বলে থাকুক না কেন, আসলে ধারণাটা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। চমৎকার ধারণা কিন্তু অকার্যকর।"

"অথচ সে একটা সম্ভাব্য দাঙ্গা থামাতে সক্ষম। যদি আগে থেকেই না জানত যে সে সফল হবে তাহলে কি এই কাজ করার সাহস তার হতো? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে– কি যেন বলে?– সাইকোহিস্টোরি কাজ করছে?"

"শুধু এটাই প্রমাণ হয় যে হ্যারি সেলডন জেদী প্রকৃতির মানুষ। এমন কি সাইকোহিস্টোরির ধারণা বাস্তব হলেও তার সাহায্যে মাত্র একজন মানুষ বা মাত্র একটা কাজের ফলাফল বিশ্লেষণ করা যাবে না।"

"তুমি গণিতবিদ নও, ডেমারজেল। হ্যারি সেলডন গণিতবিদ। বোধহয় ওর সাথে আবার কথা বলার সময় এসেছে। তাছাড়া আগামী সম্মেলনেরও খুব বেশী দেরি নেই।"

"সেটা অপ্রয়োজনীয়– "

"ডেমারজেল, এটা আমার ইচ্ছা। ব্যবস্থা কর।"

"জি, সায়ার।"

১৬.

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে শুনছে রাইখ যদিও চেহারায় তা প্রকাশ হতে দিল না। তাকে ধরে এনে নতুন তৈরি করা একটা সেলে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অসংখ্য অলিগলির ভেতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে এসেছে যদিও কোনোটাই চিনতে পারে নি। (রাইখ, যে কিনা একসময় বিলিবটনের গলি, তস্য গলি নিজের হাতের তালুর মতোই চিনত, মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো অনুসরণকারীকে হটিয়ে দিতে পারত।)

গার্ডের পরনে সবুজ রঙের জোরানুমাইট ইউনিফর্ম। লোকটা হয় একজন মিশনারী, অথবা মানুষের মস্তিষ্ক ধোলাই তার কাজ অথবা বেশী কথা বলা তার অভ্যাস। যাই হোক লোকটা নিজেকে স্যান্ডার নী বলে ঘোষণা করল এবং হালকা ডাহ্লাইট বাচনভঙ্গীতে দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করল। পরিষ্কার বোঝা যায় ডাহ্লাইট বাচনভঙ্গী সে পরিশ্রম করে রপ্ত করেছে।

"যদি ডাহ্লের জনগণ সমান অধিকার ভোগ করতে চায় তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে তারা এর উপযুক্ত। সঠিক নিয়ম, ভদ্র আচরণ, রুচিশীল বিনোদন এগুলোই হচ্ছে সেই প্রমাণ। ঝগড়া বিবাদ, ছুরি হাতে লড়াই করা এই ব্যাপারগুলোই অন্যদের সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের অবজ্ঞা করার। আমাদেরকে যেমন কথায় সৎ থাকতে হবে, তেমনি– "

বাধা দিল রাইখ। "তোমার সাথে আমি একমত, গার্ডসমেন নী, তোমার প্রতিটি শব্দ আমি বিশ্বাস করি।– কিন্তু মি. জোরানিউম এর সাথে আমাকে দেখা করতেই হবে।"

"সম্ভব হবে না। অনুমতি বা নিদেনপক্ষে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো লাগবেই।"

"শোনো, আমি স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা এক অধ্যাপকের ছেলে, গণিতের অধ্যাপক।"

"আমি কোনো অধ্যাপককে চিনি না।– কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি ডাহ্লাইট।"

"অবশ্যই ডাহ্লাইট। কথা শুনে বুঝতে পারছ না?"

"অথচ তোমার বাবা বিখ্যাত এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক? ঠিক মিলছে না।"

"আসলে উনি আমার পালক পিতা।"

তথ্যটা হজম করল গার্ডসমেন, তারপর জিজ্ঞেস করল, "ডাহ্লে কাউকে চেন তুমি?"

"মাদার রিটা, উনি আমাকে চিনবেন।" (যখন তাকে চিনত তখনই মাদার রিটার অনেক বয়স। এখন হয়তো একেবারেই অথর্ব হয়ে গেছে– হয়তো বা মারাই গেছে।)

"কখনো নাম শুনি নি।"

(আর কে আছে? এমন কোনো মানুষকে সে কখনোই চিনত না যার নাম শুনলে সামনে দাঁড়ানো নির্বোধ লোকটাকে বোঝানো যাবে। যে ছেলেটার সাথে সবচাইতে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল সেও ছিল তারই মতো ভবঘুরে। নাম স্মুজি– অন্তত এই নামেই সে পরিচিত ছিল। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে রাইখ যতই মরিয়া হোক না কেন তারপরেও সে বলতে পারল না, "তুমি কি স্মুজি নামে কাউকে চেন, বয়স আমার সমান?")

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত বলল, "ইউগো এমারিল।"

নামটা শুনেই বোধহয় নীর দৃষ্টিতে খানিকটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। "কে?"

"ইউগো এমারিল," রাইখের মনে আশা জাগতে শুরু করেছে। "বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আমার পালক বাবার অধীনে কাজ করে।"

"সেও ডাহ্লাইট? বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই কি ডাহ্লাইট নাকি?"

"মাত্র দুজন। সে আর আমি। সে ছিল হিটসিঙ্কার।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ে কি করছে?"

"আমার বাবা আট বছর আগে ওকে হিটসিঙ্ক থেকে বের করে নিয়ে যায়।"

"বেশ– কাউকে পাঠাচ্ছি আমি।"

অপেক্ষা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখান থেকে পালালেও কোনো লাভ হবে না। ধরা না পড়ে বিলিবটনের এই জটিল গোলকধাঁধায় কতক্ষণ সে মুক্ত থাকতে পারবে?"

বিশ মিনিট পার হয়ে গেল। তারপর যে কর্পোরাল রাইখকে গ্রেপ্তার করেছিল তাকে নিয়ে ফিরে এল নী। আশান্বিত হলো রাইখ। কর্পোরালের ঘটে খানিকটা হলেও বুদ্ধি আছে।

"কোন ডাহ্লাইটকে তুমি চেন?" জিজ্ঞেস করল কর্পোরাল।

"ইউগো এমারিল, কর্পোরাল, একজন হিটসিঙ্কার যার সাথে আমার বাবার এই ডাহ্লে দেখা হয় এবং আমার বাবা তাকে স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যান।"

"কেন?"

"আমার বাবা ভেবে নেন যে ইউগো হিটসিঙ্কে কাজ করার চেয়ে আরো বড় কাজ করার উপযুক্ত, কর্পোরাল।"

"যেমন?"

"গণিত। সে– "

কর্পোরাল হাত তুলে বাধা দিল। "কোন হিটসিঙ্কে কাজ করত সে?"

কিছুক্ষণ ভাবল রাইখ। "তখন খুব ছোট ছিলাম আমি, তবে মনে হয় সি টু।"

"কাছাকাছি। সি-থ্রি।"

"তাহলে আপনি ওর কথা জানেন, কর্পোরাল?"

"পরিচয় নেই, তবে গল্পটা হিটসিঙ্কের সবাই জানে আর আমিও ওখানে কাজ করেছি। তুমিও হয়তো লোকমুখে শুনেছ। ইউগো এমারিলকে যে চেন সেরকম কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে?"

"শুনুন। আমি কি করতে পারি সেটা আপনাকে বলি। একটা কাগজে আমার নাম, আমার বাবার নাম আর একটা শব্দ লিখে দিচ্ছি। যেভাবে পারেন মি. জোরানিউম এর দলের কোনো অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন– মি. জোরানিউম আগামীকাল এখানে আসছেন– আমার নাম, আমার বাবার নাম আর যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দটা লিখে দেব সেটা তার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। যদি কিছু না ঘটে তাহলে পচে গলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব, যদিও আমার মনে হয় না তার আর দরকার হবে। বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিন সেকেন্ডের মধ্যে তিনি আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবেন এবং সময়মতো তথ্যটা পৌঁছে দেয়ার জন্য আপনার পদোন্নতি হবে। যদি না করেন, তাহলে যখন ওরা জানবে যে আমি এখানে, জানবে তো অবশ্যই, তখন আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন। মনে রাখবেন ইউগো এমারিল এক ক্ষমতাবান গণিতবিদের সাথে এখান থেকে চলে গিয়েছিল এবং সেই ক্ষমতাবান গণিতবিদ আমার বাবা। নাম হ্যারি সেলডন।"

কর্পোরালের চেহারা দেখে বোঝা গেল নামটা তার অপরিচিত নয়।

"তুমি যে শব্দটা লিখে দেবে সেটা কি?"

"সাইকোহিস্টোরি।"

ভুরু কোঁচকালো কর্পোরাল। "ওটা আবার কি জিনিস?"

"সেটা কোনো ব্যাপার না। শুধু খবরটা পৌঁছে দিন। তারপর দেখুন কি ঘটে।"

কর্পোরাল নোটবুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে দিল। "ঠিক আছে, লিখে দাও। দেখি কি ঘটে।"

লেখার সময় হাত কাঁপতে লাগল রাইখের। সেও অধীর হয়ে আছে কি ঘটে তা দেখার জন্য। নির্ভর করছে কর্পোরাল খবরটা কার কাছে পৌঁছায় তার উপর এবং এই শব্দটার যাদুকরী ক্ষমতা কতখানি।

AMARBOI.COM

১৭.

ইম্পেরিয়াল গ্রাউন্ড কারের জানালায় বৃষ্টির ফোঁটা দেখে হ্যারি সেলডনের মনে আট বছর আগের স্মৃতিগুলো ভিড় জমাতে শুরু করল।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি ট্র্যানটরের একমাত্র উন্মুক্ত অঞ্চলে সম্রাটের সাথে দেখা করার নির্দেশ পেলেন– এবং দুইবারই আবহাওয়ার অবস্থা ছিল ভীষণ খারাপ। প্রথমবার, ট্র্যানটরে আসার কিছুদিন পরেই, খারাপ আবহাওয়া তাকে সামান্যই বিরক্ত করতে পেরেছিল। এতে তিনি কোনো বিশেষ মাহাত্ম্য খুঁজে পান নি। তার নিজের গ্রহ হ্যালিকনে প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয়, বিশেষ করে তিনি যেখানে বাস করতেন সেই অঞ্চলে।

কিন্তু গত আট বছর তিনি বাস করছেন একটা তৈরি করা আবহাওয়ায়, যেখানে নিয়মিত ব্যবধানে কম্পিউটারের তৈরি করা মেঘের সাহায্যে সহনীয় ঝড় তৈরি করা হয়। মানুষের ঘুমানোর সময়গুলোতে সবসময়ই হালকা বৃষ্টিপাত হয়। জোরালো বাতাসের পরিবর্তে মৃদুমন্দ পশ্চিমা বাতাস বয়ে চলে আর চরম ঠাণ্ডা বা চরম গরম কখনোই অনুভূত হয় না– শুধুই অতি সামান্য একটু পরিবর্তন যার কারণে কেবল শার্টের জিপার একটু নামিয়ে রাখতে হয় বা বড়জোর হালকা জ্যাকেটটা খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলতে হয়। অথচ সামান্য এই পরিবর্তন নিয়েও অনেক অভিযোগ শুনেছেন সেলডন।

কিন্তু এখন তিনি দেখছেন ঠান্ডা আকাশ থেকে নেমে আসা সত্যিকারের বৃষ্টির ফোঁটা- অনেকদিন এই দৃশ্য দেখেন নি। তার ভালো লাগল। হ্যালিকনের কথা, তরুণ বয়স আর তুলনামূলকভাবে ভাবলেশহীন দিনগুলোর কথা ভাবলেন। ভাবলেন চালককে বলবেন যে পথ দিয়ে গেলে বেশী ঘোরা হয় সেই পথ দিয়ে যেতে।

অসম্ভব। সম্রাট তাকে দেখা করতে বলেছেন, এবং ট্রাফিকহীন সোজা পথ ধরলেও গ্রাউন্ড কারের জন্য প্রাসাদ অনেক দূরের পথ। সম্রাট নিশ্চয়ই তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবেন না।

আট বছর আগে সেলডন যে ক্লীয়নকে দেখেছিলেন তার সাথে এই ক্লীয়নের কোনো মিল নেই। শরীরের ওজন কমেছে প্রায় দশ পাউন্ড, মুখে ভারিক্কি ভাব চলে এসেছে। যদিও চোখের চারপাশে এবং চিবুকের কাছে চামড়া কুঁচকানো, অনেকবার মাইক্রো অ্যাডজাস্টমেন্টের ফল। ক্লীয়নের জন্য দুঃখ বোধ করলেন সেলডন- প্রবল প্রতাপ এবং ঐশ্বর্য থাকার পরেও সময়ের কাছে সম্রাট পরাজিত।

এবারও একা দেখা করলেন ক্লীয়ন- একই রকম সাধাসিধে কামরা। রীতি অনুযায়ী অপেক্ষা করছেন সেলডন।

খানিকক্ষণ সেলডনকে খুঁটিয়ে দেখে সম্রাট স্বাভাবিক গলায় বললেন, "তোমাকে দেখে খুশী হলাম, প্রফেসর। প্রথম সাক্ষাতের মতো এবারও আনুষ্ঠানিকতা বাদ।"

"জ্বী, সায়ার," কাষ্ঠ গলায় বললেন সেলডন। সম্রাট অনুমতি দেয়ার পরেও সবসময় আনুষ্ঠানিকতা বাদ দেয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে এই সময়ে।

সম্রাট একটু ইশারা দিতেই কামরার ভেতর প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হলো। স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেবিল এবং খাবারের পাত্র আসতে শুরু করেছে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন সেলডন, ঘটনাটায় মনযোগ দিতে পারলেন না।

"তুমি আমার সাথে ডিনার করবে?" প্রশ্নের মতো শোনালেও এটা একটা আদেশ।

"এটা আমার জন্য বিরল সম্মান, সায়ার।" জবাব দিলেন সেলডন। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন চারপাশে। ভালো করেই জানেন সম্রাটকে কখনো প্রশ্ন করা যায় না, কিন্তু ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে, জিজ্ঞেস করেই ফেললেন। অবশ্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করলেন যেন প্রশ্নের মতো না শোনায়। "ফার্স্ট মিনিস্টার আমাদের সাথে ডিনার করবেন না?"

"না, ওর অন্য কাজ আছে। তাছাড়া আমি তোমার সাথে একা কথা বলতে চাই।"

কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়া দাওয়া করলেন দুজন, ক্লীয়ন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে আর তিনি একটু পরপরই বিব্রত ভঙ্গীতে হাসছেন। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বা নিষ্ঠুরতার কোনো দুর্নাম ক্লীয়নের নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তিনি সেলডনকে নগণ্য কোনো অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে পারেন, আর সম্রাট যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রভাব খাটান তাহলে বিনা বিচারেই শাস্তি হয়ে যাবে। তাই সম্রাটের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকাই নিরাপদ। কিন্তু এই মুহূর্তে সেলডন তা পারছেন না।

নিঃসন্দেহে আট বছর আগে পরিস্থিতি আরো খারাপ ছিল কারণ তখন সশস্ত্র গার্ড ধরে নিয়ে এসেছিল তাকে– যদিও চিন্তাটা সেলডনকে আশ্বস্ত করতে পারল না।

আলোচনা শুরু করলেন ক্লীয়ন। "সেলডন," তিনি বললেন, "ফার্স্ট মিনিস্টার আমার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, তারপরেও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে জনগণ মনে করে আমার বুদ্ধি বিবেচনা কিছু নেই। তোমারও কি তাই মনে হয়?"

"কখনোই না, সায়ার।" এর বেশী প্রতিবাদ করা উচিত মনে হলো না।

"বিশ্বাস হলো না। যাই হোক, বুদ্ধি আমার আছে এবং মনে আছে যে তুমি প্রথম যখন ট্র্যানটরে আস তখন সাইকোহিস্টোরি নিয়ে একটা খেলা শুরু করেছিলে।"

"আমার বিশ্বাস এই কথাটাও আপনার মনে আছে, সায়ার," মৃদু গলায় বললেন সেলডন, "যে সাইকোহিস্টোরি আসলে একটা গাণিতিক তত্ত্ব যার কোনো বাস্তব প্রয়োগ নেই।"

"হ্যাঁ, বলেছিলে। এখনো কি তাই বলবে?"

"জ্বী, সায়ার।"

"তারপর বিষয়টা নিয়ে আর কখনো কাজ করেছ?"

"মাঝে মাঝে। কোনো লাভ হয় নি। সমস্যাটা এতো বেশী বিশৃঙ্খল আর প্রেডিকটিবিলিটি আসলে– "

বাধা দিলেন ক্লীয়ন। "আমি চাই তুমি শুধু একটা নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করে দাও।– ডেজার্ট নাও, সেলডন, ভালো লাগবে।"

"কোনো সমস্যা, সায়ার?"

"জোরানিউম। ডেমারজেল বলেছে– হ্যাঁ, বেশ নরম সুরেই বলেছে– যে আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারব না, আর্মড ফোর্স দিয়ে তার অনুসারীদের দমাতে পারব না। কারণ এতে নাকি পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।"

"ফার্স্ট মিনিস্টার যদি এই কথা বলে থাকেন, তাহলে আমারও তাই মনে হয়।"

"কিন্তু আমি জোরানিউম নামের এই সমস্যাটা চাই না... কোনো অবস্থাতেই আমি তার হাতের পুতুল হতে চাই না। ডেমারজেলও কিছু করছে না।"

"আমার বিশ্বাস তিনি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, সায়ার।"

"করলেও, নিঃসন্দেহে আমাকে জানায় নি।"

"হতে পারে, সায়ার। আপনাকে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রাখার জন্যই হয়তো জানায়নি। হয়তো ফার্স্ট মিনিস্টার মনে করছেন যদি জোরানিউম– যদি– "

"ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে," সীমাহীন বিতৃষ্ণা নিয়ে ক্লীয়ন বললেন।

"জ্বী, সায়ার। তখন চেষ্টা করতে হবে কেউ যেন বুঝতে না পারে যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে তার বিরুদ্ধে ছিলেন। এম্পায়ারের স্থিতিশীলতার জন্য আপনাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জোরানিউমকে ছাড়া এম্পায়ারের স্থিতিশীলতা আমি আরো ভালোভাবে ধরে রাখতে পারব। তোমার কি পরামর্শ, সেলডন?"

"আমার, সায়ার?"

"তোমার, সেলডন," অধৈর্য সুরে বললেন ক্লীয়ন। "শোনো, সাইকোহিস্টোরি একটা গাণিতিক ধাঁধা তোমার এই কথা আমি বিশ্বাস করি নি। ডেমারজেল তোমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। কি মনে কর আমাকে? আমি এতোই বোকা যে এই কথাটা জানব না। সে তোমার কাছে একটা কিছু চায়। সে তোমার কাছে সাইকোহিস্টোরি চায় আর যেহেতু আমি বোকা নই আমিও তা চাই।– সেলডন, তুমি কি জোরানিউমের পক্ষে? সত্যি কথা বল।"

"না, সায়ার। আমি জোরানিউমের পক্ষে নই, বরং তাকে এম্পায়ারের জন্য ভয়ানক হুমকি বলে মনে করি।"

"বেশ, বিশ্বাস করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি একাই সম্ভাব্য জোরানুমাইট দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছিলে।"

"আমি আসলে কোনোকিছু না ভেবেই করেছিলাম, সায়ার।"

"কোনো বোকা মানুষকে কথাগুলো বলো, আমাকে না। তুমি সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে আগেই সমাধান করে রেখেছিলে।"

"সায়ার!"

"অস্বীকার করো না। জোরানিউমের ব্যাপারে কি করছ তুমি? এম্পায়ারের পক্ষে থাকলে অবশ্যই কিছু একটা করছ।"

"সায়ার," সতর্কভাবে বললেন সেলডন, আসলে সম্রাট কতটুকু জানেন তা বোঝার চেষ্টা করছেন। "আমি আমার ছেলেকে ডাহ্‌ল সেক্টরে পাঠিয়েছি জোরানিউমের সাথে দেখা করার জন্য।"

"কেন?"

"আমার ছেলে একজন ডাহ্‌লাইট– এবং বিচক্ষণ। আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোনো তথ্য হয়তো সে বের করে আনতে পারবে।"

"হয়তো?"

"হয়তো, সায়ার।"

"যখন যে তথ্য পাবে সাথে সাথে আমাকে জানাবে?"

"জ্বী, সায়ার।"

"আর, সেলডন, কখনো বলবে না যে সাইকোহিস্টোরি একটা গাণিতিক খেলা, ওটার কোনো অস্তিত্ব নেই। এই কথাগুলো আর শুনতে চাই না। আমি চাই জোরানিউমকে থামানোর জন্য তুমি কিছু কর। কি করবে, কিভাবে করবে আমি জানি না, কিন্তু ওকে থামাও। আর নয়তো সাইকোহিস্টোরি আমি পাব না। এবার তুমি যেতে পার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসার সময় যে পরিমাণ দুঃশ্চিন্তা ছিল তার দ্বিগুণ দুঃশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন সেলডন। ক্লীয়নের কথাতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে ব্যর্থতা তিনি মেনে নেবেন না।

সব এখন নির্ভর করছে রাইখের উপর।

১৮.

একটা সরকারী ভবনের দর্শনার্থী কক্ষে বসে আছে রাইখ। আগে কখনো এখানে আসেনি এবং ডাহ্‌লে থাকলে মনে হয় না এখানে পা দেয়ার সুযোগ কোনোদিন হতো। সত্যি কথা বলতে কি অস্বস্তি বোধ করছে সে, নিজেকে মনে হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী।

নিজেকে প্রশান্ত, বিশ্বাসী আর প্রিয়পাত্র করে তোলার চেষ্টা করল।

বাবা বলেছে এই গুণগুলো তার চরিত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যদিও সে কখনো টের পায় নি। যা তার চরিত্রের সাথে মিশে আছে তা জোর করে ফুটিয়ে তুলতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল সে একই সাথে নজর রাখল ডেস্কে কম্পিউটার নিয়ে কাজে ব্যস্ত অফিসারের দিকে। অফিসার ডাহ্‌লাইট নয়, সে হচ্ছে গ্যাম্বল ডিন নামাত্রি।

নামাত্রি কিছুক্ষণ পরপরই বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে রাইখের দিকে তাকাচ্ছে। রাইখ তার চরিত্রের মাধুর্য দিয়ে নামাত্রির মন জয় করতে পারছে না এটা পরিষ্কার।

মধুর হাসি দিয়ে নামাত্রির বিদ্বেষের মোকাবেলা করার চেষ্টা করল না রাইখ। সেটা ভান মনে হতে পারে। শুধু অপেক্ষা করতে লাগল। অনেক দূর আসতে পেরেছে সে। যদি জোরানিউম আসে, আশা করছে আসবে। তখন হয়তো কথা বলার সুযোগ পাবে।

শেষ পর্যন্ত জোরানিউম এল, দৃঢ় পদক্ষেপে, মুখে মন ভোলানো উষ্ণ হাসি। নামাত্রি হাত তুলতেই থামল জোরানিউম। দুজনে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল। রাইখ বুঝতে পারছে নামাত্রি তার সাথে দেখা করার ব্যাপারে জোরানিউমকে নিষেধ করছে। খানিকটা দমে গেল সে।

তারপর জোরানিউম রাইখের দিকে তাকাল, হাসল, নামাত্রিকে ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে। হঠাৎ রাইখের মনে হলো নামাত্রি যদিও দলের মস্তিষ্ক, আসল ক্যারিশমা রয়েছে জোরানিউমের।

জোরানিউম তার দিকে এগিয়ে এল, চর্বিবহুল, খানিকটা ভেজা হাত বাড়িয়ে দিল। "বেশ, বেশ। প্রফেসর সেলডনের ছেলে। কেমন আছো?"

"চমৎকার, ধন্যবাদ, স্যার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বুঝতে পারছি, এখানে আসতে তোমার অনেক সমস্যা হয়েছে।"

"তেমন কিছু না, স্যার।"

"এবং আমার বিশ্বাস তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসেছ। আশা করি তিনি তার সিদ্ধান্ত পুনঃ বিবেচনা করেছেন এবং এখন থেকে মহৎ যুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবেন।"

"মনে হয় না, স্যার।"

ভুরু কুঁচকালো জোরানিউম। "তুমি কি তাকে না জানিয়েই এসেছ?"

"না, স্যার। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"তাই।– ক্ষুধার্ত?"

"জি না, স্যার।"

"আমি যদি খাই তুমি কিছু মনে করবে না তো? আসলে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার সময় পাই না।" গাল ভরা হাসি দিয়ে বলল সে।

"আমার কোনো সমস্যা নেই, স্যার।"

দুজনে টেবিলে গিয়ে বসল। স্যান্ডউইচের মোড়ক খুলে কামড় বসালো জোরানিউম। মুখে খাবার নিয়েই জিজ্ঞেস করল, "তো, তিনি তোমাকে কেন পাঠিয়েছেন?"

"বাবা ভাবছেন আমি কোনো তথ্য বের করতে পারব যা তিনি আপনার বিরুদ্ধে কাজে লাগাবেন। আসলে তিনি মনে প্রাণে ফার্স্ট মিনিস্টারকে সমর্থন করেন।"

"তুমি কর না?"

"না, স্যার। আমি একজন ডাহ্‌লাইট।"

"জানি, মি. সেলডন। কিন্তু তাতে কি বোঝা গেল?"

"বোঝা গেল যে আমি শোষিত, তাই আমি আপনাকে সমর্থন করি এবং আপনাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু সেটা বাবাকে জানাতে চাই না।"

"জানানোর কোনো কারণও নেই। কিভাবে, আমাকে সাহায্য করবে?" দ্রুত একবার নামাত্রির দিকে তাকালো সে। "সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে কিছু জানো তুমি?"

"না, স্যার। বাবা কখনো এই বিষয়ে আমার সাথে কথা বলেন না। আর বললেও বুঝতাম না কিছুই। তবে মনে হয় তিনি সফল হতে পারছেন না।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"আমি নিশ্চিত। বাবার সহকারী ইউগো এমারিল, সেও একজন ডাহ্‌লাইট, মাঝে মাঝে এই বিষয়ে আমার সাথে কথা বলে। কোনো সন্দেহ নেই যে তাদের গবেষণা ব্যর্থ।"

"আহ্! তোমার কি মনে হয়, এই ইউগো এমারিলের সাথে আমি কখনো দেখা করতে পারব?"

"অসম্ভব, ইউগো হয়তো ডেমারজেলকে পছন্দ করে না, কিন্তু আমার বাবাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু তুমি করবে?"

মুখ কালো করে ফেলল রাইখ, কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, "আমি একজন ডাহ্‌লাইট।"

গলা পরিষ্কার করল জোরানিউম। "তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছি। তুমি কিভাবে আমাদের সাহায্য করবে, ইয়ং ম্যান?"

"আমার কাছে একটা তথ্য আছে। শোনার পর আপনি বিশ্বাস নাও করতে পারেন।"

"তাই? বল। বিশ্বাস না হলে, সত্যি কথাই বলব তোমাকে।"

অস্বস্তি নিয়ে চারপাশে তাকালো রাইখ, "কেউ আমাদের কথা শুনে ফেলবে না তো?"

"শুধু আমি আর নামাত্রি।"

"বিষয়টা ফার্স্ট মিনিস্টার ইটো ডেমারজেলকে নিয়ে।"

"বল।"

"ঠিক আছে, শুনুন। ডেমারজেল আসলে মানুষ নয়। সে একটা রোবট।"

"কি!" বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল জোরানিউম।

ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করল রাইখ। "রোবট আসলে যান্ত্রিক মানব, স্যার। রক্তমাংসের মানুষ নয়। ওগুলো সব যন্ত্র।"

ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল নামাত্রি। "জো-জো, এইসব হাস্যকর কথা বিশ্বাস করো না।"

কিন্তু জোরানিউম আদেশের ভঙ্গীতে একটা হাত উঁচু করল। তার চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। "কিভাবে বুঝলে?"

"আমার বাবা কিছুদিন মাইকোজেনে ছিলেন। উনি আমাকে সব বলেছেন। মাইকোজেনের বাসিন্দারা রোবটের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। মানে শুনেছি আর কি।"

"মাইকোজেনিয়ানরা বিশ্বাস করে তাদের পূর্বপুরুষদের সমাজে রোবট স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু পরে ওগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।"

"কিন্তু তুমি কেমন করে বুঝলে যে ডেমারজেল রোবট?" চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল নামাত্রি। "আমি যতদূর শুনেছি, রোবট ধাতুর তৈরি, তাই না?"

"ঠিক তাই," আগ্রহের সাথে বলল রাইখ। "কিন্তু আমি শুনেছি যে হাতে গোনা কয়েকটা রোবট ছিল দেখতে একেবারেই মানুষের মতো, এবং ওগুলোর কার্যক্ষমতা ছিল অবিনশ্বর অর্থাৎ ওগুলো অমর– "

জোরে জোরে মাথা নাড়ল নামাত্রি। "কিংবদন্তি। হাস্যকর কিংবদন্তি। জো-জো, কেন এগুলো শুনছি– "

কিন্তু জোরানিউম তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। "না, জি. ডি.। শোনা দরকার। এই কিংবদন্তিগুলো আমিও শুনেছি।"

"কিন্তু এগুলো হাস্যকর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না ভেবেই কোনোকিছু 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিও না। আর হলেই বা কি, জনগণ ঠিকই বিশ্বাস করবে।– বল, ইয়ং ম্যান, কেন তোমার মনে হলো ডেমারজেল একটা রোবট। ধরা যাক রোবটের অস্তিত্ব আছে। কেন তোমার মনে হলো ডেমারজেল রোবট। ও তোমাকে বলেছে?"

"না, স্যার।"

"তোমার বাবা বলেছে?"

"না, স্যার। এটা আমার ধারণা। তবে আমি নিশ্চিত।"

"কেন? কেন তুমি এতো নিশ্চিত?"

"ওকে দেখলে কেমন একটা অনুভূতি হয়। তার কোনো পরিবর্তন নেই। তার বয়স বাড়ে না। আবেগ বা ভাবের কোনো প্রকাশ নেই। দেখলে কেন যেন মনে হয় সে ধাতুর তৈরি।"

হেলান দিয়ে বসে অনেকক্ষণ রাইখকে পর্যবেক্ষণ করল জোরানিউম। তার মাথার ভেতরে কি চিন্তার ঝর বইছে সেটা বোঝা অসাধ্য।

তারপর বলল, "ধরা যাক সে একটা রোবট, ইয়ং ম্যান। তাতে তোমার কি? কি আসে যায় তোমার?"

"অবশ্যই আসে যায়। আমি মানুষ। আমি চাই না কোনো রোবট এম্পায়ারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।"

অনুমোদনের ভঙ্গীতে নামাত্রির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল জোরানিউম। "শুনেছ, জি-ডি? 'আমি মানুষ। আমি চাই না কোনো রোবট এম্পায়ারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।' ওকে হলোভীশনের সামনে দাঁড় করিয়ে ওর মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বলাও। বারবার প্রচার কর। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই কথাগুলো ট্র্যানটরের প্রত্যেকটা মানুষের কানে ঢাকের শব্দের মতো বাজতে থাকে।"

"হেই," বাধা দিল রাইখ। "অসম্ভব। তাহলে আমার বাবা জেনে যাবে– "

"না, অবশ্যই না," দ্রুত বলল জোরানিউম। "সেটা হতে দেয়া যাবে না। শুধু তোমার এই বাক্যটা ব্যবহার করব। অন্য কোনো ডাহ্‌লাইটকে খুঁজে নেব। প্রত্যেক সেক্টর থেকেই একজনকে বেছে নেব। হলোভীশনের সামনে দাঁড়িয়ে যার যার বাচনভঙ্গীতে শুধু এই কথাগুলোই বলবে : আমি চাই না কোনো রোবট এম্পায়ারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।"

"আর যখন ডেমারজেল প্রমাণ করবে যে সে রোবট নয়, তখন কি হবে?" জিজ্ঞেস করল নামাত্রি।

"তাই নাকি? কিভাবে প্রমাণ করবে? সেটা তার জন্য অসম্ভব। সাইকোলজিক্যালি অসম্ভব। দ্য গ্রেট ডেমারজেল, ক্ষমতার পিছনের মূল ক্ষমতা, যে লোকটা প্রথম ক্লীয়নকে দড়িতে বাঁধা পুতুলের মতো নাচাচ্ছে, তার আগে নাচিয়েছিল ক্লীয়নের বাবাকে? এখন কি সে রাস্তায় নেমে এসে সবাইকে বলবে যে সে মানুষ? এই কাজ করতে গেলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে রোবট তা প্রমাণ হলেও ধ্বংস হয়ে যাবে। খলনায়কটাকে আমরা এবার বাগে পেয়েছি এবং তার পুরো কৃতিত্ব এই তরুণের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেল রাইখ।

"তোমার নাম রাইখ, তাই না?" জোরানিউম বলল। "আমাদের দল ক্ষমতায় যাওয়ার পর ডাহ্‌লের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে। তোমাকেও দলে একটা ভালো পদ দেয়া হবে। হয়তো একদিন তুমিই হবে ডাহ্‌লের সেক্টর লীডার। যা করেছো তার জন্য কখনো অনুতাপ করতে হবে না। নাকি তোমার অনুতাপ হচ্ছে?"

"মোটেই না, স্যার।" অনুগত কণ্ঠে বলল রাইখ।

"তাহলে ফিরে যাও। যেভাবে খুশি সেভাবে তোমার বাবাকে বোঝাও যে আমরা তার কোনো ক্ষতি করব না, বরং আমরা তাকে যথেষ্ট মূল্য দেই। আর যদি তুমি এমন কোনো তথ্য পাও যা আমরা কাজে লাগাতে পারব– বিশেষ করে সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে, আমাকে সেটা জানাও।"

"আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার। কিন্তু আপনি সত্যিই ডাহ্‌লের জন্য কিছু করবেন?"

"অবশ্যই। প্রত্যেক সেক্টরের জন্য সমান অধিকার, মাই বয়। প্রত্যেক গ্রহের জন্য সমান সুবিধা। আমরা নতুন একটা এম্পায়ার গড়ে তুলব যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং ভেদাভেদ বলে কিছু থাকবে না।"

প্রচন্ড বেগে মাথা নাড়ল রাইখ। "সেটাই আমি চাই।"

১৯

ক্লীয়ন, গ্যালাক্সির সম্রাট, তার ছোট প্রাসাদের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে খিলান ঢাকা পথ দিয়ে দ্রুত বেগে হেঁটে চলেছেন কর্মচারীদের সুবিশাল অফিসের দিকে। এই কর্মচারীরা ইম্পেরিয়াল প্যালেসেরই বিচ্ছিন্ন অংশে বাস করে। এটাই এম্পায়ারের নার্ভ সেন্টার।

ব্যক্তিগত সহকারীরা দুঃশ্চিন্তা এবং চেহারায় হতচকিত ভাব নিয়ে তার পিছন পিছন আসতে লাগল। সম্রাট হেঁটে কখনো কোনো কর্মচারীর কাছে যান না। তিনি শুধু ইশারা করেন, সবাই তার কাছে পৌছে যায়। হাঁটলেও তিনি কখনো চেহারায় দুঃশ্চিন্তা বা আমোদ কিছুই প্রকাশ করেন না। কিভাবেই বা করবেন? তিনি সম্রাট, এবং সবগুলো গ্রহের কাছেই তিনি মানুষ নন একটা প্রতীক।

অথচ এখন তাকে মানুষই মনে হচ্ছে। অধৈর্য ভঙ্গীতে ডান হাত নেড়ে সবাইকে সরে যেতে বললেন। তার বা হাতে একটা চকচকে হলোগ্রাম।

"ফার্স্ট মিনিস্টার," দীর্ঘ অনুশীলনের পর তৈরি করা পরিশিলীত রাজকীয় কণ্ঠে নয়, বরং গলা টিপে ধরলে যেমন কণ্ঠ বেরোয় সেরকম শ্বাস রুদ্ধকর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "কোথায় সে?"

অত্যন্ত উঁচু পদের কয়েকজন কর্মচারী হাত বাড়িয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করল কিন্তু সফল হলো না। সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন তিনি। সবারই মনে হলো তারা একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে ফার্স্ট মিনিস্টারের অফিসে পৌঁছলেন। আস্তে করে দরজা খুললেন, এবং চীৎকার করলেন– আক্ষরিক অর্থেই চীৎকার করলেন– "ডেমারজেল!"

বিস্মিত হলো ডেমারজেল। দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, কারণ সম্রাটের সামনে কেউ বসতে পারে না।

সম্রাট ডেমারজেলের ডেস্কে হলোগ্রামটা ছুড়ে ফেললেন "এটা কি? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?"

মাথা নামিয়ে সম্রাটের দেয়া জিনিসটা দেখল ডেমারজেল। চমৎকার একটা হলোগ্রাম, ঝকঝকে, জীবন্ত। বাচ্চা ছেলেটা– সম্ভবত দশ বছর হবে– কি বলছে সবাই পরিষ্কার শুনতে পারবে– একই সাথে শিরোনামও প্রদর্শিত হচ্ছে : "আমি চাই না কোনো রোবট এম্পায়ারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।"

"সায়ার, আমিও এটা পেয়েছি।" শান্ত সুরে বলল ডেমারজেল।

"আর কে কে পেয়েছে?"

"সায়ার, আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি এটা একটা গুজব এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ট্র্যানটরে ছড়িয়ে পড়েছে।"

"হ্যাঁ, আর তুমি কি বুঝতে পারছ ওই ছোকরা কার দিকে তাকিয়ে আছে?" তিনি রাজকীয় তর্জনী তুলে দেখালেন। "তোমার দিকে, তাই নয় কি?"

"মিলটা সত্যিই বিস্ময়কর, সায়ার।"

"যদি অনুমান করে নেই যে তোমার এই তথাকথিত গুজবের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে রোবট হিসেবে অভিযুক্ত করা, তাহলে কি আমার ভুল হবে?"

"ওদের সেরকমই উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে, সায়ার।"

"বেশ, আমার কোথাও ভুল হলে থামিয়ে দিও, কিন্তু রোবট হচ্ছে কিংবদন্তীর যান্ত্রিক মানব যা শুধু– থ্রিলার্স আর ছোটদের গল্পেই পাওয়া যায়, ঠিক?"

"এটা মাইকোজেনিয়ানদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। রোবট– "

"মাইকোজেনিয়ানদের বিশ্বাস নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। ওরা তোমাকে রোবট হিসেবে অভিযুক্ত করছে কেন?"

"নিঃসন্দেহে একটা রূপক হিসেবে ব্যবহার করছে, সায়ার। ওরা বোঝাতে চাইছে আমার হৃদয় বলে কিছু নেই। আমার দৃষ্টিভঙ্গী– যন্ত্রের নিরাবেগ হিসাবের মতো।"

"তারচেয়েও বেশী কিছু, ডেমারজেল। আমি বোকা নই।" আবারও হলোগ্রামটার উপর টোকা দিলেন তিনি। "ওরা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তুমি আসলেই একটা রোবট।"

"মানুষ যদি এই গুজব বিশ্বাস করতে চায় তাহলে আমরা তা ঠেকাতে পারব না, সায়ার।"

"কোনো ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এটা তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। তারচেয়েও খারাপ এটা সম্রাটের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। এতে প্রমাণ হয় যে আমি– আমি ফার্স্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানহানি করা একটা ভয়ংকর অপরাধ
কমাত্র শাস্তি, সায়ার, জ্বী।”
শুধু তোমারই মানহানি হয় নি, আমা
মুহূর্তে শাস্তি হওয়া দরকার। এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই, সায়ার।"

"তাহলে কর। এখনি।"

২০.

ডেমারজেলের মতো ধীর স্থির থাকতে পারেন না সেলডন কারণ তিনি রক্ত মাংসের তৈরি মানুষ। অফিসের ক্র্যাম্বলারটা বেজে উঠতেই বুঝলেন যে অস্বাভাবিক কিছু একটা হয়েছে। নিরাপদ যোগাযোগ লাইনে আগেও কথা বলেছেন কিন্তু উঁচু পর্যায়ের ইম্পেরিয়াল সিকিউরিটির অভিজ্ঞতা কখনো হয় নি।

ধরে নিয়েছিলেন যে ডেমারজেলের বদলে কোনো সরকারী কর্মকর্তা তার সাথে যোগাযোগ করবে, বিষয়টা অবশ্যই রোবট নিয়ে গুজব, এর বেশী কিছু তিনি আশা করেন নি।

কিন্তু যা দেখলেন সেটাও তিনি আশা করেন নি। যখন ক্র্যাম্বলার ফিল্ডের মাঝখানে স্বয়ং সম্রাটের প্রতিচ্ছবি তার অফিসে পা দিল, তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন।

বিরক্ত ভঙ্গীতে হাত নেড়ে তাকে বসে থাকতে বললেন ক্লীয়ন। "কি ঘটছে সেটা তোমার জানা দরকার।"

"রোবট গুজবের কথা বলছেন, সায়ার?"

"ঠিক। কি করা যায়?"

বসে থাকার আদেশ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন সেলডন। "আরো খবর আছে, সায়ার। জোরানিউমু রোবট ইস্যু নিয়ে পুরো ট্র্যানটরে র‍্যালির আয়োজন করছে। অন্তত নিউজকাস্টে তাই শুনেছি।"

"আমাকে এখনো জানানো হয় নি। অবশ্যই না। সম্রাটকে জানানোর দরকার কি।"

"খবরটা সম্রাটকে জানানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, সায়ার। আমি নিশ্চিত যে ফার্স্ট মিনিস্টার– "

"ফার্স্ট মিনিস্টার কিছুই করছে না। এমন কি আমাকে কিছু জানায়ও না। তুমি আর তোমার সাইকোহিস্টোরিই ভরসা। বল কি করা যায়?"

"সায়ার?"

"খেলা করার সময় নেই। আট বছর তুমি সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করছ। ফার্স্ট মিনিস্টার বলছে জোরানিউমের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। তাহলে কি করব?"

তোতলাতে লাগলেন সেলডন। "স্যা-সায়ার। কিছুই না।"

"তোমার কোনো পরামর্শ নেই?"

"না, সায়ার, আমি তা বলছি না। আপনি কিছুই করবেন না। কিছুই না। ফার্স্ট মিনিস্টার ঠিকই বলেছেন। এতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

"বেশ। কি করলে পরিস্থিতি ভালো হবে?"

"আপনি কিছু না করলে। ফার্স্ট মিনিস্টার কিছু না করলে। জোরানিউমকে তার ইচ্ছামতো চলতে দিলে।"

"কি লাভ হবে তাতে?"

সেলডন তার গলার বেপরোয়া ভাবটা লুকানোর চেষ্টা করে বললেন, "খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারবেন।"

হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেলেন সম্রাট, মনে হলো তার সমস্ত দুশ্চিন্তা আর রাগ নিমেষেই উবে গেছে। "আহ্! বুঝতে পেরেছি! পরিস্থিতি তোমার নিয়ন্ত্রণে।"

"সায়ার! আমি তা বলি নি– "

"বলার দরকার নেই। পরিস্থিতি তোমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কিন্তু আমি ফলাফল চাই। ইম্পেরিয়াল গার্ড আর আর্মড ফোর্স এখনো আমার অনুগত। প্রয়োজন হলে একটুও দ্বিধা করব না। কিন্তু তোমাকে সুযোগ দিতে চাই।"

সম্রাটের ইমেজ অদৃশ্য হয়ে গেল আর সেলডন ফাঁকা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

২১.

AMARBOI.COM

পরের দুইদিন জোরানিউম আক্ষরিক অর্থেই ট্র্যানটরে ঝড় বইয়ে দিল। আংশিক নিজে, আংশিক তার লেফটেন্যান্টদের মাধ্যমে, ডর্সের কাছে তার সামরিক দক্ষতার প্রশংসা করলেন সেলডন। "পুরোনো যুগে সে একজন দক্ষ ওয়ার এ্যাডমিরাল হতে পারত।" বললেন তিনি। "রাজনীতিতে ঢুকে সে তার প্রতিভা নষ্ট করছে।"

"নষ্ট করছে।" বলল ডর্স। "যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই সে ফার্স্ট মিনিস্টার হবে। চাইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে সম্রাট। শুনেছি যে এরই মধ্যে কয়েকটা মিলিটারি গ্যারিসন তাকে নিয়ে আনন্দ উল্লাস শুরু করেছে।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "বেশীদিন থাকবে না, ডর্স।"

"কোনটা? জোরানিউমের পার্টি না এম্পায়ার?"

"জোরানিউমের পার্টি। রোবটের গল্প একটা ঝড় তৈরি করেছে ঠিকই, একটু শান্ত হলেই, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই জনগণ বুঝতে পারবে এটা কত হাস্যকর অভিযোগ।"

"কিন্তু হ্যারি, আমার সাথে অভিনয় করার দরকার নেই। এটা হাস্যকর কোনো গল্প নয়। জোরানিউম কিভাবে জানল যে ডেমারজেল একটা রোবট।"

"কেন রাইখ বলেছে।"

"রাইখ!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। সে তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেছে এবং নিরাপদে ফিরে এসেছে। সেই সাথে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে যে সে একদিন ডাহ্‌লের সেক্টর লীডার হবে। সবাই ওকে বিশ্বাস করেছে। আমি জানতাম করবে।"

"অর্থাৎ তুমি রাইখকে সত্যি কথাটা বলে দিয়েছ যেন সে জোরানিউমকে জানাতে পারে।" ডর্সের চেহারায় আতংক।

"না, সেটা অসম্ভব। তুমি জানো আমি রাইখকে বা অন্য কাউকে কোনোদিন বলতে পারব না যে ডেমারজেল রোবট। বরং ওকে উল্টোটাই বুঝিয়েছি। কিন্তু বলেছি যে জোরানিউমকে যেন জানায় যে ডেমারজেল একটা রোবট। রাইখ বিশ্বাস করে যে সে জোরানিউমকে মিথ্যে কথা বলেছে।"

"কিন্তু কেন, হ্যারি? কেন?"

"এটা সাইকোহিস্টোরি নয়। সম্রাটের মতো তুমিও ভাবতে শুরু করো না যে আমি যাদু জানি। শুধু চেয়েছিলাম যে জোরানিউম যেন বিশ্বাস করে ডেমারজেল একটা রোবট। জন্মসূত্রে সে একজন মাইকোজেনিয়ান। কাজেই বিশ্বাস সে করবেই এবং ধরে নেবে যে জনগণও বিশ্বাস করবে।"

"বেশ, তাই তো করেছে।"

"না। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলেই জনগণ বুঝতে পারবে যে এগুলো সব পাগলের প্রলাপ– অন্তত সেভাবেই ভাবতে শুরু করবে। ডেমারজেলকে আমি রাজি করিয়েছি। সাব ইথারিক হলোভীশনে সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য। এই সাক্ষাৎকার এম্পায়ার এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশে এবং পুরো ট্র্যানটরে প্রচার করা হবে। অনেক বিষয়েই কথা বলবে সে, কারণ সমস্যার তো শেষ নেই। শুধু রোবটের গুজব বাদ দিয়ে। একেবারে শেষে তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। তাকে কোনো উত্তর দিতে হবে না। শুধু একটু হাসতে হবে।"

"হাসবে? ডেমারজেলকে কখনো হাসতে দেখি নি। ও কখনো হাসে নি।"

"এবার, ডর্স, সে হাসবে। রোবটের বিষয়ে এই একটা বিষয় মানুষ কখনো কল্পনা করে না। হলোগ্রাফিক ফ্যান্টাসিতে তুমি রোবট দেখেছ, তাই না? সব সময় দেখানো হয় রোবট আবেগহীন, অমানবিক।– মানুষ বাস্তবেও ঠিক তাই আশা করবে। কাজেই ডেমারজেলকে শুধু হাসতে হবে। তাছাড়া সানমাস্টার ফোরটিন এর কথা তোমার মনে আছে?"

"আছে। আবেগহীন, অমানবিক। কখনো হাসে না।"

"এবারও হাসবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশটা পন্ড করার পর জোরানিউমের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট খোঁজ খবর করেছি। এখন আমি জানি ওর আসল নাম, কোথায় জন্মেছে, কোথায় ট্রেনিং পেয়েছে। সব প্রমাণ আছে। ওগুলো সানমাস্টার এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। মনে হয় না সানমাস্টার দল ত্যাগীদের পছন্দ করে।"

"কিন্তু আমার ধারণা ছিল তুমি কোনো ধরনের অন্ধবিশ্বাস ছড়ানোর বিপক্ষে।"

"তা করছিও না। যদি হলোভীশনে প্রচার করতাম তাহলে অন্ধবিশ্বাস ছড়ানো হতো। তথ্যগুলো শুধু জায়গামতো পাঠিয়ে দিয়েছি। সানমাস্টারের কাছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সে এখন অন্ধবিশ্বাস ছড়াবে।"

"না, পারবে না। সানমাস্টারের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"তাহলে কি ঘটবে?"

"দেখা যাক কি ঘটে। আমার কাছে কোনো সাইকোহিস্টোরিক্যাল এ্যানালাইসিস নেই, আদৌ সম্ভব কি না তাও জানি না। শুধু আশা করছি আমার বিচার বিশ্লেষণ যেন ভুল না হয়।"

২২.

হাসল ডেমারজেল। একাধিক বার। হ্যারি সেলডন এবং ডর্স ভেনাবিলিরি সাথে একটা নিরাপদ কামরায় বসে আছে। কিছুক্ষণ পর পর সেলডনের ইশারা পেয়ে সে হাসছে। মাঝে মাঝে হেলান দিয়ে গলা ছেড়ে হাসছে। কিন্তু সেলডন মাথা নেড়ে বললেন, "এতে মানুষের মন গলবে না।"

কাজেই ডেমারজেল হাসল। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী মানুষের মতো হাসল। মুখ বাকালেন সেলডন। "আমি পাগল হয়ে যাব। তোমাকে হাসির গল্প বলে কোনো লাভ নেই। তোমাকে শব্দটা মনে রাখতে হবে।"

"হলোগ্রাফিক লাফট্রেক ব্যবহার করলে কেমন হয়?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"না, সেটা ডেমারজেলের হাসি হবে না। শুধু বোকা মানুষেরাই তাতে বিশ্বাস করবে, আমি তা চাই না। আবার চেষ্টা কর ডেমারজেল।"

আবার চেষ্টা করল ডেমারজেল যতক্ষণ পর্যন্ত না সেলডন বললেন "ঠিক আছে। শব্দটা মনে রাখবে এবং বক্তৃতা করার পর এটাকেই রিপ্রোডিউস করবে। জোরে হাসবে না, যতদূর সম্ভব গম্ভীর থাকবে। ছোট একটু হাসি, খুবই ছোট। মুখের কোণাগুলো একটু বাঁকা কর।" ধীরে ধীরে ডেমারজেলের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। "খারাপ নয়। দৃষ্টিতে খানিকটা জ্বল জ্বলে ভাব আনতে পারবে?"

"জ্বল জ্বলে বলতে কি বোঝাচ্ছ?" বিরক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল ডর্স। "কেউ তার চোখ জ্বল জ্বলে করে তুলতে পারে না। ওটা একটা কাল্পনিক অনুভূতি।"

"অনেক কারণেই মানুষের চোখে পানি আসে– দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, বিস্ময় যাই হোক– আর সেই তরলের উপর আলো প্রতিফলিত হয়েই জ্বল জ্বল ভাবটা তৈরি হয়।"

"তুমি কি ডেমারজেলকে চোখে পানি আনতে বলছ?"

ডেমারজেল নিরাবেগ সুরে বলল, "আমার চোখে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মাঝে মাঝে পানি আসে। কিন্তু খুব কম পরিমাণে, শুধু চোখগুলোকে পরিষ্কার রাখার জন্য।"

"বেশ, চেষ্টা কর।"

কাজেই আলোর গতিতে ডেমারজেলের বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ল দূর দূরান্তে। দায়িত্ববান প্রশাসকের মতো গম্ভীর, বাহুল্য বর্জন করে তথ্যবহুল বক্তব্য পেশ করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে। সাক্ষাৎকার পর্বে রোবট বাদে আর সবকিছুর আলোচনাই ছিল– সবশেষে ডেমারজেল সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য তৈরি হলো।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। প্রথম প্রশ্নটাই ছিল, "মি. ফার্স্ট মিনিস্টার, আপনি কি রোবট?"

শান্ত ভাবে শুধু তাকিয়ে রইল ডেমারজেল, সবার মাঝে টেনশন বেড়ে উঠতে দিল। তারপর সে হাসল, তার দেহ কেঁপে উঠল খানিকটা, সে হাসল। সেটা উচ্চৈস্বরের হাসি ছিল না, বরং তা ছিল মর্যাদাবান মানুষের আমুদে হাসি। ছোয়াচে রোগের মতো সবাইকে আক্রান্ত করে ফেলল, দর্শকদের সবাই হেসে উঠল তার সাথে।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ডেমারজেল, তারপর বলল, "উত্তর কি দিতেই হবে? তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?" স্ক্রীণের আলো নিভে যাওয়ার সময়ও সে হাসছিল।

২৩.

"আমি নিশ্চিত যে কাজ হয়েছে," সেলডন বললেন। "এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে না, তবে সঠিক পথে আসতে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নামাত্রি যখন ভাষণ দিচ্ছিল তখন ছাত্র ছাত্রীরা প্রথম দিকে তার পক্ষেই ছিল। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করাতে এবং আসল সত্যটা বুঝিয়ে দিতেই সবাই পক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করে।"

"এটাও কি তোমার কাছে অনুরূপ সমাধান বলে মনে হয়।" সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল ডর্স।"

"অবশ্যই। সাইকোহিস্টোরি না থাকলেও আমি এ্যানালগি ব্যবহার করতে পারি– সেই সাথে জন্মের সময় সাথে নিয়ে আসা বুদ্ধি। আমার মতে চারপাশ থেকে অভিযোগের স্বীকার ফার্স্ট মিনিস্টার শুধু একটু হাসি দিয়েই সমস্ত অভিযোগের মোকাবেলা করল। তার হাসিটাই ছিল জবাব। ফলে তার প্রতি সবার সমব্যদনা জাগতে শুরু করে, কেউ তা থামাতে পারত না। তবে এটা মাত্র শুরু। আমাদেরকে এখনো সানমাস্টার এর জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

"এই ব্যাপারেও কি তুমি আশাবাদী?"

"নিশ্চয়ই।"

২৪.

টেনিস হ্যারির প্রিয় খেলা। তবে দর্শকের আসনে বসে দেখতে নয় বরং নিজে খেলতেই বেশী পছন্দ করেন। কাজেই সম্রাট ক্লীয়নের খেলা দেখে তিনি অধৈর্য হয়ে পরলেন। এটা মূল খেলার একটা ইম্পেরিয়াল ভার্সন, কারণ এই খেলা সম্রাটেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীষণ প্রিয়। একটা কম্পিউটারাইজড র‍্যাকেট ব্যবহার করছেন সম্রাট যার হাতলে চাপ প্রয়োগ করে এ্যাঙ্গেল সামান্য পাল্টানো যায়। সেলডন এই র‍্যাকেটে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু সেজন্য প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন– আর হ্যারি সেলডনের সময় অত্যন্ত মূল্যবান।

দারুণ একটা শট মেরে খেলায় জিতে গেলেন ক্লীয়ন। দর্শকদের নিয়ন্ত্রিত করতালির মধ্যে টেনিস কোর্ট থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। "অভিনন্দন, সায়ার।" সেলডন বললেন, "চমৎকার খেলেছেন।"

"তোমার তাই মনে হয়, সেলডন?" নিরাসক্ত গলায় জবাব দিলেন ক্লীয়ন। "ওরা সবাই কৌশলে আমাকে জিতিয়ে দেয়। এতে কোনো আনন্দ নেই।"

"সেক্ষেত্রে, সায়ার, প্রতিপক্ষকে নিয়মমতো খেলার আদেশ দিতে পারেন আপনি।"

"তাতেও লাভ হবে না। অন্য কোনো কৌশলে ওরা ঠিকই হেরে যাবে। তাছাড়া অর্থহীনভাবে জেতার মাঝে যেমন আনন্দ নেই তেমনি হেরে যাওয়াতেও আনন্দ নেই। সম্রাট হওয়ার মূল্য তো দিতেই হবে। জোরানিউম সেটা টের পেত হাড়ে হাড়ে– যদি এতদূর আসতে পারত সে।"

ব্যক্তিগত গোসলখানায় ঢুকলেন তিনি। বেরিয়ে এলেন কিছুক্ষণ পরেই পরিচ্ছন্ন এবং অতি সাধারণ পোশাক পরে।

"এবার, সেলডন," হাত নেড়ে পরিষদদের দূরে থাকতে বললেন তিনি। "টেনিস কোর্ট প্রাণ খুলে কথা বলার জন্য উপযুক্ত, তাছাড়া আবহাওয়াও চমৎকার। কাজেই ভেতরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মাইকোজেনের সানমাস্টার ফোরটিন এর পাঠানো বার্তা আমি পড়েছি। এতে কাজ হবে?"

"অবশ্যই, সায়ার। জোরানিউমকে দলত্যাগী এবং ভয়ংকর ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করেছে মাইকোজেন।"

"লোকটা তাহলে শেষ হয়ে গেছে?"

"এতে তার গুরুত্ব কমে গেছে মারাত্মকভাবে, সায়ার। ফার্স্ট মিনিস্টার রোবট এই কথাটা এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না। তাছাড়া সবাই জেনে ফেলেছে যে জোরানিউম মিথ্যাবাদী এবং কপট আর কপটতা করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেছে।"

"ধরা পড়ে গেছে," চিন্তিতভাবে বললেন ক্লীয়ন। "অর্থাৎ তার ধুর্তামী আর ছলনা গোপন থাকলেই সবাই তাকে পছন্দ করত, কিন্তু যেহেতু প্রকাশ হয়ে গেছে তার প্রতি মানুষের আর সমর্থন নেই।"

"ঠিকই বলেছেন সায়ার।"

"তাহলে জোরানিউম আমাদের জন্য আর কোনো বিপদ নয়।"

"সেটা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, এখনো সে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে। তার সংগঠন এখনো আছে, অনুসারীরা এখনো তার অনুগত। ইতিহাসে অনেক নর নারীর কথা বলা হয়েছে যারা এর চেয়েও বড় বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল এবং সফল হয়েছিল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেক্ষেত্রে ওর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করছি না কেন, সেলডন?"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "এই কাজ করার পরামর্শ কখনোই আপনাকে দেব না। জোরানিউমকে কি আপনি শহীদ বিপ্লবী বানাতে চান, নাকি নিজেকে রক্তলোলুপ প্রমাণ করতে চান?"

ভুরু কুঁচকালেন ক্লীয়ন। "ডেমারজেলের মতো কথা বলছ। যখনই আমি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাই সে আমাকে ভয় দেখায় যে আমি নিষ্ঠুর শাসক হিসেবে পরিচিত হব। আমার আগে অনেক সম্রাটই শক্তি প্রয়োগ করে প্রশংসিত হয়েছেন এবং সফল হয়েছেন।"

"নিঃসন্দেহে, সায়ার, কিন্তু আমরা জটিল সময়ে বাস করছি। মৃত্যুদন্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এমনভাবে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবেন যাতে করে আপনাকে বিচক্ষণ এবং সদয় মনে হবে।"

"বিচক্ষণ মনে হবে?"

"আপনার বিচক্ষণতা আরো ফুটে উঠবে, সায়ার। আমি ভুল বলেছি। জোরানিউমের মৃত্যুদন্ড আসলে প্রতিশোধ নেয়া, সেটা হয়তো কেউ ভালো চোখে দেখবে না। সম্রাট হিসেবে আপনাকে প্রত্যেকটা মানুষের বিশ্বাসের প্রতি দয়ালু-ক্ষেত্র বিশেষে পিতৃসুলভ মনোভাব পোষণ করতে হবে। আপনি কোনো ভেদাভেদ করতে পারবেন না কারণ আপনি তাদের সম্রাট।"

"কি বোঝাতে চাও তুমি?"

"অর্থাৎ, সায়ার, মাইকোজেনে জন্ম নিয়ে সেই সমাজের নিয়মনীতি ভঙ্গ করেছে জোরানিউম, তার সেই অপরাধে আপনি মর্মাহত। আপনি তাকে মাইকোজেনের হাতে তুলে না দিয়ে আর কি করতে পারেন। এই বিচক্ষণতার জন্য আপনি আরো বেশী বেশী প্রশংসিত হবেন।"

"তাহলে মাইকোজেনিয়ানরাই ওর মৃত্যুদন্ড দেবে।"

"হয় তো সায়ার। ওদের আইনে ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি ভীষণ কড়া। কম করে হলেও সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদন্ড।"

হাসলেন ক্লীয়ন। "চমৎকার, বিচক্ষণতার জন্য আমি পাব প্রশংসা আর নোংরা কাজটা করে দেবে ওরা।"

"করবে, সায়ার, যদি আপনি সত্যি সত্যি জোরানিউমকে ওদের হাতে তুলে দেন। তাতেও সে শহীদ বিপ্লবীর মর্যাদা পাবে।"

"এবার তুমি আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিচ্ছ। তুমি আসলে আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও?"

"জোরানিউমকে বেছে নেয়ার সুযোগ দিন। বলুন এম্পায়ারের খাতিরে আপনার উচিত তাকে বিচারের জন্য মাইকোজেনের হাতে তুলে দেয়া। কিন্তু মানবতা বোধ আপনাকে সেটা করতে বাধা দিচ্ছে। কারণ মাইকোজেন নিষ্ঠুর শাস্তির পদক্ষেপ নেবে। কাজেই বিকল্প হিসেবে সে চলে যেতে পারে নিশায়াতে। যে অনুন্নত গ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে এসেছে বলে সে দাবী করছিল এতদিন। বাকী জীবনটা ওখানে নিভৃতে এবং শান্তিতে কাটিয়ে দেবে। আপনি অবশ্যই তাকে পাহারা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন।"

"এতে সমাধান হবে?"

"অবশ্যই। মাইকোজেনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে জোরানিউম আসলে আত্মহত্যা করবে– আর তাকে সেরকম সাহসী মনে হয় নি আমার কাছে। সে অবশ্যই নিশায়া বেছে নেবে। কাজটা যুক্তিসঙ্গত হলেও একই সাথে কাপুরুষোচিত। নিশায়াতে নির্বাসিত থাকাকালীন এম্পায়ারের শীর্ষ ক্ষমতায় পৌছানোর মতো বড় কোনো আন্দোলন সে তৈরি করতে পারবে না। তার সংগঠনটা ভেঙ্গে যাবে। একজন শহীদ বিপ্লবীকে আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করা যায় কিন্তু একজন কাপুরুষকে অনুসরণ করা সত্যিই অসম্ভব।"

"চমৎকার! এমন একটা পরিকল্পনা কিভাবে করলে, সেলডন।" ক্লীয়নের কণ্ঠে প্রশংসা।

"আসলে আমার মনে হয়েছে– "

"বাদ দাও," বাধা দিলেন ক্লীয়ন। "জানি তুমি আমাকে সব খুলে বলবে না, বললেও বুঝব না। তবে একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার। ডেমারজেল দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছে। সর্বশেষ ক্রাইসিসটা প্রমাণ করেছে যে সে আর দায়িত্ব পালন করার মতো দক্ষ নয়। আমিও একমত যে এবার তার অবসর নেয়া উচিত। কিন্তু ফার্স্ট মিনিস্টার ছাড়া আমি চলতে পারব না। এই মুহূর্ত থেকে তুমি সেই দায়িত্ব পালন করবে।"

"সায়ার!" বিস্ময় এবং আতংক মিশ্রিত কণ্ঠে চীৎকার করলেন সেলডন।

"ফার্স্ট মিনিস্টার হ্যারি সেলডন," শান্ত সুরে বললেন ক্লীয়ন, "এটা সম্রাটের ইচ্ছা।"

২৫.

"অবাক হয়ো না," ডেমারজেল বলল। "পরামর্শটা আমার। অনেকদিন হয়ে গেল এখানে আছি আর ক্রাইসিসটা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে রোবটিক্সের তিন আইন আমাকে পঙ্গু করে দেয়। তুমিই যথার্থ উত্তরসূরি।"

"আমি যথার্থ উত্তরসূরি নই," উষ্মা প্রকাশ করলেন সেলডন। "এম্পায়ার চালানোর আমি কি জানি? সম্রাট বোকার মতো বিশ্বাস করে বসে আছেন যে এই ক্রাইসিসটা আমি সাইকোহিস্টোরি দিয়ে সমাধান করেছি। অবশ্যই আমি তা করি নি।"

"তাতে কিছু আসে যায় না, হ্যারি। সে যদি বিশ্বাস করে তোমার কাছে সাইকোহিস্টোরি আছে নিজের আগ্রহেই সে তোমাকে অনুসরণ করবে। এভাবেই তুমি ভালো একজন ফার্স্ট মিনিস্টার হয়ে উঠবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাকে অনুসরণ করে সে হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে।"

"আমি মনে করি তোমার অনুভূতি– অথবা অন্তর্জ্ঞান– তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে... সাইকোহিস্টোরি থাকুক বা না থাকুন।"

"কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি কি করব– ডানীল?"

"ওই নামে ডাকার জন্য ধন্যবাদ। আমি আর ডেমারজেল নই, শুধু ডানীল। আর আমাকে ছাড়া কি করবে– জোরানিউমের ধারণাগুলো কাজে পরিণত করতে পারো। সে হয়তো কোনোদিন করত না, শুধু মানুষের মন জয় করার জন্যই বলেছে। কিন্তু ধারণাগুলো চমৎকার। এভাবে রাইখকেও সাহায্য করা হবে। জোরানিউমের ধারণাগুলো সমর্থন করার পরেও সে তোমাকে সাহায্য করেছে। নিজেকে হয়তো সে বিশ্বাসঘাতক মনে করছে। তুমি প্রমাণ দাও যে আসলে সে তা নয়। তাছাড়া তুমি এখন আরো নিরাপদে সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করতে পারবে যেহেতু সম্রাট স্বয়ং তোমাকে সমর্থন দিয়ে যাবে।"

"কিন্তু তুমি কি করবে, ডানীল?"

"গ্যালাক্সিতে আরো অনেক বিষয় আছে যেখানে আমার মনযোগ দেয়া উচিত। তাছাড়া জিরোয়েথ ল এখনো বিদ্যমান এবং আমাকে মানবতার জন্য যা ভালো তাই করে যেতে হবে। তাছাড়া, হ্যারি– "

"বল, ডানীল।"

"ডর্স এখনো তোমার সাথে আছে।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "হ্যাঁ, ডর্স এখনো আমার সাথে আছে।" ডানীলের মজবুত হাতটা ধরে একটু বিরতি নিলেন তিনি। "বিদায়, ডানীল।"

"বিদায়, হ্যারি।" ডানীল জবাব দিল।

তারপর ঘুরে প্যালেসের হলওয়েতে অদৃশ্য হয়ে গেল রোবট, ফার্স্ট মিনিস্টারের ভারী আলখাল্লা তার হাঁটার সাথে মেঝেতে ঘষটাতে লাগল।

ডানীল চলে যাওয়ার পরও দাঁড়িয়ে রইলেন সেলডন। হারিয়ে গেছেন গভীর চিন্তায়। হঠাৎ করেই তিনি ফার্স্ট মিনিস্টারের কামরার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। ডানীলকে একটা কথা এখনো বলা হয় নি– সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা।

ভেতরে ঢোকার আগে হলওয়ের মৃদু আলোতে কিছুক্ষণ দ্বিধা করলেন সেলডন। কামরা খালি। কালো আলখাল্লা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে একটা চেয়ারের উপর। রোবটের উদ্দেশ্যে বলা হ্যারি সেলডনের কথাগুলো ফার্স্ট মিনিস্টারের চেম্বারে প্রতিধ্বনি তুলল: "বিদায় বন্ধু।" চলে গেছে ইটো ডেমারজেল, অদৃশ্য হয়ে গেছে আর. ডানীল অলিভো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব : প্রথম ক্লীয়ন

প্রথম ক্লীয়ন... যদিও সর্বশেষ সম্রাট হিসেবে তিনি বহুল আলোচিত যার অধীনে প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ার সত্যিকার অর্থেই সংগঠিত এবং উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল, তথাপি প্রথম ক্লীয়নের সিকি শতাব্দীর শাসন কাল ছিল অনবরত পতনের যুগ। এতে অবশ্য তার সরাসরি কোনো দায় দায়িত্ব ছিল না যেহেতু এম্পায়ারের পতনের পিছনে যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলো ছিল সেগুলো ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী যা ওই সময়ে কারো পক্ষেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব ছিল না। ফার্স্ট মিনিস্টার নির্বাচনে তিনি ছিলেন ভাগ্যবান। ইটো ডেমারজেল এবং পরে হ্যারি সেলডন, যার সাইকোহিস্টোরির উপর সম্রাট কখনো বিশ্বাস হারান নি। ক্লীয়ন এবং সেলডন জোরানুমাইট ষড়যন্ত্রের–

এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা

AMARBOI.COM

১.

ম্যান্ডেল গ্রুবার একজন সুখী মানুষ। অন্তত হ্যারি সেলডনের তাই মনে হয়। সকালের কাজ থামিয়ে সেলডন তাকে দেখতে লাগলেন।

গ্রুবার, সম্ভবত চল্লিশোর্ধ, সেলডনের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট, ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউন্ডে কাজ করার সুবাদে খানিকটা পেশীবহুল। তবে চমৎকার কামানো হাসিখুশি মুখ, পাতলা বালু রঙের চুল তার গোলাপী টাক ঢেকে রাখতে পারে নি। ছোট উদ্ভিদ ঝাড়গুলোতে পোকার আক্রমণ হয়েছে কি না সেটা দেখতে দেখতে আপন মনেই শিস বাজাল।

সে অবশ্য চীফ গার্ডেনার নয়। ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউন্ডের চীফ গার্ডেনার অত্যন্ত উঁচু একটা পদ, এই বিশাল প্যালেস কমপ্লেক্সে নিজস্ব রাজকীয় অফিস রয়েছে তার। যার অধীনে নারী পুরুষের বিশাল এক সেনাবাহিনী কাজ করে। সে হয়তো বছরে দুই একবার প্যালেস গ্রাউন্ড পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুবার সেই বিশাল কর্মীদলেরই একজন। সেলডনের জানামতে তার পদবী গার্ডেনার ফার্স্ট ক্লাস। ত্রিশ বছরের বিশ্বস্ত সেবার বিনিময়ে যথেষ্ট ভালো মজুরী পায় সে।

নুড়ি বিছানো চমৎকার মসৃণ পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সেলডন তাকে ডাকলেন, "চমৎকার দিন, গ্রুবার।"

গ্রুবারের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "অবশ্যই, ফার্স্ট মিনিস্টার। আর যারা ভেতরে বসে আছে তাদের জন্য আমি দুঃখিত।"

"যেমন আমি।"

"আপনার মতো মানুষের ব্যাপারে কিছু বলার নেই, ফার্স্ট মিনিস্টার, তবে এমন চমৎকার একটা দিনে আপনি যদি ওই ভবনগুলোর ছাদের নীচে হারিয়ে যান তাহলে আমাদের মতো ভাগ্যবান কয়েকজন আপনার জন্য দুঃখ বোধ করতেই পারে।"

"তোমার সমবেদনার জন্য ধন্যবাদ, গ্রুবার। কিন্তু তুমি জানো গম্বুজগুলোর নীচে চল্লিশ বিলিয়ন মানুষ বাস করে। তুমি কি ওদের জন্যও দুঃখ বোধ কর?"

"অবশ্যই। ট্র্যানটরিয়ান নই বলে আমি খুশি, সেজন্যই গার্ডেনার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। এই গ্রহে অল্প কয়েকজনই আছে যারা এই উন্মুক্ত প্রান্তরে কাজ করতে পারে। আমি সেই অল্প কয়েকজন ভাগ্যবানদের একজন।"

"আবহাওয়া সবসময় এমন চমৎকার থাকে না।"

"সত্যি কথা। আমি প্রচন্ড বৃষ্টি, ঠান্ডা, ঝড়ো বাতাসেও এখানে কাজ করেছি। উপযুক্ত পোশাক পরে রাখলে... দেখুন-" মুখের হাসির মতো হাত দুটোকেও দুপাশে ছড়ালো সে যেন বিশাল প্রান্তরটাকে জড়িয়ে ধরবে। "আমার অনেক বন্ধু আছে– গাছ, লনের ঘাস, কীট পতঙ্গ আর পশুপাখিগুলো আমাকে সঙ্গ দেয়– এবং জ্যামিতিক নক্সাটা ঠিক রাখতে আমাকে সাহস যোগায়, এমন কি শীতকালেও। গ্রাউন্ডের জ্যামিতিক নক্সাটা কখনো দেখেছেন ফার্স্ট মিনিস্টার?"

"এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছি, তাই না?"

"আমি বলছি পুরোটা একসাথে কখনো দেখেছেন– চমৎকার পরিকল্পনা। তৈরি করেছিলেন ট্যাপার সাভান্ড, প্রায় একশ বছর আগে, তারপর থেকে খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। ট্যাপার ছিল খুব বড় মাপের হর্টিকালচারিস্ট, সবার সেরা– এবং সে এসেছিল আমার গ্রহ থেকে।"

"এ্যানাক্রন, তাই না?"

"হ্যাঁ, অনেক দূরের একটা গ্রহ, প্রায় গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে এবং ওখানে আকাশ আর প্রকৃতি এখনো উন্মুক্ত। ট্র্যানটরে যখন আসি আমি তখন ছোট বাচ্চা, বর্তমান চীফ গার্ডেনার যখন আগের সম্রাটের অধীনে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এখন আবার গ্রাউন্ডটাকে নতুন করে সাজানোর কথা চলছে।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল গ্রুবার। "ভুল হবে কাজটা। এখন যেভাবে আছে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। চমৎকার বিন্যাস, সঠিক ভারসাম্য, দৃষ্টি এবং মনের জন্য উপাদেয়। অবশ্য আগেও কয়েকবার গ্রাউন্ডের নকশা পাল্টানো হয়েছে। সম্রাটরা পুরনো জিনিস দেখতে দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লান্ত হয়ে পরেন, সবসময় নতুন জিনিস চান। যেন নতুন কিছু হলেই সেটা ভালো হবে। বর্তমান সম্রাট, তার দীর্ঘজীবন কামনা করি, চীফ গার্ডেনারের সাথে নকশার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি এইরকমই শুনেছি আরকি।" শেষ মন্তব্যটা দ্রুত যোগ করল সে, যেন প্রাসাদে গুজব ছড়ানোর জন্য লজ্জিত।

"সেরকম কিছু হয়তো হবে না।"

"আমিও আশা করি যে হবে না, ফার্স্ট মিনিস্টার। দমবন্ধ করা কাজ থেকে একটু অবসর পেলে বাগানে এসে কিছুক্ষণ বেড়াবেন। এটা দুর্লভ এক সৌন্দর্য। কোথাও কোনো বিচ্যুতি পাবেন না। গাছের পাতা, ফুল, খরগোস, সবকিছু নিঁখুতভাবে খাপে খাপে বসানো।"

হাসলেন সেলডন। "তুমি সত্যিকারের একজন নিবেদিত কর্মী, গ্রুবার। একদিন চীফ গার্ডেনার হলে আমি অবাক হব না।"

"ভাগ্য সহায় হোক। চীফ গার্ডেনার কখনো বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন না, কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেন না, প্রকৃতির কাছ থেকে যা শিখেছেন সব ভুলে গেছেন। তিনি বাস করেন ওখানে–" বিতৃষ্ণা নিয়ে আঙ্গুল তুলে দেখাল গ্রুবার। "আমার মনে হয় না তিনি নিজে থেকে বাগানের কোনো অংশ চিনতে পারবেন, অধীনস্তদের কেউ যদি তাকে দেখিয়ে না দেয়।"

"তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগল, গ্রুবার। দিনের কাজ শেষে যদি সময় পাই তাহলে মাঝে মাঝে তোমার জীবন দর্শন শুনতে ভালোই লাগবে।"

"ফার্স্ট মিনিস্টার, আমি দার্শনিক নই। আমি লেখাপড়া শিখি নি।"

"দার্শনিক হওয়ার জন্য লেখাপড়া শিখতে হয় না। খোলা মন আর জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। নিজের যত্ন নিও, গ্রুবার। আমি তোমার পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দেব।"

"আপনি চাইলেই পারবেন, ফার্স্ট মিনিস্টার, কিন্তু আমি যেমন আছি তেমন থাকতে দিলেই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।"

ঘোরার সময়ও হাসছিলেন সেলডন, কিন্তু বর্তমান সমস্যাটা মনে পড়তেই মুখের হাসি মুছে গেল। দশ বছর হয়ে গেল ফার্স্ট মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করছেন– গ্রুবার যদি জানত যে দায়িত্বটা কি ভীষণ ক্লান্তিকর তাহলে তার সমবেদনা আরো বেড়ে যেত। গ্রুবার কি বুঝতে পারবে যে সাইকোহিস্টোরির অগ্রগতি থেকে সেলডন একটা মারাত্মক উভয় সংকট পরিস্থিতির আভাস পাচ্ছেন।

২.

বাগানে সেলডনের চিন্তিত পায়চারি দেখে মনে হবে তিনি ভীষণ শান্তিতে আছেন। বিষয়টা সত্যিই অবিশ্বাস্য যে সম্রাটের বাসস্থানের এই অংশটুকু ছাড়া পুরো গ্রহটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাতুর তৈরি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানে, ঠিক এইখানে এলেই মনে হয় তিনি যেন তার নিজ গ্রহ হ্যালিকন অথবা গ্রুবারের গ্রহ এ্যানাক্রনের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

যদিও মনের শান্তি একটা কল্পনা মাত্র, বাগানের চারপাশেই গার্ড, কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

এক সময়, প্রায় হাজার বছর আগে, ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউন্ড এতোটা রাজকীয় ছিল না, গ্রহের অন্যান্য অংশের সাথে পার্থক্য ছিল না খুব বেশী। কিছু কিছু অঞ্চলে গম্বুজ নির্মাণ সবে মাত্র শুরু হয়েছে তখন। এই অংশটা ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। সম্রাট কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই প্রাসাদের শান বাঁধানো পথে হেঁটে বেড়াতেন, প্রজাদের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়তেন।

সময় বদলে গেছে। এখন চারপাশে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং ট্র্যানটরের কারো পক্ষেই সেটা ভেদ করা সম্ভব নয়। তাতে বিপদ কমে নি যদিও, কারণ বিপদ যদি আসে তা আসবে অসন্তুষ্ট কোনো রাজকর্মচারী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সৈনিকদের কাছ থেকেই। আসলে এই প্যালেস গ্রাউন্ডেই সম্রাট এবং তার বিশ্বস্ত কর্মচারীরা সবসময় বিপদের মধ্যে থাকেন। দশ বছর আগে কি হতো, যদি ডর্স ভেনাবিলি না থাকত সেলডনের সাথে?

সেটা ছিল তার ফার্স্ট মিনিস্টারশীপের প্রথম বছর। এবং তিনি জানতেনই যে এই পদে তার নিয়োগ ইম্পেরিয়াল কোর্টের অনেকেই ভালো চোখে দেখবে না। কারণ তারা অনেক বেশী প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং দীর্ঘদিন থেকেই সম্রাটের সেবা করছে। তারা রাগান্বিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। তারা তো আর সাইকোহিস্টোরির কথা জানে না, জানে না সম্রাট এই বিজ্ঞানের উপর কতখানি নির্ভর করছেন। কাজেই তারা ফার্স্ট মিনিস্টারের দেহরক্ষীদের একজনকে লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলল।

ডর্স নিশ্চয়ই আরো অনেকগুন বেশী সতর্ক ছিল। অথবা দৃশ্যপট থেকে ডেমারজেলের অন্তর্ধানের পর সেলডনের নিরাপত্তার বিষয়টা তার কাছে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যাই হোক, সত্যি কথাটা হলো, ফার্স্ট মিনিস্টারশীপের প্রথম কয়েকটা বছর ডর্স তার সাথে ছায়ার মতো ঘুরত।

চমৎকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের পড়ন্ত বেলায় অস্তগামী সূর্যের আলোর ঝলকানি চোখে পড়ল ডর্সের– কিন্তু ট্র্যানটরের গম্বুজের নিচে তো সূর্য থাকার কথা নয়– আসলে তা ছিল ব্লাস্টারের উপর আলোর প্রতিফলন।

"শুয়ে পড়ো, হ্যারি!" হঠাৎ চীৎকার করে বলল সে, তারপর ঘাসের উপর দিয়ে দৌড় দিল সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে।

"ব্লাস্টারটা আমার হাতে দাও সার্জেন্ট।" হিসহিসিয়ে বলল সে।

সম্ভাব্য খুনী প্রথমে খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল, কারণ একটা মেয়ে তার দিকে ছুটে আসবে এটা সে আশা করে নি। তবে সামলে নিল দ্রুত, ব্লাস্টার তুলতে লাগল।

কিন্তু ডর্স এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে। সার্জেন্টের ডান হাত মুচড়ে খানিকটা উপরে তুলল। দাঁতে দাঁত চেপে নির্দেশ দিল, "ফেলে দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত ছাড়াতে গিয়ে ব্যথায় সার্জেন্টের মুখ বিকৃত হয়ে গেল।

"চেষ্টা করে লাভ নেই, সার্জেন্ট। আমার হাটু তোমার কুঁচকি থেকে মাত্র তিন ইঞ্চি দূরে, তুমি চোখের পলক ফেললেও এমন গুতো মারব যে নিজেকে আর পুরুষ বলে পরিচয় দিতে পারবে না। কাজেই জমে যাও। চমৎকার। ঠিক আছে, এবার হাত খোলো। এই মুহূর্তে ব্লাস্টার ফেলে না দিলে আমি তোমার হাত ভেঙ্গে দেব।"

গার্ডেনারদের একজন লম্বা একটা নিড়ানি নিয়ে দৌড়ে এল কিন্তু হাতের ইশারায় তাকে দূরে থাকতে বলল ডর্স। সার্জেন্ট ব্লাস্টার মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

সেলডনও এসে পৌঁছলেন, "আমার হাতে ছেড়ে দাও, ডর্স।"

"মোটেই না। ব্লাস্টার নিয়ে ঐ গাছগুলোর আড়ালে চলে যাও। আরো অনেকে জড়িত থাকতে পারে– তৈরি থাকবে।"

ডর্স হাতের বাঁধন একটুও শিথিল করে নি। বলল, "এবার, সার্জেন্ট, ফার্স্ট মিনিস্টারকে হত্যা করার নির্দেশ তোমাকে কে দিয়েছে– আর কে কে জড়িত এই চক্রান্তে তাদের প্রত্যেকের নাম।"

সার্জেন্ট জবাব দিল না।

"বোকামী করো না। কথা বল!" হাতে আরেকটু মোচড় দিতেই হাটু গেড়ে বসে পড়ল সার্জেন্ট। তার গলার উপর পা রেখে ডর্স বলল, "যদি বোবা সেজে থাক তাহলে আমি তোমার কণ্ঠনালী ভেঙ্গে ফেলব, সারা জীবনের জন্য বোবা হয়ে যাবে। অবশ্য তার আগে একটা একটা করে শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভাঙব। কথা বললেই ভালো হবে।"

মুখ খুলল সার্জেন্ট।

সেলডন পরে তাকে বলেছিলেন, "তুমি পারতে, ডর্স? আমার বিশ্বাস হয় না তুমি এতো দয়া মায়াহীন।"

"আমি লোকটাকে তেমন আঘাত করি নি, হ্যারি।" ঠান্ডা স্বরে জবাব দিয়েছিল ডর্স। "হুমকিটাই যথেষ্ট ছিল। যাই হোক তোমার নিরাপত্তা অন্য সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারতে।"

"কেন? পৌরুষ দেখানোর জন্য? প্রথমত তুমি দ্রুত এ্যাকশনে যেতে পারতে না। দ্বিতীয়ত: তুমি পুরুষ, তোমার কাছ থেকে সে ওরকম নৃশংসতাই আশা করত। আমি নারী আর প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে যে নারীরা পুরুষের মতো হিংস্র এবং সবল নয়। গল্পটা ছড়িয়ে পড়বে এবং সবাই আমাকে ভয় করবে। আমার ভয়েই কেউ তোমার ক্ষতি করার কথা চিন্তা করবে না।"

"তোমার ভয়ে এবং মৃত্যুদন্ডের ভয়ে। তুমি জানো, সার্জেন্ট আর তার সঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।"

এই কথায় ডর্সের স্বভাবজাত নির্বিকার মুখেও অস্বস্তির ছায়া পড়ল, যেন মৃত্যুদন্ডের কথাতে সে মর্মাহত। যদিও সার্জেন্ট দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই তার প্রিয় হ্যারিকে খুন করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“মেরে ফেলার কি দরকার। নির্বাসনই তো যথেষ্ট।” বিস্মিত হয়ে বলল সে।

“না, যথেষ্ট নয়,” সেলডন বললেন। “অনেক দেরী হয়ে গেছে। ক্লীয়ন মৃত্যুদন্ড ছাড়া আর কিছু মানবেন না।”

“তুমি বলতে চাও সম্রাট এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন?”

“সাথে সাথেই। আমি নির্বাসন অথবা যাবজ্জীবনের কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বলেছেন, এটা তার প্রাসাদ, তার নিরাপত্তা রক্ষী। এদের আনুগত্যের উপরই তার নিরাপত্তা নির্ভর করছে। কাজেই অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। না দিলে এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তবে আমার অনুরোধে একটা লোকদেখানো বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুদন্ড ছাড়া অন্য কিছু তিনি বরদাস্ত করবেন না।”

“তুমি বেশ স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপারটা গ্রহণ করেছ। এতে তোমারও সম্মতি আছে?”

অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়লেন সেলডন “হ্যাঁ, আছে।”

“কারণ তোমার জীবনের উপর আঘাত এসেছিল। প্রতিশোধ না নেয়ার লক্ষ্য থেকে তুমি সরে এসেছ?”

“ডর্স, আমি প্রতিহিংসা পরায়ণ মানুষ নই। কিন্তু শুধু আমার জীবন বা সম্রাটের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়েছিল তা ভাববার মতো কোনো বিষয় নয়। এম্পায়ারের সাম্প্রতিক ইতিহাস শুধু একটা বিষয়েই আমাদের পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে, আর তা হলো সম্রাটরা আসে আর যায়। মূল কথা হচ্ছে সাইকোহিস্টোরি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। নিঃসন্দেহে, যদি আমার কিছু হয়ে যায় তারপরেও সাইকোহিস্টোরি একদিন গড়ে উঠবে। কিন্তু এম্পায়ার দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে, অপেক্ষা করার সময় নেই– এবং একমাত্র আমিই সম্পূর্ণতা প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো তৈরি কারার ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হতে পারব।”

“তাহলে তুমি যা জানো তা অন্যদের শিখিয়ে দাও।” গম্ভীর সুরে বলল ডর্স।

“তাই করছি। ইউগো এমারিল আমার যথার্থ উত্তরসূরি। তাছাড়া একদল প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। একদিন তারাও কাজে আসবে। কিন্তু তাদের কেউই– ” থামলেন তিনি।

“তাদের কেউই তোমার মতো দক্ষ নয়– মেধাবী নয়, যোগ্য নয়? সত্যিই?”

“আমি তাই মনে করি,” জবাব দিলেন সেলডন। “তাছাড়া আমি মানুষ। সাইকোহিস্টোরি আমার এবং যদি তা কোনোদিন গড়ে উঠে, পুরো কৃতিত্বটাই আমি নিতে চাই।”

“হায়রে মানুষ,” প্রায় বিষণ্ন ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডর্স।

যথাসময়েই শাস্তির কাজ সম্পন্ন হলো। গত এক শতাব্দীতে এমন নজিরবিহীন বিচার কেউ দেখে নি। দুইজন মন্ত্রী, পাঁচ জন নিম্নপদস্থ কর্মচারী, হামলাকারী সার্জেন্ট সহ চারজন সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো বিনা বাধায়। যে সকল গার্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তদন্তকারীদের সন্তুষ্ট করতে পারল না তাদেরকে তৎক্ষণাৎ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে প্রত্যন্ত আউটার ওয়ার্ল্ডে নির্বাসন দেয়া হলো।

তারপর থেকেই অবাধ্যতার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি আর ফার্স্ট মিনিস্টারের নিরাপত্তার ব্যাপারে সীমাহীন কড়াকড়ি আরোপ করা হলো। ডর্স, সেই ভয়ংকর মহিলা– আড়ালে সবাই তাকে ডাকতে শুরু করে 'দ্য টাইগার ওমেন '– প্রতিটি মুহূর্ত সেলডনের সাথে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস কমিয়ে আনল, কারণ তার অদৃশ্য অনুপস্থিতিই সেলডনের জন্য অপ্রতিরোধ্য নিরাপত্তা বেষ্টনি হয়ে উঠে। সম্রাট ক্লীয়নও গত প্রায় দশটা বছর সীমাহীন নিরাপত্তায় এবং নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালিয়ে আসছেন।

যাইহোক, সাইকোহিস্টোরি এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে কোনো এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হতে পারে। সেলডন তার অফিস (ফার্স্ট মিনিস্টার) থেকে গবেষণাগারে (সাইকোহিস্টোরিয়ান) যাওয়ার সময়ে এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়লেন যে শান্তির যুগ বোধহয় শেষ হতে যাচ্ছে।

৩.

AMARBOI.COM

যাই হোক, নিজের গবেষণাগারে ঢোকার সময় আত্মতৃপ্তির ভাবটা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না সেলডন।

কি ভাবে সব পাল্টে গেছে।

শুরু হয়েছিল বিশ বছর আগে কিছু এলোমেলো ধারণা আর পুরনো একটা হ্যালিকনিয়ান কম্পিউটার দিয়ে। সেটাই ছিল কালক্রমে অবিশ্বাস্য জটিল গণিতে পরিণত হওয়ার প্রথম হালকা আভাস। মেঘের আঁড়াল থেকে সূর্য যেমন হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দেয় ঠিক সেভাবেই ধারণাটা তার মাথায় আসতে থাকে।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটেছে স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি আর ইউগো এমারিল একসাথে কাজ করেছেন। সমীকরণগুলো সরলীকরণের চেষ্টা করেছেন, অপ্রয়োজনীয় ইনফিনিটিগুলো দূর করার চেষ্টা করেছেন, চরম বিশৃঙ্খলার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে বের করেছেন। অবশ্য সাফল্যের পরিমাণ খুবই কম।

কিন্তু এখন, দশ বছর ফার্স্ট মিনিস্টারের দায়িত্ব পালনের বদৌলতে, বিশাল এক অফিসে অত্যাধুনিক কম্পিউটার নিয়ে অগণিত কর্মী বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজ করে চলেছে।

প্রয়োজনের খাতিরেই তার কর্মীদের কেউই– অবশ্য ইউগো আর তিনি বাদে– তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছাড়া আর বেশী কিছু জানে না। তারা শুধু পাহাড়ের মতো বিশাল সাইকোহিস্টোরির ছোট একটা গিরিখাত বা ঝোপঝাড়পূর্ণ একটা ঢালু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ নিয়ে কাজ করছে। শুধু সেলডন আর এমারিলই পুরো পাহাড়টাকে জানেন, যদিও তারা নিজেরাও ভালো ভাবে জানেন না। এই পাহাড়ের শীর্ষ এখনো মেঘের আড়ালে ঢাকা, ঢালু পথগুলো এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন।

ডর্স ঠিকই বলেছে। এখন থেকেই বাছাই করা কর্মীদের ধীরে ধীরে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সাথে পরিচিত করে তোলা উচিত। দুজন মানুষের পক্ষে পুরো কৌশলটা সামলানো এখন অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সেলডনের বয়স হচ্ছে। তিনি হয়তো আরো দশ-বিশ বছর বাঁচবেন কিন্তু নিঃসন্দেহে যৌবনের উদ্যম আর কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলবেন।

এমন কি কয়েক মাসের ভেতরেই এমারিল উনচল্লিশে পা দেবে। ঠিক বুড়ো বলা যাবে না আবার গণিতবিদ হওয়ার মতো তরুণও নয়। হয়তো তার নতুন এবং ব্যতিক্রমী উদ্ভাবনী ক্ষমতাটা আর থাকবে না।

তাকে ঢুকতে দেখে এমারিল এগিয়ে এল। স্নেহের দৃষ্টিতে সেলডন তাকে দেখতে লাগলেন। রাইখের মতো এমারিলও ডাহ্লাইট ছিল। কিন্তু এখন খাটো কিন্তু সবল দেহাবয়ব থাকা সত্ত্বেও এমারিলকে কেউ ডাহ্লাইট বলবে না। তার গোঁফ নেই, ডাহ্লাইট বাচনভঙ্গী নেই, তার চিন্তা ধারণা ডাহ্লাইটদের মতো নয়। জো-জো-জোরানিউমের মতবাদও তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি, অথচ প্রত্যেকটা ডাহ্লাইট জোরানিউমের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল।

কোনো সেক্টর, কোনো গ্রহ বা এমন কি ইম্পেরিয়াম এর জন্যও এমারিলের কোনো মমতা নেই। তার একমাত্র ভালোবাসা– নিজেকে সে সম্পূর্ণ এবং পুরোপুরি উৎসর্গ করেছে– সাইকোহিস্টোরির জন্য।

খানিকটা অপূর্ণতা বোধ করলেন সেলডন। তিনি যে হ্যালিকনিয়ান এটা কখনো ভুলতে পারেন না। মাঝে মাঝে ভয় পান এতে তার কাজের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না। কারণ নিখুঁতভাবে সাইকোহিস্টোরি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শুধু বিশ্বসমূহ এবং সেক্টরসমূহের উর্ধ্বে উঠে মানবতা এবং চোখে দেখা যায় না এমন সব কাঠামো নিয়ে কাজ করতে হবে– আর এমারিল ঠিক তাই করছে।

কিন্তু সেলডন তা করতে পারছেন না, নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বীকার করলেন তিনি।

"অগ্রগতি হচ্ছে, হ্যারি। মনে হয়।" এমারিল বলল।

"মনে হয়, ইউগো? শুধুই মনে হয়।"

"স্পেস স্যুট না পড়ে আমি মহাকাশে ঝাপ দিতে চাই না," গুরুত্বের সাথেই কথাগুলো বলল সে। (তার যে সেন্স-অব-হিউমার বলতে কিছু নেই এটা জানেন সেলডন। কথা বলতে বলতে দুজনে ব্যক্তিগত অফিসে ঢুকলেন। কামরাটা ছোট কিন্তু নিরাপদ।)

পায়ের উপর পা তুলে বসল এমারিল। "বিশৃঙ্খলার কাছাকাছি পৌছানোর জন্য নতুন যে পরিকল্পনা করেছ সেটা হয়তো আংশিক কাজ করবে– কিন্তু তার ফলে তীক্ষ্ণতা বাড়বে অনেকখানি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি যেন বিড়বিড় করল এমারিল, তা

রব।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্ত কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করে সে (আর এখন প্রাইম রেডিয়্যান্ট নিয়ে)– শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন কোনো কাজ সে করে না। যদিও দুএকজন মেয়েকে তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখা গেছে, কিন্তু সেলডন জানেন যে সে বিয়ে করে নি। মারাত্মক ভুল। সঙ্গীকে সময় দেয়ার জন্য, সন্তানের যত্ন নেয়ার জন্য এমনকি কাজ পাগল একজন মানুষও খানিকটা অবসর কাটাতে বাধ্য হয়।

সেলডন এখনো সুঠাম দেহী এবং মেদহীন। ডর্স তাকে শরীর ঠিক রাখার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত সাহায্য করছে।

"কি দেখছি আমি?" এমারিল বলল। "এম্পায়ার জটিল সমস্যায় পড়েছে।"

"এম্পায়ার সবসময় সমস্যার মধ্যেই ছিল।"

"হ্যাঁ, কিন্তু বর্তমান সমস্যাটা অনেক বেশী নির্দিষ্ট। কেন্দ্রে হওয়ার সম্ভাবনাই অনেক বেশী।"

"ট্র্যানটরে?"

"মনে হয়। অথবা পেরিফেরিতে। হয়তো এখানে একটা খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হবে– খুব সম্ভবত গৃহযুদ্ধ– অথবা কাছাকাছি আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।"

"এই সম্ভাবনা বের করার জন্য সাইকোহিস্টোরির দরকার নেই।"

"মজার ব্যাপার হচ্ছে দুটো সম্ভাবনার মধ্যে সুন্দর একটা বোঝাপড়া আছে। দুটো একসাথে ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। এটা দেখো! তোমার নিজের তৈরি করা সমীকরণ। ভালো করে দেখো।"

দুজনেই প্রাইম রেডিয়্যান্টের উপর ঝুঁকে থাকল অনেকক্ষণ।

তারপর সেলডন বললেন, "বুঝতে পারছি না দুটোর মাঝে কেমন করে বোঝাপড়া থাকতে পারে।"

"আমিও বুঝতে পারি নি, হ্যারি, কিন্তু আমরা যা দেখতে চাই সেটাই যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সাইকোহিস্টোরির মূল্য থাকল কই। এটা এমন জিনিস প্রমাণ করছে যা আমরা দেখব না। এটা থেকে প্রমাণ হচ্ছে না কোন বিকল্প পথ সবচেয়ে ভালো হবে, এবং দ্বিতীয় কথা হলো কিভাবে সবচেয়ে ভালো পথটাকে সবল করে খারাপটাকে দুর্বল করে তোলা যাবে।"

সেলডন ঠোঁট বাঁকা করলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "আমি বলতে পারি কোনটা সবচেয়ে ভালো হবে। পেরিফেরি ছেড়ে দিয়ে ট্র্যানটর ধরে রাখতে হবে।"

"তাই?"

"কোনো দ্বিমত নেই। প্রধান কারণ আমরা এখানে আছি।"

"আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চয়ই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়।"

"না, কিন্তু সাইকোহিস্টোরির নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যদি ট্র্যানটরের পরিস্থিতি আমাদেরকে বাধ্য করে সাইকোহিস্টোরির গবেষণা বন্ধ করে দিতে তাহলে পেরিফেরি ধরে রেখে কী লাভ? বলছি না যে আমাদেরকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সাইকোহিস্টোরির অগ্রগতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরই আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। এম্পায়ারের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে পেরিফেরিতে হয়তো ভাঙ্গন শুরু হবে কিন্তু দীর্ঘ সময় লাগবে কেন্দ্রে পৌছতে।

"তোমার কথা সঠিক হলেও ট্র্যানটরকে স্থিতিশীল রাখার জন্য কি করা যায়?"

"ভেবে দেখতে হবে।"

খানিক বিরতির পর সেলডন বললেন, "চিন্তা করতে আমার কখনোই ভালো লাগে না। ধরো যদি এমন হয় যে এম্পায়ার ভুল পথে চলছে এবং হয়তো শুরু থেকেই ভুল পথে ছিল? গ্রুবারের সাথে যতবার কথা বলি ততবারই আমার এই কথা মনে হয়।"

"গ্রুবার কে?"

"মেন্ডেল গ্রুবার। গার্ডেনার।"

"ও, তোমার উপর হামলার সময় যে তোমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। এই জন্য আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। ওর হাতে ছিল শুধু একটা নিড়ানি যেখানে সম্ভাব্য খুনীদের হাতে ছিল ব্লাস্টার। এটাই হলো আনুগত্য। ওর সাথে কথা বলা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করার মতো। সবসময় তো কোর্ট অফিশিয়াল আর সাইকোহিস্টোরিয়ানদের সাথে কথা বলা যায় না।"

"ধন্যবাদ।"

"তুমি জানো আমি কি বোঝাতে চাইছি। গ্রুবার খোলা জায়গা পছন্দ করে। সে বাতাস, বৃষ্টি, হুল ফোটানো ঠান্ডা আর নগ্ন প্রকৃতিতে যা পাওয়া যায় তার সবকিছুই পছন্দ করে। মাঝে মাঝে আমিও এই জিনিসগুলোর অভাব বোধ করি।"

"আমি করি না। খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর কোনো শখ আমার নেই।"

"তুমি বেড়ে উঠেছ গম্বুজের নীচে। কিন্তু যদি অতি সাধারণ আর শিল্প বিহীন গ্রহ নিয়ে এম্পায়ার তৈরি হতো, যেখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত কম, প্রচুর খালি জায়গা রয়েছে, পশুপালন আর কৃষিকাজই মূল পেশা। আমরা তাহলে আরো ভালোভাবে থাকতে পারতাম না?"

"শুনেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

"অবসর সময়ে বিষয়টা আমি একটু ভেবে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে এটা আসলে অস্থিতিশীল ভারসাম্য অবস্থা। স্বল্প জনসংখ্যার যে গ্রহের কথা বলেছি সেগুলো হয় দরিদ্রতর এবং মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে– পশুর জীবন স্তরে পতিত হবে– অথবা শিল্পোন্নয়নে মনোনিবেশ করবে। গ্রহটা দাঁড়িয়ে থাকবে পাতলা একটা দড়ির উপর। যে কোনো দিকেই মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। এবং প্রায় ক্ষেত্রেই গ্যালাক্সির অধিকাংশ গ্রহ শিল্পোন্নয়নের দিকে ঝুঁকে পড়ে।"

"কারণ সেটাই ভালো।"

"হয়তো। কিন্তু সারাজীবন এভাবে চলতে পারে না। একদিকে বেশী ঝুঁকে পড়ার ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। এম্পায়ার আর বেশীদিন টিকবে না। কারণ– অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। এরচেয়ে ভালো কোনো শব্দ আমার মাথায় আসছে না। তারপরে কি হবে আমরা জানি না। যদি সাইকোহিস্টোরির মাধ্যমে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙ্গন ঠেকানো যায়, অথবা এই কথা বলাই বোধহয় যথাযথ হবে যে ভাঙ্গন পরবর্তী পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায়, সেটা কি আরেকটা অধিক উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির সূত্রপাত হবে? এটাই কি মানবজাতির ভবিষ্যত? সিসিপাস এর মতো বিশাল এক পাথর ঠেলে ঠেলে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাবার পর অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা পাথরটা আবার পাহাড়ের পাদদেশে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে?"

"সিসিপাস কে?"

"প্রাগৈতিহাসিক পুরাকাহিনীর একটা চরিত্র। ইউগো, তোমার আরো বেশী বেশী পড়া উচিত।"

"যেন সিসিপাস কে তা জানতে পারি। কোনো দরকার নেই। হয়তো সাইকোহিস্টোরি আমাদেরকে সম্পূর্ণ নতুন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ দেখাবে, যা হবে আমাদের জানা এবং দেখা সবকিছু থেকে ভিন্ন, অনেক বেশী স্থিতিশীল এবং যথাযথ।"

"আমিও আশা করি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সেলডন। "আমিও আশা করি কিন্তু কোনো আলো দেখছি না। অদূর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে শুধু পেরিফেরিগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করাতেই মনযোগ দিতে হবে। এটাই হবে গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পতনের সূত্রপাতের নিদর্শন।"

৪

"ঠিক এই কথাগুলোই বলেছি আমি," বললেন হ্যারি সেলডন। "'এটাই হবে গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পতনের সূত্রপাতের নিদর্শন,' এবং তাই হবে, ডর্স।"

মনযোগ দিয়ে শুনছে ডর্স। সেলডনের ফার্স্ট মিনিস্টারশীপ সে ঠিক সেই ভাবেই মেনে নিয়েছে যেভাবে অন্যসব কিছু মেনে নেয়– শান্ত ভাবে। তার একমাত্র দায়িত্ব সেলডন এবং সাইকোহিস্টোরির নিরাপত্তা, কিন্তু সে জানে এই কাজটা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে সেলডনের নতুন গুরু দায়িত্বের কারণে। সবচেয়ে ভালো নিরাপত্তা হচ্ছে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা এবং, মহাকাশযান আর নক্ষত্র চিহ্ন– এম্পায়ারের প্রতীক– যতদিন সেলডনের কাঁধে জ্বলজ্বল করবে, যত কড়া নিরাপত্তাই থাকুক না কেন সে নিশ্চিত হতে পারবে না।

এখন তারা বিলাসিতার মধ্যে বাস করছে– স্পাই বীম থেকে রক্ষার জন্য সতর্ক শীল্ড, দেহরক্ষী ; তার নিজের গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল এবং সুযোগ সুবিধা– তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কোয়ার্টারের বিনিময়ে এই সব কিছু সে খুশি মনে ছেড়ে দিতে রাজী। অথবা আরো ভালো হয় যদি অচেনা কোনো সেক্টরে চলে যেতে পারে যেখানে কেউ তাদেরকে চিনবে না।"

"খুব ভালো কথা, হ্যারি।" সে বলল, "কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়।"

"কি যথেষ্ট নয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“যে তথ্য আমাকে দিচ্ছ। তুমি বলছ হয়তো পেরিফেরির নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাত থেকে চলে যাবে। কিভাবে? কেন?”

মৃদু হাসলেন সেলডন। “সেটা জানলে কত ভালোই না হতো। কিন্তু সাইকোহিস্টোরি এখনো সেই পর্যায়ে পৌছায় নি।”

“তাহলে তোমার ধারণা কোনো গভর্নর উচ্চাভিলাষী হয়ে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করতে পারে?”

“সেটা অবশ্যই বিবেচ্য। অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে– আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো– তবে টিকতে পারে নি। এবার মনে হচ্ছে স্থায়ী হবে।”

“কারণ এম্পায়ার দুর্বল হয়ে পড়েছে?”

“হ্যাঁ, কারণ বাণিজ্য এখন অতীতের তুলনায় অনেক কম অবাধ, কারণ অতীতে যোগাযোগ যতটা নিয়ন্ত্রণহীন ছিল এখন তা নেই, কারণ পেরিফেরির গভর্নররা এখন অতীতের তুলনায় আরো বেশী স্বাধীন। যদি তারা উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠে– ”

“তুমি বলতে পারবে কোন পেরিফেরি হতে পারে?”

“মোটেই না। সাইকোহিস্টোরি থেকে এই মুহূর্তে আমরা নিশ্চিত করে শুধু এইটুকুই নির্ণয় করতে পারব যে যদি কোনো বেপরোয়া গভর্নর উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নিতে চায় তখন সে দেখবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অতীতের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী সহায়ক। অন্যরকমও হতে পারে– ব্যাপক আকারের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দূরবর্তী কোনো আউটার ওয়ার্ল্ড কোয়ালিশনের মাঝে গৃহযুদ্ধ। কি ঘটবে তা এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তবে এটা বলা যায় যে যাই ঘটুক না কেন তাতে বিপদের ঝুঁকি অতীতের তুলনায় এখন অনেক গুণ বেশী।”

“কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করে না বলতে পারো পেরিফেরিতে কি ঘটবে তাহলে কিভাবে ঘটনাসমূহকে এমন পথে পরিচালিত করবে যাতে ট্র্যানটর বাদে পেরিফেরিগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিশ্চিত করা যায়?”

“উভয় দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ট্র্যানটরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং পেরিফেরিতে স্থিতিশীলতা ধরে রাখার প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে। সাইকোহিস্টোরি কিভাবে কাজ করে বিশদভাবে তা না জেনেই আমরা আশা করতে পারি না যে এটা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ঘটনা সাজিয়ে দেবে। কাজেই আমাদেরকে ম্যানুয়াল কন্ট্রোল ব্যবহার করতে হবে। আগামী দিনে হয়তো কৌশলটা আরো উন্নত হবে এবং ম্যানুয়াল কন্ট্রোলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে।”

“কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের কথা, তাই না?”

“ঠিক। এবং শুধু আশা করছি যে হবে।”

“আর ট্র্যানটরে কি ধরনের অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে– যদি আমরা পেরিফেরি ধরে রাখতে চাই?”

“একই রকম– অর্থনৈতিক এবং সামাজিক, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উচ্চাভিলাষী পদস্থ অফিসারদের বিদ্রোহ। এবং আরো বেশী কিছু। ইউগোকে আমি উদাহরণ দিয়ে বলেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে এম্পায়ার অতিরিক্ত উত্তপ্ত– এবং তার মাঝে ট্র্যানটর সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত। মনে হয় গ্রহের সবকিছু ভেঙ্গে পড়ছে। কাঠামো– পানি সরবরাহ, তাপ সঞ্চালন, বর্জ্য নিষ্কাষন, জ্বালানী সরবরাহ, সবকিছু– মনে হয় সবখানেই অস্বাভাবিক সমস্যা শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিন থেকে এই বিষয়গুলোতেই অধিক মনযোগ দিচ্ছি আমি।"

"সম্রাট মারা যেতে পারেন?"

দুপাশে হাত ছড়ালেন সেলডন। "সেটা তো হতেই পারে, কিন্তু ক্লীয়নের স্বাস্থ্য চমৎকার। বয়স আমার সমান, খুব বেশী বৃদ্ধ হন নি। তার ছেলে এখনো উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দাবীদার আরো আছে, সমস্যা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট পরিমানেই আছে। কিন্তু সেটা বড় কিছু না অন্তত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে।"

"যদি তাকে হত্যা করা হয়?"

সেলডনকে শংকিত দেখাল। "এই কথা বলো না। শীল্ড আছে যদিও তারপরেও শব্দটা ব্যবহার না করাই ভালো।"

"হ্যারি, বোকার মতো কথা বলো না। এই বিষয়টা আমাদের বিবেচনা করতেই হবে। জোরানুমাইটরা একসময় ক্ষমতা দখলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। তারা সফল হলে সম্রাট কোনো না কোনো ভাবে–"

"মনে হয় না। ফিগারহেড হিসেবে তাকে আরো বেশী কাজে লাগানো যেত। যাই হোক ব্যাপারটা ভুলে যেতে পার। জোরানিউম কিছুদিন আগে নিশায়াতে মারা গেছে, ভাগ্যহীন এক লোক।"

"তার অনুসারী আছে।"

"অবশ্যই। সবারই অনুসারী আছে। তুমি তো ইতিহাস নিয়ে গবেষণা কর। কখনো হ্যালিকনের গ্লোবালিস্ট পার্টির কথা শুনেছ?"

"না, শুনি নি। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি, হ্যারি। কিন্তু হ্যালিকন ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অবদান রাখতে পেরেছে তেমন কোনো প্রমাণ আমি কখনো পাইনি।"

"দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, ডর্স। আমি সবসময়ই বলি– যে বিশ্বের কোনো ইতিহাস নেই তারাই সবচেয়ে সুখী।– যাই হোক, প্রায় দুই হাজার চারশ বছর আগে হ্যালিকনে একদল মানুষ প্রচার করতে শুরু করে যে মহাবিশ্বে হ্যালিকনই একমাত্র বসতি গ্রহ। হ্যালিকনই মহাবিশ্ব এবং এর চারপাশে রয়েছে নীরেট মেঘস্তর আর অসংখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র।"

"এই কথা মানুষ কিভাবে বিশ্বাস করল। গ্রহটা তখনই এম্পায়ারের অংশ ছিল।"

"হ্যাঁ, কিন্তু গ্লোবালিস্টরা বোঝাতে শুরু করল যে এম্পায়ারের অস্তিত্বের যত প্রমাণ আছে তার সবই কল্পনা অথবা সাজানো নাটক। ইম্পেরিয়াল প্রশাসক এবং অফিসাররা সব হ্যালিকনিয়ান যারা কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই সাজানো নাটকে অভিনয় করছে।"

"তারপর?"

"ভাবতে সবসময়ই ভালো লাগে যে তোমার নিজের গ্রহটাই মহাবিশ্বের একমাত্র গ্রহ। গ্লোবালিস্টরা খুব সম্ভবত মোট জনসংখ্যার ১০ পার্সেন্টকে তাদের ধারণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস করাতে পেরেছিল। মাত্র ১০ পার্সেন্ট, কিন্তু ক্ষুদ্র এই দলটাই সংখ্যাগরিষ্ঠদের হটিয়ে ক্ষমতা দখলের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।"

"নিশ্চয়ই সফল হয়নি। তাই না?"

"না, হয় নি। গ্লোবালিজম এর কারণে ইম্পেরিয়াল বাণিজ্য হ্রাস পায়, হ্যালিকনের অর্থনীতিতে বিশাল চাপ পড়ে। তাদের বিশ্বাস যখন জনগণের আয় উপার্জনে বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করে তখনই তা সমর্থন হারাতে থাকে। তাদের উত্থান এবং পতনের ঘটনাটা সেই সময়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সাইকোহিস্টোরি, আমার বিশ্বাস প্রমাণ করবে যে এর কোনো বিকল্প নেই।"

"বুঝলাম। কিন্তু, হ্যারি, এই গল্প বলার উদ্দেশ্য কি। আমার ধারণা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম তার সাথে এই গল্পের কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে।"

"সম্পর্কটা হচ্ছে আসলে এই যে– যত হাস্যকরই হোক না কেন এই ধরনের আন্দোলন কখনোই পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না। হ্যালিকনে এখনো গ্লোবালিস্টরা আছে। সংখ্যায় খুব বেশী না, কিন্তু প্রায়ই সত্তর থেকে আশিজন সম্মিলিত হয় যার নাম তারা দিয়েছে গ্লোবাল কংগ্রেস। ওই সম্মেলনে তারা পরস্পরের সাথে বেশ আনন্দের সাথে গ্লোবালিজম নিয়ে আলোচনা করে।– মাত্র দশ বছর আগে জোরানুমাইট আন্দোলন এই গ্রহের জন্য ভয়ানক হুমকী হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাদের কিছু অংশ এখনো টিকে না থাকাটাই অবাক ব্যাপার। হয়তো এক হাজার বছর পরে ও থাকবে।"

"যে অংশটা এখনো টিকে আছে সেটা বিপজ্জনক হতে পারে?"

"এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। জো- জো'র ব্যক্তিত্বই মূলত: এই আন্দোলনটাকে বিপজ্জনক করে তুলেছিল– সে মারা গেছে। তার মৃত্যুটা বিরোচিত গোছের কিছু হয় নি; অনুসারীদের বিপদে ফেলে সে পালিয়ে যায় এবং পলাতক অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।"

উঠে কামরার অপর প্রান্তে চলে গেল ডর্স। হাত দুটো মুষ্ঠিবদ্ধ করে রেখেছে। ফিরে এসে দাঁড়াল সেলডনের সামনে।

"হ্যারি," সে বলল, "আমার মনের কথাটা তোমাকে বলছি। যদি সাইকোহিস্টোরি বলতে পারে যে ট্র্যানটরে কোনো একটা সমস্যা হতে যাচ্ছে, তাহলে জোরানুমাইটরা যদি এখনো থাকে, তারাই সম্ভবত সম্রাটকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে।"

শঙ্কিত ভঙ্গীতে হাসলেন সেলডন। "ডর্স, তুমি ছায়া দেখেই ভয় পাচ্ছ। শান্ত হও।"

কিন্তু দুশ্চিন্তাটা তিনি মন থেকে দূর করতে পারলেন না।"

৫.

এ্যান্টান রাজবংশের সর্বশেষ উত্তরপুরুষ সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন। আর এই রাজবংশের বিরোধিতা করা ওয়ি সেক্টরের একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম্পায়ার শাসন করছে এ্যান্টান রাজবংশ। বিরোধিতা শুরু হয় বহু আগে যখন ওয়ির মেয়রদের একজন সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ওয়িয়ান রাজবংশ দীর্ঘজীবী হয়নি, সফল ও হয়নি, কিন্তু ওয়ির শাসক এবং জনগনের পক্ষে এই কথা ভোলা সত্যি কঠিন যে তারা একসময়– তা যতই ব্যর্থ এবং ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন– ক্ষমতার শীর্ষে ছিল। স্বঘোষিত মেয়র রিশেলি, যে প্রায় আঠার বছর আগে এম্পায়ারকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তার ক্ষণস্থায়ী শাসন কাল ওয়ির অহংকার এবং হতাশা দুটোই বাড়িয়ে দেয়।

কাজেই ষড়যন্ত্রকারীরা যে ট্র্যানটরের অন্যান্য সেক্টরের চেয়ে ওয়িতেই বেশী নিরাপদ বোধ করবে সেটাই স্বাভাবিক।

সেক্টরের দরিদ্রতম অংশের কোনো এক ঘরে টেবিল ঘিরে পাঁচজন লোক বসে আছে। আসবাবপত্রে দারিদ্রের ছোঁয়া থাকলেও কামরাটা যথেষ্ট নিরাপদ।

পাঁচটি চেয়ারের মধ্যে একটি চেয়ারের গুণগত মান এবং কারুকার্য অন্যগুলোর তুলনায় খানিকটা ভালো। ওই আসনে যে লোকটি বসে আছে তাকে দেখেই বুঝে নেয়া যাবে যে সেই দলের নেতা। লোকটির মুখ সরু, গায়ের রং ফ্যাকাশে, এবং প্রশস্ত মুখ, ঠোঁট এতো বেশী ফ্যাকাশে যে চোখেই পড়ে না। চুলের রং ধূসর হতে শুরু করেছে, কিন্তু তার চোখ দুটো সারাক্ষণই ভীষণ রাগে জ্বলছে।

তাকিয়ে আছে বিপরীত দিকে ঠিক মুখোমুখি বসা সদস্যের দিকে– এই লোকটি বৃদ্ধ, মাথার চুল সব সাদা, যখন কথা বলে তখন বয়সের ভারে ঝুলে পড়া চোয়ালের মাংস কেঁপে কেঁপে উঠে।

"তো?" ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করল নেতা। "পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কিছুই করনি। ব্যাখ্যা কর!"

"আমি একজন বয়স্ক জোরানুমাইট, নামাত্রি," বৃদ্ধ জবাব দিল। "আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন?"

গ্যাম্বল ডীন নামাত্রি, একসময় ছিল লাসকিন "জো-জো" জোরানিউম এর ডানহাত, বলল, "বয়স্ক জোরানুমাইট অনেক আছে। তাদের কেউ অক্ষম, কেউ নরম হয়ে পড়েছে, কেউ ভুলে গেছে। বৃদ্ধ জোরানুমাইট হওয়ার অর্থ বুড়ো ভাম ছাড়া আর কিছু না।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বৃদ্ধ। "তুমি আমাকে বুড়ো ভাম বলছ? আমাকে? কাসপাল কাসপালভ কে? আমি যখন জোরানিউমের সাথে ছিলাম তুমি তখনো দলে যোগ দাওনি, রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে।"

"আমি তোমাকে বুড়ো ভাম বলছি না।" ধারালো গলায় বলল নামাত্রি। "শুধু বলেছি যে বৃদ্ধ জোরানুমাইটদের অনেকেই বুড়ো ভাম। তুমি একটা সুযোগ পেয়েছ প্রমাণ করার যে তুমি তা নও।"

"জো-জোর সাথে আমার সম্পর্ক–"

"ভুলে যাও। সে মারা গেছে।"

"কিন্তু তার আদর্শ বেঁচে থাকবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই বিশ্বাস যদি আমাদের লড়াইয়ে সাহায্য করে তাহলে তার আদর্শ অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কিন্তু অন্যদের কাছে– আমাদের কাছে না। আমরা জানি সে ভুল করেছিল।"

"আমি মানি না।"

"ভুল করেছিল এমন এক সাধারণ লোককে বীরপুরুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। সে ভেবেছিল শুধুমাত্র বাগাড়ম্বর করেই এম্পায়ারের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারবে, শুধু কথা দিয়ে–"

"ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে অতীতে অনেকেই কথা দিয়েই পর্বত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পেরেছিল।"

"কিন্তু জোরানিউমের কথায় সেই জোর ছিল না, কারণ সে ভুল করেছিল। সে তার মাইকোজেনিয়ান পরিচিতি বোকার মতো গোপন করার চেষ্টা করে। সবচেয়ে খারাপ, সে ফাঁদে পা দিয়ে ডেমারজেলকে রোবট বলে অভিযুক্ত করে। আমি নিষেধ করেছিলাম কিন্তু আমার কথায় সে কান দেয়নি– আর নির্বুদ্ধিতাই তাকে শেষ করে দেয়। এখন আমরা নতুনভাবে শুরু করব, ঠিক? জোরানিউমের স্মৃতি জনতার জন্য তুলে রাখো। আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাব না।"

নিশ্চুপ বসে আছে কাসপালভ। বাকী তিনজন নামাত্রি আর কাসপালভের দিকে পালা করে তাকাচ্ছে বার বার, নামাত্রিকে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

"নিশায়াতে জোরানিউম নির্বাসিত হওয়ার কারণে জোরানুমাইট আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে এবং মনে হচ্ছিল পুরোপুরিই শেষ হয়ে যাবে।" কর্কশ গলায় বলল নামাত্রি। "ঠিকই শেষ হয়ে যেত, হয়নি কারণ আমি। একটু একটু করে, তিল তিল করে আমি আবার এই আন্দোলনটাকে পুনরুজ্জীবিত করেছি, পুরো ট্র্যানটরে একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি। আশা করি এটা তুমি জানো?"

"আমি জানি, চীফ," বিড় বিড় করে বলল কাসপালভ। সম্বোধনেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে সে সংশোধনের উপায় খুঁজছে।

কঠিনভাবে হাসল নামাত্রি। এইভাবে সম্বোধন করার কথা সে বলে দেয়নি, কিন্তু উপভোগ করে। সে বলল, "তুমি এই নেটওয়ার্কের অংশ এবং তোমার কিছু দায়িত্ব আছে।"

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কাসপালভ। পরিষ্কার বোঝা যায় লোকটা নিজের সাথে তর্ক করছে। তারপর বলল, "চীফ, জোরানিউমকে তুমি পরামর্শ দিয়েছিলে যেন ফার্স্ট মিনিস্টার একটা রোবট এই অভিযোগ না তুলে। এটাও বলেছ যে সে তোমার কথা শুনেনি। কিন্তু তুমি অন্তত তোমার মতামত প্রকাশ করতে পেরেছিলে। সেই একই সুযোগ কি আমাকে দেবে? বুঝিয়ে বলতে পারি কেন আমি মনে করছি যে ভুল হচ্ছে, জোরানিউমের মতো তুমি কি আমার কথা শুনবে, যদিও জানি যে ঠিক তার মতোই আমার পরামর্শ তুমি মানবে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই, তুমি বলতে পার, কাসপালভ। সেজন্যই তোমাকে এখানে ডাকা হয়েছে।"

"চীফ, আমাদের নতুন পরিকল্পনাগুলোই ভুল। ওগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনবে।"

"অবশ্যই! সেটাই তো উদ্দেশ্য।" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল নামাত্রি। রাগ সামলানোর জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাকে। "জোরানিউম বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, লাভ হয়নি। আমরা কৌশল দিয়ে ট্র্যানটরকে বশে আনব।"

"কিন্তু কতদিন এইভাবে চলবে? কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে?"

"যতদিন প্রয়োজন হবে ততদিন– এবং সত্যি কথা বলতে কি খুব অল্প পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে। কোথাও শক্তি সরবরাহ থেমে যাবে, কোথাও পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে, কোথাও পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে, কোথাও এয়ার কন্ডিশনিং থেমে যাবে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সমস্যা এবং অস্বস্তি তৈরি করা– এটাই মূল উদ্দেশ্য।"

মাথা নাড়ল কাসপালভ। "এই জিনিসগুলো ক্রমশই পুঞ্জিভুত হতে থাকে।"

"নিশ্চয়ই কাসপালভ, এবং আমরা চাই যে মানুষের মনেও ক্ষোভ আর ক্রোধ পুঞ্জিভুত হয়ে জমে উঠুক। শোনো, কাসপালভ, এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কথাটা সবাই জানে। বুদ্ধি বিবেচনা আছে এমন প্রতিটি মানুষই জানে। আমরা কিছু না করলেও এই প্রযুক্তিগুলো আস্তে আস্তে থেমে যাবে। আমরা শুধু একটু সাহায্য করছি।"

"বিপজ্জনক চীফ। ট্র্যানটরের অবকাঠামো অসম্ভব রকমের জটিল। অসতর্ক একটা ধাক্কাই পুরোপুরি ধ্বংস ডেকে আনবে। ভুল সুতাতে টান পড়লেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে ট্র্যানটর।"

"সেরকম বিপজ্জনক এখনো হয়নি।"

"ভবিষ্যতে হতে পারে। আর মানুষ যদি জানতে পারে যে এর পিছনে আমাদের হাত রয়েছে? আমাদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। নিরাপত্তা বাহিনী বা আর্মড ফোর্স ডাকতে হবে না। জনতাই ওদের হয়ে কাজটা করে দেবে।"

"মানুষ কিভাবে জানবে? ওদের ক্ষোভ আর ঘৃণার লক্ষ্য হবে প্রশাসন– সম্রাটের উপদেষ্টাগণ। এর বেশী কিছু ওদের মাথাতে আসবে না।"

"আর নিজের বিবেকের কাছে আমরা কি জবাব দেব?"

ফিসফিস করে প্রশ্নটা করল বৃদ্ধ, সীমাহীন আবেগ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সে। টেবিলের অন্যদিকে বসা নেতার দিকে প্রায় অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালো। এই মানুষটার কাছে সে তার আনুগত্য প্রকাশ করেছে। কাজটা সে করেছে এই বিশ্বাসে যে নামাত্রি সত্যিকার অর্থেই জো-জো জোরানিউমের সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবে; কিন্তু এখন সে দ্বিধায় পড়ে গেছে– জোরানিউম কি এই প্রক্রিয়ায় তার মতবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল?

নামাত্রি জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল, অনেকটা অবুঝ বাচ্চার জিদ দেখে বাবা মা যেভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে সেভাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কাসপালভ, আবেগ দিয়ে কোনো কাজ হয় না, হয় নি? ক্ষমতায় যাওয়ার পর সিস্টেমগুলো আমরা নতুন করে গড়ে তুলব। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসন এবং প্রশাসনে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ– জোরানিউমের এই লোকপ্রিয় উক্তিগুলো জনগণকে একমঞ্চে সংগঠিত করার ব্যাপারে সাহায্য করবে, ভালোমতো ক্ষমতায় বসার পর আমরা একটা দক্ষ এবং শক্তিশালী সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলব। তখন ট্র্যানটর হয়ে উঠবে আরো উন্নত আর এম্পায়ার হয়ে উঠবে আরো স্থিতিশীল, খোলাখুলি মত প্রকাশের একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলব যেখানে অন্যান্য বিশ্বের প্রতিনিধিরা পূর্বের তুলনায় স্বাধীনভাবে তাদের মতো প্রকাশ করতে পারবে– কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমাদের হাতে।"

কাসপালভ অবুঝের মতো বসেই রইল।

নির্দয় ভঙ্গীতে হাসল নামাত্রি। "তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? কোনোকিছুই আমাদের রুখতে পারবে না। সবকিছুই আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে এবং এভাবেই হতে থাকবে। সম্রাট জানেই না কি ঘটছে, সামান্য ধারণাও নেই। তার ফার্স্ট মিনিস্টার একজন গণিতবিদ। সত্যি কথা যে সে নামাত্রিকে শেষ করে দিয়েছিল, কিন্তু তারপর আর উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি।"

"তার কাছে একটা বিজ্ঞান আছে। নাম– নাম–"

"ভুলে যাও। জোরানিউম এই ব্যাপারটাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল, সম্ভবত মাইকোজেনিয়ান বলেই, অনেকটা তার রোবট ম্যানিয়ার মতো। এই গণিতবিদের কাছে কিছুই নেই–"

"হিস্টোরিক্যাল সাইকো এ্যানালাইসিস বা এধরনেরই কি যেন একটা বিষয়। জোরানিউমকে বলতে শুনেছিলাম–"

"ভুলে যাও। শুধু নিজের দায়িত্বটুকু পালন কর। তুমি এ্যানিমোরিয়া সেক্টরের বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে আছ, তাই না? বেশ এমন কিছু কর যেন বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেয়। তোমার যেভাবে খুশি করতে পার। পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পার, অথবা এমন কিছু কর যেন কড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে অথবা যাইহোক একটা কিছু কর। এতে কারো মৃত্যু হবে না কাজেই তোমাকেও সারাজীবন অণুতাপ করতে হবে না। তুমি শুধু মানুষের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধাগুলোর কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি তাদের মনের ক্ষোভ বাড়িয়ে তুলবে। আমরা তোমার উপর নির্ভর করতে পারি?"

"কিন্তু তরুণ এবং সুস্থ সবল মানুষগুলো হয়তো সামলে নিতে পারবে। অসুস্থ, বৃদ্ধ আর বাচ্চাদের কি হবে?"

"তুমি কি বলতে চাও একজনেরও কোনো ক্ষতি হবে না?"

বিড় বিড় করে কি যেন বলল কাসপালভ।

"একজন মানুষেরও কোনো ক্ষতি হবে না এমন নিশ্চয়তা দিয়ে কোনো কাজ করা অসম্ভব। তুমি শুধু তোমার দায়িত্ব পালন কর। এমনভাবে কর যেন যতদূর সম্ভব কম মানুষের ক্ষতি হয়– কিন্তু কাজটা শেষ কর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার আরেকটা কথা বলার আছে, চীফ।"

"বল," ক্লান্তসুরে অনুমতি দিল নামাত্রি।

"অবকাঠামোগুলোতে খোচা মেরে আমরা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন মানুষের পুঞ্জিভুত ক্ষোভ ব্যবহার করে সরকারের পতন ঘটাতে হবে। তুমি কিভাবে সেটা করবে?"

"খুটিনাটি সব জানতে চাও?"

"হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি আঘাত করতে পারব, ক্ষতির পরিমাণ তত কম হবে।"

ধীরে ধীরে জবাব দিল নামাত্রি। "এখনো ঠিক করিনি। সময়মতো সব ব্যবস্থা হবে। তার আগ পর্যন্ত তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাবে?"

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল কাসপালভ, "হ্যাঁ, চীফ।"

"যাও তাহলে," হাত নেড়ে আলোচনা শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিল নামাত্রি।

উঠে দাঁড়াল কাসপালভ, ঘুরল, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। তার চলে যাওয়া দেখল নামাত্রি। ডানপাশের লোকটাকে বলল, "কাসপালভকে বিশ্বাস করা যায় না। সে বিক্রি হয়ে গেছে আর তাই আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চেয়েছিল। ওর ব্যবস্থা কর।"

মাথা নাড়ল লোকটা। নামাত্রিকে কামরায় একা রেখে চলে গেল তিনজনেই। সুইচ টিপে ওয়াল প্যানেলের আলো নিভিয়ে দিল নামাত্রি, ছাদে চারকোণা ছোট একটা অংশের আলো জ্বলছে যেন তাকে পুরোপুরি অন্ধকারে বসে থাকতে না হয়।

সে ভাবছে : প্রতিটা শিকলেই কিছু দুর্বল আংটা আছে, ওগুলো খুলে ফেলে দিতে হবে। অতীতে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি বলেই আজকে একটা অসম্ভব শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাতে পেরেছি।

নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল নামাত্রির মুখে, অস্পষ্ট আলোতে সেটা আরো ভয়ংকর দেখাল। যত যাইহোক তার নেটওয়ার্ক প্রাসাদেও পৌছেছে– তেমন মজবুত নয়, তেমন বিশ্বস্তও নয়, কিন্তু পৌছতে পেরেছে। এবং কিছুদিনের মধ্যে তা শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

৬.

ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ড– গ্রহের একমাত্র যে অংশ ধাতব গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত নয় সেই অংশের আবহাওয়া আজকে– উষ্ণ এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল।

এমন আবহাওয়া খুব একটা দেখা যায় না। হ্যারির মনে আছে ডর্স বলেছিল কিভাবে প্রচণ্ড শীত এবং বৃষ্টিবহুল এই অংশটুকু বেছে নেয়া হয়।

"আসলে ঠিক বেছে নেয়া হয়নি," ডর্স বলেছিল। "কিংডম অব ট্র্যানটরের প্রাথমিক যুগে এই অংশটা ছিল মোরাভিয়ান পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিংডম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন এম্পায়ারে পরিণত হচ্ছে তখন সম্রাটদের অসংখ্য বাসস্থান তৈরি হতে থাকে– গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান, শীতকালীন বাসস্থান, স্পোর্টস লজ, সৈকত। যখন পুরো গ্রহে গম্বুজ আকৃতির ধাতব ছাদ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন তৎকালীন সম্রাট এখানে বাস করছিলেন। জায়গাটা তার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায় আর তাই শুধু এই অংশেই গম্বুজের ছাদ তৈরি করা হয়নি, ফলে জায়গাটা একটা বিশেষত্ব লাভ করে– সব কিছু থেকে আলাদা– এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরবর্তী সম্রাটকে আকৃষ্ট করে... তার পরবর্তী... তার পরবর্তী... এভাবেই চলতে থাকে, একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠে।"

এই ধরনের কথা শুনলে সেলডন সবসময়ই ভাবেন : সাইকোহিস্টোরি কিভাবে এই বিষয়টা সামলাবে? এই বিজ্ঞান কি বলতে পারবে যে কোনো একটা অংশ গম্বুজের ছাদ দিয়ে ঢেকে ফেলা হবে না অথচ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না ঠিক কোন অংশ? বিষয়টা কি আরো জটিল হয়ে উঠবে? এর সাহায্যে কি অনুমান করা যাবে যে একাধিক অংশ থাকবে গম্বুজবিহীন অথবা কোনোটাই না– এবং ভুল হবে? ক্রান্তিলগ্নে যে সম্রাট ক্ষমতায় থাকে, খেয়ালের বশে মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয় সেই সম্রাটের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ কিভাবে বিবেচনায় আনা যাবে? এতে শুধু বিভ্রান্তি তৈরি হয়– এটা পাগলামী।

নিঃসন্দেহে প্রথম ক্লীয়ন চমৎকার আবহাওয়াটা উপভোগ করছেন।

"আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, সেলডন," তিনি বললেন। "অবশ্য তোমাকে বলার দরকার নেই। আমরা সমবয়সী। তুমি আর আমি। তবে এটা নিঃসন্দেহে বয়সের লক্ষণ যেহেতু এখন আর আমি টেনিস খেলা বা মাছ শিকারে কোনো উৎসাহ পাই না। যদিও ওরা লেকটাকে নতুনভাবে মাছের চাষ করে ভরিয়ে তুলেছে। কিন্তু আমার এই বাগানের পথেই হাঁটতে ভালো লাগে।

কথা বলতে বলতে তিনি বাদাম খাচ্ছেন। জিনিসটা দেখতে সেলডনের নিজ গ্রহ হ্যালিকনের কুমড়ো বিচির মতো, তবে ওগুলো ছিল আরো বড় এবং সুস্বাদু। ক্লীয়ন নিপুণ ভাবে দুপাটি দাঁতের মাঝে রেখে খোসা ভেঙে ভেতরের শাস খেয়ে যাচ্ছেন।

সেলডন স্বাদটা পছন্দ করেন না, তারপরও সম্রাটের বাড়ানো হাত থেকে কিছু তুলে নিলেন, দুএকটা মুখেও দিলেন।

সম্রাটের হাতে অনেকগুলো খোসা জমা হয়েছে। চারপাশে তাকালেন আবর্জনা ডিজপোজ করার যন্ত্রের খোঁজে। পেলেন না, কিন্তু খেয়াল করলেন কিছু দূরে সশ্রদ্ধভাবে মাথা নুইয়ে (সম্রাটের উপস্থিতিতে এটাই নিয়ম) একজন গার্ডেনার দাঁড়িয়ে আছে।

"গার্ডেনার!" ক্লীয়ন ডাক দিলেন।

দ্রুত এগিয়ে এল গার্ডেনার। "সায়ার!"

"খোসাগুলো নিয়ে ডিজপোজ কর," খোসাগুলো তিনি গার্ডেনারের হাতে দিলেন।

"জ্বী, সায়ার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন বললেন, "আমারগুলোও নিয়ে যাও, গ্রুবার।"

হাত বাড়ালো গ্রুবার। প্রায় লজ্জিত সুরে বলল, "জ্বী, ফার্স্ট মিনিস্টার।"

গার্ডেনার চলে গেল আর সম্রাট কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। "তুমি ওকে চেন, সেলডন?"

"জ্বী, সায়ার। পুরনো বন্ধু।"

"গার্ডেনার তোমার পুরনো বন্ধু? কি সে? সহকর্মী গণিতবিদ হঠাৎ করে দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছে?"

"না, সায়ার। হয়তো আপনার মনে আছে। যখন–" গলা পরিষ্কার করে নিলেন, কৌশলে ঘটনাটা মনে করিয়ে দেয়ার উপায় খুঁজতে লাগলেন– "আপনার মহানুভবতায় আমি বর্তমান পদে নিয়োগ পাই, এক সার্জেন্ট আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল।"

আকাশের দিকে তাকালেন ক্লীয়ন, যেন ওখান থেকে ধৈর্য ধরার শক্তি পাবেন। "তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বুঝতে পারি না কেন সবাই এই শব্দটা বলতে ভয় পায়।"

"সম্ভবত," অনভ্যস্ত তোষামুদির সুরে বললেন সেলডন, "আপনার কিছু হওয়া বা না হওয়া নিয়ে আপনি নিজে যতটা উদ্বিগ্ন তার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন আমরা।"

ক্লীয়নের ঠোঁটে শ্লেষাত্মক হাসি ফুটে উঠল। "মনে হয় না। যাই হোক, ওই ঘটনার সাথে গ্রুবারের সম্পর্ক কি? এটাই তো ওর নাম?"

"জ্বী সায়ার। ম্যানডেল গ্রুবার। আমার বিশ্বাস একটু কষ্ট করে স্মৃতি হাতড়ালে আপনার মনে পড়বে যে সার্জেন্টের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য গার্ডেনারদের একজন লম্বা নিড়ানি হাতে দৌড়ে এসেছিল।"

"ও হ্যাঁ। এই সেই গার্ডেনার?"

"এই সেই লোক, সায়ার। তারপর থেকেই ওকে আমি বন্ধু মনে করি এবং যখনই বাগানে আসি ওর সাথে দেখা করে যাই। মনে হয় আমার প্রতি সে লক্ষ্য রাখে, আমার প্রতি কিছুটা অধিকারবোধও হয়তো জন্মেছে তার। আর আমি ওর সাথে সদয় আচরণ করার চেষ্টা করি।"

"তোমাকে দোষ দেয়া যায় না।– যাই হোক, বিষয়টা যখন উঠলই ড. ভেনাবিলি কেমন আছে? অনেকদিন দেখি না।"

"সে একজন ইতিহাসবিদ, সায়ার, অতীত নিয়ে ডুবে থাকে।"

"তোমাকে সে ভয় পাওয়াতে পারেনি। আমাকে পেরেছে। সার্জেন্টকে যেভাবে সামলেছিল তা শুনে সার্জেন্টের জন্য আমার দুঃখই হয়েছে।"

"আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে সে ভীষণ রকম নাছোড় বান্দা, যদিও পরে আর তেমন সুযোগ খুব একটা পায়নি। পরিস্থিতি এখন অনেক শান্ত।"

গার্ডেনারের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, "এই আনুগত্যের জন্য আমরা ওকে পুরস্কৃত করেছি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি চেষ্টা করেছি, সায়ার। ওর স্ত্রী এবং দুই মেয়ে আছে। দুই মেয়ের শিক্ষার খরচ ছাড়াও আলাদা কিছু অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

"চমৎকার। কিন্তু ওর পদোন্নতি হওয়া দরকার। আমার মনে হয়- গার্ডেনার হিসেবে কেমন সে?"

"প্রথম শ্রেণীর, সায়ার।"

"চীফ গার্ডেনার ম্যালকোম্বার- এটাই ওর নাম কিনা মনে পড়ছে না- অবসর নিতে যাচ্ছে। তার বয়স সত্তরের উপর। তোমার কি মনে হয় গ্রুবার এই দায়িত্ব নিতে পারবে?"

"পারবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, সায়ার। কিন্তু বর্তমান দায়িত্বেই সে খুশি। এতে সে যে কোনো আবহাওয়াতেই খোলা প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারে।"

"চাকরির জন্য অদ্ভুত সুপারিশ। আমার বিশ্বাস সে দ্রুত প্রশাসনিক কাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, তাছাড়া নতুন ভাবে বাগানের পুনর্বিন্যাসের জন্য একজন দক্ষ লোক দরকার। তোমার বন্ধু গ্রুবারই হয়তো সেই লোক।- ভালো কথা, সবকিছুই এখন শান্ত বলে তুমি কি বোঝাতে চেয়েছ?"

"বোঝাতে চেয়েছি, সায়ার, যে ইম্পেরিয়াল কোর্টে এখন কোনো মত বিরোধ নেই। ষড়যন্ত্রের মনোভাবও এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে।"

"তুমি সম্রাট হলে আর এই কথা বলতে না, সেলডন, অফিসারদের হাজার রকম অভিযোগও শুনতে হতো না। প্রতি সপ্তাহেই বিভিন্ন স্থান থেকে জনসেবামূলক খাতগুলোর মুখ থুবড়ে পড়ার খবর আসছে। তুমি কিভাবে বলছ সবকিছু শান্ত?"

"এগুলো তো ঘটবেই।"

"কিন্তু আগে কখনো এতো দ্রুত আর বেশী ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ছে না।"

"সম্ভবত এই কারণে যে এর আগে কখনো এমন ঘটেনি, সায়ার। সময়ের সাথে সাথে অবকাঠামোগুলো পুরনো হচ্ছে। পর্যাপ্ত মেরামতের জন্য দরকার সময়, শ্রম এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ। কিন্তু এই মুহূর্তে অতিরিক্ত কর জনগণ মেনে নেবে না।

"কখনোই মেনে নেয় না। বুঝতে পারছি এই বিপর্যয়ের কারণে মানুষকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এই দুর্যোগ থামাতে হবে এবং সেটা করতে হবে তোমাকেই, সেলডন। সাইকোহিস্টোরি কি বলে?"

"ঠিক তাই বলছে স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেচনা যা বলে, সবকিছু পুরনো হচ্ছে।"

"বেশ, চমৎকার দিনটা মাটি হয়ে গেল। ব্যাপারটা তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম, সেলডন।"

"জ্বী, সায়ার।"

চলে গেলেন সম্রাট আর সেলডন মনে মনে ভাবলেন যে তারও দিনটা মাটি হয়ে গেছে। বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রে কোনো বিপর্যয় তিনি চাননি। কিন্তু তিনি কিভাবে ঠেকাবেন আর ক্রাইসিসটাকে পেরিফেরিতে ঠেলে দেবেন?

সাইকোকিস্টোরি কোনো জবাব দিতে পারে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

রাইখ সেলডন ভীষণ খুশী, কারণ বেশ অনেক দিন পরে যে দুজন মানুষকে বাবা-মা হিসেবে জানে তাদের সাথে ডিনার করতে পারছে। পুরোপুরি একটা পারিবারিক ডিনার। ভালো করেই জানে এই দুজনের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়।

পরিবেশটা তাদের স্ট্রিলিং-এর ছোট বাড়িটার মতো আন্তরিক নয়। সেটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল আবাসিক জঙ্গলে ছোট একটা স্বর্গ। আর এখন ফার্স্ট মিনিস্টারের রাজকীয় পোশাক কোনোভাবেই আড়াল করর উপায় নেই।

মাঝে মাঝে আয়নায় তাকিয়ে রাইখ অবাক হয়ে ভাবে কিভাবে সব বদলে গেল। লম্বা নয় সে, মাত্র ১৬৩ সেন্টিমিটার, বাবা মা দুজনের চেয়েই খাটো। পেশীবহুল নয়, একটু গাট্টাগোট্টা ধরনের– তবে দেহে চর্বি নেই। কালো চুল এবং ডাহ্‌লাইট বৈশিষ্ট্যের গোঁফ, অসম্ভব কালো আর ঘন।

আয়নায় তাকিয়ে এখনো সে অসম্ভব ভাগ্যবান হিসেবে হ্যারি এবং ডর্সের সাথে পরিচয় হওয়ার আগের সেই ভিখিরি ছেলেটাকে খুঁজে পায়। সেলডনের বয়স তখন আরো কম ছিল। তার বর্তমান অবয়বে বোঝা যায় যে সেলডন তখন যে বয়সের ছিলেন রাইখ এখন সেই বয়সে পা রেখেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ডর্সের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সে এখনো ঠিক সেইরকমই আছে রাইখ যখন তাকে আর হ্যারিকে মাদার রিটার বাড়ী চিনিয়ে দিয়েছিল তখনকার মতো। আর সে, রাইখ, যার জন্ম দারিদ্র আর দুঃখ কষ্টের মাঝে সে এখন পাবলিক সার্ভিসের একজন সদস্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের ছোটখাট একজন হর্তাকর্তা।

"মন্ত্রণালয়ের কি অবস্থা, রাইখ? কোনো অগ্রগতি?" সেলডন জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছু কিছু, বাবা। আইনগুলোর অনুমোদন হয়ে গেছে, আদালতের সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে। খুটিনাটি সব ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে। তারপরেও মানুষকে বোঝানো বা রাজী করানো কঠিন। ভ্রাতৃত্ব বোধ নিয়ে সবাই বক্তৃতা দেয় কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কেউই আর কাউকে ভাই মনে করে না। আর আমি যা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় ডাহ্‌লাইটরাই বেশী খারাপ। তারা সমান অধিকারের কথা বলে, সেটা তাদের দেয়াও হয়েছে, কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই আর অন্যদের সমান অধিকার দেয়ার কোনো আগ্রহ ওদের মাঝে দেখা যায় না।"

ডর্স বলল, "মানুষের মন এবং অভ্যাস পরিবর্তন করা অসম্ভব, রাইখ। চেষ্টা করা এবং সম্ভব হলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবিচারগুলো দূর করতে পারাই যথেষ্ট।"

"সমস্যা হচ্ছে," সেলডন বললেন, "মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে কেউ মনযোগ দেয়নি। 'আমিই সবার সেরা,' এই আনন্দদায়ক কিন্তু বিপজ্জনক খেলা চালিয়ে যেতে মানুষকে কখনো বাধা দেয়া হয়নি। এই আবর্জনা দূর করা সহজ কাজ নয়। হাজার হাজার বছর ধরেই আমরা যদি ঘটনাসমূহকে তাদের নিজস্ব গতিপথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলতে থাকার সুযোগ দেই, তাহলে– এই ধরা যাক মাত্র একশ বছরের পরিশ্রম দ্বারা অতি সামান্য অগ্রগতি হলেও আমাদের অভিযোগ করা উচিত নয়।"

"মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা," রাইখ বলল, "তুমি আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য এই কাজটা দিয়েছ।"

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন। "তোমাকে শাস্তি দেব কেন?"

"সব সেক্টরের সমান অধিকার এবং প্রশাসনে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ– জোরানিউমের এই কর্মসূচীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে।"

"সেজন্য আমি তোমাকে কখনো দোষ দেইনি। পরামর্শগুলো ভালো, কিন্তু তুমি জানো জোরানিউম আর তার অনুসারীরা এই স্লোগানগুলো ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিল। পরে–"

"জোরানিউমের মতবাদের প্রতি আমি আকৃষ্ট, তারপরেও লোকটাকে ফাঁদে ফেলার জন্য তুমি আমাকেই পাঠিয়েছিলে।"

"সেটা আমার জন্য ছিল ভীষণ কঠিন একটা কাজ।"

"আর এখন তুমি আমাকে জোরানিউমের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছ, শুধু দেখানোর জন্য কাজটা বাস্তবে আসলে কত কঠিন।"

ডর্সকে বললেন সেলডন, "কেমন লাগছে তোমার, ডর্স? ছেলেটা আমার উপর জঘন্য ধূর্ততার অভিযোগ আনছে। যা আমার চরিত্রেই নেই।"

"নিশ্চয়ই," চোখে পড়ে না এমন এক ধরনের ভুতুরে হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে ডর্স বলল, "তুমি তোমার বাবার উপর এমন কোনো অভিযোগ করছ না।"

"না। সত্যি কথা বলতে কি, সারাজীবনে আমি তোমার মতো স্পষ্টভাষী লোক দ্বিতীয় আরেকজন দেখিনি, বাবা। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে খুব ভালো করেই জানো যে তুরুপের তাস নিজের হাতে টেনে নিতে পারবে। সাইকোহিস্টোরি তোমার এই কাজটা আরো সহজ করে তুলবে বলে আশা করছ, তাই না?"

বিষণ্ন সুরে জবাব দিলেন সেলডন। "মোটামুটি তাই। সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কিছুই করতে পারি নি।"

"খুব খারাপ কথা। আমি সবসময় নিজেকে বলতাম যে মানুষের অন্ধবিশ্বাস দূর করার জন্য সাইকোহিস্টোরিক্যাল সমাধান পাওয়া যাবেই।"

"হয়তো আছে, কিন্তু আমি এখনো পাইনি।"

ডিনার শেষ হওয়ার পর সেলডন বললেন, "আমি আর তুমি, রাইখ, এবার কিছু আলোচনা করব।"

"অবশ্যই?" ডর্স বলল। "ধরে নিচ্ছি সেখানে আমার কোনো অংশ নেই।"

"মন্ত্রণালয়ের কাজ, ডর্স।"

"মন্ত্রণালয়ের কাজ না কচু, হ্যারি। তুমি আসলে বাচ্চা ছেলেটাকে এমন কোনো কাজ করতে বলবে যা আমি ওকে দিয়ে করাতে চাই না।"

দৃঢ় গলায় বললেন সেলডন, "আমি ওকে দিয়ে এমন কোনো কাজ করাব না যা সে করতে চায় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে, মা," রাইখ বলল। "বাবার সাথে আলোচনা করতে দাও। কথা দিচ্ছি পরে তোমাকে সব জানাবো।"

মাথা উঁচু না করেই শুধু চোখ নাড়িয়ে উপরে তাকালো ডর্স। "দুজনেই বলবে যে 'রাষ্ট্রের গোপন ব্যাপার।' আমি জানি।"

"সত্যি কথা বলতে কি," এবারো দৃঢ় গলায় বললেন সেলডন, "ঠিক সেরকম বিষয়েই আলোচনা করব, এবং তা প্রথম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

দাঁড়ালো ডর্স, দুই ঠোঁট দৃঢ়ভাবে সেঁটে রেখেছে। চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো বলল, "ছেলেটাকে নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিও না, হ্যারি।"

এবং সে চলে যাওয়ার পর শান্ত সুরে সেলডন বললেন, "তোমাকে হয়তো সত্যি সত্যি নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিতে হবে, রাইখ।"

৮.

সেলডনের অফিস কক্ষ, প্রায়শই তিনি বলেন "ভাবনাঘর," এখানেই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন অতীত খুড়ে এবং ইম্পেরিয়াল আর ট্র্যানটরিয়ান প্রশাসনের জটিলতায় পথ খুঁজে।

"প্ল্যানেটরি সার্ভিসগুলো যে অচল হয়ে পড়ছে এই খবরটা কি তুমি জানো, রাইখ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ," রাইখ বলল, "কিন্তু কি জানো বাবা, আমাদের গ্রহটা পুরনো হয়ে গেছে। এখন যা করতে হবে তা হলো প্রত্যেকটা মানুষকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে, পুরনো সব কিছু ফেলে দিয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুনভাবে, সর্বাধুনিক কম্পিউটারাইজড প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, তারপর আবার সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে– বা মাত্র অর্ধেক। ট্র্যানটর আরো বেশী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে যদি জনসংখ্যা মাত্র বিশ বিলিয়ন হয়।"

"কোন বিশ বিলিয়ন?" হাসি মুখে বললেন সেলডন।

"যদি জানতাম," গোমড়া মুখে জবাব দিল রাইখ। "সমস্যা হচ্ছে পুরো গ্রহটা আমরা বদলে ফেলতে পারব না, কাজেই জোড়া তালি দিয়েই চলতে হবে।"

"আমারও তাই মনে হয়, রাইখ, কিন্তু এখন যা ঘটছে তার মধ্যে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার আছে। আমি চাই বিষয়টা তুমি শুধু অনুসন্ধান করে দেখ। মোটামুটি একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি।"

পকেট থেকে তিনি একটা ছোট গোলাকার বস্তু বের করে আনলেন।

"কি এটা?"

"ট্র্যানটরের মানচিত্র, সতর্কভাবে প্রোগ্রাম করা। একটা কাজ কর, রাইখ টেবিলের উপর থেকে সব জিনিস সরিয়ে ফেল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাকার বস্তুটাকে টেবিলের প্রায় মাঝখানে বসালেন সেলডন। চেয়ারের হাতলের কী প্যাডের উপর হাত রেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘরের ভেতরের আলো নিভিয়ে দিলেন। প্রায় এক সেন্টিমিটার গভীর মোলায়েম সাদা আলোয় টেবিলের উপরটা আলোকিত হয়ে উঠল। গোলাকার অবয়বটা চ্যাপ্টা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল টেবিলের প্রান্তসীমা পর্যন্ত।

ধীরে ধীরে আরো গভীর হয়ে বিন্দুর রূপ নিল আলোটা। একটা প্যাটার্ন তৈরি হলো। প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড পরে বিস্মিত সুরে রাইখ বলল, "ট্র্যানটরের মানচিত্র।"

"হ্যাঁ, তোমাকে তো বললামই। যে কোনো সেক্টর মলেই এই জিনিস কিনতে পারবে। তবে এটা সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত জিনিস, আরো উন্নত। এখানে ট্র্যানটরকে বৃত্তাকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, অবশ্য আমি যা দেখাতে চাই তার জন্য সমতল প্রজেকশন হলেই ভালো হতো।"

"তুমি কি দেখাতে চাও, বাবা?"

"গত দুই তিন বছরে অনেক কিছু অচল হয়ে পড়েছে। তোমার মতে গ্রহের সবকিছুই পুরনো হচ্ছে তাই এটা স্বাভাবিক, কিন্তু ঘটনাগুলো খুব দ্রুত আর ধারাবাহিক ভাবে ঘটছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটছে মানুষের ভুলের কারণে।"

"স্বাভাবিক, তাই না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু সীমা থাকা দরকার। এমনকি ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি।"

"ভূমিকম্প? ট্র্যানটরে?"

"মেনে নিচ্ছি যে ট্র্যানটর পুরোপুরি ভূ-কম্পনহীন গ্রহ– এবং তাতে ভালো হয়েছে, কারণ গম্বুজ দিয়ে পুরো গ্রহ ঢেকে ফেলার পর বছরে দুই তিনবার যদি সেই গম্বুজের নানা জায়গা ভেঙ্গে চুরে যায় সেটা হতো আরো ক্ষতিকর। তোমার মা বলেছে অন্যান্য বিশ্ব বাদ দিয়ে ট্র্যানটরকে ইম্পেরিয়াল রাজধানী হিসেবে বেছে নেয়ার মূল কারণ গ্রহটা ভূ-তাত্ত্বিকভাবে মৃত। কিন্তু হয়তো মৃতপ্রায়, পুরোপুরি মৃত্যু ঘটেনি। মাঝে মাঝেই ছোটখাটো ভূমিকম্প হয়– গত দুই বছরেই তিনটা হয়েছে।"

"আমি টের পাইনি, বাবা।"

"বলতে গেলে কেউই পায়নি। গম্বুজ তো আর একটা না, শত শত সেকশনে ছড়িয়ে আছে। ভূমিকম্প হলে যে কোনো গম্বুজের মুখ খুলে ভেতরের চাপ বের করে দেয়া যায়। যেহেতু ভূমিকম্প স্থায়ী হয় মাত্র দশ সেকেণ্ড থেকে এক মিনিট তাই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গম্বুজের মুখ খুললেই হয়। এতো দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যে নিচে বসবাসকারী ট্র্যানটরিয়ানরা কিছুই টের পায় না। গম্বুজের খোলা এবং বন্ধ হওয়ার চাইতে তারা বরং তৈজসপত্রের ঝনঝনানি, হালকা ঝাকুনি আর উপরের উন্মুক্ত আবহাওয়া কিছুটা টের পায়।"

"চমৎকার, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। পুরোটাই কম্পিউটারাইজড। কোথাও ভূমিকম্প হলে ওই সেকশনের গম্বুজ খোলা এবং বন্ধ করার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে যেন বিধ্বংসী হয়ে উঠার আগেই কম্পনটা বের হয়ে যায়।"

"আরো ভালো।"

"কিন্তু গত দুই বছরে সংঘটিত তিনটা ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেই, গম্বুজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। গম্বুজ খোলা যায়নি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেরামতের দরকার হয়েছে। এর জন্য সময় লেগেছে, অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং বেশ একটা দীর্ঘ সময়ই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে নিম্নমানের। তিনবারই যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা কতটুকু, রাইখ?"

"বেশী না।"

"মোটেই বেশী না। একশ ভাগের এক ভাগেরও কম। মনে করা যেতে পারে যে কেউ হয়তো ভূমিকম্পের আগেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছিল। শতাব্দীর সর্ববৃহৎ বিপর্যয় এটা, যা সামলানো সত্যিই কঠিন হতো– এবং সময়মতো বিষয়টা নজরে না আসলে কি ঘটত তা ভাবতেই আমার ভয় লাগে। যাই হোক ভাগ্যক্রমে তেমন কিছু ঘটেনি, ঘটা উচিত নয়। কিন্তু গত দুই বছরে বিভিন্ন স্থানে যে অচলাবস্থা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে তার জন্য দায়ী মানুষের ভুল ক্রটি, যদিও কার ভুল বা দোষ সেটা আমরা বের করতে পারি নি।"

"কারণ সবাই নিজের গা বাঁচিয়ে চলে।"

"ঠিকই বলেছ। এটা আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং ট্র্যানটর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আমলাতান্ত্রিক– কিন্তু লোকেশনগুলো দেখে তোমার কি মনে হয়?"

মানচিত্রে কতগুলো উজ্জ্বল লাল বর্ণের বিন্দু ফুটে উঠল, দেখে মনে হয় ট্র্যানটরের সমতলে অসংখ্য ফুসকুড়ি।

"বেশ," সাবধানে জবাব দিল রাইখ, "দেখে মনে হয় নিয়মিত ব্যবধানে ছড়ানো।"

"ঠিক– আর এটাই হচ্ছে মজার ব্যাপার। সবাই আশা করবে যে ট্র্যানটরের পুরনো অংশসমূহ– সবচেয়ে দীর্ঘ গম্বুজওয়ালা সেকশনগুলোর অবকাঠামোই বেশী নষ্ট হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে মানুষকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় যার ফলে ভুল হতেই পারে।– মানচিত্রে ট্র্যানটরের পুরনো অংশসমূহ নীল রঙে ফুটিয়ে তুলছি। খেয়াল করে দেখো নীল অংশগুলোতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ার ঘটনা এতো ঘন ঘন হয়নি।"

"তো?"

"তো, রাইখ, আমি যা ভাবছি তার অর্থ হলো এই যে এগুলো কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয় বরং ইচ্ছে করেই ঘটানো এবং এইভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেন যত বেশী সম্ভব মানুষকে অতি প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায়। এভাবেই তাদের মনের অসন্তোষ যতদূর সম্ভব তীব্র করে তোলা যাবে।"

"স্বাভাবিক মনে হয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মনে হয় না? ঠিক আছে, স্থানভেদে না দেখে একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার সময়ের ব্যবধান খেয়াল কর।"

নীল অঞ্চল এবং লাল বিন্দুগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল, কিছুক্ষণের জন্য মানচিত্রে কোনো চিহ্নই থাকল না– তারপর আবার চিহ্নগুলো একটার পর একটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যেতে লাগল, এখানে সেখানে।

"লক্ষ্য কর," সেলডন বললেন, "একই সময়ে একাধিক আলো জ্বলছে না। প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। নিখুত ছন্দ।

"তোমার কি মনে হয় এইগুলাও কেউ ইচ্ছা কইরা করছে?"

"এছাড়া আর কোনো জবাব নেই। যেই করে থাকুক তার উদ্দেশ্য অল্প পরিশ্রমে যতদূর সম্ভব বেশী ক্ষতি করা, তাই একসাথে দুটো ঘটনা ঘটালে লাভ হবে না কারণ একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনার গুরুত্ব ম্লান করে দেবে এবং মানুষও মনযোগী হবে না। প্রতিটি ঘটনা থেকে একশ ভাগ ফায়দা নিতে হবে।"

মানচিত্রটা সংকুচিত হয়ে পূর্বের গোলাকার অবস্থায় ফিরে এল। সেলডন জিনিসটা পকেটে রেখে দিলেন।

"এই ঘটনাগুলোর পেছনে কার হাত আছে?" জিজ্ঞেস করল রাইখ।

চিন্তিত সুরে জবাব দিলেন সেলডন, "কিছুদিন আগে ওয়ি সেক্টরে একটা খুনের রিপোর্ট পেয়েছি।"

"অস্বাভাবিক কিছু না। যদিও ওয়ির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো, তারপরেও নিশ্চয় সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য খুনের ঘটনা ঘটে।"

"শত শত," মাথা নেড়ে বললেন সেলডন। "এমনও দিন গেছে যখন ট্র্যানটরে সহিংসতায় মৃত্যুর ঘটনা লাখের উপরে ছিল। প্রত্যেক অপরাধী বা খুনীকে ধরা অসম্ভব। মৃত ব্যক্তির নামটি পরিসংখ্যানের বইয়ে জায়গা করে নেয়। কিন্তু এই ঘটনাটা অস্বাভাবিক। লোকটাকে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে– অদক্ষভাবে। তাকে যখন পাওয়া যায় তখনো সে জীবিত ছিল। মৃত্যুর আগে শুধু একটা কথাই বলে যেতে পেরেছে, তা হলো, 'চীফ।'

"এটাই কৌতূহল জাগায় এবং তদন্ত করে লোকটার পরিচয় বের করা হয়। সে এ্যানিমোরিয়া সেক্টরে কাজ করত কিন্তু ওয়ি সেক্টরে কি করছিল তা জানা যায়নি। নাছোড়বান্দা একজন অফিসার তদন্তের মাধ্যমে বের করে যে সে ছিল পুরনো জোরানুমাইট। লাসকিন জোরানিউমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী।"

ভুরু কোঁচকালো রাইখ, "তোমার কি মনে হয় আরেকটা জোরানুমাইট ষড়যন্ত্র, বাবা? জোরানুমাইটদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই।"

"কিছুদিন আগে তোমার মাও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে জোরানুমাইটরা এখনো সক্রিয় কথাটা আমি বিশ্বাস করি কিনা। আমি জবাব দিয়েছিলাম যে এই ধরনের অদ্ভুত বিশ্বাসগুলো কখনো পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয় না। মাঝে মাঝে শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকে। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু থাকে না, বড়জোর ছোট একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপদল। যাই হোক, জোরানুমাইটদের একটা সংগঠন এখনো থাকতে পারে, তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে, হয়তো একজন বিশ্বাসঘাতককে খুন করার ক্ষমতা তাদের আছে এবং হয়তোবা ক্ষমতা দখলের প্রাথমিক পরিকল্পনা হিসেবে এই অচলাবস্থাগুলো তারাই সৃষ্টি করছে।"

"বাবা, তোমার বক্তব্যে অনেকগুলো বিরক্তিকর 'যদি' আছে।"

"জানি। আমার ভুলও হতে পারে। খুনটা হয়েছে ওয়িতে এবং এখন পর্যন্ত সেখানে কোনো ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়নি।"

"তাতে কি প্রমাণ হয়?"

"প্রমাণ করা যেতে পারে যে ষড়যন্ত্রকারীদের আস্তানা ওয়িতে এবং তারা নিজেদেরকে কোনো রকম অসুবিধায় ফেলতে চায় না। এটাও প্রমাণ হতে পারে যে জোরানুমাইটরা নয় আসলে ওয়ির শাসক পরিবার আবারো এম্পায়ারের শীর্ষ ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে।"

"ওহ, বাবা, তুমি ছোট সূত্র থেকে অনেক বড় কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করছ।"

"জানি। ধরো এটা জোরানুমাইট ষড়যন্ত্র। জোরানিউমের ডান হাত ছিল গ্যাম্বল ডীন নামাত্রি। নামাত্রির মৃত্যুর কোনো খবর আমরা পাইনি, ট্র্যানটর ছেড়ে চলে গেছে এই তথ্যও পাইনি, গত দশ বছরে সে কোথায় কি করেছে তার কিছুই জানি ন। এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। চারশ কোটি মানুষের মাঝে হারিয়ে যাওয়া সহজ কাজ। একবার আমিও চেষ্টা করেছিলাম, অবশ্য নামাত্রি মারা যেতে পারে। সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা। কিন্তু মারা নাও যেতে পারে।"

"এখন কি করতে চাও?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। "সবচেয়ে ভালো হবে বিষয়টা নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে ছেড়ে দিলে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। ডেমারজেলের ক্ষমতা আমার নেই। সে মানুষকে দিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করিয়ে নিতে পারত, আমি পারি না। তার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, আমি শুধু- একজন গণিতবিদ। আমার ফার্স্ট মিনিস্টার হওয়া মোটেই উচিত হয়নি; আমি এর যোগ্য নই। হতে পারতামও না- যদি সম্রাট সাইকোহিস্টোরির উপর যা প্রাপ্য তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব না দিতেন।"

"নিজের উপর তুমি খানিকটা অবিচার করতাছ, তাই না, বাবা?"

"হয়তো, কিন্তু আমি নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে গেলে কি হবে তার একটা পরিষ্কার ছবি মনের ভেতর তৈরি হয়ে আছে। যেমন ধরো, মানচিত্রে এইমাত্র তোমাকে যা দেখালাম"- ফাঁকা টেবিলের দিকে নির্দেশ করলেন তিনি- "গিয়ে বললাম যে আমরা একটা অজানা অচেনা বিপদের সম্মুখীন। ওরা মন দিয়ে আমার কথা শুনবে। আমি চলে আসার পর 'পাগলা গণিতবিদ'কে নিয়ে হাসাহাসি করবে- তারপর কিছুই করবে না।"

"তাহলে আমরা কি করব?" মূল প্রসঙ্গে ফিরে এল রাইখ।

"তুমি করবে, রাইখ। আমার আরো প্রমাণ দরকার, সেটা তুমি এনে দেবে। তোমার মাকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমাকে ফেলে সে যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

াতে পারব না। যা পার খুঁজে বের কর
াবার এখনো ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে– অথবা ত
াজের– কিন্তু অপরিহার্য নয়। তোমার ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একেবারে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। গোঁফ ছাড়া তোমাকে কেউ চিনবে না।"

"অসম্ভব। গোঁফ ফেলে দেয়া মানে– মানে– পুরুষত্বহীন হয়ে যাওয়া।"

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন সেলডন। "এটা শুধু একটা সামাজিক বিশ্বাস। ইউগো এমারিল একজন ডাহ্‌লাইট কিন্তু তার গোঁফ নেই।"

"ইউগো একটা পাগল। গণিত ছাড়া কিছু বোঝে না। সে বেঁচে আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়।"

"সে গণিতবিদ হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠদের একজন এবং তার গোঁফহীনতা তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে নি। আর এটা পুরুষত্বহীনতা নয়। দুই সপ্তাহের ভেতরেই আবার গোঁফ গজাবে।"

"দুই সপ্তাহ! দুই বছর লাগবে এই– এই– "

হাত দিয়ে মুখ আড়াল করল যেন সাধের গোঁফ রক্ষা করতে চায়।

নরম হলেন না সেলডন। "রাইখ, এই আত্মত্যাগ তোমাকে করতেই হবে। গোঁফ সহ আমার গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে গেলে– তোমার বিপদ হতে পারে। সেই ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।"

"বরং জান দিয়ে দেব," হিংস্র কণ্ঠে বলল রাইখ।

"নাটক করো না," কঠিন সুরে বললেন সেলডন। "তুমি জান দেবে না বরং গোঁফ কামাবে। যাইহোক–" একটু ইতস্তত করলেন– "তোমার মাকে এই ব্যাপারে কিছু বলার দরকার নেই। যা বলার আমি বলব।"

হতাশ হয়ে বাবার দিকে তাকালো রাইখ, তারপর গোমড়া মুখে বলল, "ঠিক আছে, বাবা।"

"তোমাকে সাহায্য করার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওয়িতে যাবে এয়ার জেটে করে।– পাছা তোল, রাইখ, এখনো কেয়ামত আসে নি।"

নিস্তেজভাবে হাসল রাইখ, একরাশ দুঃশ্চিন্তা নিয়ে তার চলে যাওয়া দেখলেন সেলডন। গোঁফ ফেলে দিলে আবার গজাবে কিন্তু ছেলে হারালে আর পাবেন না। সেলডন খুব ভালো করেই জানেন যে রাইখকে তিনি ভয়ানক বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

৯.

আমাদের সবারই ছোট বড় কল্পনা আছে আর ক্লীয়ন– গ্যালাক্সির সম্রাট, ট্র্যানটরের রাজা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এগুলো সহ আরো অসংখ্য উপাধি তার নামের সাথে সুর করে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হয়– দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তিনি গণতান্ত্রিক মনের মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা তাকে প্রায়ই রাগিয়ে তোলে যখন কোনো একটা কাজ করতে গেলেই ডেমারজেল (অথবা সেলডন) তাকে এই বলে বাধা দেয় যে কাজটা হবে "স্বৈরাচারী" অথবা "রক্তলোলুপ" আচরণ।

ক্লীয়ন মোটেই স্বৈরাচারী বা রক্তলোলুপ নন, এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত; তিনি শুধু দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে চান।

তিনি প্রায়ই সেইসব দিনের স্মৃতি রোমন্থন করেন যখন সম্রাটরা তাদের প্রজাদের সাথে খুব সহজেই মিশতে পারতেন। কিন্তু এখন সহিংস উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা আর গুপ্তহত্যা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রয়োজনের খাতিরেই সম্রাটকে বাকী বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়।

এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যে ক্লীয়ন, যে ব্যক্তি কোনোদিনই কড়া আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া মানুষের সাথে দেখা করেন নি, অপরিচিত মানুষের সাথে হঠাৎ কথা বলার সময় স্বস্তি বোধ করতে পারবেন, কিন্তু তিনি সবসময়ই কল্পনা করেন যে বিষয়টা তার জন্য উপভোগ্য হবে। আর তাই গ্রাউণ্ডের নিচু শ্রেণীর একজন কর্মচারীর সাথে কথা বলার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে তিনি ভীষণ উচ্ছ্বসিত হলেন। তিনি মনে করেন খানিকক্ষণের জন্য ইম্পেরিয়াল নিয়ম কানুন ঝেড়ে ফেলে একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যেতে পারাটা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক।

সেলডন যে গার্ডেনারের কথা বলেছে, একটু দেরী করে হলেও তার সাহসিকতা ও আনুগত্যের জন্য তাকে পুরস্কৃত করা উচিত— এবং কাজটা অধীনস্তদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজের হাতে করাতে আরো বেশী আনন্দ পাচ্ছেন তিনি।

চমৎকার একটা গোলাপ বাগানে গার্ডেনারের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে বললেন। সেটাই ভালো হবে, ক্লীয়ন মনে করেন, কিন্তু অবশ্যই গার্ডেনারকে আগে নিয়ে আসতে হবে। সম্রাটকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। একদিক দিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক আবার অন্যদিকে নিজের অসুবিধাও করতে চান না।

একরাশ প্রস্ফুটিত গোলাপের মাঝে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল গার্ডেনার, দৃষ্টি বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে, ক্লীয়ন ধরে নিলেন আজকের সাক্ষাতের কারণ কেউ তাকে জানায়নি। বেশ, তিনি তাকে সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা আশ্বস্ত করতে পারবেন– শুধু একটাই সমস্যা, লোকটার নাম ভুলে গেছেন।

পাশে দাঁড়ানো অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, "গার্ডেনারের নাম কি?"

"সায়ার, ম্যান্ডেল গ্রুবার। ত্রিশ বছর ধরে গার্ডেনারের দায়িত্ব পালন করছে।"

মাথা নেড়ে সম্রাট বললেন, "আহ্, গ্রুবার। সৎ এবং পরিশ্রমী একজন গার্ডেনারের দেখা পেয়ে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি।"

"সায়ার," তোতলাচ্ছে গ্রুবার, দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। "আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ, তবে মহানুভবের সন্তুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," সম্রাট ঠিক বুঝতে পারছেন না সামনে দাঁড়ানো লোকটা তাকে সার্কাসের ভার মনে করছে কিনা। নিচু শ্রেণীর এই মানুষগুলোর আসলে সূক্ষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পরিমার্জিত রুচিবোধ নেই। পরিশীলিত মার্জিত আচরণই রুচিবোধ গড়ে তোলে, অবশ্য এটাই আবার গণতান্ত্রিক চর্চা কঠিন করে তোলে।

ক্লীয়ন বললেন, "আমার ফার্স্ট মিনিস্টারের কাছে শুনেছি তোমার আনুগত্য এবং সাহসিকতার কথা, আরো শুনেছি যে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তুমি এই বাগানটাকে সাজিয়ে তুলেছ। ফার্স্ট মিনিস্টার আমাকে বলেছেন যে তোমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু।"

"সায়ার, ফার্স্ট মিনিস্টার আমার উপর অনেক বেশী সদয়, কিন্তু আমার অবস্থান জানি। তিনি নিজে থেকে কিছু না বললে আমি কখনো আগ বাড়িয়ে কথা বলিনি।"

"চমৎকার, গ্রুবার। এটা তোমার মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে। কিন্তু ফার্স্ট মিনিস্টার, আমার মতোই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং মানুষের ব্যাপারে তার বিচার বিশ্লেষণের উপর আমি আস্থা রাখি।"

গ্রুবার কুর্নিশ করল।

সম্রাট বললেন, "তুমি জানো, গ্রুবার, চীফ গার্ডেনারের বয়স হয়েছে এবং অবসর নেয়ার কথা ভাবছেন। দায়িত্বের বোঝা তার জন্য বেশী হয়ে গেছে।"

"সায়ার, চীফ গার্ডেনারকে আমরা সকলেই অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। আশা করি তিনি আরো দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে যাবেন যেন আমরা গার্ডেনাররা তার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হতে পারি।"

"চমৎকার বলেছ, গ্রুবার," নিরাসক্ত ভঙ্গীতে বললেন সম্রাট, "কিন্তু তুমি ভালো করেই জানো এগুলো সব অর্থহীন কথা। তিনি আর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, অন্তত এই পদের জন্য যে সামর্থ্য আর মানসিক ক্ষিপ্রতা প্রয়োজন সেটা তার নেই। তিনি নিজেই অবসরে যাওয়ার আবেদন করেছেন এবং আমিও তা মঞ্জুর করেছি। এখন তার যোগ্য উত্তরসূরি নির্বাচন করা প্রয়োজন।"

"ওহ, সায়ার, এই সুবিশাল বাগানে কমপক্ষে পঞ্চাশজন নারী পুরুষ রয়েছে যারা প্রত্যেকেই চীফ গার্ডেনার হওয়ার যোগ্য।"

"হয়তোবা আছে," সম্রাট বললেন, "কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তুমি।" উদার ভঙ্গীতে হাসলেন সম্রাট। এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। গ্রুবার এখনই হাঁটু গেড়ে এই দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

কিন্তু তেমন কিছুই হলো না আর সম্রাট ভুরু কুঁচকালেন।

গ্রুবার বলল, "সায়ার, এই সম্মান আমার জন্য অনেক বেশী হয়ে যায়– আমি এর যোগ্য নই।"

"বোকা," তার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে খানিকটা রেগে গেলেন ক্লীয়ন। "তোমার যোগ্যতা বুঝতে সময় লেগেছে। কিন্তু এখন আর তোমাকে সারাবছর বাইরের নগ্ন আবহাওয়ায় কষ্ট করতে হবে না। চীফ গার্ডেনারের অফিসটা তোমাকে দেয়া হবে, চমৎকার অফিস, তোমার জন্য নতুন করে সাজিয়ে দেব, এবং তুমি তোমার পরিবার নিয়ে ওখানে থাকতে পারবে।– তোমার পরিবার আছে, তাই না, গ্রুবার?"

"জ্বী, সায়ার। স্ত্রী, দুই মেয়ে। আর বড় মেয়ের জামাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খুব ভালো। তুমি আরামে থাকতে পারবে এবং নতুন জীবনটা উপভোগ করবে, গ্রুবার। তুমি ভেতরে থাকবে, গ্রুবার, নগ্ন আবহাওয়ার ধরাছোঁয়ার বাইরে, সত্যিকার একজন ট্র্যানটরিয়ানের মতো।"

"সায়ার, আমি বেড়ে উঠেছি এ্যানাক্রনে, ভেবে দেখুন–"

"ভেবে দেখেছি, গ্রুবার। সম্রাটের কাছে প্রতিটি বিশ্বই সমান। আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই সম্মান তোমার প্রাপ্য।"

মাথা ঝাকিয়ে চলে গেলেন ক্লীয়ন। উদারতার এই প্রদর্শনী করতে পেরে ভীষণ খুশি। অবশ্য লোকটার কাছ থেকে আরো বেশী কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা আশা করেছিলেন, তবে যাই হোক কাজটা তিনি করতে পেরেছেন।

এবং গ্রহের স্থাপনাগুলোতে যে অবচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা সামলানোর চেয়ে এই কাজটা অনেক সহজভাবে হয়েছে।

ক্লীয়ন ঘোষণা করেছিলেন যে এই ঘটনাগুলোর পিছনে দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা গেলে তার অপরাধ প্রমাণিত হোক বা না হোক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

"মাত্র দুই তিনটা কঠিন শাস্তি," ক্লীয়ন বলেছিলেন, "দেখবে সবাই কেমন সোজা হয়ে যায়।"

"আমার মতে, সায়ার," সেলডন বলেছিলেন, "এধরনের কঠোর আচরণ আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করবে না। এর ফলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করবে– আপনি যদি বল প্রয়োগ করে তাদেরকে কাজে ফিরে যেতে বাধ্য করেন, তখন বিদ্রোহ দেখা দেবে– আর আপনি যদি শ্রমিকদের বদলে সৈনিকদের দিয়ে কাজ করাতে চান তখন দেখবেন যে সৈনিকরা জানেই না যন্ত্রপাতিগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, ফলে সবকিছু আরো দ্রুত অচল হয়ে পড়বে।"

কাজেই ক্লীয়ন স্বাধীনভাবে চীফ গার্ডেনার নিয়োগ করতে পেরে যে খুশি হয়েছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আর গ্রুবার অপসৃয়মান সম্রাটের দিকে সীমাহীন এক ঠাণ্ডা আতংক নিয়ে তাকিয়ে আছে। মুক্ত বায়ু সেবন করার অধিকার তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, বন্দী হতে যাচ্ছে চার দেয়ালে। কিন্তু সম্রাটকে প্রত্যাখ্যান করবে কেমন করে?

১০.

ওয়ির জরাজীর্ণ এক হোটেলে উঠেছে রাইখ, উদ্দেশ্য নিজেকে হতঃদরিদ্র প্রমাণ করা। আয়নার দিকে তাকাল সে। যা দেখল সেটা তার ভালো লাগল না। পরিষ্কার করে গোঁফ কামানো ; জুলফি কেটে ছোট করে ফেলা হয়েছে ; মাথার চুল পাশে এবং পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকানো।

তাকে দেখাচ্ছে– অদ্ভুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার। খানিক পরিবর্তনের কারণে তার চেহারাটা হয়ে উঠেছে আরো বালক সুলভ।

জঘন্য।

তাছাড়া কাজেরও কোনো অগ্রগতি হয় নি। সেলডন তাকে কাসপাল কাসপালভের খুনের তদন্ত রিপোর্ট দিয়েছিলেন, পুরোটাই স্টাডি করেছে সে। বেশী তথ্য পায় নি। শুধু এইটুকুই যে কাসপালভ খুন হয়েছে এবং স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মীরা এই খুনের ব্যাপারে কাজে লাগানোর মতো কোনো তথ্য পায়নি। পরিষ্কার বোঝা যায় যে নিরাপত্তা কর্মীরা এই খুনের ব্যাপারে সামান্য বা একেবারেই গুরুত্ব দেয় নি।

অবাক হওয়ার কিছু নেই। গত শতাব্দী থেকেই অধিকাংশ বিশ্বে অপরাধের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। নিরাপত্তাকর্মীরা কোথাও সফল হতে পারছে না। সবচেয়ে বড় কথা প্রায় সবখানেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংখ্যা এবং দক্ষতায় কমাতে হয়েছে এবং (যদিও প্রমাণ করা কঠিন) আরো বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে তাদের স্বল্প বেতন তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারীদের সততা বজায় রাখতে হলে তাদেরকে পর্যাপ্ত বেতন দিতে হবে। তা না করতে পারলে কর্মচারীরা উপার্জনের অবৈধ উপায় খুঁজে নেবেই।

গত কয়েক বছর ধরেই সেলডন এই বিষয়ে জোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনো লাভ হয় নি। কর না বাড়িয়ে মজুরী বাড়ানোর বিকল্প উপায় নেই আর জনগণ কর বৃদ্ধি কোনোভাবেই মেনে নিতে রাজী নয়।

এগুলো সবই (সেলডন বলেছিলেন) ইম্পেরিয়াল সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়ের লক্ষণ যা গত দুই শতাব্দী ধরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বেশ, রাইখ কি করতে পারে? এই যে হোটেলে উঠেছে খুন হওয়ার ঠিক আগের দিন কাসপালভ এখানেই ছিল। হোটেলের কোথাও কেউ একজন আছে যে এই ঘটনার সাথে জড়িত— অথবা জড়িত ব্যক্তিকে সে চেনে।

রাইখের মনে হচ্ছে নিজের গতিবিধি সন্দেহজনক করে তোলা দরকার। কাসপালভের মৃত্যুর ব্যাপারে তার আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত, ফলে কেউ একজন তার প্রতি আগ্রহী হবে, তাকে ধরে নিয়ে যাবে। বিপদ হতে পারে, কিন্তু সে যদি নিজেকে বোকা প্রমান করতে পারে তাহলে হয়তো সাথে সাথে কোনো ক্ষতি করবে না।

তো—

নিচের বারে, হয়তো সবাই ডিনার পূর্ববর্তী পানউৎসবে মেতে আছে। সেও তাদের সাথে যোগ দিয়ে কিছু ঘটার অপেক্ষা করতে পারে— যদি আদৌ কিছু ঘটে।

১১.

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ওয়ি কঠোর নীতি পরায়ণ। (সব সেক্টরের বেলায়ই কথাটা সত্যি, তবে সেক্টর ভেদে মাত্রাটা কম বেশী হয়ে থাকে)। এখানে উত্তেজক পানীয়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যালকোহল থাকে না, তবে দেহ-মন চাঙ্গা করার জন্য অন্য ধরনের কৃত্রিম উপাদান মেশানো হয়। স্বাদ পছন্দ হলো না রাইখের, তবে সুবিধা এই যে গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে সময় কাটাতে পারবে এবং চারপাশে লক্ষ্য রাখতে পারবে।

কয়েক টেবিল পরে এক তরুণীর চোখে চোখ আটকে গেল তার। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে কষ্ট হলো। মেয়েটা যথেষ্ট সুন্দরী। পরিষ্কার বোঝা গেল সব ক্ষেত্রে ওয়ি নীতি পরায়ণ নয়।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে আসতে লাগল রাইখের টেবিলের দিকে আর রাইখ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। (বিরক্ত হয়ে ভাবল রাইখ) এই মুহূর্তে অন্য কোনো বিষয়ে জড়াতে পারবে না।

রাইখের টেবিলের কাছে এসে একটু থামল মেয়েটা। তারপর সংযুক্ত চেয়ারে বসল।

"হ্যালো," মেয়েটা বলল। "তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।"

হাসল রাইখ। "না দেখারই কথা। এখানে যারা নিয়মিত আসে তাদের সবাইকে তুমি চেন?"

"মোটামুটি," বিব্রত না হয়েই জবাব দিল মেয়েটা। "আমার নাম মানীলা। তোমার?"

রাইখ সম্ভবত নিজের উপর এতো করুণা বোধ করেনি কখনো। মেয়েটা যথেষ্ট লম্বা, রাইখ উঁচু হিলের জুতা পরেছে তারপরেও মেয়েটা লম্বায় তাকে ছাড়িয়ে যাবে– লম্বা মেয়ে রাইখের সবসময়ই পছন্দ– ফর্সা গায়ের রং, ঢেউ খেলানো লম্বা মসৃণ চুল, তাতে লালচে ছোঁয়া। পোশাক আশাকে তেমন আভিজাত্য নেই তবে একটু চেষ্টা করলেই গায়ে খেটে খাওয়া শ্রেণীর নয় বরং মোটামুটি অভিজাত মহিলা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

"নাম জেনে কি হবে," রাইখ বলল। "আমার কাছে কোনো ক্রেডিট নেই।"

"ওহ্, খুব খারাপ।" হতাশ হলো মানীলা। "যোগাড় করতে পারবে না?"

"করতে তো চাই। কাজ দরকার। তোমার কাছে কোনো খোঁজ আছে?"

"কি ধরনের কাজ?"

কাঁধ নাড়ল রাইখ। "তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তবে যে কোনো কিছু হলেই চলবে।"

মানীলা তার দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকালো। "শোনো জনাব নামহীন। মাঝে মাঝে ক্রেডিট ছাড়াও কাজ হয়।"

জমে গেল রাইখ। মেয়েদের ব্যাপারে তার ভাগ্যটা বরাবরই ভালো, কিন্তু সেটা তার গোঁফের কারণে– গোঁফ। তার বালক সুলভ চেহারায় এই মেয়েটা কি পেয়েছে?

সে বলল, "আসলে আমার এক বন্ধু ওয়িতে থাকত। কয়েক সপ্তাহ আগেও ছিল, কিন্তু এসে আর তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। যেহেতু এখানে যারা নিয়মিত আসে তাদের প্রায় সবাইকে তুমি চেন, হয়তো বলতে পারবে। আমার বন্ধুর নাম কাসপালভ।" গলা সামান্য চড়াল রাইখ, "কাসপাল কাসপালভ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানীলা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। "এই নামের কাউকে চিনি না।"

"খুব খারাপ, সে জোরানুমাইট ছিল, আমিও।" আবারও শূন্য দৃষ্টি। "জোরানুমাইট কি তুমি জান?"

মাথা নাড়ল সে। "না, শব্দটা শুনেছি কিন্তু অর্থ জানি না। কোনো ধরনের কাজ?"

হতাশা ঘিরে ধরল রাইখকে। "ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগবে।"

আলোচনা শেষ করার সুরে বলল রাইখ। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তার পর মানীলা চলে গেল। যাওয়ার সময় তার মুখে হাসি ছিল না এবং রাইখ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হলো যে সে যতক্ষণ চেয়েছে মানীলা ঠিক ততক্ষণই ছিল।

(বেশ, সেলডন তো বলেছেনই মানুষকে আকৃষ্ট করে রাখার ক্ষমতা আছে রাইখের– কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই এই ধরনের ব্যবসায়িক মেয়েদের বেলায় খাটে না। কারণ ওদের কাছে পাওনা বুঝে নেয়াটাই আসল কথা।)

নিজের অজান্তেই তার দৃষ্টি মানীলাকে অনুসরণ করতে লাগল। আরেকটা টেবিলের সামনে থেমেছে সে। ওই টেবিলের লোকটা মাত্র মধ্য বয়সে পা দিয়েছে, চুলের রং মাখন হলুদ, খাড়া পিঠ। মসৃণ কামানো মুখ তবে রাইখের মতে লোকটার সম্ভবত দাড়ি ছিল কারণ থুতনির এলোমেলো কাঠামো প্রকট।

এই লোকটার সাথেও মানীলার ভাগ্য খুলল না। দুই একটা বাক্য বিনিময়ের পরেই সে চলে গেল। তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ মেয়েটা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রাইখ, হঠাৎ টের পেল সামনের চেয়ারে কেউ বসেছে। এবার একজন পুরুষমানুষ, সত্যি কথা বলতে কি এ সেই লোক যার সাথে মানীলা একটু আগে কথা বলেছে।

লোকটার দৃষ্টিতে কৌতূহল। "একটু আগে তুমি আমার এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলে।"

বিনা প্রচেষ্টাতেই হাসতে পারল রাইখ। "খুব ভালো মেয়ে।"

"হ্যাঁ এবং আমার খুব ভালো একজন বন্ধু। তোমাদের সব কথা শুনেছি।"

"আশা করি কোনো ভুল করি নি।"

"মোটেই না, কিন্তু নিজেকে তুমি একজন জোরানুমাইট বলে দাবী করছ।"

রাইখের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। মানীলাকে বলা কথাগুলো শেষ পর্যন্ত জায়গামতো আঘাত করেছে। সে যে কথাগুলো বলেছে মানীলার কাছে তা অর্থহীন কিন্তু তার "বন্ধুর" কাছে মনে হয় যথেষ্ট অর্থ বহন করে।

তার মানে কি এই যে, সে একটা পথ খুঁজে পেয়েছে? নাকি সমস্যা মাত্র শুরু হলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২.

সামনে বসা আগন্তুককে বোঝার চেষ্টা করছে রাইখ, তবে নিজের চেহারায় কোনো ভাব ফুটে উঠতে দিল না। লোকটার তীক্ষ্ণ সবুজ চোখ আর ডানহাতটা বিপজ্জনক ভঙ্গীতে মুষ্ঠিবদ্ধ করে টেবিলের উপর ফেলে রেখেছে।

গম্ভীরভাবে অপেক্ষা করছে রাইখ।

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল, "নিজেকে তুমি জোরানুমাইট বলছ।"

চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠতে দিল রাইখ। পরিস্থিতির কারণে খুব একটা কষ্ট হলো না। "কেন জিজ্ঞেস করছ, মিস্টার?"

"কারণ, আমার মনে হয় না তোমার বয়স খুব বেশী।"

"আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। জোরানিউমের ভাষণ আমি হলোভীশনে সবসময়ই শুনতাম।"

"দুই একটা শোনাতে পারবে?"

কাঁধ ঝাকাল রাইখ। "না, কিন্তু মূল বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছি।"

"তোমার সাহস খুব বেশী, নিজেকে খোলাখুলি জোরানুমাইট বলে পরিচয় দিচ্ছ। অনেকেই তাদেরকে পছন্দ করে না।"

"শুনেছি ওয়িতে অনেক জোরানুমাইট আছে।"

"হতে পারে। সেজন্যই এখানে এসেছ?"

"আমি কাজ খুঁজছি। আর হয়তো একজন জোরানুমাইটই আমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

"ডাহ্‌লেও অনেক জোরানুমাইট আছে। তুমি কোত্থেকে এসেছ?"

নিঃসন্দেহে রাইখের বাচনভঙ্গী চিনতে পেরেছে সে। লুকিয়ে রাখা অসম্ভব।

"জন্মেছি মিলিমারুতে, তবে বাড়ন্ত বয়সের অধিকাংশ সময় কেটেছে ডাহ্‌লে।"

"কি করতে?"

"তেমন কিছুই না। কিছুদিন স্কুলে গিয়েছিলাম।"

"আর তুমি কেন জোরানুমাইট?"

নিজেকে খানিকটা উত্তেজিত হতে দিল রাইখ। দারিদ্র্য পীড়িত, ভাগ্যবঞ্চিত ডাহ্‌লের অধিবাসী বলেই সে জোরানুমাইট এটা যে সত্যি নয় তা প্রমাণ করার জন্য বলল, "কারণ আমি মনে করি এম্পায়ারের শাসন ব্যবস্থা হওয়া উচিত আরো প্রতিনিধিত্বমূলক, জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ এবং প্রতিটি সেক্টর আর বিশ্বের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। বিবেচক প্রতিটি মানুষই কি এভাবে চিন্তা করবে না?"

"এবং তুমি সম্রাটের শাসনের অবসান চাও?"

থমকাল রাইখ। নিজের খেয়াল খুশি মতো অনেক কথাই বলতে পারে যে কেউ কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে কিছু বলাটা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। সে বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এমন কিছু তো কই নাই। সম্রাটরে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু এতবড় একটা এম্পায়ার চালানো একজন মানুষের জইন্য কঠিন।"

"একজন মানুষ তো চালাচ্ছে না। পুরো একটা ইম্পেরিয়াল আমলাতন্ত্র রয়েছে। ফার্স্ট মিনিস্টার হ্যারি সেলডনের বিষয়ে তোমার কি ধারণা?"

"কোনো ধারণা নেই। ওর ব্যাপারে কিছুই জানি না।"

"শুধু জান যে প্রশাসন চালানোর জন্য জনমতের উপর আরো বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত, ঠিক না?"

চেহারায় দ্বিধাগ্রস্ততা ফুটে উঠতে দিল রাইখ। "জো-জো-জোরানিউম এই কথাগুলোই বলত। তুমি এটাকে কি বলবে আমি জানি না। অনেকেই এটাকে বলে 'গণতন্ত্র,' কিন্তু আমি এর অর্থ জানি না।"

"অনেক বিশ্বই গণতন্ত্র চেষ্টা করে দেখেছে। অনেক বিশ্ব এখনো চেষ্টা করছে। আমি জানি না ওই বিশ্বগুলো অন্যান্য বিশ্ব থেকে ভালোভাবে চলতে পারছে কিনা। তো তুমি একজন গণতন্ত্রী?"

"তাহলে এটাকে তুমি বলছ গণতন্ত্র?" এবার নিজেকে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে দিল রাইখ। "তবে জোরানুমাইট হিসেবেই আমি অনেক বেশী স্বস্তি বোধ করি।"

"অবশ্যই একজন ডাহ্‌লাইট–"

"ওখানে আমি অল্প কিছুদিন ছিলাম।"

"– তুমি মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস কর। ডাহ্‌লাইটরা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এইসব জোরানরের মতবাদে বিশ্বাস করে।"

"শুনেছি ওয়িতে জোরানুমাইট মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তারা তো বঞ্চিত নয়।"

"ভিন্ন কারণে। ওয়ির পুরনো মেয়ররা সবাই সম্রাট হতে চেয়েছিল। কথাটা তুমি জানো?"

মাথা নাড়ল রাইখ।

"আঠার বছর আগে, মেয়র রিশেলি একটা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কাজেই ওয়িয়ানরা আসলে বিদ্রোহী, শুধুমাত্র ক্লীয়নের বিরোধীতা করার জন্যই জোরানুমাইট।"

"এইগুলান আমি কখনো শুনিনাই। আমি সম্রাটের বিপক্ষে না।"

"কিন্তু তুমি জনগণের প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাস কর, তাই না? তোমার কি মনে হয় একটা নির্বাচিত সংসদ রাজনৈতিক কোন্দল আর দলীয় স্বার্থ ছাড়া গ্যালাকটিক এম্পায়ার চালাতে পারবে?"

"হাহ্? কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তোমার কি মনে হয় প্রয়োজনের মুহূর্তে অনেকগুলো মানুষ দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারবে? নাকি তারা বসে বসে তর্ক বিতর্ক করবে?"

"আমি জানি না। কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকজন মানুষের হাতে সবগুলো বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব থাকবে সেটাও ঠিক মনে হয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য তুমি লড়াই করতে পারবে? নাকি তুমি শুধু এগুলো নিয়ে কথা বলতেই পছন্দ কর?"

"কেউ আমাকে কখনো কিছু করতে বলে নি।"

"ধরো তোমাকে বলা হলো। গণতন্ত্র– অথবা জোরানুমাইট দর্শন– এই বিশ্বাসগুলো তোমার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়?"

"আমি এর জন্য লড়াই করব– যদি বুঝতে পারি যে তাতে কোনো লাভ হবে।"

"তোমার সাহস আছে। তাহলে ওয়িতে এসেছ নিজের বিশ্বাসের পক্ষে লড়াই করার জন্য?"

"না," অস্বস্তির সাথে বলল রাইখ। "এইভাবে বলাটা ঠিক হবে না। কাজের খোঁজে এসেছি। এই সময়ে কাজ খুইজা পাওয়াটা কঠিন– আর আমার কাছে ক্রেডিট নেই। মানুষরে বাঁচতে হয়।"

"আমি একমত। তোমার নাম কি?"

পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই প্রশ্নটা করা হলো কিন্তু প্রস্তুত ছিল রাইখ। "আমার নাম প্ল্যানচেট।"

"প্রথম না শেষ নাম?"

"একটাই নাম আমার।"

"তোমার কাছে কোনো ক্রেডিট নেই এবং সম্ভবত খুব বেশী শিক্ষিতও নও।"

"হ্যাঁ।"

"বিশেষ ধরনের কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই?"

"কাজের তেমন সুযোগ পাইনি, তবে আমি আগ্রহী।"

"ঠিক আছে, প্ল্যানচেট। ব্যবস্থা হয়তো করতে পারব।" লোকটা পকেট থেকে তিন কোণা একটা বস্তু বের করে এমনভাবে চাপল যেন ওটাতে কোনো লেখা ছাপাচ্ছে। তারপর ওটার উপর বুড়ো আঙুল বুলিয়ে থামিয়ে দিল। "কোথায় যেতে হবে বলে দিচ্ছি। এটা সাথে রাখ, হয়তো কাজের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

কার্ডটা হাতে নিয়ে দেখল রাইখ। লেখাগুলো সম্ভবত ফ্লুরোসেন্ট, পড়া যাচ্ছে না। ক্লান্তভাবে লোকটার দিক তাকাল, "কেউ যদি মনে করে যে আমি এটা চুরি করেছি?"

"এই কার্ড চুরি করা যাবে না। আমার সিগনেচার দেয়া আছে আর তোমার নাম লিখে দিয়েছি।"

"যদি তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে?"

"করবে না।– তোমার কাজ দরকার। এটাই তোমার সুযোগ, যদিও একশভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারব না" আরেকটা কার্ড বের করে দিল সে,"কোথায় যেতে হবে এখানে লেখা আছে।" এই লেখাগুলো রাইখ পড়তে পারল।

"ধন্যবাদ।"

হাতের ইশারায় বিষয়টা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গী করল লোকটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যাওয়ার জন্য উঠল রাইখ– বুঝতে পারছে না কোথায় ঝাপিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

১৩.

উঠছে বসছে। উঠছে বসছে। উঠছে বসছে।

গ্লেব এন্ডোরিন অনেকক্ষণ থেকেই গ্যাম্বল ডীন নামাত্রির ক্লান্তিকর পায়চারী দেখছে। নিঃসন্দেহে ভেতরের হিংস্র অস্থিরতা তাকে স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না।

এন্ডোরিন ভাবছে : নামাত্রি এম্পায়ারের সবচেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এই কথা কেউ কোনোদিন বলবে না, এমনকি তাদের আন্দোলনেও সে অনেকখানি ব্যক্তিত্বহীন, সে বদমেজাজী এবং যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারে না। খুব সহজেই তাকে থামানো যেতে পারে– কিন্তু সে আমাদের বাকী সবার চেয়ে অনেক বেশী নাছোড়বান্দা। অমরা হাল ছেড়ে দেব, কিন্তু সে ছাড়বে না। ধাক্কা মেরে টেনেহিচড়ে, লাথি মেরে সামনের বাধা ভেঙ্গে এগিয়ে যাবে।– হয়তো আমাদের এমন মানুষই দরকার। হয়তো নয়, অবশ্যই দরকার আর নয়তো কিছুই অর্জিত হবে না।

নামাত্রি থামল, বুঝতে পারছে এন্ডোরিনের দৃষ্টি তার পিঠে আঠার মতো লেগে আছে। ঘুরে বলল, "কাসপালভের বিষয়ে যদি আবার লেকচার দেয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে ভুলে যাও। শুধু শুধু কষ্ট করো না।"

হালকা নিরাসক্ত ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকাল এন্ডোরিন। "লেকচার দিয়ে আর কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে। ক্ষতি যা হতে পারে তাও হয়ে গেছে।"

"কিসের ক্ষতি, এন্ডোরিন? কিসের ক্ষতি? এই পদক্ষেপ না নিলে সেই আমাদের ক্ষতি করত। লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছিল। এক মাসের মধ্যেই সে–"

"জানি। আমিও ছিলাম ওখানে। কি বলেছে শুনেছি।"

"কাজেই তুমি বুঝতে পারছ যে কোনো উপায় ছিল না। কোনো উপায় ছিল না। তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কর যে পুরনো একজন কমরেডকে খুন করে আমার খুব ভালো লাগছে? আসলে আমার কোনো উপায় ছিল না।"

"বুঝলাম। তোমার কোনো উপায় ছিল না।"

আবার পায়চারী শুরু করল নামাত্রি। আবার থামল, ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "এন্ডোরিন, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?"

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল এন্ডোরিন। "কি বিশ্বাস করি?"

"ঈশ্বর।"

"কোনোদিন শুনিনি। কি জিনিস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শব্দটা গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড নয়। অতিপ্রাকৃতিক শক্তি। এই শব্দটা কেমন?"

"ও, অতি প্রাকৃতিক শক্তি। আগে বলনি কেন? না, এগুলো আমি বিশ্বাস করি না। সাধারণতঃ প্রকৃতির নিয়মের বাইরে কিছু থাকলে সেটাকেই অতিপ্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, কিন্তু আসলে কোনোকিছুই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে নয়। তুমি কি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছ?" প্রশ্নটা এমন ভাবে করল যেন ঠাট্টা করছে কিন্তু তার চোখের ভাষা ছিল অন্যরকম।

নামাত্রি তাকে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য করল। ওই অসম্ভব ধারালো দৃষ্টির সামনে কেউই টিকতে পারে না। "বোকার মতো কথা বলো না। আমি বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করছি। কোটি কোটি মানুষ অতিন্দ্রীয় ক্ষমতায় বিশ্বাস করে।"

"জানি। সবসময়ই করত।"

"মানুষ এগুলো বিশ্বাস করে আসছে ইতিহাস শুরু হওয়ারও অনেক আগে থেকে। 'ঈশ্বর' শব্দটার উৎপত্তি অজানা। প্রাগৈতিহাসিক কোনো ভাষা থেকে এসেছে যার উৎস কোথায় আমরা জানি না, শুধু শব্দটা জানি।– তুমি জানো বিভিন্নরকম কতগুলো ঈশ্বর বিশ্বাস প্রচলিত আছে?

"আমার অনুমান গ্যালাক্সিতে যতগুলো বোকা আছে ঠিক ততগুলো।"

মন্তব্যটা এড়িয়ে গেল নামাত্রি। "অনেকের মতে শব্দটার উৎপত্তি সেই সময়ে যখন সমগ্র মানবজাতি একটা মাত্র গ্রহে বাস করত।"

"এটা নিজেই একটা পৌরাণিক ধারণা। অতিন্দ্রীয় ক্ষমতায় বিশ্বাসের মতোই আরেকটা পাগলামী। মানুষের আদিগ্রহ কখনোই একটা হতে পারে না।"

"হতেই হবে, এন্ডোরিন," বিরক্ত সুরে বলল নামাত্রি। "ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে বিবর্তিত হলে মানবজাতি একটা একক প্রজাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারত না।"

"তারপরেও, ওই ধরনের কোনো গ্রহ খুঁজে পাওয়া যাবে না, সংজ্ঞায়িত করা যাবে না, যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কাজেই বলা যায় ওই ধরনের কোনো গ্রহ নেই।"

"এই ঈশ্বররা," নামাত্রি তার ভাবনা না পাল্টিয়েই বলে যেতে লাগল, "মানবজাতিকে রক্ষা করত, নিরাপদে রাখত অথবা অন্তত সেই মানুষগুলো নিরাপদে থাকত যারা জানত ঈশ্বরদের কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। সেই সময়ে যখন মানুষ মাত্র একটা গ্রহেই বাস করত, তখন তাদের দায়িত্ব ছিল মাত্র একটা গ্রহ এবং সেই গ্রহের অল্প কয়েকজন মানুষকে রক্ষা করা যেন ওরা ছিল বড় ভাই– বা অংশীদার।"

"কি দয়ালু ছিল ওরা। পুরো এম্পায়ার কিভাবে সামলায় আমি তা দেখতে চাই।"

"যদি পারে? যদি ওদের সংখ্যা হয় অগণিত?"

"যদি নক্ষত্রগুলো জমে বরফ হয়ে যায়? এতগুলো 'যদি' ব্যবহার করে কি লাভ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি শুধু একটু হিসাব নিকাশ করছি। ভাবছি। তুমি কি কখনো চিন্তাভাবনা প্রসারিত কর না? সবসময়ই মনে লাগাম বেঁধে রাখ?"

"আমার মতে লাগাম ধরে রাখাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। তোমার লাগামহীন মন তোমাকে কি বলল, চীফ?"

নামাত্রির চোখ জ্বলে উঠল, ধরে নিয়েছে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা–

নামাত্রি বলল, "আমার মন যা বলছে তা হলো– যদি ঈশ্বর বলে কিছু থেকেই থাকে, তারা আমাদের পক্ষে আছে।"

"চমৎকার।– যদি সত্যি হয়। কি প্রমাণ আছে?"

"প্রমাণ? ঈশ্বর না থাকলে, আমার মতে পুরোটাই একটা কো-ইন্সিডেন্স, তবে অত্যন্ত চমৎকার।" আচমকা হাই তুলে বসে পড়ল নামাত্রি, তাকে ভীষণ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

ভালো, এন্ডোরিন ভাবল। খ্যাপাটে লোকটা একটু শান্ত হয়েছে, এখন হয়তো যুক্তির সাথে কথা বলতে পারে।

"ট্র্যানটরের অবকাঠামোতে যে অভ্যন্তরীণ অচলাবস্থা চলছে–" অত্যন্ত নীচু গলায় বলল নামাত্রি।

এন্ডোরিন তাকে বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে বলল, "চীফ, কাসপালভ আসলে পুরোপুরি ভুল বলে নি। যত বেশীদিন এই খেলা আমরা চালিয়ে যাব ইম্পেরিয়াল ফোর্সের মূল কারণটা বের করে ফেলার সম্ভাবনাও তত বেশী। একদিন না একদিন এই প্রজেক্ট আমাদের মুখের উপরই বিস্ফোরিত হবে।"

"পরিস্থিতি এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি, এখনো এর দায় ইম্পেরিয়ালদের উপরই পড়ছে। ট্র্যানটরের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আমি টের পাচ্ছি।" হাত তুলে আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বসল। "আমি অনুভব করতে পারছি। এবং আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি। পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তৈরি।"

রসকষহীন ভঙ্গীতে হাসল এন্ডোরিন। "আমি তোমার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাই না, চীফ। কাসপালভ বুঝতে পারে নি তার পরিণতি কি হবে। আমি কাসপালভ নই।"

"সত্যি কথা বলতে কি তুমি কাসপালভ নও বলেই তোমাকে আমি বলতে পারি। তাছাড়া এখন আমি যা জানি তখন সেটা জানতাম না।"

"আমার ধারণা," নিজের মুখে যা বলছে তার অর্ধেকও বিশ্বাস করে না এন্ডোরিন, "তুমি ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডে হামলা করার কথা ভাবছ।"

"অবশ্যই। আর কি করার আছে? অবশ্য গ্রাউণ্ডে অনুপ্রবেশ করাটা একটা সমস্যা। খবর পাঠানোর জন্য ওখানে আমার লোক আছে, কিন্তু ওরা সাধারণ গুপ্তচর। ওখানে একজন দক্ষ লোক দরকার।"

"গ্যালাক্সির সবচাইতে কঠিন নিরাপত্তাবেস্টিত অঞ্চলে নিজেদের একজন দক্ষ এজেন্টকে অনুপ্রবেশ করানো সহজ নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই নয়। এখন পর্যন্ত এটাই ছিল আমার মাথাব্যথা– তখনই ঈশ্বররা নাক গলালেন।"

নরম সুরে এন্ডোরিন বলল, (বিরক্তির ভাবটা লুকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হলো তাকে), "ঐশ্বরিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কি ঘটেছে সেটা বল– ঈশ্বরদের আলোচনা এখন থাক।"

"আমার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সকলের প্রিয় এবং মহানুভব সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন একজন নতুন চীফ গার্ডেনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিকি শতাব্দীর মাঝে এই প্রথম।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"কিছুই বুঝতে পারছ না?"

কিছুক্ষণ ভাবল এন্ডোরিন। "আমি বোধহয় ঈশ্বরদের প্রিয় পাত্র নই। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"যদি তুমি নতুন চীফ গার্ডেনার নিয়োগ কর, এন্ডোরিন, পরিস্থিতি অন্য যে কোনো উচ্চপদস্থ প্রশাসক নিয়োগের মতোই– নতুন ফার্স্ট মিনিস্টার বা নতুন সম্রাট ক্ষমতায় বসলে যে পারিস্থিতি হয় ঠিক সেরকম। নতুন চীফ গার্ডেনার অবশ্যই তার নিজের পছন্দের লোকদের নিয়োগ করবে। পুরনো যাদেরকে তার মনে হবে অকেজো তাদেরকে অবসর নিতে বাধ্য করবে এবং তরুণ আর উদ্যমী নতুনদের নিয়োগ দেবে।"

"হতে পারে।"

"হতে পারে না, এরকমই হয়। বর্তমান চীফ গার্ডেনার দায়িত্ব নেয়ার সময় হয়েছে, তার পূর্বসূরির বেলায়ও হয়েছে, এভাবেই হয়ে আসছে। আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো থেকে শয়ে শয়ে কর্মী–"

"আউটার ওয়ার্ল্ড থেকে কেন?"

"বুদ্ধি খাটাও, এন্ডোরিন– যদি থাকে। বাগানের ব্যাপারে কি জানে ট্র্যানটরিয়ানরা? তারা সারাজীবন বাস করে গম্বুজের ভেতরে, কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা গাছপালা, চিড়িয়াখানা, শস্যখেত আর ফলের গাছ দেখে জীবন কাটিয়ে দেয়। বুনো প্রকৃতির ব্যাপারে কি জানে তারা?"

"আচ্ছা। এবার বুঝতে পারছি।"

"বাছাই প্রক্রিয়ার সুবাদে প্রচুর নতুন লোক গ্রাউণ্ডে ঢোকার সুযোগ পাবে। অবশ্যই সবার ব্যাপারে নিখুঁতভাবে খোঁজখবর করা হবে, তবে ট্র্যানটরিয়ানদের বেলায় যতটা করা হতো অন্যদের বেলায় তা হবে না। তার মানে আমাদের কিছু কর্মী ছদ্ম পরিচয়ে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হবে। কিছু হয়তো ধরা পড়বে, দুএকজন ঠিকই ফাঁক গলে ঢুকে যেতে পারবে কোনো সন্দেহ নেই। ফার্স্ট মিনিস্টার সেলডন (থুতু ফেলার মতো করে নামটা উচ্চারণ করল সে) দায়িত্বে আসার পর যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, তারপর যে কঠিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তা সত্ত্বেও আমাদের কিছু এজেন্ট অনুপ্রবেশ করতে পারবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার এন্ডোরিন ক্লান্ত বোধ করল, তার মনে হচ্ছে সে একটা প্যাচের মধ্যে পড়ে গেছে যেখান থেকে আর বেরোতে পারছে না। "হয়তো আমার মুখে কথাগুলো অদ্ভুত শোনাবে, চীফ, কিন্তু এই 'ঈশ্বরদের' বোধহয় আসলেই কিছুটা হাত আছে, কারণ তোমাকে যে কথাটা বলতে এসেছিলাম মনে হচ্ছে তা তোমার পরিকল্পনায় নিঁখুত ভাবে মিলে যাবে।"

নামাত্রির দৃষ্টিতে সন্দেহ ফুটে উঠল, তারপর কামরার চারপাশে তাকাল যেন হঠাৎ করেই নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু অমূলক ভয়। কামরাটা পুরনো এক আবাসিক কমপ্লেক্সের অনেক ভেতরে এবং নিখুঁতভাবে শীল্ড করা। বাইরের কেউ তাদের কথা শুনতে পারবে না, সম্পূর্ণ দিক নির্দেশনা থাকলেও কেউ সহজে খুঁজে পাবে না– বা পেলেও সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে আসতে পারবে না।"

"খুলে বল।" নামাত্রি বলল।

"তোমার কাজে লাগবে এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছি। বয়সে তরুণ– অশিক্ষিত, সাধাসিধা। তোমার পছন্দ হবে, দেখলেই মনে হবে একে বিশ্বাস করা যায়। যা বলার তা সরাসরি বলে। ডাহ্‌লে বাস করত, সমান অধিকারের বিষয়টা নিয়ে ভীষণ উৎসাহী। তার মতে ডাহ্‌লাইট কোক আইসারের পরে জোরানিউমই সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু; এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এই আদর্শের কথা বলে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যাবে।"

"আদর্শ?" নামাত্রি বলল। তার সন্দেহ এক বিন্দুও কমে নি। "সে কি আমাদের একজন?"

"সত্যি কথা বলতে কি, সে আসলে কোনোকিছুর সাথেই জড়িত নয়। সে শুধু এইটুকুই জানে যে জোরানিউম সব সেক্টরের সমান অধিকারের কথা প্রচার করেছিল।"

"ওটা তার কল্পনা, কোনো সন্দেহ নেই।"

"কল্পনা আমাদেরও কিন্তু ছেলেটা এগুলো বিশ্বাস করে। সমান অধিকার এবং প্রশাসনে জনগণের অধিক অংশ গ্রহণ নিয়ে আমার সাথে কথা বলেছে। এমনকি গণতন্ত্রের কথাও সে জানে।"

ঘৃণায় নাক কুঁচকাল নামাত্রি। "বিশ হাজার বছরে গণতন্ত্র কখনোই সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আমাদের মাথাব্যথা না। এই জিনিসগুলোই ছেলেটির চালিকা শক্তি এবং আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি, চীফ, তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি যে দরকারী অস্ত্রটা আমরা পেয়েছি কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে ব্যবহার করা যাবে। এখন জানি। তাকে আমরা গার্ডেনার হিসাবে ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডে ঢুকিয়ে দিতে পারব।

"কিভাবে? গার্ডেনিং এর কিছু জানে সে?"

"না, কিছুই জানে না। দক্ষ শ্রমের কোনো কাজ কখনোই সে করেনি। এই মুহূর্তে একটা হলার চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমার ধারণা কিভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন করে, এই আদর্শগুলোই বোকা ে

ফরতে বলব তাই করবে সে?"

।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে? সেই গণিতবিদ। এবং সেই এখন সাইকোহিস্টোরির প্রলাপ বকে এম্পায়ার শাসন করছে। ক্লীয়ন কিছুই না। হ্যারি সেলডনকে আমাদের পথ থেকে সরাতে হবে। আমি চেষ্টা করছি যে অচলাবস্থা চলছে তার দায় সেলডনের কাঁধে চাপানোর জন্য। জনগণের দুর্ভোগের জন্য তাকে দায়ী করা হবে। সবাই এটাকে ধরে নেবে তার ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতা হিসেবে।"

কথার তোড়ে নামাত্রির মুখের কোণা দিয়ে খানিকটা থুতু বেরিয়ে পড়ল। "সে খুন হলে আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে এম্পায়ারে এমন কি কাজটা কে করেছে তা না জানলেও চলবে। বারবার এই খবর প্রচার করা হবে প্রতিটা হলোভীশন চ্যানেলে। সবাই আমাদের মেনে নেবে ত্রাণকর্তা হিসেবে।" হাত তুলে এমন ভাবে নামিয়ে আনল যেন কারো বুকে ছুরি বসাচ্ছে। "তোমার তরুণ সৈনিক কি হ্যারি সেলডনকে খুন করতে পারবে?"

অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও নিজেকে সামলে নিল এন্ডোরিন।

"অবশ্যই পারবে। সম্রাটের জন্য তার হয়তো একটু হলেও শ্রদ্ধাবোধ আছে ; সম্রাট তার কাছে রহস্যময় পবিত্র ব্যক্তি। সেলডনের জন্য তার তেমন শ্রদ্ধাবোধ নেই।"

কিন্তু ভেতরে ভেতরে খেপে গেছে এন্ডোরিন। এটা সে চায়নি। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

৪.

মানীলা চোখের উপর থেকে চুল সরিয়ে রাইখের দিকে তাকিয়ে হাসল। "বলেছিলাম না, তোমাকে কোনো ক্রেডিট খরচ করতে হবে না।"

চোখ পিটপিট করল রাইখ, নগ্ন কাঁধ চুলকাল। "কিন্তু এখন নিশ্চয়ই চাইবে?"

কাঁধ নেড়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে হাসল মানীলা। "কেন চাইব?"

"কেন নয়?"

"কারণ মাঝে মাঝে আমার নিজেরও আনন্দের প্রয়োজন হয়।"

"আমার সাথে?"

"আর কেউ তো নেই এখানে।"

দীর্ঘক্ষণের নীরবতার পর সান্ত্বনার সুরে মানীলা বলল, "তাছাড়া তোমার কাছে অত ক্রেডিট নেই। কাজ কেমন চলছে?"

"মজুরী বেশী না তয় কিছু না থাকার চাইতে ভালো। অনেক ভালো। তুমি ওই লোকটাকে আমার জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলে?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মানীলা। "গ্লেব এন্ডোরিনের কথা বলছ? আমি ওকে কিছুই বলিনি। শুধু বলেছিলাম যে তোমাকে হয়তো তার ভালো লাগবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সে কি রাগ করবে আমার আর তোমার এই–"

"কেন রাগ করবে? ওর কোনো ব্যাপার না এটা। তোমারও মাথা ঘামানোর দরকার নেই।"

"সে কি করে? মানে কি কাজ করে?"

"কোনো কাজ করে বলে মনে হয় না। ধনী লোক। পুরনো মেয়রদের আত্মীয়।"

"ওয়্যির মেয়র?"

"হ্যাঁ। ইম্পেরিয়াল গভর্নম্যান্ট সে পছন্দ করে না। অবশ্য আগের মেয়রদের কেউই করত না। সে বলে ক্লীয়ন–"

আচমকা মুখের লাগাম টানল সে, তারপর বলল, "বেশী কথা বলছি আমি। কাউকে বলো না।"

"আমি? আমি কিছুই শুনি নি। কাউকেই বলব না।"

"ঠিক আছে।"

"কিন্তু এন্ডোরিনের বিষয়টা কি? সে জোরানুমাইটদের উঁচুপদের নেতা? গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি?"

"আমি জানি না।"

"কখনো এই বিষয়ে কথা বলে নি?"

"আমার সাথে বলেনি।"

"ও," বিরক্তি গোপন করল রাইখ।

তার দিকে সরু চোখে তাকাল মানীলা। "তোমার এতো আগ্রহ কেন?"

"আমি ওদের সাথে কাজ করতে চাই। এভাবেই অনেক উপরে উঠতে পারব। ভালো চাকরী। অনেক ক্রেডিট।"

"হয়তো এন্ডোরিন সাহায্য করতে পারবে। আমি জানি সে তোমাকে পছন্দ করে।"

"আমাকে যাতে আরো বেশী পছন্দ করে সেই ব্যবস্থা করতে পারবে তুমি?"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি। তোমাকে পছন্দ না করার তো কোনো কারণ দেখি না। আমি তোমাকে পছন্দ করি। এন্ডোরিনকে যতটা করি তোমাকে তার চেয়ে বেশী করি।"

"ধন্যবাদ, মানীলা। আমিও তোমাকে পছন্দ করি।– অনেক।" মানীলার দেহের নিচের অংশে হাত বোলাতে লাগল সে। আশা করল যেন বর্তমান এ্যাসাইনমেন্টের চেয়ে মেয়েটার দিকেই মনযোগ বেশী দিতে পারে।

১৫.

"গ্লেব এন্ডোরিন," ক্লান্ত সুরে বললেন সেলডন। দুহাতে চোখ ডলছেন।

"কে?" জিজ্ঞেস করল ডর্স ভেনাবিলি। তার আচরণ এখনো রাইখ চলে যাওয়ার দিন থেকে যেমন শীতল ছিল ঠিক তেমন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নামটা শুনেছি মাত্র কিছুদিন আগে, চারশ কোটি মানুষের একটা বিশ্ব চালানোর এই এক সমস্যা। তুমি কখনোই কারো কথা শুনবে না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করবে। কম্পিউটারে বিশ্বের সব তথ্য থাকার পরও ট্র্যানটরের জনগণ নাম পরিচয়হীন মানুষ। রেফারেন্স নাম্বার এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে যে কাউকেই খুঁজে নেয়া যাবে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন মানুষটাকে খুঁজতে হবে। তার সাথে যদি পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহ যোগ দাও তাহলে সত্যি অবাক হবে যে গ্যালাকটিক এম্পায়ার হাজার হাজার বছর ধরে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হয় এম্পায়ার টিকে থাকার মূল কারণ আসলে এটা চলছে নিজে নিজেই। আর এখন শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটতে চলেছে।"

"দর্শন যথেষ্ট হয়েছে, হ্যারি। এন্ডোরিন কে?"

"এমন একজন যার ব্যাপারে আমার আরো আগেই জানা উচিত ছিল। নিরাপত্তা কর্মীদের রাজী করিয়েছি ওর ব্যাপারে তথ্য দেয়ার জন্য। আমাকে একটা ফাইল দিয়েছে। ওয়িির মেয়র পরিবারের সদস্য– গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য– আর তাই নিরাপত্তাকর্মীরা ওর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছে। ওদের মতে লোকটার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী। প্লেবয় টাইপের বলে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি।"

"সে কি জোরানুমাইটদের সাথে জড়িত?"

অনিশ্চিত ভঙ্গীতে হাত নাড়লেন সেলডন, "আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, নিরাপত্তাকর্মীরা জোরানুমাইটদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তার অর্থ হয়তো এই যে জোরানুমাইটদের কোনো অস্তিত্ব নেই অথবা এমনও হতে পারে যে অস্তিত্ব থাকলেও সেটা উল্লেখযোগ্য কিছু না, অথবা হতে পারে যে নিরাপত্তা কর্মীরা আসলে এই ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তাদেরকে আগ্রহী করে তোলার কোনো কায়দাও আমার জানা নেই। অফিসাররা যদি কিছু তথ্য আমাকে দেয় তাহলেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তবে আমি ফার্স্ট মিনিস্টার।"

"হয়তো বা তুমি ভালো ফার্স্ট মিনিস্টার নও?" কাঠখোট্টা গলায় বলল ডর্স।

"সেটা সম্ভাবনার চেয়েও অনেক বেশী। সম্ভবত এই পদের জন্য আমার চাইতে অযোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। কিন্তু এর সাথে নিরাপত্তা বিভাগের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিভাগ প্রশাসনের সবচাইতে স্বাধীন অংশ। এমনকি ক্লীয়ন নিজেও তার এই বিভাগের ব্যাপারে তেমন কিছু জানেন কিনা আমার সন্দেহ আছে, যদিও কাগজে কলমে অফিসাররা তাদের পরিচালকের মাধ্যমে সম্রাটের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য। বিশ্বাস কর নিরাপত্তা বিভাগের কাজের ধারা যদি আমরা জেনে ফেলি তাহলে ওদেরকে সাইকোহিস্টোরির সমীকরণ দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করব, তার চেয়ে যেমন আছে তেমনই থাক।"

"নিরাপত্তাকর্মীরা আমাদের পক্ষে আছে তো?"

"মনে হয় আছে কিন্তু একশভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারব না।"

"তুমি– কি যেন নাম বললে– এই লোকটার ব্যাপারে এতো আগ্রহী কেন?"

"গ্লেব এন্ডোরিন। কারণ রাইখের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডর্সের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আগে বলনি কেন? কেমন আছে রাইখ?"

"ভালো, তবে আশা করি সংবাদ পাঠানোর চেষ্টা বন্ধ করে দেবে। ধরা পড়লে আর ভালো থাকবে না। যাই হোক সে এন্ডোরিনের সাথে একটা যোগাযোগ তৈরি করেছে।"

"এবং জোরানুমাইটদের সাথেও?"

"আমার তা মনে হয় না। এই দুই শ্রেণীর এক হয়ে কাজ করাটা অস্বাভাবিক। জোরানুমাইট আন্দোলন সমাজের একেবারে নীচু শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মাঝে আবদ্ধ– সর্বহারাদের আন্দোলন। আর এন্ডোরিন অভিজাতদের চাইতেও অভিজাত। জোরানুমাইটদের সাথে সে কি করবে?"

"যেহেতু সে ওয়িয়ান মেয়র পরিবারের সদস্য, হয়তো সে ইম্পেরিয়াল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে, তাই নয় কি?"

"ওরা বংশ পরম্পরায় চেষ্টা করে যাচ্ছে। আশা করি রিশেলির কথা তোমার মনে আছে। সে এন্ডোরিনের ফুপু।"

"তাহলে তোমার কি মনে হয় না সে জোরানুমাইটদের নিজের স্বার্থ হাসিলের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে?"

"যদি তাদের অস্তিত্ব থাকে। এবং যদি এন্ডোরিন ওদেরকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে– আমার মতে সে এক বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে। জোরানুমাইটদের– যদি এখনো তাদের অস্তিত্ব থাকে– নিজস্ব পরিকল্পনা থাকতে পারে এবং এন্ডোরিনের মতো লোক হয়তো শেষে দেখবে যে গ্রিটির পিঠে চড়ে বসেছে–

"গ্রিটি কি?"

"বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া হিংস্র পশু। হ্যালিকনের একটা প্রচলিত প্রবাদ। তুমি যদি গ্রিটির পিঠে চাপ তাহলে আর নামতে পারবে না। তখন পশুটা তোমাকে খেয়ে ফেলবে।"

বিরতি নিলেন সেলডন। "আরেকটা কথা। সম্ভবত একটা মেয়ের সাথে রাইখের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এই মেয়েটা এন্ডোরিনের পরিচিত এবং রাইখ আশা করছে তার মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করতে পারবে।"

ভুরু কুঁচকালো ডর্স। "মেয়ে।"

"হ্যাঁ, এমন একজন যে অনেক পুরুষমানুষকে চেনে যারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে অসতর্ক হয়ে অনেক বেফাস কথা বলে ফেলে।"

"ওই ধরনের মেয়ে।" কুঁচকানো ভুরু জোড়া আরো কুঁচকে গেল "আমি ভাবতেই পারছি না–"

"শান্ত হও। শান্ত হও। রাইখের বয়স ত্রিশ এবং নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞ। এই মেয়েটাকে– বা যে কোনো মেয়েকেই– তুমি নিশ্চিন্তে রাইখের হাতে ছেড়ে দিতে পার।" ডর্সের দিকে ঘুরলেন তিনি। দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব আর ক্লান্তি ফুটে উঠল। "তোমার কি মনে হয় এগুলো করতে আমার ভালো লাগছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডর্স কোনো জবাব দিতে পারল না।

১৬.

গ্যাম্বল ডীন নামাত্রি, কখনোই এমনকি যখন তার মন মেজাজ ভালো থাকে তখনো সৌজন্যমূলক ভদ্র এবং আন্তরিক আচরণ করেছে এমন নজির নেই– আর দশ বছরের পরিকল্পনা যতই সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই তার আচরণ আরো বেশী উগ্র এবং অসহ্য হয়ে পড়ছে।

অস্থির হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। "অনেক দেরী করেছ, এন্ডোরিন।"

"কিন্তু আমি এসেছি।" কাঁধ নেড়ে এন্ডোরিন বলল।

"তোমার সেই ছেলেটা কোথায়– তোমার অত্যাশ্চর্য হাতিয়ার। কোথায় সে?"

"চিন্তা করো না, সেও আসবে।"

"এখন আসে নি কেন?"

এন্ডোরিন মাথা নিচু করল, চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে। তারপর কাটা কাটা সুরে বলল, "নিজের অবস্থান ভালোমতো না বুঝে ওকে এখানে আনতে চাই নি।"

"তার মানে?"

"সোজা, সরল গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড। হ্যারি সেলডনকে পথ থেকে সরানোর পকিল্পনা কতদিন থেকে করছ?"

"একেবারে প্রথম থেকেই। এটা বোঝা কি খুব বেশী কঠিন? জো-জোর সাথে সে যা করেছে তার প্রতিশোধ আমাদের নিতে হবে। সে যদি কিছু নাও করত যেহেতু সে ফার্স্ট মিনিস্টার আমাদের পথ থেকে তাকে সরাতেই হবে।"

"কিন্তু আসলে ক্লীয়ন– ক্লীয়নকে পথ থেকে সরাতে হবে। প্রয়োজন হলে তার সাথে ফার্স্ট মিনিস্টারকে।"

"একজন ফিগারহেড তোমাকে ভাবিয়ে তুলেছে কেন?"

"মাত্র গতকালকেই তোমার জন্ম হয় নি নিশ্চয়ই? এই পরিকল্পনায় আমার অংশটুকু কখনো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করিনি কারণ ধরে নিয়েছিলাম না বোঝার মতো বোকা নও। যদি ইম্পেরিয়াল সিংহাসনের পরিবর্তন না ঘটে তাহলে তোমাকে কেন সাহায্য করব?"

শব্দ করে হাসল নামাত্রি। "অবশ্যই। আমি প্রথম থেকেই জানি যে তুমি আমাকে উপরে উঠার সিঁড়ি ভেবে নিয়েছ, ইম্পেরিয়াল সিংহাসনে বসার মই হিসেবে ব্যবহার করছ।"

"তুমি কি অন্য কিছু আশা করেছিলে?"

"মোটেই না। পরিকল্পনা করব আমি, ঝুঁকি নেব আমি, তারপর সবকিছু হয়ে গেলে পুরস্কার নেবে তুমি। কি চমৎকার তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, চমৎকার, কারণ পুরস্কারের অংশীদার হবে তুমিও। তুমি হবে ফার্স্ট মিনিস্টার, তাই না? এমন এক নতুন সম্রাটের সহযোগীতা পাবে যে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।"– বলার সময় ঠাট্টার ভঙ্গীতে মুখ বাঁকা করল সে– "আমি হব নতুন ফিগারহেড।"

"তুমি তাহলে ফিগারহেড হতে চাও?"

"আমি সম্রাট হতে চাই। তোমার ক্রেডিট ছিল না, আমি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সকল উপকরণের যোগান দিয়েছি। ওয়িতে বিশাল একটা সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যা প্রয়োজন তার সব আমি সরবরাহ করেছি। যা দিয়েছি তার সবই ফিরিয়ে নিতে পারি।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"তুমি ঝুঁকি নিতে চাও? কাসপালভের সাথে যা করেছ আমার সাথে সেরকম করার কথা স্বপ্নেও ভেবো না। আমার কিছু হলে তোমার এবং তোমাদের ওয়িতে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়বে– এবং অন্য কোনো সেক্টর তোমার যা প্রয়োজন তা দিতে পারবে না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নামাত্রি। "তাহলে সম্রাটকে খুন করার পরামর্শ দিচ্ছ তুমি।"

"আমি 'খুন' করার কথা বলি নি। বলেছি 'পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার কথা।' কিভাবে করবে সেটা তোমার দায়িত্ব।" আলোচনা শেষ করার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে এমনভাবে বলল যেন সে ইম্পেরিয়াল সিংহাসনে বসে আছে।

"তারপর তুমি সম্রাট হবে?"

"হ্যাঁ।"

"না, তোমার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যাবে। সম্রাট খুন হলে তুমিও মারা যাবে– তবে আমার হাতে না। এন্ডোরিন, জীবনের কঠিন কিছু বাস্তব তোমাকে শিখিয়ে দেই। ক্লীয়ন খুন হলে প্রথমেই উত্তরাধিকারের বিষয়টা প্রাধান্য পাবে, গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য ইম্পেরিয়াল গার্ড বাহিনী ওয়িয়ান মেয়র পরিবারের সকল সদস্যকে খুঁজে বের করে হত্যা করবে– সবার আগে হত্যা করবে তোমাকে। অন্য দিকে শুধু যদি ফার্স্ট মিনিস্টারকে খুন করি তুমি নিরাপদ থাকবে।"

"কেন?"

"ফার্স্ট মিনিস্টার শুধুই ফার্স্ট মিনিস্টার। তারা আসে আর যায়। এমনও হতে পারে যে ক্লীয়ন নিজেই বিরক্ত হয়ে তাকে একদিন মেরে ফেলার ব্যবস্থা করল। অবশ্যই ব্যাপারটা আমরা সেভাবেই প্রচার করব। ইম্পেরিয়াল গার্ড প্রথমে দ্বিধা করলেও শেষ পর্যন্ত আমাদেরকেই নতুন সরকার গঠনের সুযোগ দেবে। সত্যি কথা বলতে কি সেলডনের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমার মনে হয় ওরা বরং খুশিই হবে।"

"নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর আমি কি করব? অপেক্ষা করব? সারাজীবন?"

"না, আমি ফার্স্ট মিনিস্টার হতে পারলে ক্লীয়নকে সামলানোর অনেক উপায় বের করা যাবে। হয়তো ইম্পেরিয়াল গার্ড– এমন কি নিরাপত্তা বিভাগকে হাত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ইচ্ছামতো চালাতে পারব। তখন ক্লীয়নকে সরিয়ে তার জায়গায় তোমাকে বসানো অনেক সহজ হবে।"

রাগে ফেটে পড়ল এভোরিন। "কেন করবে?"

"কেন করবে মানে?"

"সেলডনের উপর তোমার ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে। সে চলে গেলে কেন তুমি অকারণে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঝুঁকি নেবে? ক্লীয়নের সাথে একটা সমঝোতা করে নেবে তুমি আর আমি সারাজীবনের স্বপ্ন অপূর্ণ রেখে অবসর নিয়ে ফিরে যাব। এবং সম্ভবত নিজেকে নিরাপদ করার জন্য আমাকে তুমি খুন করবে।"

"না! ক্লীয়ন সিংহাসনে বসার যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছে। সে প্রাচীণ এ্যান্টান রাজবংশের সন্তান– তার পূর্বপুরুষরা সবাই সম্রাট। তাকে সামলে রাখা অসম্ভব একটা কাজ। অন্যদিকে তুমি সিংহাসনে বসবে নতুন এক রাজবংশের সদস্য হিসেবে, যার সাথে ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে পূর্ববর্তী ওয়িয়ান সম্রাটরা কেউই তেমন পরিচিত নয়। দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে সিংহাসনে বসবে তুমি, তোমার সমর্থনের প্রয়োজন হবে– আমি। আমারও এমন একজনকে দরকার যে আমার উপর নির্ভরশীল এবং যাকে আমি সামলাতে পারব– তুমি। শোনো, এভোরিন, আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলি নি, যে সম্পর্ক সময়ের সাথে সাথে ফিকে হয়ে যাবে। বরং আমরা পারস্পরিক সুবিধার জন্য বিয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলেছি যে সম্পর্ক আমরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন টিকবে। পরস্পরের উপর বিশ্বাস থাকলে দুজনেই লাভবান হব।"

"প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে আমি সম্রাট হব?"

"আমার মুখের কথা বিশ্বাস না করলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি হবে? তারপরেও বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তোমাকে ক্লীয়নের স্থলাভিষিক্ত করব। এবার তোমার লোকের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দাও।

"ঠিক আছে। ছেলেটা অন্য সবার চেয়ে কেন আলাদা সেটা আগে শুনে রাখো। উঁচু দরের আদর্শবাদী সে নয়। যা করতে বলবে তাই করবে, বিপদ নিয়ে মাথা ঘামাবে না, দ্বিতীয়বার ভাববে না। আর দেখার সাথে সাথেই তার উপর বিশ্বাস জন্মাবে এমনকি হাতে একটা ব্লাস্টার থাকলেও।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"অপেক্ষা কর। দেখলেই বুঝবে।"

১৭.

চোখ নামিয়ে রাখল রাইখ। দ্রুত একবার তাকিয়েই সব বুঝে ফেলেছে। দশ বছর আগে যখন জোরানিউমকে ফাঁদে ফেলার জন্য তাকে পাঠানো হয় তখন এই লোকটাকে সে দেখেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ বছরে নামাত্রি বিশেষ একটা বদলায় নি। রাগ আর ঘৃণা তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা তাকে দেখে যে কেউই বলতে পারবে– অন্তত রাইখের বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না।

রাইখ দৃষ্টি সরিয়ে রাখল, কারণ সে জানে নামাত্রি এমন মানুষ যে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকানোটা পছন্দ করে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাইখের দিকে তাকাল নামাত্রি। ঠোঁটের কোণায় বিদ্রুপের হাসি।

এন্ডোরিন এক কোণায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে উদ্দেশ্য করে নামাত্রি প্রশ্ন করল, "এর কথাই বলেছিলে তাহলে?" বলার ভঙ্গীতে মনে হলো যেন যাকে নিয়ে এতো আলোচনা সে এখানে উপস্থিত নেই।

মাথা নাড়ল এন্ডোরিন, নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, চীফ।"

কাঠখোট্টা গলায় রাইখকে জিজ্ঞেস করল নামাত্রি, "তোমার নাম?"

"প্ল্যানচেট, স্যার।"

"তুমি আমাদের আদর্শে বিশ্বাস করো?"

"জ্বী, স্যার," এন্ডোরিনের পরামর্শ অনুযায়ী সাবধানে কথা বলছে সে। "আমি একজন গণতন্ত্রী এবং প্রশাসনে জনগণের অধিক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা চাই।"

এন্ডোরিনের দিকে দ্রুত দৃষ্টি ফেলে নামাত্রি বলল, "বক্তৃতাবাজ।"

আবার রাইখের দিকে ঘুরল, "আদর্শ রক্ষার জন্য ঝুঁকি নিতে পারবে?"

"যে কোনো ঝুঁকি, স্যার।"

"যা বলব তাই করবে? কোনো প্রশ্ন করবে না? কখনো পিছ পা হবে না?"

"আমি আদেশ পালন করব।"

"গার্ডেনিং এর ব্যাপারে কিছু জানো?"

ইতস্ততঃ করল রাইখ, "না, স্যার।"

"তুমি তাহলে ট্র্যানটরিয়ান? গম্বুজের নিচে জন্মেছ?"

"জন্মেছি মিলিমারুতে, স্যার। বড় হয়েছি ডাহ্‌লে।"

"চমৎকার," তারপর এন্ডোরিনকে বলল, "নিয়ে যাও ওকে। বাইরে দাঁড়ানো লোকটার কাছে দিয়ে আবার এখানে আসবে। তোমার সাথে কথা আছে।"

ফিরে এসে নামাত্রির চেহারায় অবিশ্বাস্য পরিবর্তন লক্ষ্য করল এন্ডোরিন। তার চোখগুলোতে অন্য রকম এক আলো, মুখে ভয়াল দর্শন মুচকি হাসি।

"বলেছিলাম না, লোকটা আমাদের কাজের উপযুক্ত।"

"তুমি যা ভেবেছ তার চেয়ে অনেক বেশী উপযুক্ত। তোমার মনে আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় ফার্স্ট মিনিস্টার হ্যারি সেলডন জোরানিউমকে ফাঁদে ফেলার জন্য তার ছেলে– অথবা পালক ছেলেকে– পাঠিয়েছিল।

"হ্যাঁ," ক্লান্ত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল এন্ডোরিন। "গল্পটা আমি জানি।"

"ছেলেটাকে আমি মাত্র একবার দেখেছিলাম, কিন্তু ওর চেহারা মনের মাঝে গেঁথে আছে। তোমার কি মনে হয় দশ বছরের পরিবর্তন, নকল হিল, আর গোঁফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে দিয়ে আমাকে বোকা বানাতে পারবে? তোমার এই প্ল্যানচেটই হ্যারি সেলডনের পালক ছেলে রাইখ।"

দম বন্ধ হয়ে গেল এন্ডোরিনের, মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। "তুমি নিশ্চিত, চীফ?"

"তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ এই ব্যাপারে যেমন নিশ্চিত ঠিক সেরকম। তুমি শত্রুকে হাতে ধরে আমাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে এসেছ।"

"আমার কোনো ধারণা–"

"ভয়ের কিছু নেই। আমার মনে হয় সারাজীবনে এই প্রথম একটা ভালো কাজ তুমি করতে পারলে। যথাযথভাবে পালন করেছ ঈশ্বরদের নির্ধারণ করে দেয়া ভূমিকা। যদি আমি চিনতে না পারতাম তাহলে সে তার উদ্দেশ্য পূরণ করে চলে যেতে পারত। কিন্তু এখন আর তা হবে না। সত্যিকথা বলতে কি তুরুপের তাস এখন আমাদের হাতে।" হাতে হাত ঘষল নামাত্রি, একটু থমকাল, যেন বুঝতে পারছে আচরণটা তার চরিত্রের সাথে খাপ খায় না, মুচকি হাসল– তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

১৮.

"আমাদের বোধহয় আর দেখা হবে না, প্ল্যানচেট," মানীলা বলল।

গোসল করে গা শুকাচ্ছে রাইখ। "কেন?"

"গ্লেব এন্ডোরিন চাইছে না আমি তোমার সাথে দেখা করি।"

"কেন চাইছে না?"

কাঁধ নাড়ল মানীলা। "ও বলেছে তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে, আমার সাথে মেলামেশা করে সময় নষ্ট করা যাবে না। হয়তো সে বোঝাতে চায় তুমি আরো ভালো কাজ পাবে।"

দেহ শক্ত হয়ে গেল রাইখের। "কি ধরনের কাজ? নির্দিষ্ট করে কিছু বলেছে?"

"না, তবে বলেছে যে ইম্পেরিয়াল সেক্টরে যাবে।"

"তাই? তোমাকে সব জানায়?"

"তুমি তো জানই, প্ল্যানচেট, পুরুষ মানুষরা বিছানায় অনেক কথাই বলে।"

"আমি জানি," জবাব দিল রাইখ, সে নিজে অবশ্য এই ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক থাকে। "আর কি বলেছে?"

"এতো প্রশ্ন করছ কেন?" ভুরু সামান্য বাঁকা করল মানীলা। "সেও প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। পুরুষদের এই ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করেছি। কেন?"

"আমার ব্যাপারে কি বলেছ?"

"বেশী কিছু না। শুধু বলেছি যে তুমি চমৎকার ভদ্রলোক। এটা তো আর বলতে পারি না যে তোমাকে ওর চেয়ে বেশী পছন্দ করি। তাহলে মনে কষ্ট পাবে– আমারও ক্ষতি হবে।"

পোশাক পড়ছে রাইখ। "তাহলে বিদায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার মতে সাময়িক বিদায়। গ্লেব মত পাল্টাতে পারে। আমিও ইম্পেরিয়াল সেক্টরে যেতে চাই– মানে যদি সাথে নেয় আর কি। কখনো ওখানে যাই নি।"

মুখ ফসকে প্রায় বলেই ফেলেছিল রাইখ, কাশি দিয়ে সামলে নিল। "আমিও যাই নি।"

"ওখানে আছে বড় বড় দালানকোঠা, সুন্দর সুন্দর বেড়ানোর জায়গা, চমৎকার রেস্টুরেন্ট– আর পয়সাওয়ালারা সব ওখানেই থাকে। বড়লোকদের সাথে পরিচিত হতে চাই আমি– গ্লেব ছাড়া।"

"আমার কাছ থেকে তো তুমি কিছুই পাও না।"

"তোমার কথা আলাদা। সবসময় ক্রেডিটের কথা ভাবলে চলে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবতেই হয়। বিশেষ করে যখন মনে হচ্ছে যে গ্লেব আমাকে নিয়ে ক্লান্ত।"

"তোমাকে নিয়ে কেউ ক্লান্ত হতে পারে না।" রাইখ বলল এবং বুঝতে পারল যে কথাটা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

"পুরুষরা সবসময় এই কথাই বলে। যাই হোক, তোমার সাথে সময়টা ভালোই কেটেছে। নিজের দিকে খেয়াল রেখো, বলা যায় না আমাদের আবার দেখা হতেও পারে।"

মাথা নাড়ল রাইখ, বলার মতো কোনো শব্দ খুঁজে পেল না। মনের অনুভূতি প্রকাশ করার উপায় তার জানা নেই।

মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। নামাত্রি আর তার দলের পরিকল্পনা জানতে হবে। মানীলার কাছ থেকে তাকে পৃথক করার অর্থ হলো নাটকের যবনিকাপাত ঘটতে চলেছে। শুধু গার্ডেনিং এর ব্যাপারটা এখনো বুঝতে পারছে না।

সেলডনের কাছেও কোনো সংবাদ পাঠাতে পারেনি। নামাত্রির সাথে দেখা করার পর থেকেই তাকে কড়া নজরে রাখা হয়েছে, যোগাযোগের সকল উপায় বন্ধ– নাটকের শেষ অঙ্কের আরেকটা প্রমাণ।

কিন্তু কি ঘটতে চলেছে তা যদি ঘটে যাওয়ার পরেই জানতে পারে আর সেলডনকে জানায় তখন কি লাভ হবে।

১৯.

হ্যারি সেলডনের সময় ভালো যাচ্ছে না। প্রথমবার যোগাযোগের পর রাইখের কাছ থেকে আর কোনো খবর পান নি ; কি হচ্ছে সেই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই।

রাইখের জন্য দুশ্চিন্তা ছাড়াও (ভয়ানক কিছু ঘটলে তিনি নিশ্চয়ই খবর পেতেন) শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা নিয়েও অস্বস্তিতে ভুগছেন।

নিখুঁত হতে হবে। প্রাসাদে সরাসরি আক্রমণ অসম্ভব। ওখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্ভেদ্য। তারপরেও যদি তাদের সেরকমই পরিকল্পনা থাকে সেটা কি ধরনের হতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই চিন্তা তাকে রাতে ঘুমাতে দেয়নি, দিনের কাজে মন বসাতে দিচ্ছে না।

সিগন্যাল বাতি জ্বলে উঠল।

"ফার্স্ট মিনিস্টার। দুটোর সময় আপনার একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, স্যার–"

"কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট?"

"ম্যান্ডেল গ্রুবার, গার্ডেনার।"

মনে পড়ল সেলডনের। "হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।"

এখন গ্রুবারের সাথে কথা বলার সময় নয়। কিন্তু এক দুর্বল মুহূর্তে আজকে দেখা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাকে– লোকটা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। ফার্স্ট মিনিস্টারকে কখনো দুর্বল হলে চলবে না, কিন্তু সেলডন ফার্স্ট মিনিস্টার হওয়ার অনেক আগে থেকেই সেলডন।

"এসো, গ্রুবার।" আন্তরিক ভঙ্গীতে বললেন তিনি।

বিস্মিত হয়ে চারপাশে দেখতে লাগল গ্রুবার। সেলডনের কোনো সন্দেহ নেই যে এমন চমকদার অভিজাত অফিস গার্ডেনার কখনো দেখে নি। বলতে ইচ্ছে হলো : "তোমার পছন্দ হয়েছে? তাহলে নিয়ে যাও। আমি চাই না।"

কিন্তু শুধু বললেন, "কি হয়েছে, গ্রুবার? এমন দেখাচ্ছে কেন?"

সাথে সাথে কোনো জবাব পাওয়া গেল না। প্রাণহীন এক টুকরো হাসি ফুটল গ্রুবারের ঠোঁটে।

"বসো। ওই চেয়ারটাতে।"

"না, ফার্স্ট মিনিস্টার। ভালো দেখাবে না। নোংরা হয়ে যাবে।"

"নোংরা হলে পরিষ্কার করা যাবে। যা বলছি তাই কর– ভালো! এখন একটু বসে তোমার চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নাও। তারপর বল কি ব্যাপার।"

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে থাকল গ্রুবার, তারপর বাধ ভাঙ্গা স্রোতের মতো তার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল, "ফার্স্ট মিনিস্টার। আমাকে চীফ গার্ডেনার বানানো হয়েছে। মহানুভব সম্রাট নিজের মুখে বলেছেন।"

"হ্যাঁ, শুনেছি, কিন্তু এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তোমাকে ভাবাচ্ছে না। তোমার নতুন পদ অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য এবং আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর পিছনে হয়তো আমারও কিছু অবদান আছে। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি যা করেছিলে সেটা আমি ভুলিনি এবং সম্রাটকে বিষয়টা বারবার জানিয়েছি। তুমি যা করেছ তার জন্য এর চেয়ে ভালো পুরস্কার আর কিছুই হতে পারে না। কাজেই এটা কোনো দুঃশ্চিন্তার বিষয় নয়, আসল কথা খুলে বল।"

"ফার্স্ট মিনিস্টার, নতুন পদ এবং পদোন্নতিই আমার দুঃশ্চিন্তার বিষয়। আমি সামলাতে পারব না, সেই যোগ্যতা নেই।"

"আমাদের বিশ্বাস তোমার সেই যোগ্যতা আছে।"

অস্থির হয়ে পড়ল গ্রুবার। "আমাকে অফিসে বসতে হবে। মুক্ত বায়ুতে কাজ করতে পারব না, গাছপালা আর পশুপাখিদের সাথে কাজ করতে পারব না। জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে, ফার্স্ট মিনিস্টার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্মিত হলেন সেলডন। "সেরকম কিছু হবে না, গ্রুবার। তুমি সারাক্ষণ অফিসে বসে থাকবে কেন। ইচ্ছামতো খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। কাজ কর্ম দেখবে। তোমাকে আর কায়িক পরিশ্রম করতে হবে না, ব্যস।"

"আমি কায়িক পরিশ্রম করতে চাই, ফার্স্ট মিনিস্টার। আর মনে হয় না ওরা আমাকে বেরোতে দেবে। বর্তমান চীফ গার্ডেনারকে দেখেছি। ইচ্ছা থাকলেও অফিস ছেড়ে বেরোতে পারতেন না। প্রশাসনিক কাজ আর হিসাব নিকাশ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কিছু জানাতে হলে আমরাই তার অফিসে যেতাম। সবকিছু দেখতেন হলোভীশনে"– প্রচণ্ড রাগ নিয়ে কথাগুলো বলল সে– "যেন ছবি দেখেই প্রকৃতি বুঝতে পারবেন। আমাকে দিয়ে এই কাজ হবে না, ফার্স্ট মিনিস্টার।"

"শান্ত হও, গ্রুবার। ব্যাপারটা এতো খারাপ না। তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে সব গুছিয়ে নেবে নিজের মতো করে।"

মাথা নাড়ল গ্রুবার। "প্রথম কথা– সবচেয়ে প্রথম কথা– আমাকে নতুন গার্ডেনারদের নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাকে জীবন্ত কবর দেয়া হচ্ছে।" তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলল, "এই দায়িত্ব আমি চাই না এবং আমার পাওয়া উচিত নয়, ফার্স্ট মিনিস্টার।"

"গ্রুবার, এখন হয়তো চাও না, কিন্তু তুমি একা নও। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমি ফার্স্ট মিনিস্টার না হলেই ভালো হতো। দায়িত্বটা আমার জন্য অনেক বেশী। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সম্রাট নিজেও ইম্পেরিয়াল দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারলে স্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু গ্যালাক্সির সকলকেই যার যার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সেটা সবসময় আনন্দদায়ক হয় না।"

"বুঝতে পেরেছি, ফার্স্ট মিনিস্টার, কিন্তু সম্রাটকে সিংহাসনে বসতেই হবে কারণ তিনি সম্রাট হয়েই জন্মেছেন। আপনাকে ফার্স্ট মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করতেই হবে কারণ এই পদের জন্য যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ নেই। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, আমরা কথা বলছি চীফ গার্ডেনারের পদ নিয়ে। পঞ্চাশজন গার্ডেনার এখানে কাজ করে। তাদের অনেকেই এই পদের জন্য আমার চেয়ে যোগ্য এবং তারা কেউই অফিসের চার দেয়ালে বন্দী হতে আপত্তি করবে না। আপনি বলেছেন যে সম্রাটকে আপনি আমার কথা জানিয়েছেন। আপনি কি দয়া করে তাকে আরেকবার বুঝিয়ে বলবেন যে যদি আমাকে পুরস্কৃত করতেই হয় তাহলে আমি যেমন আছি তেমন থাকতে দেয়াটাই হবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।"

চেয়ারে হেলান নিয়ে বসলেন সেলডন। গম্ভীর গলায় বললেন, "গ্রুবার, যদি সম্ভব হতো তাহলে অবশ্যই করতাম। তবে একটা বিষয় ব্যাখ্যা করে বলছি তোমাকে, আশা করি তুমি বুঝবে। সম্রাট, আমরা সবাই জানি এম্পায়ারের একচ্ছত্র অধিপতি। বাস্তবে কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন। মূলত এম্পায়ার চালাচ্ছি আমি, কিন্তু আমিও আমার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারি না। সরকারের বিভিন্ন স্তরে লাখ-লাখ, কোটি-কোটি কর্মচারী দায়িত্ব পালন করে চলেছে, সবাই নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সবাই ভুল করছে, কেউ কাজ করছে বীরের মতো, কেউ ভীরু কাপুরুষের মতো। তাদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বুঝতে পারছ?"

"পারছি কিন্তু আমার সমস্যার সাথে এর কি সম্পর্ক?

"কারণ একটা জায়গাতে তিনি প্রকৃত অর্থেই সর্বেসর্বা– আর সেটা হলো ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ড। এখানে তার কথাই আইন এবং অধীনস্ত কর্মচারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা কম বলে সামলানো সহজ। ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডের ব্যাপারে তার নেয়া কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা বললে সেটাকে তিনি ধরে নেবেন তার দুর্ভেদ্য দুর্গে অনুপ্রবেশের ঘটনা হিসেবে। আমি যদি তাকে বলি, 'দয়া করে গ্রুবারকে নতুন দায়িত্ব না দিয়ে আগের মতো থাকতে দেয়ার বিষয়টা একটু বিবেচনা করবেন, ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি,' তাহলে তিনি তার সিদ্ধান্ত না পাল্টিয়ে বরং আমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন। তাতে আমি খুশি হব কিন্তু তোমার কোনো লাভ হবে না।"

"কোনো উপায়ই নেই তাহলে?"

"ঠিক এই কথাটাই আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। তবে চিন্তা করো না, গ্রুবার, আমি যতদূর পারি তোমাকে সাহায্য করব। দুঃখিত, আর সময় দিতে পারছি না তোমাকে।"

উঠে দাঁড়াল গ্রুবার, বাগানে কাজ করার টুপিটা দুহাতে মোচড়াচ্ছে, চোখে পানি। "ধন্যবাদ, ফার্স্ট মিনিস্টার। আমি জানি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আপনি– আপনি একজন ভালো মানুষ, ফার্স্ট মিনিস্টার।"

দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলে গেল সে।

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন সেলডন। গ্রুবারের দুর্দশাকে এক কোয়াড্রিলিয়ন দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে এম্পায়ারের পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের প্রতিটা মানুষের সম্মিলিত দুর্দশা আর তিনি সেলডন কিভাবে এই মানুষগুলোকে রক্ষা করবেন যেখানে তিনি মাত্র একজন মানুষের দুর্দশা দূর করতে পারেন না?

সাইকোহিস্টোরি একজন মানুষকে রক্ষা করতে পারে না, কোয়াড্রিলিয়ন মানুষকে রক্ষা করতে পারবে?

আবারও মাথা নাড়লেন, পরবর্তী এ্যাপয়েন্টমেন্ট কখন এবং কি বিষয়ে দেখলেন, তারপর স্থির হয়ে গেলেন মূর্তির মতো। যোগাযোগ যন্ত্রের সামনে গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে বললেন, "গার্ডেনারকে ফিরিয়ে আনো! এই মুহূর্তে তাকে এখানে আবার নিয়ে এসো!"

২০.

"নতুন গার্ডেনারদের বিষয়টা কি?" চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। এবার আর গ্রুবারকে বসতে বললেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনবরত চোখ পিটপিট করছে গ্রুবার। আবার ডেকে আনায় ভীষণ ভয় পেয়েছে। "ন্‌-নতুন গ্‌-গার্ডেনার?" তোতলাতে লাগল সে।

"তুমি বলেছিলে, 'সব নতুন গার্ডেনার।' ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলে। কোন নতুন গার্ডেনার?"

অবাক হলো গ্রুবার। "নতুন চীফ গার্ডেনার দায়িত্ব নেয়ার সময় নতুন গার্ডেনার নিয়োগ দেয়া হয়। এটাই নিয়ম।"

"আমি কখনো শুনি নি।"

"শেষবার যখন চীফ গার্ডেনার পদে রদবদল বদল হয় তখন আপনি ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলেন না। সম্ভবত ট্র্যানটরেই ছিলেন না।"

"কিন্তু বিষয়টা কি নিয়ে?"

"গার্ডেনারদের কখনো অব্যাহতি দেয়া হয় না। কেউ মারা যায়, কেউ বয়সের কারণে অবসর নেয়। নতুন চীফ গার্ডেনার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই সময়ে প্রায় অর্ধেক গার্ডেনার বুড়ো হয়ে যায়। তাদেরকে বিপুল অঙ্কের পেনশন দিয়ে অবসর দেয়া হয় আর সেই জায়গায় নতুন গার্ডেনারদের নিয়োগ দেয়া হয়।"

"তরুণ কর্মীর জন্য?"

"আংশিক, তাছাড়া বাগানটাকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য নতুন মেধা আর নতুন ধারণার প্রয়োজন হয়। এখানে পাঁচশ বর্গ কিলোমিটারের মতো বাগান আর পার্ক আছে। পুরো এলাকাটা চিনতে যে কোনো মানুষের কমপক্ষে এক বছর লাগবে। আমার দায়িত্ব হবে সবকিছু তত্ত্বাবধান করা। প্লীজ, ফার্স্ট মিনিস্টার, আপনি চেষ্টা করলে মহামান্য সম্রাটকে সিদ্ধান্ত বদলাতে রাজী করাতে পারবেন।"

গুরুত্ব দিলেন না সেলডন। গভীর চিন্তার কারণে তার কপালে অনেকগুলো ভাজ পড়েছে। "নতুন গার্ডেনাররা কোত্থেকে আসবে?"

"প্রতিটি গ্রহেই পরীক্ষা হবে– কর্মীর অভাব হয় না কখনো। প্রতিবারে এক ডজন ব্যাচ আসবে। প্রতি ব্যাচে থাকবে একশ জন। আমার অন্তত এক বছর লাগবে–"

"কোত্থেকে আসবে? কোত্থেকে?"

"পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের যে কোনোটা থেকেই আসতে পারে। আমাদের হরেক রকমের হর্টিকালচারাল জ্ঞান দরকার। এম্পায়ারের যে কোনো নাগরিক আবেদন করতে পারবে।"

"ট্র্যানটর থেকেও?"

"না, ট্র্যানটর থেকে না। এই বাগানে ট্র্যানটরের কেউ নেই।" কণ্ঠে রাগ ফুটে উঠল। "ট্র্যানটরে কোনো গার্ডেনার নেই। গম্বুজের নিচে ওদের যে পার্ক আছে সেগুলোকে বাগান বলা যাবে না। টবে লাগানো গাছ আর খাঁচার ভেতরে পশুপাখি। ট্র্যানটরিয়ানরা মুক্ত বায়ু, স্রোতস্বীনি নদী, প্রকৃতির ভারসাম্য কিছুই জানে না।"

"ঠিক আছে গ্রুবার। তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। আগামী কয়েক সপ্তাহে যত নতুন গার্ডেনার এখানে আসার জন্য নির্বাচিত হয়েছে তোমার দায়িত্ব তাদের সকলের

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম আমাকে জানানো। নাম, গ্রহ, রেফারেন্স নাম্বার, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সবকিছু। সব তথ্য আমি আমার ডেস্কে চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তোমাকে সাহায্য করার জন্য লোক পাঠাব। যন্ত্রপাতি সহ। তুমি কি ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার কর?"

"সাধারণ মানের। উদ্ভিদ আর পশুপাখি চিহ্নিত করে রাখার জন্য।"

"ঠিক আছে। যে লোকগুলোকে পাঠাব তারা তুমি করতে পারবে না এমন যে কোনো কাজ করতে পারবে। বিষয়টা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

"আমি যদি কাজটা করে দেই—"

"গ্রুবার, এখন দর কষাকষির সময় নয়। আমি ব্যর্থ হলে তোমাকে আর চীফ গার্ডেনার হতে হবে না। বরং পেনশন ছাড়াই তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।"

আবার একা হলেন সেলডন। দিনের বাকী সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বতিল করার নির্দেশ দিলেন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়লেন তিনি, পঞ্চাশ বছরের দেহের প্রতিটি স্পন্দন অনুভব করছেন, অনুভব করছেন মাথা ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ছে। বছরের পর বছর ধরে, দশকের পর দশক ধরে ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডের চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা হয়েছে, ক্রমশই সেটা নিবিড় হয়েছে, নিখুঁত হয়েছে, এক স্তরের উপর আরোপ করা হয়েছে আরেক স্তর, নতুন নতুন আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে।

– কিন্তু বহুদিন পরে হাজার হাজার আগন্তুককে বিনা বাধায় এখানে ঢুকতে দেয়া হবে। সম্ভবত "তুমি কি বাগানের কাজ জানো?" এটা ছাড়া আর কোনো প্রশ্নই করা হবে না।

বোকামির একটা সীমা থাকা দরকার।

আর ভাগ্যক্রমে তিনি সেটা সময়মতো ধরতে পারলেন। আসলেই পেরেছেন কি? নাকি এরই মধ্যে দেরী হয়ে গেছে?

২১.

গ্লেব এন্ডোরিন আধবোজা চোখে নামাত্রির দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে কখনোই পছন্দ করে নি তবে কয়েকবার এমন মুহূর্তও এসেছিল যখন সে লোকটাকে সাধারণত যা করে তারচেয়ে বেশী পছন্দ করেছিল, এবং এখন সেরকমই একটা মুহূর্ত। এন্ডোরিন, যার শরীরে রয়েছে ওয়ির সবচেয়ে অভিজাত পরিবারের রক্ত সে কেন উড়ে এসে জুরে বসা এই উন্মাদ লোকটাকে এতো পাত্তা দেবে।

কারণটা এন্ডোরিন জানে বলেই সহ্য করছে কষ্ট করে এমনকি যখন সে বুঝতে পারছে নামাত্রি দশ বছর ঘাম ঝরিয়ে তিল তিল করে কিভাবে সংগঠনটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে সেই গল্প আবার শুরু করতে যাচ্ছে। গল্পটা কি সবাইকে বারবার শোনায়? নাকি শুধু তাকেই লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে?

ভয়ানক এক উল্লাস ফুটে উঠল নামাত্রির চেহারায়। অদ্ভুত একঘেয়ে সুরে বলা শুরু করল সে, "বছরের পর বছর, আমি লক্ষ্যে স্থির থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করেছি, হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়েছে কিছুই অর্জিত হবে না। তারপরেও সংগঠনটা গড়ে তুলেছি, প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে খেপিয়ে তুলেছি। ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমস্যার সময়-"

হঠাৎ থেমে গেল সে। "তোমাকে অনেকবার বলেছি আর তুমিও শুনে শুনে ক্লান্ত, তাই না?

প্রাণহীন শুষ্ক ছোট এক হাসিতে এন্ডোরিনের ঠোঁট বাঁকা হলো। সে যে কি পরিমাণ বিরক্ত তা না বোঝার মতো বোকা নয় নামাত্রি। কিন্তু বিরক্ত না হয়ে কি করবে সে। "তুমি আমাকে অনেকবার বলেছ।" বলল সে। বাকী অংশটুকুর জবাব না দিয়ে ঝুলিয়ে রাখল। উত্তরটা তো জানাই আছে। সরাসরি বলার কোনো দরকার নেই।

নামাত্রির ফ্যাকাশে মুখ অপমানে খানিকটা লাল হলো। "যাই হোক, হয়তো এভাবেই চলত আজীবন- সংগঠন গড়ে তোলা, জনগণকে খেপিয়ে তোলা- যদি সঠিক অস্ত্র খুঁজে না পেতাম- এবং কোনো রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই সেটা আমার হাতে এসেছে।"

"ঈশ্বররা তোমার হাতে প্ল্যানচেটকে তুলে দিয়েছে।"

"ঠিক। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই একদল গার্ডেনার ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডে ঢুকতে যাচ্ছে।" একটু থেমে চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিল নামাত্রি। "নারী এবং পুরুষ, আমাদের কর্মীদের আড়াল করে রাখার জন্য যথেষ্ট। তাদের মাঝে থাকবে তুমি- এবং প্ল্যানচেট। তবে পার্থক্য এই যে তোমাদের সাথে ব্লাস্টার থাকবে।"

"নিশ্চয়ই," এন্ডোরিন তার বিদ্বেষ লুকানোর চেষ্টা করল না, "ঢোকার মুখে দরজাতেই আমাদের আটকানো হবে, প্রশ্ন করার জন্য বন্দী করবে। প্যালেস গ্রাউণ্ডে ব্লাস্টার নিয়ে ঢোকা-"

"তোমাদের কেউ আটকাবে না।" নামাত্রি বলল। এন্ডোরিনের কণ্ঠের বিদ্বেষ সে ধরতে পারে নি। "তোমাদের কেউ তল্লাশী করবে না। সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাসাদের কোনো কর্মকর্তা তোমাদের স্বাগত জানাবে। আমি জানি না দায়িত্বটা সাধারণত কার উপর ন্যস্ত করা হয়- খুব সম্ভবত ঘাস এবং পাতার দায়িত্বে নিয়োজিত থার্ড এ্যাসিসটেন্ট চেম্বারলেইন- তবে এই ক্ষেত্রে সেলডন নিজে আসবে। সেলডন তোমাদের গ্রাউন্ডে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করবে।"

"আশা করি এই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত।"

"অবশ্যই। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে জানতে পারবে যে তার পালক ছেলে নতুন গার্ডেনারদের সাথে গ্রাউণ্ডে ঢুকছে। তখন কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে না। সে বেরিয়ে এলেই প্ল্যানচেট ব্লাস্টার তুলবে। আমাদের কর্মীরা একযোগে স্লোগান তুলবে, 'বিশ্বসঘাতক।' এই হৈ-হট্টগোলের মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্ল্যানচেট সেলডনকে খুন করবে' আর তুমি খুন করবে প্ল্যানচেটকে। তারপর তুমি ব্লাস্টার ফেলে দিয়ে চলে আসবে। ওখানে আমাদের লোক আছে যারা তোমাকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করবে।"

"প্ল্যানচেটকে খুন করা কি জরুরী?"

ভুরু কুঁচকালো নামাত্রি। "কেন? একজনকে খুন করবে আরেকজনকে খুন করতে তোমার আপত্তি কেন? তুমি কি চাও প্ল্যানচেট সুস্থ হয়ে আমাদের ব্যাপারে যা জানে সব কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিক? তাছাড়া ঘটনাটাকে আমরা পারিবারিক কলহের জের হিসেবে প্রচার করার ব্যবস্থা করব। ভুলে যেয়ো না প্ল্যানচেটই আসলে রাইখ সেলডন। সবাই মনে করবে দুজন একসাথে গুলি করেছে– অথবা সেলডন নিজেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যে যদি তার ছেলে কোনো প্রকার সহিংস আচরণ করে তাকে যেন সাথে সাথে গুলি করা হয়। পারিবারিক কলহটা যেন অধিক গুরুত্ব পায় আমরা সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখব। অত্যাচারী সম্রাট ম্যানোয়েল এর ভয়াবহ দিনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়বে ট্র্যানটরের জনগণ। জনজীবনে দীর্ঘদিন থেকে যে বিপর্যস্ত অচলাবস্থা চলছে সেই অসন্তোষের সাথে এই ঘটনার জের মিলে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হবে, নতুন সরকারের দাবী তুলবে জনগণ– এবং কেউ তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, সম্রাট তো নয়ই। ঠিক তখনই আমরা প্রকাশ্যে মাঠে নামব।"

"এতো সহজ?"

"না, এতো সহজ না। কল্পনার জগতে বাস করি না আমি। একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হবে। তাদেরকে ব্যর্থ করে দেয়ার দায়িত্বও আমাদের। তখন আমরা প্রকাশ্যে মাঠে নামব, জোরানিউমের ধারণাকে ভিত্তি করে জনগণকে একত্রিত করব– যা ট্র্যানটরিয়ানরা কখনো ভুলে নি। এবং সময়মতো– খুব বেশী দেরী হবে না– আমি হব ফার্স্ট মিনিস্টার।"

"আর আমি?"

"সম্রাট।"

"সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই ব্যবস্থা হয়েছে, ওই ব্যবস্থা হয়েছে। সবগুলোই একত্রিত হতে হবে এবং নিখুঁতভাবে মিলাতে হবে, নয়তো সব ভেস্তে যাবে। কোথাও না কোথাও ভুল হবেই। অসম্ভব একটা ঝুঁকি।"

"অসম্ভব? কার জন্য? তোমার জন্য?"

"অবশ্যই। তুমি চাইছ প্ল্যানচেট যেন তার বাবাকে খুন করে এবং তারপর আমার হাতে তার মৃত্যু হয় এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করি, আমি কেন? আরো অনেকেই কাজটা করতে পারে। আমি ঝুঁকি না নিলেও চলে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু অন্যদের দিয়ে কাজটা করানো মানে ব্যর্থতা নিশ্চিত করা। এই মিশনে তুমি ছাড়া আর কে আছে, যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। অন্যরা শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যেতে পারে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঝুঁকির পরিমাণ সীমাহীন।"

"সেটা কি যুক্তিসঙ্গত নয়? তুমি ইম্পেরিয়াল সিংহাসনের আশায় কাজ করছ।"

"তুমি কি ঝুঁকি নিচ্ছ, চীফ? এখানে বসে থাকবে, নিরাপদে, সুখবরের আশায়।"

ঠোঁট বাঁকা করল নামাত্রি। "তুমি যে এতো বোকা আমি জানতাম না, এন্ডোরিন। কেমন সম্রাট হবে তুমি। তোমার কি মনে হয় এখানে থাকব বলে আমি কোনো ঝুঁকি নিচ্ছি না? যদি জুয়ায় হেরে যাই, পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, যদি দলের কর্মীদের কেউ ধরা পড়ে, তোমার কি মনে হয় ওরা মুখ বন্ধ রাখবে। যদি তুমি ধরা পড়, তাহলে কি ইম্পেরিয়াল গার্ডদের জামাই আদরের ঠেলায় মুখ না খুলে পারবে?

"আর একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর, তোমার কি মনে হয় না যে আমাকে ধরার জন্য ওরা ট্র্যানটরে চিরুণীর মতো আচড়ানো শুরু করবে। তোমার কি মনে হয় ওরা আমাকে না ধরে থামবে? ধরা পড়লে ওরা কি আমাকে মাথায় তুলে নাচবে?– ঝুঁকি? এখানে চুপচাপ বসে থেকেই আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশী ঝুঁকি নিচ্ছি। আমি ফুটন্ত কড়াই এর উপর বসে আছি, এন্ডোরিন। তুমি সম্রাট হতে চাও নাকি চাও না।"

খাটো গলায় জবাব দিল এন্ডোরিন। "আমি সম্রাট হতে চাই।"

আর এভাবেই ঘটনার চাকা ঘুরতে শুরু করল।

২২

AMARBOI.COM

তাকে যে একটু বিশেষ খাতির যত্ন করা হচ্ছে এটা বুঝতে রাইখের কোনো অসুবিধা হলো না। সম্ভাব্য গার্ডেনারদের পুরো দলটাই ইম্পেরিয়াল সেক্টরের এক হোটেলে উঠেছে। অবশ্যই সস্তাদরের হোটেল।

গার্ডেনারদের দলটা অদ্ভুত একটা দল, পঞ্চাশটা বিভিন্ন গ্রহ থেকে এসেছে, কিন্তু তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি রাইখের। এন্ডোরিন সুকৌশলে তাকে অন্য সবার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে।

রাইখ ভেবে পাচ্ছে না কেন। হতাশায় ভুগছে সে। সত্যি কথা বলতে কি ওয়ি ছেড়ে আসার পর থেকেই হতাশায় ভুগছে। ঠিকমতো ভাবতে পারছে না। এই অবস্থা কাটানোর চেষ্টা করছে– কিন্তু সফল হতে পারছে না।

এন্ডোরিন সস্তা পোশাক পড়েছে, আচরণ করছে শ্রমিকদের মতো। এই 'নাটকে' গার্ডেনার হিসেবে সেও একটা ভূমিকায় অভিনয় করছে– সেটা যাই হোক।

রাইখের অস্বস্তির আরো একটা বড় কারণ এই 'নাটকের' প্রকৃতি সে এখনো বুঝতে পারে নি। সবাই তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকছে এবং যোগাযোগের সুযোগ বন্ধ করে রেখেছে আর তাই বাবাকেও কিছু জানাতে পারে নি। হয়তো প্রত্যেক ট্র্যানটরিয়ানের জন্যই এই নিয়ম, অতিরিক্ত সতর্কতা। রাইখের হিসাবে তাদের সাথে আরো কমপক্ষে এক ডজন ট্র্যানটরিয়ান আছে, সবাই নামাত্রির কর্মী, নারী এবং পুরুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বিষয়টা তাকে সবচেয়ে বেশী দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তা হলো এন্ডোরিনের মধুর ব্যবহার। প্রতিটি বিষয়ে তার প্রতি খেয়াল রাখছে, সাথে নিয়ে খেতে বসছে। অন্য সবার থেকে তার সাথে বেশী ভালো আচরণ করছে।

কারণটা কি এই যে তারা দুজনেই মানীলাকে শেয়ার করেছে? ওয়ির সামাজিক রীতিনীতির তেমন কিছুই জানে না রাইখ, কাজেই বলতে পারবে না তাদের সমাজে যখন দুজন পুরুষ একই মেয়ের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে তখন কি তাদের মাঝে একটা ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়? একটা বন্ধন তৈরি হয়?

রাইখের জানা নেই। ট্র্যানটরের সামাজিক রীতিনীতিই সে জানে না– গ্যালাকটিক সমাজের অগণিত রীতিনীতি তো দূরের কথা।

মানীলার কথা মনে পড়তেই আরো অস্থির হয়ে পড়ল। মেয়েটার অভাব অনুভব করছে সে। হয়তো এটাই তার হতাশার কারণ। কিন্তু সত্যি বলতে কি এন্ডোরিনের সাথে বর্তমান লাঞ্চ শেষ করার পর তার আরো জঘন্য মনে হতে লাগল– যদিও এর কোনো কারণ বুঝতে পারছে না।

মানীলা!

মেয়েটা বলেছিল ইম্পেরিয়াল সেক্টর দেখতে চায় এবং এন্ডোরিনকে হয়তো বা রাজী করাতে পারবে। বোকার মতো প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে সে বিরত রাখতে পারল না। "মি. এন্ডোরিন, ভেবে পাচ্ছি না মিস ডুবানকুয়াকে ইম্পেরিয়াল সেক্টরে নিয়ে এলেন না কেন?"

নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল এন্ডোরিনের চেহারায়। "মানীলা? ওকে কখনো গার্ডেনিং এর কাজ করতে দেখেছ? বা করতে পারে বলে মনে হয়েছে? না, না, মানীলা সেই ধরনের মেয়ে যাকে শুধু আমাদের আনন্দের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে ওর কোনো কাজ নেই। হঠাৎ এই প্রশ্ন করলে কেন, প্ল্যানচেট?"

কাঁধ নাড়ল রাইখ। "জানি না। এখানে সবকিছু কেমন একঘেয়ে। হয়তো–" কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে এন্ডোরিন। তারপর বলল, "নিশ্চয়ই এইকথা বলবে না যে কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখছ সেটা তোমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? বিশ্বাস কর মানীলা কতজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখছে সেটা নিয়ে মোটেই ভাবে না। হাতের কাজ শেষ হলে অন্য মেয়ে খুঁজে নিতে পারবে। অনেক মেয়ে।"

"কখন শেষ হবে?"

"শেষ হতে আর বেশী দেরি হবে না। এবং তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করবে।" সরু দৃষ্টিতে রাইখকে দেখছে এন্ডোরিন।

"কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? আমি শুধুই গার্ডেনার হব– তাই না?" রাইখের গলাটা কেমন ফাঁকা শোনাল এবং চেষ্টা করল খানিকটা আগ্রহের সুর মেশাতে।

"আরো বড় কিছু হবে, প্ল্যানচেট। তোমার সাথে ব্লাস্টার থাকবে।"

"কি থাকবে?"

"ব্লাস্টার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি কখনো ব্লাস্টার ধরিনি। জীবনেও না।"

"তেমন কঠিন কিছু না। তুলবে, নিশানা করবে, ট্রিগার চাপবে এবং কেউ একজন মারা যাবে।"

"আমি কাউকে খুন করতে পারব না।"

"ভেবেছিলাম তুমি আমাদেরই একজন, আদর্শের জন্য সবকিছু করতে পারবে।"

"আমি খুন করার কথা বলি নি।" রাইখ গুছিয়ে ভাবতে পারছে না। তাকে কেন খুন করার মতো জঘন্য কাজ করতে হবে? এই লোকগুলো তাকে নিয়ে কি পরিকল্পনা করে রেখেছে? এবং হত্যাকাণ্ড ঘটার আগেই কিভাবে ইম্পেরিয়াল গার্ডদের সতর্ক করা যায়?

হঠাৎ করেই এন্ডোরিনের চেহারা কঠিন হয়ে গেল, বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল তার, কর্তৃত্বপরায়ণ দৃঢ় সুরে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, "তুমি অবশ্যই খুন করবে?"

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে জবাব দিল রাইখ, "না, আমি কাউকেই খুন করমু না। এইডাই শেষ কথা।"

"প্ল্যানচেট, তোমাকে যা বলব তুমি তাই করবে।"

"খুন বাদে।"

"এমনকি খুনও করবে।"

"আপনি আমারে দিয়া ক্যামনে করাইবেন?"

"তোমাকে শুধু কাজটা করতে বলব।"

ক্লান্ত বোধ করছে রাইখ। এন্ডোরিন এতো আত্মবিশ্বাসী কেন?

মাথা নাড়ল সে। "না।"

"তোমাকে আমরা ভালো খাইয়েছি, প্ল্যানচেট, গুয়ি ছেড়ে আসার পর থেকেই। সবসময় খেয়াল রেখেছি তুমি যেন আমার সাথে খাও। আমি তোমার খাবারদাবারের তত্ত্বাবধান করেছি, বিশেষ করে এই মুহূর্তে যা খেলে।"

নিজের ভেতরে একটা প্রবল আতংক বেড়ে উঠছে, টের পেল রাইখ। হঠাৎ সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। "ডেসপারেন্স!"

"ঠিক। তুমি ভীষণ চালাক, প্ল্যানচেট।"

"কাজটা বে-আইনী।"

"অবশ্যই। খুনও তাই।"

ডেসপারেন্সের কথা জানে রাইখ। জিনিসটা একটা নির্দোষ ট্র্যাংকুইলাইজারের রাসায়নিক ভাবে পরিবর্তিত উপাদান। উপাদানটা মানুষকে সংজ্ঞাহীন না করে বরং হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। মাইন্ড কন্ট্রোল করা যায় বলে এটার ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যদিও গুজব শোনা যায় যে ইম্পেরিয়াল গার্ডরা এই উপাদান ব্যবহার করে।

এন্ডোরিন এমন সুরে কথা বলল যেন সে রাইখের মনের কথা সব পড়তে পারছে। "এর নাম ডেসপারেন্স কারণ এটা একটা প্রাচীন শব্দ যার অর্থ 'নৈরাশ্য।' আমার ধারণা তুমি ভীষণ নিরাশ বোধ করছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কখনোই না।" ফিস ফিস করে বলল রাইখ।

"তুমি ভীষণ শক্ত, কিন্তু কেমিক্যালের বিরুদ্ধে কি করবে? তুমি যত হতাশ বোধ করবে ড্রাগসটা তত বেশী কার্যকরী হয়ে উঠবে।"

"কোনো সম্ভাবনা নেই।"

"ভেবে দেখো, প্ল্যানচেট। দেখার সাথে সাথেই নামাত্রি তোমাকে চিনতে পেরেছে, গোঁফ ছাড়াই। সে জানে তুমি রাইখ সেলডন এবং আমার নির্দেশে তুমি তোমার বাবাকে খুন করবে।"

"তার আগে তোকে খুন করব।" বিড় বিড় করে বলল রাইখ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। এই কাজটা করতে তার মোটেই কোনো সমস্যা হবে না। এন্ডোরিন হয়তো লম্বা, কিন্তু সে হালকা পাতলা, পেশীবহুল নয় মোটেই। রাইখ এক হাতেই তাকে দুটুকরো করে ফেলতে পারবে– কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই তার দেহ টলে উঠল। মাথা ঝাকাল কিন্তু ঝাপসা ভাবটা দূর হলো না।

এন্ডোরিনও উঠে দাঁড়িয়েছে, পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। পকেট থেকে হাত বের করে আনল। এখন সেখানে শোভা পাচ্ছে একটা অস্ত্র।

আমুদে গলায় বলল সে, "আমি তৈরি হয়েই এসেছি। শুনেছি তুমি দক্ষ হ্যালিকনিয়ান ট্যুইস্টার। কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ের কোনো ইচ্ছা নেই।"

এবার হাতে ধরা অস্ত্রের দিকে তাকাল। "এটা ব্লাস্টার নয়।" সে বলল। "কাজ শেষ হওয়ার আগে তোমাকে মারব না। এটা নিউরোনিক হুইপ। আরো বেশী মারাত্মক। তোমার বাম কাঁধে মারব। বিশ্বাস কর, যে ভয়ংকর ব্যথা পাবে তা মহাবিশ্বের কোনোকিছু দিয়েই উপশম করা যাবে না।"

ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল রাইখ। হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। মাত্র বারো বছর বয়সেই নিউরোনিক হুইপের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে তাকে– ছোট একটা আঘাত। কেউ যদি একবার এই অস্ত্রের আঘাত পায় তাহলে যতদিন বেঁচে থাকবে, জীবন যত ঘটনাবহুলই হোক না কেন– ব্যথাটা কখনো ভুলতে পারবে না।

এন্ডোরিন বলল, "তাছাড়া, আমি পূর্ণ শক্তিতে আঘাত করব। বাঁ হাতের স্নায়ুতে প্রথমে অসহ্য ব্যথা তৈরি হবে, তারপর অকেজো হয়ে যাবে। জীবনে আর কোনোদিন বাঁ হাত ব্যবহার করতে পারবে না। ডান হাতের কিছু করব না, কারণ ওই হাতে তোমাকে ব্লাস্টার চালাতে হবে। যদি শান্ত হয়ে বসে থাক, সবকিছু মেনে নাও, তাহলে দুই হাতই বাঁচাতে পারবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। অবশ্য তোমাকে আবার খেতে হবে যেন ডেসপারেন্স লেভেল বৃদ্ধি পায়।"

রাইখ টের পাচ্ছে ড্রাগস এর প্রভাবে হতাশা তাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরছে। চোখের সামনে প্রত্যেকটা বস্তুই দেখছে দুটো করে। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে পারছে না।

রাইখ শুধু জানে যে এন্ডোরিনের কথা তাকে মানতেই হবে। এই খেলায় সে হেরে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩.

"না," প্রায় মারমুখী হয়ে বললেন সেলডন। "তুমি ওখানে যেতে পারবে না, ডর্স।"

ডর্সের দৃষ্টিতেও ঠিক একই রকম দৃঢ়তা ফুটে উঠল। "তাহলে তোমাকেও যেতে দেব না, হ্যারি।"

"আমাকে যেতেই হবে।"

"কাজটা তোমার নয়। নতুনদের অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব প্রথম শ্রেণীর গার্ডেনারের।"

"হ্যাঁ। কিন্তু গ্রুবার পারবে না। সে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে।"

"নিশ্চয়ই তার সহকারী আছে। অথবা বৃদ্ধ চীফ গার্ডেনারকেই কাজটা করতে বল। এই বছরের শেষ নাগাদ সে দায়িত্বে থাকবে।"

"চীফ গার্ডেনার অসুস্থ। তাছাড়া-" ইতস্ততঃ করছেন সেলডন।- "গার্ডেনারদের ভেতর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ট্র্যানটরিয়ানস। কোনো কারণে ওরাও আসছে। প্রত্যেকের নাম আমি জানি।

"সবাইকে কাস্টডিতে নিয়ে যাও। প্রত্যেককে। সহজ ব্যাপার। তুমি শুধু শুধু ব্যাপারটাকে এতো জটিল করে তুলছ কেন?"

"কারণ আমরা জানি না ওরা কেন এসেছে। চারি জন গার্ডেনার মিলে কি করতে পারবে আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু- না, সংশোধন করে বলছি ওরা কি করতে পারে তার ডজন খানেক অনুমান আমার আছে, কিন্তু জানি না কোনটা করার পরিকল্পনা ওদের। অবশ্যই ওদেরকে কাস্টডিতে নেব কিন্তু তার আগে ভালোমতো জেনে নিতে হবে।

"ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত প্রত্যেককেই ধরতে হবে। দলনেতা সহ একেবারে নিচু সারির কর্মী পর্যন্ত। ওদের আসল পরিকল্পনা কি বুঝতে হবে যেন যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়। হাস্যকর অভিযোগে বারো জন নারী পুরুষকে আমি গ্রেপ্তার করতে চাই না। ওরা বলবে যে বাধ্য হয়েই এসেছে কারণ কাজ দরকার। বরং পাল্টা অভিযোগ তুলবে যে ট্র্যানটরিয়ানদের বাদ দেয়াটা অনুচিত। প্রচুর সমর্থনও পাবে আর আমাদের বোকা বনতে হবে। কিছু একটা করার সুযোগ দিতে হবে যেন ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করাতে পারি। তাছাড়া-"

শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল ডর্স, "তাছাড়া কি?"

নিচু গলায় বললেন সেলডন, "দলটার সাথে রাইখও আছে, প্ল্যানচেট ছদ্মনামে।"

"কি?"

"অবাক হচ্ছ কেন? তাকে ওয়িতে পাঠিয়েছিলাম জোরানুমাইট আন্দোলনের ভেতরে ঢুকে খবর বের করে আনার জন্য। কিছু একটা তো বের করতে পেরেছে। দলটার সাথে সে যখন আসছে জেনে শুনেই আসছে। নিশ্চয়ই ওর কোনো পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আমিও ওখানে থাকতে চাই। সম্ভব হলে ওকে সাহায্য করতে চাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যদি সত্যিই সাহায্য করতে চাও তাহলে গার্ডেনারদের দুপাশে পঞ্চাশজন গার্ডকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও।"

"না। তাতেও কোনো লাভ হবে না। ইম্পেরিয়াল গার্ড থাকবে। কিন্তু আড়ালে। গার্ডেনারদের মনে কোনো সন্দেহ জাগানো যাবে না। বুঝতে দিতে হবে যে তাদের পরিকল্পনা আমরা টের পাইনি। কিছু করার আগেই, কিন্তু ওরা যে কিছু একটা করতে চায় এবং কি করতে চায় তা বোঝার পর– সবাইকে বন্দী করা হবে।"

"ঝুঁকিপূর্ণ। রাইখের জন্য অনেক বেশী ঝুঁকি"

"ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। একজন মানুষের জীবনের চাইতে আমাদের লক্ষ্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"

"নির্দয়ের মতো কথা বললে।"

"তোমার ধারণা আমার কোনো দয়ামায়া নেই। না থাকলেও আমার একমাত্র চিন্তা সাইকো–"

"আর বলো না," মুখ ঘুরিয়ে নিল ডর্স।

"বুঝেছি," সেলডন বললেন। "কিন্তু তুমি ওখানে থাকতে পারবে না। তোমার উপস্থিতি এতো বেশী চোখে পড়বে যে ষড়যন্ত্রকারীরা ধরে নেবে আমরা সব জানি। তখন তারা পরিকল্পনা বাদ দেবে। আমি সেটা চাই না।"

একটু থামলেন, তারপর নরম সুরে বললেন, "ডর্স, তুমিই বলেছ তোমার দায়িত্ব আমাকে রক্ষা করা। রাইখকে নিরাপত্তা দেয়ার আগেই তোমাকে সেটা ভাবতে হবে। আমি কখনো বলি নি কিন্তু আমাকে রক্ষা করার মানে সাইকোহিস্টোরি এবং সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করা। সর্বপ্রথম তোমাকে এই কথাই ভাবতে হবে। সাইকোহিস্টোরি আমাকে যা বলছে তা হলো আমি, আমাকেই যে কোনো মূল্যে কেন্দ্র রক্ষা করতে হবে এবং আমি তাই করার চেষ্টা করছি।– বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

আশা করি আমার কোনো ভুল হয়নি। সেলডন ভাবলেন।

যদি ভুল হয়, ডর্স তাকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না। তারচেয়েও খারাপ তিনি নিজেই নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না– সাইকোহিস্টোরি হোক বা না হোক।

২৪.

চমৎকার সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই, পা ছড়িয়ে, হাত পিছমোড়া। সবার পরনে ঘন সবুজ ইউনিফর্ম, ঢিলাঢোলা, বড় পকেট। নারী পুরুষ আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই তবে অনুমান করে নেয়া যায় যে খর্বাকৃতির দুই একজন হয়তো মেয়ে। হুড মাথার চুল ঢেকে রেখেছে, অবশ্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব গার্ডেনারকেই মাথার চুল ছোট রাখতে হয়– এবং দাড়ি গোঁফ রাখা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন করতে হবে, কেউ জানে না। 'প্রথা' এই শব্দটাই সব ঢেকে দেবে, যেমনিভাবে আরো অনেক কিছুই ঢেকে রেখেছে। কোনোটা কাজের কোনোটা অকাজের।

সবার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে গ্রুবার, দুপাশে দুজন সহকারী। সারা শরীর কাঁপছে গ্রুবারের। ছলছল করছে বিস্ফারিত চোখগুলো।

হ্যারি সেলডনের ঠোঁট দৃঢ়ভাবে চেপে বসল। গ্রুবার যদি কষ্ট করে এটুকুই বলতে পারে, "সম্রাটের গার্ডেনারগণ, তোমাদের স্বাগতম।" সেটাই যথেষ্ট। তারপরের দায়িত্ব নেবেন তিনি।

নতুন দলটার উপর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগল তার। রাইখকে দেখতে পেলেন।

হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। গোঁফবিহীন রাইখ একেবারে সামনের সারিতে, অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশী আড়ষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়ানো, সরাসরি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে সেলডনের চোখের দিকে তাকাল না সে।

ভালো, সেলডন ভাবলেন। কোনোভাবেই তাদের দুজনের পরিচয় আছে বুঝতে দেয়া যাবে না।

গ্রুবার বিড় বিড় করে স্বাগত জানাল আর সেলডন কাজ শুরু করলেন।

সাবলীল পদক্ষেপে সামনে বাড়লেন তিনি, গ্রুবারের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "ধন্যবাদ, গার্ডেনার ফার্স্ট ক্লাস। পুরুষ এবং নারীগণ, সম্রাটের গার্ডেনারগণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে তোমাদের। আমাদের এই মহান ট্র্যানটর, এম্পায়ারের রাজধানীর একমাত্র উন্মুক্ত প্রান্তরের সৌন্দর্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমাদের। তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে পুরো গ্রহটা গম্বুজ দ্বারা আবৃত থাকলেও আমাদের এমন এক মূল্যবান রত্ন আছে যা এম্পায়ারের সবকিছু থেকে বেশী দ্যুতিময়।

"তোমরা ম্যান্ডেল গ্রুবারের অধীনে কাজ করবে। অল্প কয়েকদিন পরেই সে চীফ গার্ডেনারের দায়িত্ব নেবে। প্রয়োজন হলে সে আমার কাছে রিপোর্ট করবে, আমি সম্রাটের কাছে। তার মানে, সবাই বুঝতে পারছ যে, স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে মাত্র তিন স্তর দূরে থাকবে এবং সর্বক্ষণ তার কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে। আমি জানি, এমনকি এই মুহূর্তেও তিনি এর ছোট প্রাসাদ– তার বাসভবন থেকে আমদের দেখছেন, ডান দিকের বর্ণিল গম্বুজঅলা ভবনটা– এবং দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

"কাজ শুরু করার আগে তোমাদের সবাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যেন তোমরা পুরো এলাকা এবং তার প্রয়োজনের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমরা–"

এর মধ্যে তিনি সরাসরি রাইখের দৃষ্টি বরাবর এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু রাইখ এখনো মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, পলকহীন।

পুত্রস্নেহ যেন চেহারায় ফুটে না উঠে সেই চেষ্টা করলেন সেলডন, কিন্তু রাইখের পিছনে দাঁড়ানো চেহারাটা দেখে ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। লোকটাকে হয়তো সেলডন চিনতে পারতেন না, যদি তার হলোগ্রাম দেখা না থাকত। ওয়ির গ্লেব এন্ডোরিন? এবং ওয়িতে রাইখের আশ্রয়দাতা? সে কি করছে এখানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডনের হঠাৎ ভাবান্তর নিশ্চয়ই এন্ডোরিনের চোখে পড়েছে, কারণ ঠোঁট ফাঁক না করেই বিড় বিড় করে কি যেন বলল সে। পিছন থেকে ডান হাত সামনে নিয়ে এল রাইখ, হাতে একটা ব্লাস্টার। এন্ডোরিনের হাতেও তাই।

সেলডনের উপর যেন বজ্রপাত হলো। গ্রাউণ্ডের ভেতর ব্লাস্টার নিয়ে ঢুকল কিভাবে? হতবুদ্ধিকর অবস্থার কারণে "বিশ্বাসঘাতক!" শব্দটা তার কানে ঢুকল না। হঠাৎ প্রচণ্ড গোলমাল আর হুড়োহুড়োর কিছুই টের পেলেন না।

ওই মুহূর্তে তার মাথাতে শুধু একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল, রাইখের ব্লাস্টারের নিশানা সরাসরি তিনি এবং রাইখের দৃষ্টিতে পরিচয়ের কোনো চিহ্নই নেই। প্রচণ্ড আতংক নিয়ে বুঝতে পারলেন যে নিজের সন্তানের হাতে খুন হতে যাচ্ছেন তিনি। মৃত্যুর মুখ থেকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দূরে দাঁড়ানো।

২৫.

AMARBOI.COM

ব্লাস্টার, নাম যাই হোক, কাজের ক্ষেত্রে এই অস্ত্র কোনো বস্তুকে 'ব্লাস্ট' করে না। বরং দেহের অভ্যন্তরে কোনো অংশ বাষ্পে পরিণত করে এবং–অন্তঃবিস্ফোরণ ঘটায়। দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ হয়।

হ্যারি সেলডন শব্দটা শোনার আশা করেন নি। শুধু মৃত্যু আশা করেছিলেন। অথচ সীমাহীন বিস্ময়ের সাথে তিনি শব্দটা শুনতে পেলেন। দ্রুত চোখ পিটপিট করতে করতে হা করে তাকালেন নিজের দিকে।

তিনি বেঁচে আছেন? (মন্তব্য নয়, বরং প্রশ্নের মতো করে ভাবলেন।)

রাইখ এখনো দাঁড়িয়ে আছে, ব্লাস্টার সামনের দিকে নিশানা করা, কাঁচের মতো স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি, নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো, যেন তার চলৎশক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে।

তার পিছনেই পড়ে আছে এন্ডোরিনের দোমড়ানো মোচড়ানো দেহ, নিজের রক্তে ভাসছে আর তার পাশেই দাঁড়ানো, হাতে ব্লাস্টার, আরেকজন গার্ডেনার। মাথার হুড সরে গেছে ; গার্ডেনার একজন মেয়ে, হয়তো বা মাত্র একদিন আগেই চুল কেটে ছোট করেছে।

মেয়েটা দ্রুত একবার সেলডনের দিকে তাকাল, বলল, "আপনার ছেলে আমাকে মানীলা ডুবানকুয়া নামে চেনে। আমি একজন সিকিউরিটি অফিসার। আমার রেফারেন্স নাম্বার জানতে চান, ফার্স্ট মিনিস্টার?"

"দরকার নেই," দুর্বল গলায় বললেন সেলডন। ইম্পেরিয়াল গার্ডদের দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হতে দেখা গেল। "আমার ছেলে! কি হয়েছে ওর?"

"ডেসপারেন্স, আমার ধারণা," মানীলা বলল। "শরীর থেকে বের করে নেয়া যাবে, অসুবিধা হবে না।" সামনে এগিয়ে এসে রাইখের হাত থেকে ব্লাস্টারটা নিল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দুঃখিত, আরো আগেই কিছু করতে পারি নি। ওদের পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। আসল উদ্দেশ্যটা যখন বুঝতে পারি, ভীষণ হতচকিত হয়ে যাই।"

"আমারও একই সমস্যা। রাইখকে প্যালেস হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।"

হঠাৎ ছোট প্রাসাদ থেকে দ্বিধাগ্রস্ত হৈ-চৈ শোনা গেল। সেলডনের মনে হলো সম্রাট পুরো ঘটনাটাই দেখেছেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

"আমার ছেলের দিকে খেয়াল রাখো, মিস, ডুবানকুয়া।" সেলডন বললেন। "সম্রাটকে আগে সামলাতে হবে।"

পদমর্যাদা ভুলে ভীড়ের মাঝ দিয়ে বিশাল লনের উপর দিয়ে দৌড় দিলেন। কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতার ধার না ধেরেই ছোট প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন। ক্লীয়নের নিশ্চয়ই এখন এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই।

এবং অনেকগুলো, হতভম্ব, আতংকিত দৃষ্টির সম্মুখে– অর্ধবৃত্তাকার সিঁড়ির মাঝখানে– হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি প্রথম ক্লীয়নের মৃতদেহ পড়ে আছে, দোমড়ানো, চেনার কোনো উপায় নেই। মূল্যবান ইম্পেরিয়াল আলখাল্লাই তার কাফনের কাজ করছে। দেয়ালের কোণায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো দৃষ্টিতে চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা আতংকিত মুখগুলো দেখছে, ম্যান্ডেল গ্রুবার।

সেলডনের মনে হলো তিনি আর সহ্য করতে পারবেন না। গ্রুবারের পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্লাস্টারটা তুলে নিলেন। তিনি নিশ্চিত অস্ত্রটা এন্ডোরিনের। অবিশ্বাস্য রকম নরম সুরে বললেন, "গ্রুবার, কি করেছ তুমি?"

গ্রুবার তার দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে বলতে লাগল, "সবাই চীৎকার আর হৈ চৈ করছিল। ভাবলাম, কে বুঝতে পারবে? সবাই ধরে নেবে অন্য কেউ সম্রাটকে খুন করেছে। কিন্তু তারপর আমি আর দৌড়ে পালাতে পারি নি।"

"কিন্তু, গ্রুবার। কেন?"

"তাহলে আমাকে আর চীফ গার্ডেনারের অফিসে বসতে হতো না।" বলেই অচেতন হয়ে পড়ে গেল সে।

অচেতন গ্রুবারের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন মনে মাথা নাড়লেন সেলডন।

পরিকল্পনাটা করা হয়েছে অনেক হিসাব করে। কোনো বিকল্প ছিল না কিন্তু ঝুঁকি ছিল। তিনি নিজে বেঁচে আছেন, রাইখ বেঁচে আছে। এন্ডোরিন মৃত এবং জোরানুমাইট ষড়যন্ত্রকারীদের জড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হবে। একজনও বাঁচবে না।

কেন্দ্র ধরে রাখা যাবে, সাইকোহিস্টোরি যেমন নির্দেশনা দিয়েছিল।

এবং সেই মুহূর্তেই, একজন মাত্র মানুষ, বিশ্লেষণের অযোগ্য হাস্যকর কারণে, সম্রাটকে হত্যা করল।

এখন, তিক্ত মনে ভাবলেন সেলডন, কি করব? কি হবে এরপর?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব : ডর্স ভেনাবিলি

ভেনাবিলি, ডর্স– হ্যারি সেলডনের পুরো জীবনটাই অনিশ্চয়তা আর অসংখ্য লৌকিক উপাখ্যানে ভরপুর, আর এই কারণেই তার এমন একটা জীবনী তৈরি করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ যে জীবনীতে বাস্তব তথ্য সংকলিত করা যাবে। সম্ভবত সেলডনের জীবনের সবচাইতে দুর্বোধ্য অংশ হচ্ছে, ডর্স ভেনাবিলির সাথে তার সম্পর্ক। ডর্স ভেনাবিলির সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। শুধু এইটুকুই জানা গেছে যে তার জন্ম সিনায়, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপনা করার জন্য স্ট্রিলিং-এ আসে। কিছুদিন পরেই হ্যারি সেলডনের সাথে তার দেখা হয় এবং আঠাশ বছর সেলডনের সঙ্গিনী হিসেবে বাস করে। সত্যি কথা বলতে কি তার জীবনটাও সেলডনের জীবনের মতো কিংবদন্তীময়। তার গতি এবং শারীরিক শক্তি নিয়ে অসংখ্য গল্প দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। তাকে আঁড়ালে ডাকা হতো, "দ্য টাইগার ওমেন।" তার চলে যাওয়াটা আরো বেশী দুর্বোধ্য এবং রহস্যময়। কারণ একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কি ঘটেছে সেই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র তথ্যও নেই। ইতিহাসবিদ হিসেবে তার যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়–

AMARBOI.COM

এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা

১.

ওয়ানডার বয়স এখন প্রায় আট, গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী– সবার ক্ষেত্রেই এভাবে হিসাব করা হয়। ইতিমধ্যেই সে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, সংযত আচরণ, মসৃণ লম্বা হালকা বাদামী চুল। চোখের রং নীল হলেও ক্রমশই তা গাঢ় বর্ণ ধারণ করছে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো তার বাবার মতো বাদামীতে গিয়ে ঠেকবে।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে আছে ওয়ানডা।– ষাট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সংখ্যাটাই তার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কয়েকদিন পরেই দাদুর জন্মদিন এবং সেটা হবে ষাটতম– ষাট অনেক বড় সংখ্যা। ব্যাপারটা তাকে ভাবাচ্ছে কারণ এই নিয়ে সে খারাপ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

মাকে খুঁজতে লাগল। জিজ্ঞেস করা দরকার।

মাকে খুঁজে পাওয়া খুব একটা কঠিন হলো না। দাদুর সাথে কথা বলছে– নিশ্চয়ই জন্মদিনের ব্যাপারে। ইতস্ততঃ করতে লাগল ওয়ানডা। দাদুর সামনে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না।

ওয়ানডা যে কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত সেটা বুঝতে তার মায়ের কোনো সমস্যা হলো না। সে বলল, "এক মিনিট, হ্যারি, আগে দেখি ওয়ানডা এমন করছে কেন। কি হয়েছে, সোনা?"

ওয়ানডা মায়ের হাত টেনে ধরল। "এখানে না, মা। ব্যক্তিগত।"

হ্যারি সেলডনের দিকে ঘুরল মানীলা। "দেখলেন কত তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যায়? ব্যক্তিগত জীবন। ব্যক্তিগত সমস্যা। নিশ্চয়ই, ওয়ানডা। তোমার ঘরে গেলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ, মা।" ওয়ানডার চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠল।

হাত ধরাধরি করে দুজন চলে গেল। তারপর মানীলা জিজ্ঞেস করল, "এবার বল সমস্যাটা কি, ওয়ানডা?"

"ব্যাপারটা দাদুকে নিয়ে, মা।"

"দাদু! তোমাকে বিরক্ত করার মতো কিছু করতে পারেন তিনি আমার তা মনে হয় না।"

"কিন্তু করেছেন।" হঠাৎ করেই ওয়ানডার দুচোখ পানিতে ভরে উঠল। "দাদু কি মারা যাচ্ছেন?"

"তোমার দাদু? এই চিন্তাটা তোমার মাথায় কে ঢোকাল?"

"বয়স ষাট হচ্ছে। অনেক বুড়ো।"

"না। বয়স কম না এটা ঠিক আবার বুড়োও বলা যাবে না। মানুষ আশি, নব্বই এমনকি একশ বছরও বাঁচে– আর তোমার দাদু যথেষ্ট সুস্থ সবল। তিনি আরো বেশীদিন বাঁচবেন।"

"সত্যি?" নাক দিয়ে শ্বাস টানল সে।

মানীলা তার মেয়ের দুকাঁধ শক্ত করে ধরে সরাসরি চোখের দিকে তাকাল, "আমরা সবাই একদিন মারা যাব, ওয়ানডা। ব্যাপারটা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলেছি। যাই হোক, সেই একদিনটা না আসা পর্যন্ত আমরা মাথা ঘামাব না। তুমি বড় হয়ে নিজের বাচ্চা কাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত তোমার দাদু বেঁচে থাকবেন। দেখে নিও। এবার চলো আমার সাথে। আমি চাই তুমি দাদুর সাথে কথা বলবে।"

আবারো নাক টানল ওয়ানডা।

অসীম স্নেহ নিয়ে বাচ্চা মেয়েটার দিকে তাকালেন সেলডন। বললেন, "কি হয়েছে, ওয়ানডা? মন খারাপ কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ানডা মাথা নাড়ল।

মেয়ের মায়ের দিকে তাকালেন সেলডন। "কি হয়েছে, মানীলা?"

মানীলাও মাথা নাড়ল। "ও নিজেই আপনাকে বলবে।"

বসলেন সেলডন। কোলের উপর হালকা চাপড় মেরে বললেন, "এসো, ওয়ানডা। এখানে বসে তোমার সমস্যা আমাকে বল।"

মেনে নিল সে, খিলখিল করে একটু হাসল ও, "আমি ভয় পেয়েছি।"

"বুড়ো দাদু থাকতে ভয়ের কিছু নেই।"

মুখ বাঁকা করল মানীলা। "ভুল শব্দ।"

তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন সেলডন। "দাদু!"

"না। বুড়ো।"

এই কথাতেই বোধহয় বাধ ভেঙ্গে পড়ল। জোরে কেঁদে উঠল ওয়ানডা। "তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, দাদু।"

"তাই তো মনে হয়, আমার বয়স এখন ষাট।" মাথা নামিয়ে ওয়ানডার কানে কানে বললেন, "আমারও পছন্দ হচ্ছে না, ওয়ানডা। সেজন্যই আমি খুশি যে তোমার বয়স মাত্র সাত থেকে আট হতে চলেছে।"

"তোমার সব চুল সাদা, দাদু।"

"সবসময় এমন ছিল না। মাত্র কিছুদিন আগে সাদা হয়েছে।"

"সাদা চুলের অর্থ তুমি মারা যাচ্ছ, দাদু।"

সেলডনকে মর্মাহত দেখাল। মানীলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি বলছে এসব?"

"আমি জানি না, হ্যারি। সবটাই ওর নিজের ধারণা।"

"আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।" ওয়ানডা বলল।

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন সেলডন। "আমরা সবাই যখন তখন দুঃস্বপ্ন দেখি, ভালো যে আমরা দেখি। দুঃস্বপ্ন আমাদের দুঃশ্চিন্তাগুলোকে দূর করে দেয় বলেই তো আমরা বেঁচে থাকতে পারি।"

"স্বপ্নটা ছিল তোমার মৃত্যু নিয়ে, দাদু।"

"আমি জানি। আমি জানি। মৃত্যু নিয়ে দুঃস্বপ্ন হতেই পারে কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই। আমাকে দেখ। দেখছ না আমি কেমন সুস্থ– হাসিখুশি– আর হাসছি? দেখে কি মনে হয় আমি মারা যাচ্ছি? বল।"

"ন্-না।"

"এইতো বুঝতে পেরেছ। এখন গিয়ে খেলা কর আর পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাও। কয়েকদিন পরেই আমার জন্মদিন। সবাই অনেক আনন্দ করবে। যাও।"

উৎফুল্ল মন নিয়ে চলে গেল ওয়ানডা, কিন্তু মানীলাকে থাকার জন্য ইশারা করলেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

সেলডন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে হয়, এই ধারণাটা ওয়ানডা কোথায় পেয়েছে?"

"বাদ দিন, হ্যারি। ওর একটা সালভানিয়ান টিকটিকি ছিল, সেটা মরে গেছে, মনে আছে? তার এক বন্ধুর বাবা দুর্ঘটনায় মারা যায় আর হলোভীশনে সবসময়ই মৃত্যু দেখছে। আজকাল বাচ্চাদের কাছ থেকে মৃত্যুর ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। আর আমি সেটা চাইও না। মৃত্যু জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ; এটা তাকে বুঝতে হবে।"

"আমি সবার মৃত্যুর কথা বলছি না, মানীলা। আমি আমার নিজের মৃত্যুর কথা বলছি। এই চিন্তাটা ওর মাথায় ঢুকল কিভাবে?"

ইতস্ততঃ করতে লাগল মানীলা। হ্যারি সেলডনকে সে ভীষণ পছন্দ করে। সে ভাবল, কে পছন্দ না করে, কাজেই কথাটা কীভাবে বলি।

আবার নাইবা বলে কীভাবে? কাজেই বলল, "হ্যারি, আপনি নিজেই ওর মাথায় চিন্তাটা ঢুকিয়েছেন।"

"আমি?"

"অবশ্যই, গত একমাস ধরে অনবরত বলছেন যে আপনার বয়স ষাট হয়ে গেছে আর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অভিযোগ করছেন যে বুড়ো হয়ে গেছেন। শুধুমাত্র এই কারণেই সবাই মিলে পার্টির ব্যবস্থা করছে, আপনাকে খুশি করার জন্য।"

"ষাট বছরে পা দেয়াটা হাসির কোনো ব্যাপার নয়," সেলডন রাগের সুরে বললেন। "অপেক্ষা কর! অপেক্ষা কর! নিজেই বুঝবে।"

"বুঝব– যদি ভাগ্যে থাকে। অনেক মানুষই ষাট বছর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। যাইহোক, সবসময়ই যদি ষাট বছরের কথা আর বুড়ো হয়ে গেছি বলেন তাহলে বাচ্চা একটা মেয়ে তো ভয় পাবেই।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। "দুঃখিত। কিন্তু মেনে নেয়া কঠিন। আমার হাতের দিকে দেখ। ভাজ পড়ে যাচ্ছে, এবং কিছুদিনের মাঝেই শিরা-উপশিরা বেরিয়ে পড়বে। এখন আর আগের মতো খালি হাতে মারামারি করতে পারি না। যে কোনো বাচ্চাই আমাকে কাবু করে ফেলতে পারবে।"

"অন্যান্য ষাট বছর বয়সীদের সাথে আপনার পার্থক্যটা কোথায়? কিন্তু অন্তত আপনার মাথা তো এখনো কাজ করছে। আপনি নিজেই কতবার বলেছেন যে ওটাই আসল ব্যাপার।"

"জানি। কিন্তু আমি আমার পুরনো শরীরটা খুব মিস করছি।"

মানীলা সামান্য একটু ঠাট্টার সুর মিশিয়ে বলল, "বিশেষ করে যেখানে ডর্সের বয়স বাড়ছে না মোটেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাই হবে বোধহয়–" অস্বস্তির সাথে বললেন সেলডন। দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন এই ব্যাপারে কথা বলতে নারাজ।

শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে আছে মানীলা। সমস্যা হচ্ছে মানুষটা বাচ্চাদের ব্যাপারে কিছুই জানে না– অথবা বলা ভালো যে মানুষের ব্যাপারেই কিছু জানে না। বিশ্বাস করা কঠিন যে আগের সম্রাটের অধীনে তিনি দশ বছর ফার্স্ট মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করেছেন অথচ মানব চরিত্রের কিছুই জানেন না।

অবশ্য তার ধ্যানধারণা জুড়ে রয়েছে সাইকোহিস্টোরি যা কোয়াড্রিলিয়ন মানুষ নিয়ে কাজ করে, এক হিসাবে যার অর্থ দাঁড়ায় তিনি আসলে কোনো মানুষ নিয়ে কাজ করেন না– অন্তত এককভাবে। আর বাচ্চাদের ব্যাপারটা তিনি কিভাবে বুঝবেন যেখানে রাইখ ছাড়া তার কোনো সন্তান নেই। তাছাড়া রাইখের বারো বছর বয়সে তিনি তাকে পোষ্য নিয়েছিলেন। এখন দেখছেন ওয়ানডাকে, যে তার কাছে বিশাল এক রহস্য– হয়তো তাই থেকে যাবে।

অসীম মমতা নিয়ে কথাগুলো ভাবল মানীলা। চারপাশের যে জগৎটাকে বুঝতে পারেন না সেই জগৎ থেকে সেলডনকে রক্ষা করার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার। এই একটা ক্ষেত্রেই তার এবং শাশুড়ী, ডর্স ভেনাবিলির মিল এবং সংঘাত– হ্যারি সেলডনকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা।

দশ বছর আগে মানীলা সেলডনের জীবন বাঁচিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, ডর্স ঘটনাটাকে ধরে নিয়েছিল তার একচ্ছত্র আধিপত্যের উপর হস্তক্ষেপ এবং মানীলাকে কোনোদিনই ক্ষমা করে নি।

প্রতিদান হিসেবে মানীলার জীবনও বাঁচিয়েছেন সেলডন। চোখ বন্ধ করতেই পুরো দৃশ্যটা পরিষ্কার ফুটে উঠল। যেন তার সামনে এই মুহূর্তেই ঘটনাগুলো ঘটছে।

AMARBOI.COM

৩.

ক্লীয়ন হত্যাকাণ্ডের পরের সপ্তাহ– জঘন্য এক সপ্তাহ। পুরো ট্র্যানটরের অরাজকতা ছিল সীমার বাইরে।

হ্যারি সেলডন তখনো ফার্স্ট মিনিস্টার হিসেবে অফিসে বসছেন, তবে তার কোনো ক্ষমতা ছিল না। মানীলা ডুবানকুয়াকে একদিন অফিসে ডাকলেন।

"আমার এবং রাইখের জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সুযোগ করে উঠতে পারি নি।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আসলে গত সপ্তাহে কোনো কিছু করারই সুযোগ ছিল না আমার।"

"পাগল গার্ডেনারের ভাগ্যে কি ঘটেছে?" জিজ্ঞেস করল মানীলা।

"মেরে ফেলা হয়েছে। সাথে সাথে! বিনা বিচারে! লোকটা পাগল এই কথা বলে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি সেরকম ছিল না। যদি সে অন্য কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত, অন্য কোনো অপরাধ করত, তার পাগলামী প্রমাণ করা যেত এবং হয়তো বেঁচে থাকত। কিন্তু সম্রাটকে খুন করা– " বিষণ্ণ ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন সেলডন।

"এখন কি হবে, ফার্স্ট মিনিস্টার?"

"আমার ধারণাটা তোমাকে বলি। এ্যানটান রাজবংশ শেষ হয়ে গেছে। ক্লীয়নের ছেলে ক্ষমতায় বসতে রাজী হবে না বোধহয়। নিজেও খুন হয়ে যাওয়ায় ভয় পাচ্ছে। সেজন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোর কোনো একটায় পারিবারিক জমিদারীতে নিরুপদ্রব জীবন কাটানো। ইম্পেরিয়াল হাউজের সদস্য বলে তার কোনো সমস্যা হবে না। তোমার আর আমার ভাগ্য অতটা ভালো নাও হতে পারে।"

মানীলা ভুরু কোঁচকালো। "কেন, স্যার?"

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন সেলডন। "এমন একটা কথা উঠার সম্ভাবনা আছে যে, তুমি যেহেতু গ্লেব এন্ডোরিনকে হত্যা করেছ সে তার ব্লাস্টার ফেলে দেয় এবং ম্যান্ডেল গ্রুবারের জন্য তা সহজলভ্য হয়ে উঠে। ওই একই অস্ত্র দিয়েই গ্রুবার সম্রাটকে খুন করে। কাজেই অপরাধটা ঘটার পিছনে তোমারও বড় একটা অবদান রয়েছে এবং এমনকি এই কথাও বলা হতে পারে যে পুরো ঘটনাটাই ছিল পূর্বপরিকল্পিত।"

"কিন্তু সেটা হাস্যকর। আমি সিকিউরিটি এস্টাবলিশম্যান্টের সদস্য, শুধু দায়িত্ব পালন করেছি– যা আদেশ দেয়া হয়েছে তাই করেছি।"

বিষণ্ণ ভঙ্গীতে হাসলেন সেলডন। "তুমি যুক্তিসহকারে কথা বলছ কিন্তু আগামী অনেকদিন যুক্তি কোনো কাজে আসবে না। বৈধ উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে এখন যা ঘটবে তা হলো সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য।"

(পরবর্তী বছরগুলোতে, যখন মানীলা সাইকোহিস্টোরির কার্য পদ্ধতি কিছুটা বুঝতে শিখেছে, অবাক হয়ে ভেবেছে যে কি ঘটতে চলেছে তা বোঝার জন্য সেলডন এই কৌশলটা ব্যবহার করেছিলেন কিনা, কারণ সত্যিই সামরিক শাসন জারি হয়। যদিও ওই মুহূর্তে বিষয়টা নিয়ে তিনি একটা কথাও বলেন নি।)

"যদি সামরিক শাসন জারি হয়," তিনি বলে যাচ্ছেন, "তখন খুব দ্রুত কঠিন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার দরকার হবে। যে কোনো ধরনের অসন্তোষ শক্ত হাতে দমন করতে হবে, দৃঢ় মনোবল এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে হবে, যুক্তিবোধ এবং ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হলেও। ওরা যদি তোমাকে সম্রাটকে খুন করার চক্রান্তে জড়িত বলে অভিযুক্ত করে, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে নয় বরং ভয় দেখিয়ে জনগণকে দমিয়ে রাখার জন্য।

"একইভাবে ওরা এই কথা বলতে পারে যে আমিও ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। হাজার হোক, গার্ডেনারদের স্বাগত জানাতে আমি উপস্থিত ছিলাম, যদিও দায়িত্বটা আমার ছিল না। যদি না যেতাম, আমাকে হত্যা করার কোনো প্রচেষ্টা হতো না, তোমাকে পাল্টা আঘাত করতে হতো না, এবং সম্রাট হয়তো বেঁচে থাকতেন– বুঝতে পেরেছ কি বলছি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিশ্বাসই হচ্ছে না ওরা এমন করবে।"

"করবে না হয়তো। আমি একটা প্রস্তাব দেব যা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।"

"কি সেটা?"

"আমি ফার্স্ট মিনিস্টারের পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার প্রস্তাব দেব। আমাকে ওদের দরকার নেই, কাজেই আমি চলে যাব। তবে কথা হচ্ছে, ইম্পেরিয়াল কোর্টে আমার সমর্থন ব্যাপক, আউটারওয়ার্ল্ডগুলোর জনগণ আমাকে পছন্দ করে। যদি ইম্পেরিয়াল গার্ডের সদস্যরা আমাকে পদত্যাগে বাধ্য করে, তারপর যদি ওরা আমার মৃত্যুদণ্ড নাও দেয়, তবুও বিপদে পড়বে। কিন্তু যদি আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করি এবং বিবৃতি দিয়ে বলি যে এখন আসলে ট্র্যানটর এবং এম্পায়ারের জন্য সামরিক শাসনই উত্তম তাহলে বরং ওদের উপকারই করব।"

তারপর খানিকটা আমুদে সুরে বললেন, "তাছাড়া সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারটা আছে।"

(এই প্রথমবারের মতো শব্দটা শুনল মানীলা।)

"সেটা কি জিনিস?"

"বিষয়টা নিয়ে আমি গবেষণা করছি। সাইকোহিস্টোরির ক্ষমতার উপর ক্লীয়নের ছিল সীমাহীন বিশ্বাস– সত্যি কথা বলতে কি আমার চেয়েও বেশী– এবং ইম্পেরিয়াল কোর্টের অনেকেই মনে করে যে সাইকোহিস্টোরি হচ্ছে– বা হতে পারে প্রচণ্ড কার্যকরী এক হাতিয়ার যা সরকারের অনুকূলে ব্যবহার করা যাবে– সেটা যে ধরনের সরকারই হোক না কেন।

"এই বিজ্ঞানের বিস্তারিত না জানাটা কোনো বিষয় নয়। আমি জানাতে চাইও না। জ্ঞানের স্বল্পতাই পরিস্থিতির উপর অন্ধবিশ্বাস তৈরি করবে। আর তাই ওরা আমাকে গবেষণা চালিয়ে যেতে দেবে। অন্তত আমি তাই আশা করি।– আর এখানেই তোমার কথা আমার মনে পড়ল।"

"আমার কোন কথা?"

"ওদের সাথে চুক্তির শর্ত হবে এটাই যে তোমাকে সিকিউরিটি এস্টাবলিশম্যান্ট থেকে পদত্যাগ করতে দিতে হবে এবং হত্যাকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তোমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। এটা আমি আদায় করে নিতে পারব।"

"কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে আমার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে।"

"তোমার ক্যারিয়ার, যেভাবেই হোক, শেষ হয়ে গেছে। ধরা যাক ইম্পেরিয়াল গার্ড তোমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিল না, কিন্তু তুমি কি মনে কর যে ওরা তোমাকে সিকিউরিটি অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে দেবে?"

"তাহলে আমি কি করব? জীবন চলবে কেমন করে?"

"সেই দায়িত্ব আমার, মিস. ডুবানকুয়া। আমি স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিপুল পরিমাণের আর্থিক সহায়তা পাব সাইকোহিস্টোরি গবেষণার জন্য। তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেয়া কোনো সমস্যাই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মানীলা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেন–"

সেলডন বললেন, "তুমি যে প্রশ্নটা করেছ আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। তুমি রাইখের এবং আমার জীবন বাঁচিয়েছ। কেমন করে ভাবলে যে সেই ঋণ আমি শোধ করার চেষ্টা করব না?"

তিনি যেমন বলেছিলেন সেভাবেই হলো সব কিছু। জাকজমকের সাথে দশ বছর ধরে পালনকৃত দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন সেলডন। সবেমাত্র গঠিত সামরিক সরকার– আর্মড ফোর্স এবং ইম্পেরিয়াল গার্ডের বিশেষ কিছু অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত জান্তার কাছ থেকে বিশাল এক প্রশংসাপত্রও পেলেন। স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন তিনি এবং মানীলা ডুবানকুয়া, সিকিউরিটি অফিসারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে সেলডন আর তার পরিবারের সাথে এল।

৪.

রাইখ কামরায় ঢুকল, গরম নিশ্বাস দিয়ে হাত উষ্ণ করার চেষ্টা করছে। "আমি সবসময়ই বৈচিত্র্যময় আবহাওয়ার পক্ষে। গম্বুজের ভেতরে পরিবেশ সবসময় একরকম থাকলে নিশ্চয়ই কারো ভালো লাগবে না। যদিও আজকে ওরা একটু ঠাণ্ডা এবং বায়ু প্রবাহ নির্ধারণ করেছে। আমার মনে হয় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অভিযোগ তোলাটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।"

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই এটা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের দোষ কিনা।" সেলডন বললেন। "আসলে সবকিছুই এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।"

"আমি জানি। অবক্ষয়," হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে গোঁফ আঁচড়াল রাইখ। কাজটা সে প্রায়ই করে। সম্ভবত কয়েকদিন ওয়িতে গোঁফবিহীন থাকাটা ভুলতে পারছে না। শরীরের মধ্যভাগ খানিকটা স্ফীত হয়েছে রাইখের। সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখী গৃহকর্তা। এমনকি তার ডাহ্‌ল বাচনভঙ্গীও দূর হয়ে গেছে।

পাতলা কভারঅল খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, "ওল্ড বার্থডে বয়, কেমন আছ?"

"ভোলোার চেষ্টা করছি। অপেক্ষা কর, মাই সন। কিছুদিনের মধ্যেই তোমার চল্লিশতম জন্মদিন। দেখব ব্যাপারটা তোমার কেমন লাগে।"

"ষাট বছর হওয়ার মতো মজার হবে না।"

"ফাজলামী রাখো।" মানীলা বলল, ঘষে ঘষে রাইখের হাত গরম করার চেষ্টা করছে সে।

সেলডন দুহাত ছড়িয়ে বললেন, "আমরা ভুল করছি, রাইখ। তোমার স্ত্রীর মতে ষাট বছর নিয়ে আমার মাত্রাতিরিক্ত অভিযোগের কারণেই ওয়ানডার মাথায় আমার মৃত্যুর চিন্তা ঢুকেছে।"

"তাই নাকি? এই ঘটনা। আমাকে দেখে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হড়বড় করে একটা দুঃস্বপ্নের কথা বলছিল। ওটা তোমার মৃত্যু নিয়ে ছিল?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নিঃসন্দেহে।"

"যাই হোক, ধীরে ধীরে বুঝতে শিখবে। দুঃস্বপ্ন বন্ধ করার কোনো উপায় নেই।"

"আমি এতো সহজে উড়িয়ে দিতে পারছি না।" মানীলা বলল। "মেয়েটা অনবরত দুঃস্বপ্ন নিয়েই ভাবছে। শরীর খারাপ করবে। আমি পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখতে চাই।"

"তুমি যা বল, মানীলা।" সম্মতির সুরে জবাব দিল রাইখ। "তুমি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, তুমি যা বলবে– বিশেষ করে ওয়ানডার ব্যাপারে– তাতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।" এবং সে পুনরায় গোঁফ আঁচড়াল।

তার প্রিয়তমা স্ত্রী। মানীলাকে প্রিয়তমা স্ত্রী বানানো এতো সহজ হয় নি। রাইখের এখনো মনে আছে কথাটা শুনেই মায়ের আচরণ কেমন হয়েছিল। অন্যেরা দুঃস্বপ্নের কি জানে। ডর্সের প্রচণ্ড রাগের কথা মনে পড়লেই এখনো মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে আতংকিত হয়ে পড়ে সে।

৫.

ডেসপারেন্স এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম যে স্মৃতিটা রাইখের মনে আছে সেটা হলো দাড়ি কামানো।

চিবুকে ভাইব্রোরেজরের স্পর্শ টের পেয়ে দুর্বল গলায় বলল, "নাপিত মিয়া, উপরের ঠোঁটে কোথাও যেন না কাটে। আমি আমার গোঁফ ফেরত চাই।"

সেলডন আগেই নাপিতকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন সব। আশ্বস্ত করার জন্য মুখের সামনে একটা আয়না তুলে ধরল সে।

ডর্স পাশেই বসেছিল। বলল, "ওকে কাজ করতে দাও, রাইখ, খামোখা উত্তেজিত হয়ো না।"

রাইখের দৃষ্টি কিছুক্ষণ পরপরই ডর্সের উপর পড়তে লাগল। তবে কিছু বলল না। নাপিত চলে যাওয়ার পর ডর্স জিজ্ঞেস করল, "এখন কেমন লাগছে, রাইখ?"

"জঘন্য।" বিড়বিড় করে জবাব দিল সে। "এতো বেশী হতাশ বোধ করছি। আর সহ্য হচ্ছে না।"

"ডেসপারেন্সের কারণে। একটু সময় লাগবে। তবে ঠিক হয়ে যাবে।"

"বিশ্বাসই হচ্ছে না। কতদিন হলো?"

"বাদ দাও। সময় লাগবে, তোমার দেহে পূর্ণমাত্রায় ঢোকানো হয়েছিল।"

বিরামহীনভাবে তার দৃষ্টি চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। "মানীলা আমাকে দেখতে এসেছিল?"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওই মেয়েটা?" (মানীলাকে এই নামে এবং এই সুরে ডর্সের সম্বোধনে রাইখ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।) "না। তুমি এখনো সুস্থ হও নি বলে কাউকে আসতে দেয়া হচ্ছে না।"

রাইখের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে দ্রুত যোগ করল ডর্স, "আমার কথা আলাদা কারণ আমি তোমার মা, রাইখ। যাইহোক, ওই মেয়েটাকে কেন দেখতে চাও? কারো সাথে দেখা করার অবস্থা তোমার নেই।"

"বরং এটাই ওর সাথে দেখা করার সবচেয়ে বড় কারণ," বিড়বিড় করে বলল রাইখ। "জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তেও আমি তাকে পাশে চাই।" তারপর নিস্তেজ ভঙ্গীতে পাশ ফিরল। "আমি ঘুমাব।"

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল ডর্স ভেনাবিলি। ওইদিনই পরে একসময় সেলডনকে বলল সে, "রাইখকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারছি না, হ্যারি। কিছুই বুঝতে চাইছে না।"

"সে অসুস্থ, ডর্স," সেলডন বললেন। "ছেলেটাকে একটু সময় দাও।"

"সারাক্ষণ শুধু ওই মেয়েটার কথাই বলছে। নাম ভুলে গেছি।"

"মানীলা ডুবানকুয়া। মনে রাখার জন্য খুব একটা কঠিন নাম নয়।"

"আমার ধারণা রাইখ মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়, সংসার করতে চায়।"

"রাইখের বয়স ত্রিশ– নিজের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথেষ্ট বয়স।"

"নিশ্চয়ই– ওর বাবা মা হিসেবে আমাদেরও কিছু বলার থাকতে পারে।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন হ্যারি। "এবং আমার বিশ্বাস, যা বলার তুমি ঠিকই বলেছ, ডর্স। এবং এটাও নিশ্চিত যে বলেই যখন ফেলেছ রাইখ তার ইচ্ছেমতোই কাজ করবে।"

"এই তোমার শেষ কথা, রাইখ ওইরকম একটা মেয়েকে বিয়ে করবে আর তুমি বসে বসে দেখবে। কিছুই বলবে না।"

"তুমি আমার কাছে কি আশা কর, ডর্স? মানীলা রাইখের জীবন বাঁচিয়েছে। কথাটা কি আমি ভুলে যাব। সে আমারও জীবন বাঁচিয়েছে।"

এই কথাগুলো সম্ভবতঃ ডর্সকে আরো রাগিয়ে তুলল। "তুমিও তার জীবন বাঁচিয়েছ। সমান সমান।"

"আমি আসলে কিছুই করি নি–"

"অবশ্যই করেছ। তোমার পদত্যাগ এবং সমর্থন সেনাবাহিনীর বদমাশগুলোর কাছে বিক্রি না করলে ওরা তাকে খুন করত।"

"আমি যদিও আসলে কিছু করতে পেরেছি বলে মনে হয় না, তারপরেও ধরে নিলাম যে প্রতিদান দিয়েছি, রাইখ তো দেয়নি। তাছাড়া প্রিয়, ডর্স, সরকারের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করার সময় আমি আরো সতর্ক থাকতাম। বর্তমান সময়টা ক্লীয়নের শাসন আমলের মতো সহজ হবে না। তুমি যা বলবে সেটা ওদের কানে পৌছে দেয়ার জন্য চারপাশে অনেক গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওই মেয়েটাকে আমি পছন্দ করি না। আশা করি তাতে কেউ বাধা দেবে না।"

"অবশ্যই বাধা দেবে না। কিন্তু কোনো লাভও হবে না।"

দৃষ্টি নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেলডন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। ডর্সের কালো চোখ দুটো রাগে গনগন করছে। চোখ তুললেন তিনি।

"আমি জানতে চাই, ডর্স, কেন? কেন তুমি মানীলাকে এতো অপছন্দ কর। সে আমার আর রাইখের জীবন বাঁচিয়েছে। সে সময়মতো পদক্ষেপ না নিলে আমরা দুজনেই মারা যেতাম।"

একই রকম তেজের সাথে জবাব দিল ডর্স, "নিশ্চয়ই, হ্যারি। কথাটা আমি অন্য সবার চেয়ে ভালোভাবে জানি। সে যদি ওখানে না থাকত, তোমাদের বাঁচানোর জন্য আমি কিছুই করতে পারতাম না। নিঃসন্দেহে তুমি মনে কর যে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু যতবারই ওই মেয়েটাকে দেখি, নিজের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে। জানি এই আচরণ যুক্তিহীন– কিন্তু আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। কাজেই ওকে পছন্দ করার কথা বলো না আমাকে। পারব না।"

কিন্তু পরের দিন ডর্সকেও পিছিয়ে যেতে হলো যখন ডাক্তার বলল, "আপনার ছেলে মানীলা নামের এক মেয়ের সাথে দেখা করতে চায়।"

"কারো সাথে দেখা করার মতো অবস্থা নেই ওর," কড়া ধমক লাগাল ডর্স।

"বরং উল্টোটাই সত্যি। সে এখন সুস্থ। দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। তাছাড়া ভীষণ জেদ করছে। আমার মনে হয় না তাকে বাধা দেয়া ঠিক হবে।"

অগত্যা মানীলাকে আসতে দেয়া হলো এবং হাসপাতালে আসার পর এই প্রথম আনন্দের আভাস ফুটল রাইখের চেহারায়।

পরিষ্কার ডর্সকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সে। মুখ কঠিন করে চলে গেল।

এবং রাইখ একদিন সত্যি সত্যি বলল, "সে আমাকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে, মা।"

"তুমি কি আশা করেছিলে আমি অবাক হব, বোকা ছেলে?" ডর্স বলল। "অবশ্যই সে তোমাকে গ্রহণ করবে। তুমি তার একমাত্র সুযোগ, যেহেতু সে এখন অসহায়, চাকরীচ্যুত..."

"মা, তুমি যদি আমাকে হারাতে চাও তাহলে ঠিক পথেই এগোচ্ছ। এভাবে কথা বলবে না।"

"তোমার যাতে ভালো হয় আমি তাই চিন্তা করছিলাম।"

"নিজের ভালো নিজেই চিন্তা করব, ধন্যবাদ। আমি কারো উপরে উঠার সিঁড়ি নই– এই চিন্তাটা তুমি মাথা থেকে বের করে দিতে পার। আমি সুদর্শন নই। বেটে। বাবা এখন আর ফার্স্ট মিনিস্টার নন। আমার কথাবার্তা নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মতো। আমাকে নিয়ে অহংকার করার কি আছে। আরো ভালো কাউকে খুঁজে নিতে পারবে, কিন্তু সে আমাকে চায়। এবং তোমাকে সত্যি কথা বলছি আমিও তাকে চাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু তুমি তো জান সে কি?"

"অবশ্যই জানি। মানীলা সেই মেয়ে যাকে আমি ভালোবাসি। মানীলা সেই মেয়ে যে আমাকে ভালোবাসে। এর বেশী কিছু জানার দরকার নেই।"

"তোমার প্রেমে পড়ার আগে কি ছিল সে? ওয়িতে আন্ডারকভারে থাকার সময় সে কি করত তার কিছুটা তুমি জানো– তুমি ছিলে তার 'এ্যাসাইনমেন্ট।' এমন আরো কতগুলো এ্যাসাইনমেন্ট ছিল? অতীত জানার পরেও তুমি ওর সাথে বাস করতে পারবে, দায়িত্ব পালনের নামে যা করেছে সেটা জানার পরেও? এখন তুমি আদর্শ দেখাতে পারছ। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তোমাদের প্রথম ঝগড়া হবে– অথবা দ্বিতীয় অথবা উনিশতম– এবং ধৈর্য হারিয়ে তুমি ঠিকই বলবে, "বে–!"

রাগে দিশেহারা হয়ে গেল রাইখ, "চুপ কর। যখন ঝগড়া হবে, আমি তাকে বোকা, ছিচকাদুনে, অবুঝ, নিষ্কর্মা– পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন হাজারো নামে ডাকব। আমাকে বলার মতো অনেক শব্দও সে খুঁজে নিতে পারবে। কিন্তু তার সবই হবে সংযত এবং রাগ পড়ে গেলে সবই ভুলে যেতে পারব।"

"এখন মনে হচ্ছে– কিন্তু সময় আসলে ঠিকই বুঝবে।"

রাইখের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বলল, "মা, তুমি বাবার সাথে প্রায় বিশ বছর ধরে বাস করছ। বাবাকে সামলানো সত্যি কঠিন। মাঝে মাঝে তোমাদের তর্ক হয়েছে আমি শুনেছি। এই বিশ বছরে বাবা কি তোমাকে এমন কোনো কথা বলেছে যাতে তোমার অসম্মান হয়? আমি বলেছি? তাহলে কিভাবে আশা করলে এখন বলব– যত রাগই হোক।"

নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে ডর্স। রাইখ বা সেলডনের মুখে যেভাবে আবেগ ফুটে উঠে তার চেহারায় ঠিক সেরকমভাবে আবেগ ফুটে উঠে না। যদিও এটা পরিষ্কার যে সে বাক্যহারা হয়ে গেছে।

"সবচেয়ে বড় কথা," সুযোগ কাজে লাগাল রাইখ (যদিও কাজটা করতে তার খারাপ লাগল) "তুমি আসলে মানীলাকে হিংসা কর কারণ সে বাবার জীবন বাঁচিয়েছে। তুমি চাওনা এই কাজটা অন্য কেউ করে। কিন্তু তোমার কোনো সুযোগ ছিল না। তুমি কি চেয়েছিলে মানীলা যেন এন্ডোরিনকে খুন না করে– বাবা যেন মারা যায়? আমিও?"

ডর্স নিস্তেজ সুরে বলল, "সে একা যেতে চেয়েছিল। আমাকে কোনো অবস্থাতেই সাথে নিত না।"

"কিন্তু সেটা তো মানীলার দোষ নয়।"

"এই কারণেই তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও? কৃতজ্ঞতা?"

"না। ভালোবাসা।"

এবং বিয়েটা হয়ে গেল, কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে রাইখকে বলল মানীলা, "হয়তো তোমার অনুরোধে তোমার মা এসেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে গম্বুজের নিচে যে ঝড়ো মেঘ ওরা তৈরি করে তার চেহারাটা ঠিক সেরকমই দেখাচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেসে ফেলল রাইখ। "এটা তোমার কল্পনা।"

"মোটেই না। কেমন করে মানাব?"

"ধৈর্য ধর। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু ডর্স ভেনাবিলি কোনোদিনই ক্ষমা করে নি।

বিয়ের দুবছর পরে ওয়ানডার জন্ম হয়। বাচ্চাটার প্রতি ডর্সের আচরণ রাইখ আর মানীলার আশার চেয়েও বেশী ফুটে উঠল, কিন্তু ওয়ানডার মা রাইখের মায়ের কাছে "ওই মেয়েটা" হয়েই রইল।

৬.

হ্যারি সেলডন বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। তাকে পালাক্রমে ডর্স, রাইখ এবং মানীলার ভাষণ শুনতে হয়েছে। সবাই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে বয়স ষাট হওয়া মানেই বুড়ো হয়ে যাওয়া নয়।

আসলে ওরাই বুঝতে পারছে না। সাইকোহিস্টোরির ধারণাটা প্রথম যখন তার মাথায় আসে তখন তার বয়স ত্রিশ। বত্রিশ, যখন তিনি ডিসেনিয়াল কনভেনশনে বিখ্যাত বক্তৃতা উপস্থাপন করেন, পরের ঘটনাগুলো এখনো তার কাছে মনে হয় যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল। ক্লীয়নের সাথে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর তাকে পুরো ট্র্যানটরে পালিয়ে বেড়াতে হয়, দেখা পান ডেমারজেল, ডর্স, ইউগো এবং রাইখের। মাইকোজেন, ডাহ্ল আর ওয়ির মানুষগুলোর কথা না হয় বাদই থাকল।

বয়স ছিল চল্লিশ যখন তিনি ফার্স্ট মিনিস্টার হন এবং পঞ্চাশ যখন সেই দায়িত্ব ছেড়ে দেন, এখন তার বয়স ষাট।

ত্রিশ বছর তিনি সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাটিয়েছেন। আর কত বছর লাগবে? আর কত বছর তিনি বাঁচবেন? সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্ট অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যাবেন?

আসলে মরে যাওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়, নিজেকে বোঝালেন তিনি। আসল দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্ট অসমাপ্ত রেখে যাওয়া।

ইউগো এমারিলের কাছে গেলেন তিনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা দুজন খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, যেহেতু সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টের আয়তন ক্রমেই বড় হচ্ছে। স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিককার বছরগুলোতে শুধু তিনি আর এমারিল কাজ করতেন– আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখন–

এমারিলের বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি– তরুণ বয়স নয় মোটেই– এবং তার প্রাণচাঞ্চল্য থেমে গেছে পুরোপুরিই। সারাজীবনে সাইকোহিস্টোরির উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই আকর্ষণ বোধ করে নি সে : মেয়েমানুষ, সঙ্গী-সাথী, শখ বা আমোদ প্রমোদের অন্য কোনো উপাদান, কোনো কিছুই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ পিট পিট করে সেলডনের দিকে তাকালো এমারিল, আর সেলডন পুরনো সাথীর পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য না করে পারলেন না। আংশিক কারণ হয়তো এই যে এমারিলকে তার চোখগুলো নতুন করে তৈরি করাতে হয়েছে। এখন দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু পাপড়ি ফেলে বেশ ধীরে ধীরে, মনে হয় ঘুম কাতুরে একজন মানুষ।

"কি মনে হয়, ইউগো?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। "আশার আলো দেখা যাচ্ছে?"

"আশার আলো? হ্যাঁ, বোধহয়। নতুন যে ছেলেটা এসেছে, টামউইল ইলার, তুমি তো ওকে চেন?"

"অবশ্যই। আমিই ওর নিয়োগ দিয়েছিলাম। বেপরোয়া, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কেমন কাজ করছে?"

"ও সাথে থাকলে যে আমি স্বস্তি বোধ করি না, হ্যারি, এই কথা হলপ করে বলা যায়। ছেলেটার বিকট হাসি আমাকে নার্ভাস করে তোলে। কিন্তু সে মেধাবী। সমীকরণের নতুন পদ্ধতিটা সুন্দরভাবে প্রাইম রেডিয়্যান্টে বসে গেছে এবং মনে হয় ওগুলো বিভ্রান্তিকর সমস্যার কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব করে তুলবে।"

"মনে হয়? নাকি হবে?"

"এখনই বলা যাবে না, তবে আমি আশাবাদী। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি, ওগুলো মূল্যহীন হলে নতুন সমীকরণগুলো ভেঙ্গে যেত। কিন্তু তা হয় নি বরং নতুন সমীকরণগুলো টিকে গেছে। আমি ওগুলোকে 'অনৈরাজ্যক সমীকরণ' হিসেবে ভাবতে শুরু করেছি।"

"সমীকরণগুলোর নিখুত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি বলে তো মনে হয় না।"

"না, পাইনি, যদিও ছয়জনকে দায়িত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে ইলার আছে অবশ্যই।" এমারিল তার প্রাইম রেডিয়্যান্টের দিকে ঘুরল– সেলডনের নিজেরটার মতোই উন্নত আর জটিল– বাতাসে আঁকাবাঁকা হয়ে ঝুলে থাকা উজ্জ্বল সমীকরণগুলো দেখছে সে– এতো ছোট, এতো ঘন যে পরিবর্ধন ছাড়া পড়া অসম্ভব। "নতুন সমীকরণগুলো যুক্ত করলে আমরা হয়তো ভবিষ্যদ্বাণী শুরু করতে পারব।"

"এখন যতবারই প্রাইম রেডিয়্যান্টটা দেখি," চিন্তিত সুরে বললেন সেলডন, "ততবারই অবাক হয়ে ভাবি ইলেকট্রো ক্ল্যারিফায়ার কি অসাধ্য সাধন করেছে, ভবিষ্যতের সরল পথ এবং আঁকাবাঁকা গলিপথে কি নিবিড়ভাবে সকল উপাদান ধারণ করতে পেরেছে। এটাও ইলারের আইডিয়া, তাই না?"

"হ্যাঁ। সে আর সিনডা মোনি যন্ত্রটার ডিজাইন তৈরি করে দিয়ে সাহায্য করেছে।"

"প্রজেক্টে নতুন নতুন মেধাবী ছেলে মেয়েদের নিয়োগ দেয়াটা সত্যিই ভালো হয়েছে। আমার ভুলগুলো ওরা ভবিষ্যতে সংশোধন করে নিতে পারবে।"

"তোমার ধারণা ইলারের মতো কেউ একজন ভবিষ্যতে প্রজেক্টের নেতৃত্ব দেবে?" জিজ্ঞেস করল এমারিল, এখনো প্রাইম রেডিয়্যান্ট দেখছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো। তুমি আর আমি অবসর নেয়ার পর– অথবা আমাদের মৃত্যুর পর।"

এই মন্তব্যে স্বস্তি পেল এমারিল। যন্ত্রটা বন্ধ করে বলল, "অবসর নেয়ার আগে বা মারা যাওয়ার আগে আমি কাজটা শেষ করে যেতে চাই।"

"আমিও চাই, ইউগো, আমিও চাই।"

"সাইকোহিস্টোরি গত দশ বছরে আমাদের ভালোই পথ নির্দেশ দিয়েছে।"

কথাটা সত্যি, কিন্তু সেলডন জানেন এটা নিয়ে বিজয়োল্লাস করার কিছু নেই। ঘটনাগুলো বড় কোনো চমক ছাড়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে গেছে।

সাইকোহিস্টোরির ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ক্লীয়নের মৃত্যুর পর যেভাবেই হোক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে হবে– সেই ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল ঝাপসা এবং অনিশ্চিত– কিন্তু কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা গেছে। ট্র্যানটর এখন যথেষ্ট শান্ত। এমনকি একটা হত্যাকাণ্ড এবং একটা রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরেও, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় নি।

সম্ভব হয়েছে সামরিক শাসনের কারণে– জান্তার ব্যাপারে ডর্স যখন বলে 'ওই মিলিটারি হারামজাদাগুলো' ঠিকই বলে। তার আরো অনেক অভিযোগই সত্যি বলে প্রমাণিত হবে। যাই হোক, তারা এম্পায়ারের প্রতিটি অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছে এবং আরো অনেকদিন পারবে। অন্তত ততদিন, প্রত্যাশিত ঘটনাপ্রবাহে সাইকোহিস্টোরির ভূমিকা শুরু করার জন্য যা যথেষ্ট।

ইউগো গত কিছুদিন ধরেই ফাউণ্ডেশন স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছে– পৃথক, বিচ্ছিন্ন, এম্পায়ার থেকে স্বাধীন– আসন্ন অন্ধকার যুগের ধ্বংসস্তূপ থেকে অগ্রগতি এবং আরো উন্নত নতুন এম্পায়ার গড়ে তোলার সূতিকাগার হিসেবে যা ভূমিকা পালন করবে। সেলডন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন।

কিন্তু তার সময়ের ভীষণ অভাব, এবং বুঝতে পারছেন (তিক্ত মনে) তারুণ্যের উদ্যম কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার বুদ্ধিমত্তা যদিও এখনো যথেষ্ট তীক্ষ্ণ এবং ক্রিয়াশীল, কিন্তু আগের মতো কাজ করার ক্ষমতা এবং সৃষ্টিশীলতা নেই। এবং জানেন যে সময় যতই গড়াবে ততই আরো কমতে থাকবে।

হয়তো তরুণ এবং মেধাবী ইলারের হাতেই সবকিছু ছেড়ে দেয়া উচিত। সেলডনকে স্বীকার করতেই হলো এবং লজ্জিত হলেন কারণ ভাবনাটা কোনোভাবেই তার মনঃপুত হলো না। সাইকোহিস্টোরি তিনি এই জন্য আবিষ্কার করেন নি যে তার সুফল এবং খ্যাতি হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসা কেউ ভোগ করবে। সবচেয়ে খারাপ কথা হচ্ছে, ইলারকে তিনি হিংসা করেন এবং বুঝতে পারছেন এর জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

তারপরেও, অনুভূতি যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, তরুণদের উপর তাকে নির্ভর করতেই হবে– অস্বস্তি হলেও কিছু করার নেই। সাইকোহিস্টোরি এখন আর তার এবং এমারিলের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। তিনি ফার্স্ট মিনিস্টার থাকাকালীন সময়ে এই কার্যক্রম পরিণত হয়েছে সর্ববৃহৎ সরকারী অনুদানপুষ্ট এবং বিশাল বাজেটের প্রজেক্টে, সবচেয়ে অবাক ব্যাপার তিনি পদত্যাগ করে স্ট্রিলিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পরেও এর আয়তন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বিশাল জাকজমকপূর্ণ নামটা মনে করে মুচকি হাসলেন হ্যারি– দ্য সেলডন সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্ট অ্যাট স্ট্রিলিং ইউনিভার্সিটি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটাকে বলে শুধুই প্রজেক্ট।

নিঃসন্দেহে সামরিক জান্তা প্রজেক্টটাকে দেখছে সম্ভাব্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে, এবং যতদিন তা দেখবে, ফান্ড কোনো সমস্যাই না। বন্যার মতো ক্রেডিট আসছে। বিনিময়ে একটা বাৎসরিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয়, সেটাও তেমন জটিল কিছু না। শুধু অনার্থিক বিষয়গুলোই দেখাতে হয়। জান্তার সদস্যদের গণিত তেমন আকৃষ্ট করে না।

পুরনো সহকর্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে সাইকোহিস্টোরি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে অন্তত এমারিল সন্তুষ্ট কিন্তু সেলডন অনুভব করলেন যে আবারও হতাশার কালো চাদর ঘিরে ধরছে তাকে।

ধরে নিলেন যে আসন্ন জন্মোৎসবটাই তাকে বিরক্ত করে মারছে। সবার কাছে এটা আনন্দ উৎসব, কিন্তু হ্যারি তাতে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না– শুধু তার বুড়ো বয়সটাই সবাইকে জানানো হচ্ছে।

তাছাড়া, এটা তার দৈনন্দিন রুটিন ব্যহত করছে। হ্যারি অভ্যাসের দাস। তার অফিস এবং সংলগ্ন অনেকগুলো কামরা খালি করে ফেলা হয়েছে। বেশ অনেকদিন হলো তিনি স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারছেন না। তার মূল অফিসটাকেই সম্ভবত উৎসবের কেন্দ্র বানানো হবে। তারপর আবার কাজকর্ম শুরু করার মতো পরিস্থিতি ফিরে আসতে আরো বেশ কয়েকটা দিন লাগবে। শুধুমাত্র এমারিলের কাছে কেউ পাত্তা পায়নি। সে তার অফিস ধরে রাখতে পেরেছে।

সেলডন বুঝতে পারছেন না বুদ্ধিটা কার। ডর্সের নয়। কারণ তার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা জানে ডর্স। এমারিল এবং রাইখেরও নয়। ওই দুজন তো নিজেদের জন্মতারিখটাই মনে রাখতে পারে না। তার সন্দেহ বুদ্ধিটা মানীলার।

কিন্তু জিজ্ঞেস করার পর মানীলা জানাল সে নয়, বুদ্ধিটা দিয়েছে টামউইল ইলার।

সেই মেধাবী ছেলেটা, ভাবলেন সেলডন। সব বিষয়েই মেধাবী।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঝামেলাটা তাড়াতাড়ি শেষ হলেই বাঁচেন।

৭.

দরজার ফাঁক দিয়ে শুধু মাথা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল ডর্স, "আসতে পারি।"

"না, মোটেই না। কেন তোমাকে আসতে দেব?"

"এটা তো তোমার কাজ করার জায়গা না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। "আমাকে আমার কাজের জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে জন্মদিনের উৎসবের জন্য। কবে যে শেষ হবে।"

"দেখলে তো। ওই মেয়েটার মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হলো, করেই ছাড়বে।"

সাথে সাথে দল বদলালেন সেলডন। "ওতো ভালোর জন্যই করছে।"

"রক্ষে কর। যাইহোক, আমি অন্য বিষয়ে কথা বলতে এসেছি। জরুরী।"

"বল, কি বলতে চাও?"

"ওয়ানডার স্বপ্নটা নিয়ে আমি ওর সাথে কথা বলছিলাম–" ইতস্তত করতে লাগল সে।

গলার ভেতর থেকে গার্গল করার মতো একটা শব্দ বের করে আনলেন সেলডন। "আমি বিশ্বাস করি না। বাদ দাও।"

"না। স্বপ্নটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়েছ কখনো?"

"কেন বাচ্চা মেয়েটাকে কষ্ট দেব?"

"রাইখ বা মানীলাও জিজ্ঞেস করে নি। কাজেই দায়িত্বটা আমার কাঁধেই এসে পড়ে।"

"খামোখা প্রশ্ন করে কেন মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ?"

"কারণ আমার মন বলছে করা উচিত," গম্ভীর সুরে বলল ডর্স। "প্রথমতঃ স্বপ্নটা যখন দেখেছে তখন সে তার নিজের ঘরে ছিল না।"

"তাহলে কোথায় ছিল?"

"তোমার অফিসে।"

"আমার অফিসে কি করছিল?"

"উৎসবটা কোথায় হবে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু কামরাটা ছিল খালি। শুধু তোমার চেয়ারটা ছিল। লম্বা পিঠঅলা ভাঙ্গা চেয়ারটা– যেটা তুমি আমাকে বদলাতে দাও নি।"

বহুদিনের পুরনো একটা বিষয় তুলে আনায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন হ্যারি। "ওটা ভাঙে নি। আমার নতুন আরেকটা দরকার নেই। বলে যাও।"

"তোমার চেয়ারে বসে ওর মনে হয় যে তুমি হয়তো উৎসবটা উপভোগ করতে পারবে না। তাতে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। তারপর নিজেই আমাকে বলেছে যে সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল কারণ কিছুই পরিষ্কার মনে নেই, শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছে যে স্বপ্নে দুজন পুরুষকে কথা বলতে শুনেছে সে– মহিলা নয়, এই বিষয়ে নিশ্চিত।"

"কি বলছিল ওরা?"

"পরিষ্কার কিছু বলতে পারছে না। বোঝই তো এই রকম পরিস্থিতি মনে রাখা ওর জন্য কত কঠিন। ওর মতে লোক দুজন মৃত্যু নিয়ে কথা বলছিল এবং সে ধরে নেয় মৃত্যুটা তোমার কারণ তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। দুটো শব্দ পরিষ্কার মনে রাখতে পেরেছে। সেটা হলো, 'লেমনেড ডেথ।'"

"কি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"লেমনেড ডেথ।"

"অর্থ কি?"

"জানি না। যাই হোক, আলোচনা শেষ করে লোক দুজন চলে যায় আর সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ওখানেই অনেকক্ষণ বসে থাকে– এরপর থেকেই তার মনটা এখনো বিষণ্ন হয়ে আছে।"

ডর্সের কথাগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন সেলডন। তারপর বললেন, "কেন আমরা বাচ্চা একটা মেয়ের স্বপ্নকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি?"

"প্রথমে আমাদের নিজেদেরকেই প্রশ্ন করা উচিত, হ্যারি, যে ওটা আসলেই স্বপ্ন ছিল কি না।"

"কি বলতে চাও?"

"ওয়ানডা কিন্তু সরাসরি কখনোই বলেনি যে ওটা স্বপ্ন ছিল। বারবারই বলছে যে, 'হয়তো ঘুম এসে গিয়েছিল।' ঠিক এই কথাগুলোই বলেছে সে। কখনোই বলে নি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বলেছে হয়তো ঘুম এসে গিয়েছিল।"

"তো, যোগ বিয়োগ করে কি পেলে?"

"ওর হয়তো খানিকটা ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল আর ওই অবস্থাতেই দুজন পুরুষকে– সত্যিকার দুজন পুরুষ, স্বপ্ন নয়– কথা বলতে শুনে।"

"সত্যিকার মানুষ? লেমনেড ডেথ দিয়ে আমাকে খুন করার কথা বলছিল?"

"হ্যাঁ, সেইরকমই কিছু।"

"ডর্স," ধমকের সুরে বললেন সেলডন, "আমি জানি তুমি আমার জন্য সবসময়ই চারপাশে বিপদ দেখতে পাও, কিন্তু এটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কেউ খুন করতে চাইবে কেন?"

"এর আগেও দুবার চেষ্টা করা হয়েছে।"

"হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি চিন্তা করে দেখ। প্রথম চেষ্টা হয়েছিল ক্লীয়ন আমাকে ফার্স্ট মিনিস্টার পদে নিয়োগ দেয়ার কিছুদিন পরেই। স্বাভাবিক ভাবেই আমার নিয়োগ ইম্পেরিয়াল কোর্টের অনেকেই মেনে নিতে পারে নি। তাদেরই কিছু ভেবেছিল আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে তারা নিজেরাই সবকিছু ভালোভাবে সামলে নিতে পারবে। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হয় যখন জোরানুমাইটরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। ওরা ভেবেছিল আমি ওদের পথের কাঁটা– তাছাড়া নামাত্রির প্রতিশোধ নেয়ার স্বপ্নটাও ছিল।

"সৌভাগ্যক্রমে কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয় নি, কিন্তু এখন তৃতীয় প্রচেষ্টা কেন হবে? আমি এখন আর ফার্স্ট মিনিস্টার নই। বয়স্ক এক গণিতবিদ, কিছুদিন পরেই অবসর নেব এবং নিঃসন্দেহে আমার কাছ থেকে কারো ভয়ের কিছু নেই। জোরানুমাইটদের জড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে, নামাত্রির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে বহুদিন আগেই। আমাকে খুন করার কোনো মোটিভ নেই।

"কাজেই, ডর্স শান্ত হও। যখন আমাকে নিয়ে খুব বেশী ভাব তখন তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে যায় আর তাতে আরো বেশী নার্ভাস হয়ে পড়। আমি সেটা চাই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে দাঁড়াল ডর্স, "হ্যারি" ডেস্কে দুহাতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে বলল, "তোমার জন্য বলাটা খুব সহজ, কিন্তু আসলে কোনো মোটিভ দরকারও নেই। এই মুহূর্তে আমাদের প্রশাসন দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং তারা চাইলে– "

"থামো!" কড়া আদেশ দিলেন সেলডন। তারপর ভীষণ শান্ত সুরে বললেন, "আর একটাও কথা না, ডর্স। প্রশাসনের বিরুদ্ধে আর একটাও কথা বলবে না। তাহলে তুমি যে বিপদের আশংকা করছ সেটাই বাস্তব হবে।"

"আমি শুধু তোমার সাথে কথা বলছি, হ্যারি।"

"এই মুহূর্তে আমার সাথেই কথা বলছ, কিন্তু বোকার মতো কথা বলার অভ্যাস যদি হয়ে যায় তাহলে অন্যদের সামনেও কোনোদিন মুখ ফসকে বলে ফেলবে– তাদের কেউ খবরটা পৌঁছে দেবে জায়গামতো। রাজনৈতিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে শেখ, প্রয়োজনের খাতিরেই।"

"আমি চেষ্টা করব, হ্যারি," ডর্স বলল, কণ্ঠের বিরক্তি ভাবটা গোপন রাখতে পারল না। বেরিয়ে গেল সে।

তার চলে যাওয়া দেখলেন সেলডন। ডর্সের চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে খুবই কম। এতোই কম যে মনে হয় বয়স বাড়ে নি মোটেই। যদিও সে মাত্র দুবছরের ছোট সেলডনের থেকে। আঠাশ বছরে সেলডনের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তার হয় নি।

ডর্সের কেশরাজি ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয় নি। গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অনেকখানি। কণ্ঠস্বরে ভারিক্কি ভাব এসেছে এবং অবশ্যই পরিধান করে মধ্যবয়সী নারীদের পোশাক। কিন্তু তার গতি এখনো আগের মতোই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষিপ্র। যেন প্রয়োজনের সময় হ্যারিকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন হ্যারি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে এভাবে সর্বক্ষণ নিরাপত্তার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকা মাঝে মাঝে সত্যিই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

৮.

প্রায় সাথে সাথেই মানীলা এসে ঢুকল সেলডনের সাথে দেখা করার জন্য।

"দুঃখিত, হ্যারি, ডর্স কি বলছিল?"

মাথা তুললেন সেলডন। কাজের মাঝখানে শুধু বাধা আর বাধা।

"তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। ওয়ানডার স্বপ্নের ব্যাপারটা।"

"আমি জানতাম। ওয়ানডা বলছিল যে ডর্স তাকে এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করছে। মেয়েটাকে তিনি শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না কেন? ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে দুঃস্বপ্ন দেখা একটা ভয়ংকর অপরাধ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আসলে," আশ্বস্ত করার সুরে বললেন সেলডন, "স্বপ্নের একটা অংশ ওয়ানডার মনে পড়েছে। সম্ভবতঃ তোমাকে বলে নি। স্বপ্নে সে 'লেমনেড ডেথ' বলে একটা কথা শুনেছে।"

"হুমম!" কিছুক্ষণ ভাবল মানীলা, তারপর বলল, "এটা তো মাথা ঘামানোর মতো কোনো বিষয় নয়। ওয়ানডা লেমনেডের জন্য পাগল এবং আশা করছে পার্টিতে প্রচুর খেতে পারবে। আমিও তাকে কথা দিয়েছি যে মাইকোজেনিয়ান ড্রপ মেশানো কিছু লেমনেড খেতে দেব।"

"কাজেই লেমনেডের কাছাকাছি কোনো শব্দ শুনলেই মনে মনে সেটাকে লেমনেড বলেই মনে করবে।"

"হ্যাঁ। সেরকমই তো হওয়ার কথা, তাই না?"

"ভাবতে হবে যে আসলে সে কি শুনেছিল? ভুল ব্যাখ্যা করার জন্য নিশ্চয়ই কোনো একটা শব্দ তার কানে ঢুকেছে?"

"আমার তা মনে হয় না। কিন্তু বাচ্চা একটা মেয়ের স্বপ্ন নিয়ে আমরা বুড়োরা এতো মাথা ঘামাচ্ছি কেন? প্লীজ, আমি চাই না এই বিষয়ে ওর সাথে কেউ আর কথা বলে। তাতে ওর মন আরো খারাপ হবে।"

"আমি একমত। ডর্সকে বোঝাব যেন সে এই বিষয়ে কথা আর না বলে– অন্তত ওয়ানডার সাথে।"

"ঠিক আছে। তিনি ওয়ানডার দাদী, হ্যারি, তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি মেয়ের মা, এবং আমার ইচ্ছাটাই প্রধান।"

"নিশ্চয়ই," বললেন সেলডন, তারপর অপসৃয়মান মানীলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই আরেক সমস্যা– দুই নারীর চিরায়ত দ্বন্দ্ব।

AMARBOI.COM

৯.

টামউইল ইলারের বয়স ছত্রিশ। চার বছর আগে উর্ধ্বতন গণিতবিদ হিসেবে সেলডন সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে যোগ দেয়। যথেষ্ট লম্বা সে, অনবরত চোখ পিট পিট করা তার মুদ্রাদোষ এবং আত্মভোলা মানুষ।

চুলের রং বাদামী, খানিকটা ঢেউ খেলানো, বেশী নজর কাড়ে কারণ সে চুল লম্বা রাখে। হাসির ভঙ্গীটা অদ্ভুত, কিন্তু তার গাণিতিক দক্ষতা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

ইলার এসেছে ওয়েস্ট ম্যানডানভ ইউনিভার্সিটি থেকে। তার নিয়োগ নিয়ে এমারিল যে কি পরিমাণ সন্দিহান হয়ে পড়েছিল তা মনে পড়লে সেলডন এখনো মুচকি হাসেন। অবশ্য এমারিল সবকিছুতেই সন্দেহপ্রবণ। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে (সেলডন নিশ্চিত) যে সাইকোহিস্টোরি তার আর হ্যারির ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

কিন্তু এখন এমনকি এমারিলও স্বীকার করে নিয়েছে যে ইলারের নিয়োগের ফলে তার নিজের কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে। ইউগোর মতে, "তার বিশৃঙ্খলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এড়ানোর কৌশল সত্যিই অদ্বিতীয় এবং চমৎকার। প্রজেক্টের আর কারো মাথায় এই ধারণা আসে নি। আমার মাথায় আসে নি। তোমার মাথাতেও আসে নি, হ্যারি।”

“আসলে,” রুষ্ট স্বরে বলেছিলেন সেলডন, “আমার বয়স হয়ে গেছে।”

“শুধু যদি,” এমারিল জবাব দিয়েছিল, “সে ওরকম বিকটভাবে না হাসত।”

“হাসি অভ্যাসের ব্যাপার। ওখানে মানুষের কোনো হাত নেই।

কিন্তু সেলডন নিজেই ইলারকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছেন না। ইলারের সমীকরণগুলোকে এখন বলা হচ্ছে “অনৈরাজ্যক সমীকরণ।” এটা সেলডনের জন্য খানিকটা অপমানজনক যে তিনি কখনো এই ধরনের সমীকরণের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেন নি। ইলেকট্রো ক্ল্যারিফায়ারের মূলনীতিগুলো তৈরি করতে পারেন নি বলে কখনো বিব্রতবোধ করেন নি সেলডন। ওটা তার বিষয় নয়। কিন্তু অনৈরাজ্যক সমীকরণ, এই বিষয়ে তার অন্তত ভাবা উচিত ছিল– বা অন্তত কাছাকাছি পৌঁছানো উচিত ছিল।

যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তিনি। সেলডন পুরো সাইকোহিস্টোরির ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন এবং অনৈরাজ্যক সমীকরণ এই ভিত্তির উপর ভর করেই তৈরি হয়েছে। তিন দশক আগে সেলডন যা করেছেন ইলার কি সেটা করতে পারত? সেলডন মনে করেন যে পারত না। এবং মূল ভিত্তিটা তৈরি করে দেয়ার পর ইলার অনৈরাজ্যবাদের মূলনীতিগুলো তৈরি করতে পেরেছে, এটা নিয়ে খুব বেশী হৈ চৈ করার কি কোনো দরকার আছে?

কথাগুলো নিঃসন্দেহে যৌক্তিক এবং সত্য, তারপরেও ইলারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন সেলডন। খানিকটা কোণঠাসা। সময়ের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত বৃদ্ধকাল মুখোমুখী হয়েছে টগবগে তারুণ্যের।

বয়সের ব্যবধান বোঝানোর মতো আচরণ কখনো ইলার করে নি। সেলডনকে সবসময়ই পূর্ণ সম্মান দেখিয়েছে এবং কখনোই বোঝানোর চেষ্টা করে নি যে বৃদ্ধ মানুষটা তার জীবনের সেরা সময় পার হয়ে এসেছে।

ইলার আসন্ন উৎসব নিয়ে ভীষণ উৎসাহী এবং সেলডন জানতে পেরেছেন যে জন্মদিন পালন করার প্রস্তাবটা ইলারই দিয়েছে। (এটা কি সেলডন বুড়ো হয়ে গেছেন তা বোঝানোর একটা নোংরা কৌশল? সম্ভাবনাটা সাথে সাথেই বাতিল করে দিলেন। যদি এই কথা তিনি বিশ্বাস করেন তাহলে বলতে হবে যে ডর্সের মতো তিনিও সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ছেন।)

ইলার তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, “মাস্ট্রো– ” চোখ মুখ কুঁচকালেন সেলডন, প্রজেক্টের পদস্থ সদস্যদের কাছ থেকে হ্যারি নাম শুনতেই বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু এই নগণ্য বিষয় নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে হলো না। “মাস্ট্রো,” ইলার বলল, “সবাই জানে যে আপনাকে জেনারেল ট্যানারের সাথে দেখা করার জন্য ডাকা হয়েছে।”

“হ্যাঁ। সে জান্তার বর্তমান প্রধান এবং আমার ধারণা সে আসলে সাইকোহিস্টোরির কথা জানতে চায়। ক্লীয়ন এবং ডেমারজেলের আমল থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা আমার কাছে সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে প্রশ্ন করছে।" (নতুন প্রধান! জান্তা আসলে কেলিডোস্কোপের মতো। নিয়মিত ব্যবধানে শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের পতন ঘটে এবং নতুন কেউ আচমকা সামনের সারীতে চলে আসে।)

"কিন্তু আমি যতদূর বুঝতে পারছি যে সে এখনই দেখা করতে চাইছে– জন্মদিনের উৎসবের মাঝখানে।"

"সেটা কোনো ব্যাপার না। আমাকে ছাড়াও তোমরা আনন্দ করতে পারবে।"

"না, পারব না, মাস্ট্রো। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমরা কয়েকজন প্রাসাদে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারের তারিখটা পিছানোর জন্য বলেছি।"

"কি?" ভীষণ বিরক্ত হলেন সেলডন। "বোকার মতো কাজ করেছ তোমরা– বিপদ হতে পারত।"

"খুব সহজেই হয়ে গেছে। মেনে নিয়েছে ওরা আর এই সময়টা আপনার দরকার।"

"কেন?"

ইতস্ততঃ করছে ইলার। "আমি খোলাখুলি কথা বলতে পারি, মাস্ট্রো?"

"নিশ্চয়ই। আমি কখনো না করেছি।"

লজ্জা পেল ইলার, ফর্সা চেহারা খানিকটা লাল হলো, কিন্তু কণ্ঠস্বর দৃঢ়। "যা বলতে চাই সেটা বলা তত সহজ না, মাস্ট্রো। গণিতের ক্ষেত্রে আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রজেক্টের কারো মনেই এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এমনকি এম্পায়ারের কারো মনেও– যদি তাদের জানা থাকে আপনি কে এবং যদি তারা গণিত বোঝে– সম্ভবত কোনো দ্বিমত নেই। যাইহোক, আপনাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার কোনো সুযোগ তাদেরকে দেয়া হয় নি।"

"কথাটা আমিও জানি, ইলার।"

"আপনি যে জানেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষদের সামলানোর কোনো দক্ষতা আপনার নেই– বরং বলা উচিত বোকা মানুষদের। আপনি ছল চাতুরী জানেন না, প্রশ্নের জবাব এড়ানোর কৌশল জানেন না, এবং আপনি যদি এমন এক মানুষের মুখোমুখী হন যে একই সাথে ক্ষমতাবান এবং বোকা তখন অতি সহজেই প্রজেক্টের জন্য বিপদ ডেকে আনবেন সেই সাথে নিজের জীবনের জন্যও, কারণ আপনি অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ।"

"কি হচ্ছে এসব? আমি কি ছোট বাচ্চা? আমি দীর্ঘদিন রাজনীতিবিদদের সামলেছি। নিশ্চয় তোমার মনে আছে যে আমি দশ বছর ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলাম।"

"মাফ করবেন, মাস্ট্রো, সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ফার্স্ট মিনিস্টার ইটো ডেমারজেলের সাথে আপনি কাজ করেছেন, যার ছিল সব বিষয়েই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সম্রাট ক্লীয়নের সাথে যে ছিল আপনার বন্ধু। এখন আপনাকে মোকাবেলা করতে হবে সামরিক লোকদের যারা বুদ্ধিমানও নয় বন্ধুও নয়– সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সামরিক লোকদেরও আমি ভালোভাবে সামলেছি।"

"তাদের কেউ জেনারেল ডুগাল ট্যানারের মতো ছিল না। আমি তাকে চিনি। সে অন্যরকম।"

"তুমি চেন? দেখা হয়েছে?"

"ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, কিন্তু সে ম্যানডানভ থেকে এসেছে। আপনি জানেন আমিও ওই সেক্টর থেকেই এসেছি। জান্তার সাথে যোগ দিয়ে শীর্ষপদে উঠার আগে সে ওখানকার ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিল।"

"কি জানো ওর সম্বন্ধে?"

"মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বদরাগী। এই লোকটাকে আপনি সহজে সামলাতে পারবেন না– বা নিরাপদে। কি ভাবে কি করা যায় তার একটা পরিকল্পনার জন্য সপ্তাহটা আপনি কাজে লাগাতে পারেন।"

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন সেলডন। ইলারের কথায় যুক্তি আছে। নিজের মতো একটা পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছেন তিনি। কিন্তু জানেন যে তারপরেও প্রচণ্ড ক্ষমতাধর অথচ বোকা, আত্মম্ভরী এবং বদরাগী একজনকে সামলানো সহজ হবে না।

অস্বস্তির সাথে বললেন, "অসুবিধা হবে না। সামরিক জান্তার অবস্থা ট্র্যানটরে এই মুহূর্তে সবচাইতে নড়বড়ে। ওরা প্রয়োজনের অনেক বেশী সময় টিকে আছে।"

"আমরা কি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি। সামরিক জান্তার স্থায়িত্ব বিষয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না।"

"তোমার অনৈরাজ্যক সমীকরণ ব্যবহার করে এমারিল কিছু হিসাব নিকাশ করেছে।" খানিক বিরতি দিয়ে বললেন, "ভালো কথা, আমি শুনেছি যে কয়েকটা উপসিদ্ধান্ত এখন ইলার সমীকরণ নামে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

"আমি করি নি, মাস্ট্রো।"

"আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, কিন্তু আমি চাই যে সাইকোহিস্টোরির উপাদানগুলো কার্যকারীতার ভিত্তিতে পরিচিতি পাক, ব্যক্তিগত নাম যুক্ত হলেই তিক্ততার সৃষ্টি হবে।"

"বুঝতে পেরেছি এবং আমি আপনার সাথে একমত, মাস্ট্রো।"

"সত্যি কথা বলতে কি," এক ধরনের অপরাধবোধ নিয়ে কথাগুলো বললেন সেলডন, "যখন সবাই বলে বেসিক সেলডন ইকুয়েশন্স অব সাইকোহিস্টোরি তখন আমার ভালো লাগে না। কিন্তু সমস্যা হলো যে এই নামটা একেবারে শুরু থেকেই চলে আসছে, এখন পরিবর্তন করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না।"

"আশা করি আপনি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, মাস্ট্রো, আপনার কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার মতে, এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে সাইকোহিস্টোরি বিজ্ঞান আবিষ্কারের পুরো কৃতিত্ব আপনাকে দিতে দ্বিধা বোধ করবে।– যাই হোক, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আবার জেনারেল ট্যানারের আলোচনায় ফিরে আসতে পারি।"

"আর কি বলার আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“ভাবছি যদি আপনি তার সাথে দেখা না করেন। কোনো আলোচনা না করেন।”

“সে আদেশ করলে কিভাবে তা এড়ানো যাবে?”

“তাকে জানাতে পারেন যে আপনি অসুস্থ এবং নিজে না গিয়ে অন্য কাউকে পাঠাতে পারেন।”

“কাকে”

ইলার জবাব দিল না কিন্তু তার নিরবতাই পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল সে কার কথা ভাবছে।

সেলডন বললেন, “ধরে নিচ্ছি তুমি নিজে যাওয়ার কথাই ভাবছ।”

“সেটাই কি ভালো হবে না? আমি জেনারেলের নিজের সেক্টরের নাগরিক। এটা খানিকটা হলেও গুরুত্ব বহন করবে। আপনি ব্যস্ত মানুষ, বয়স হয়েছে, পুরোপুরি সুস্থ নন এই কথা তাকে বোঝানো যাবে সহজেই। যদি আপনার বদলে আমি দেখা করি– মাফ করবেন, মাস্ট্রো– আমি আপনার চাইতে দক্ষ কৌশলে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারব।”

“অর্থাৎ মিথ্যে কথা বলবে।”

“যদি প্রয়োজন হয়।”

“তোমাকে ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে।”

“খুব বেশী না। মনে হয় না আমাকে মেরে ফেলার আদেশ দেবে, যদিও কাজটা তার জন্য খুবই সহজ, কাজেই শাস্তি মওকুফের আবেদন করার সুযোগ থাকবে– অথবা আমার হয়ে আপনি তার কাছে আবেদন করতে পারেন যে অল্প বয়স এবং অনভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে যেন আমাকে ক্ষমা করা হয়। যাই হোক, আমি বিপদে পড়লেও সেটা আপনি বিপদে পড়ার চেয়ে কম ক্ষতিকর হবে। আমি প্রজেক্টের কথা চিন্তা করছি, যা আমাকে ছাড়া অনেক কিছুই করতে পারবে কিন্তু আপনাকে ছাড়া এক পাও এগোতে পারবে না।”

ভুরু কুঁচকে সেলডন বললেন, “তোমার পেছনে গাঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, ইলার। লোকটা যদি আমার সাথে দেখা করতে চায় তাহলে আমার সাথেই দেখা হবে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব আর আমার বদলে অন্য কেউ ঝুঁকি নেবে আমি সেরকম মানুষ নই। আমাকে তুমি কি মনে কর, ইলার?”

“সহজ সরল এবং সৎ মানুষ– অথচ প্রয়োজন একজন চতুর মানুষের।”

“আমি চতুর হওয়ার চেষ্টা করব– যদি প্রয়োজন হয়। দয়া করে আমাকে খাটো করে দেখো না ইলার।”

অসহায় ভঙ্গীতে কাঁধ নাড়ল ইলার, “বেশ। আপনার সাথে বেশী তর্ক করার সাহস আমার নেই।”

“তাছাড়া, ইলার, মিটিং এর তারিখ পেছানো তোমার উচিত হয় নি। জন্মদিন বাদ দিয়েই আমি জেনারেলের সাথে দেখা করতাম। উৎসবের পরিকল্পনা ও আমার না।” শেষের কথাগুলো আরো গম্ভীরভাবে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি দুঃখিত।" জবাব দিল ইলার।

"বেশ," হতাশ ভঙ্গীতে বললেন সেলডন। "দেখা যাক কি হয়।"

ইলারকে রেখে চলে এলেন তিনি। মাঝে মাঝে মনে হয় যে তার আরো কঠোর হওয়া উচিত ছিল যেন অধীনস্তরা আদেশের বাইরে যাওয়ার সাহস না পায়। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন প্রচুর সময়, প্রচুর শ্রম এবং তখন হয়তো আর সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করার সময়ই পেতেন না– আর তাছাড়া, তেমন মনোবৃত্তিও তার নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। এমারিলের সাথে কথা বলতে হবে।

১০.

কোনোরকম সাড়াশব্দ না দিয়েই এমারিলের অফিসে ঢুকলেন সেলডন।

"ইউগো," কর্কশ সুরে বললেন তিনি, "জেনারেল ট্যানারের সাথে মিটিংটা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।" বিধ্বস্ত ভঙ্গীতে একটা চেয়ারে বসলেন।

অভ্যাসবশত কাজ থেকে মনযোগ সরাতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল এমারিলের। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "কি কারণ দেখিয়েছে?"

"সে বাদ দেয় নি। কয়েকজন ছাত্র মিলে তারিখটা পেছানোর ব্যবস্থা করেছে যেন জন্মদিনের উৎসবটা যথাযথ ভাবে পালন করা যায়। আমি বিরক্ত হয়েছি।"

"তুমি ওদেরকে করতে দিলে কেন?"

"আমার অনুমতির জন্য বসে থাকে নি। নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।" হতাশ ভঙ্গীতে কাঁধ নাড়লেন সেলডন, "আমারই দোষ। আমি ছেলেমানুষের মতো ষাট বছর নিয়ে অভিযোগ করেছি বলেই সবাই ঠিক করেছে একটা উৎসব করে আমাকে উৎফুল্ল করা উচিত।"

"অবশ্য, সপ্তাহটা আমরা কাজে লাগাতে পারব।" এমারিল বলল।

সামনে ঝুকলেন সেলডন। সতর্ক হয়ে উঠেছেন। "খারাপ কিছু ঘটেছে?"

"না। আমি কিছু পাই নি, তবে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে তো ক্ষতি নেই। দেখ, হ্যারি, ত্রিশ বছরের ভেতর এই প্রথম সাইকোহিস্টোরি ভবিষ্যদ্বাণী করার পর্যায়ে পৌঁছেছে। খুব বেশী কিছু না– মানব জাতির অবিশ্বাস্য বিশাল মহাসাগরের অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু– কিন্তু এখন পর্যন্ত এটাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। ঠিক আছে। আমরা সুযোগটা নিতে চাই, বুঝতে চাই কিভাবে কাজ করে, নিজেদের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে সাইকোহিস্টোরি ঠিক তাই যা আমরা ভেবেছি : আ প্রেডিকটিভ সাইন্স। কাজেই কোনো কিছুই আমাদের সমীকরণ থেকে বাদ পড়ে নি তা আবার নিশ্চিত করাতে ক্ষতি তো হবে না। এমন কি অতি ক্ষুদ্র এই ভবিষ্যদ্বাণীটাও ভীষণ জটিল এবং আরো এক সপ্তাহ আমি খুশি হয়েই এটা পরীক্ষা করে দেখব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে তাহলে। জেনারেলের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে আমি আবার তোমার সাথে কথা বলব যদি শেষ মুহূর্তে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এর মাঝে, ইউগো, এই ব্যাপারে কোনো তথ্য যেন অন্যদের কাছে না যায়– কারো কাছেই না। যদি ব্যর্থ হই, আমি চাই না প্রজেক্টের সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়ে। তুমি আর আমি মেনে নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাব।"

এমারিলের মুখে বিষণ্ন একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। "তুমি আর আমি। তোমার মনে আছে যখন আমরা দুজনেই ছিলাম তখন কিভাবে কাজ করতাম?"

"আমার ভালোভাবেই মনে আছে এবং ভেবো না যে ওই দিনগুলোর অভাব আমি বোধ করি না। আমাদের তখন কিছুই ছিল না–"

"ইলেকট্রো ক্ল্যারিফায়ারই ছিল না, প্রাইম রেডিয়্যান্ট তো দূরের কথা।"

"কিন্তু দিনগুলো ছিল সুখের।"

"সুখের," মাথা নেড়ে এমারিল বলল।

১১.

বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারাই পাল্টে গেছে আর হ্যারি সেলডন উৎফুল্ল না হয়ে পারলেন না।

প্রজেক্ট কমপ্লেক্সের মূল কামরাটা হঠাৎ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল হাজারো রং আর আলোতে, সেই সাথে শূন্যে তৈরি হলো হলোগ্রাফি, হ্যারি সেলডনের বিভিন্ন বয়সের ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি। ডর্স ভেনাবিলিও আছে, হাসিমুখ, কিছুটা কম বয়সী দেখাচ্ছে– কিশোর রাইখ, তখনো চেহারার উগ্রতা দূর হয় নি– সেলডন এবং এমারিল, বিশ্বাসই হতে চায় না যে দুজন একসময় তরুণ ছিল, কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে কাজ করছে। ইটো ডেমারজেলকেও ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল, পুরনো বন্ধুর জন্য বুকটা হাহাকার করে উঠল সেলডনের সেইসাথে ডেমারজেল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বে যে নিরাপত্তাবোধ ছিল তা আবার অনুভব করলেন।

হলোগ্রাফিক্স-এর কোথাও সম্রাট ক্লীয়নকে দেখা গেল না। এমন নয় যে তার কোনো হলোগ্রাফ নেই, আসলে জান্তার শাসনের কারণে জনগণকে বিগত ইম্পেরিয়ামের কথা মনে করিয়ে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মূল কামরা থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ল, বন্যার তোড়ের মতো ভরিয়ে দিল কক্ষের পর কক্ষ, ভবনের পর ভবন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত হয়েছে একটা ডিসপ্লেতে। এমনটা সেলডন আগে কখনো দেখেন নি বা কল্পনাও করেন নি। এমনকি গম্বুজের আলো কমিয়ে কৃত্রিম রাত তৈরি করা হয়েছে যেন আগামী তিনদিন বিশ্ববিদ্যালয় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ফুটে থাকে।

"তিন দিন!" সেলডন বললেন, কিছুটা বিস্ময় কিছুটা আতংক নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তিন দিন," ডর্স ভেনাবিলি জবাব দিল, মাথা নেড়ে। "বিশ্ববিদ্যালয় এর কমে কিছুতেই মানতে রাজী হয় নি।"

"খরচ! শ্রম!" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"অনেক কম, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যা করেছ সেই তুলনায়। আর শ্রম পুরোটাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।"

এবার উপর থেকে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যানারোমিক দৃশ্য ফুটে উঠল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তা দেখছেন সেলডন।

"তুমি খুশি হয়েছ," ডর্স বলল। "বুড়ো হওয়ার জন্য কোনো উৎসব করতে চাও না। এই নিয়ে গত কয়েক মাস নাকি কান্না ছাড়া আর কিছু করো নি। আর এখন তোমাকে দেখলে কে বলবে।"

"হ্যাঁ, চমৎকার হয়েছে। ওরা এমন কিছু করবে আমার ধারণাই ছিল না।"

"কেন নয়? তুমি সবার কাছে আইকন। পুরো বিশ্ব– পুরো এম্পায়ার– তোমার কথা জানে।"

"জানে না," জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন সেলডন। "প্রতি এক বিলিয়ন মানুষের একজনও আমার কথা জানে না– এবং অবশ্যই সাইকোহিস্টোরির কথা জানে না। প্রজেক্টের বাইরে একজনও জানে না সাইকোহিস্টোরি আসলে কী, প্রজেক্টের ভেতরের সবার কাছেও ধারণাটা পরিষ্কার নয়।"

"সেটা কোনো ব্যাপার নয়, হ্যারি। সবচেয়ে মূল্যবান হলে তুমি। এমন কি কোয়াড্রিলিয়ন মানুষের একজন মানুষও যদি তোমার ব্যাপারে, তোমার কাজের ব্যাপারে নাও জানে এই কথা ভালোভাবেই জানে যে তুমি এম্পায়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ।"

"বেশ," চারদিকে চোখ বুলিয়ে সেলডন বললেন, "কথাটা এখন আমার নিজেরও বিশ্বাস হতে শুরু করেছে। কিন্তু তিন দিন, তিন রাত। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।"

"না, কিছুই হবে না। রেকর্ডগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে। কম্পিউটার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলো নিরাপদে রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এক ধরনের ভারচুয়াল সিকিউরিটি ফোর্স তৈরি করেছে। ফলে কোনোকিছুরই ক্ষতি হবে না।"

"সবকিছুই তুমি তত্ত্বাবধান করেছে, তাই না, ডর্স?" ভালোবাসা মেশানো হাসির সাথে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"আমরা অনেকে মিলে করেছি। আমার একার পক্ষে সম্ভব হতো না। তোমার সহকর্মী টামউইল ইলার অসম্ভব পরিশ্রম করেছে।"

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন।

"ইলারের দোষটা কি?"

"সে আমাকে 'মাস্ট্রো' ডাকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মারাত্মক অপরাধ।"

রসিকতায় পাত্তা দিলেন না সেলডন। "আর সে তরুণ।"

"আরো খারাপ। শোনো, হ্যারি, বয়স হচ্ছে এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে– এবং প্রথম কথা তোমাকে দেখাতে হবে যে উৎসবটা তুমি উপভোগ করছ। তাতে অন্যরা খুশি হবে, তাদের আনন্দ বাড়বে এবং নিশ্চয়ই তুমি সেটা চাও। যাও, ঘুরে বেড়াও। এখানে আমার সাথে বসে থেকো না। সবার সাথে কথা বল। তাদের কুশল জিজ্ঞেস কর। হাস। আর মনে রাখবে ব্যানক্যুয়েটের পর তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে।"

"ব্যানক্যুয়েট আমি পছন্দ করি না আর বক্তৃতা আমার দ্বিগুণ অপছন্দ।"

"উপায় নেই, এখন যাও।"

নাটকীয় ভঙ্গীতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সেলডন। তবে ডর্সের কথা শুনলেন। দাঁড়িয়ে আছেন মেইন হলে যাওয়ার আর্চওয়ের উপর, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভা নিয়ে। ফার্স্ট মিনিস্টারের বিশাল আলখাল্লা আর নেই, তরুণ বয়সে যে হ্যালিকনিয়ান পোশাক পছন্দ করতেন তাও এখন আর ব্যবহার করেন না। বর্তমান সামাজিক মর্যাদার সাথে মানানসই পোশাক পড়েছেন। হালকা কুচি দেয়া নিভাজ প্যান্ট, চমৎকার টিউনিক, বুকের উপর রূপালি সুতার এমব্রয়ডারি করা ইনশিগনিয়া : সেলডন সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্ট অ্যাট স্ট্রিলিং ইউনিভার্সিটি। টাইটানিয়ামের মতো ধূসর পোশাকের উপর রূপালি কারুকার্য বীকন আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। বলিরেখা পূর্ণ মুখাবয়বের মাঝে হাস্যোজ্জ্বল দুটো চোখ। অসংখ্য বলিরেখা আর পক্ককেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে তিনি আসলেই ষাট বছরের বৃদ্ধ।

প্রথমেই ঢুকলেন বাচ্চারা যে কামরায় খানাপিনা করছে সেখানে। ভেতরের আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলে শুধু খাবারের ট্রেগুলো রাখা হয়েছে। তাকে দেখে বাচ্চারা ছুটে এসে ঘিরে ধরল, বুঝে নিয়েছে এই বুড়ো মানুষটার জন্যই আজকের এই ভোজ– আর সেলডন তাদের এঁটো হাতগুলো এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেন।

"বাচ্চারা, দাঁড়াও। দাঁড়াও। পিছনে যাও।"

পকেট থেকে ছোট একটা কম্পিউটারাইজড রোবট বের করে মেঝেতে রাখলেন। রোবটবিহীন এম্পায়ারে এই যন্ত্রটা যে সবাইকে অবাক করবে তিনি জানেন। ছোট লোমশ জন্তুর আকৃতি, কিন্তু আগাম সংকেত না দিয়েই আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে (উৎফুল্ল স্বরে চীৎকার করে উঠল বাচ্চারা) একই সাথে শব্দ এবং গতিও পাল্টাতে পারে।

"দেখো এটা, খেলো এটা নিয়ে, কিন্তু নষ্ট করবে না। পরে তোমাদের সবাইকে একটা করে দেয়া হবে।"

মেইন হলে যাওয়ার হলওয়েতে ফিরে এলেন তিনি এবং টের পেলেন ওয়ানডা তার পিছন পিছন আসছে।

"দাদু," ওয়ানডা ডাকল।

অবশ্যই ওয়ানডার কথা আলাদা। নিচু হয়ে তাকে শূন্যে তুলে নিলেন, মাথার উপরে তুলে আবার নামিয়ে আনলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আনন্দ করছ, ওয়ানডা?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওই ঘরটাতে যেয়ো না।"

"কেন, ওয়ানডা? ওটা আমার ঘর। আমার অফিস, ওখানেই আমি কাজ করি।"

"ওখানেই আমি খারাপ স্বপ্নটা দেখেছিলাম।"

"জানি, ওয়ানডা, কিন্তু ওটা তো শেষ হয়ে গেছে, তাই না?" একটু দ্বিধা করলেন। তারপর ওয়ানডাকে নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে রাখা চেয়ারগুলোর দিকে এগোলেন। চেয়ারে বসে ওয়ানডাকে কোলের উপর বসালেন।

"ওয়ানডা, তুমি নিশ্চিত যে ওটা আসলে স্বপ্নই ছিল?"

"আমার মনে হয় স্বপ্ন ছিল।"

"তুমি কি আসলেই ঘুমাচ্ছিলে?"

"মনে হয়।"

এই বিষয়ে তার কথা বলতে বোধহয় ভালো লাগছে না, তাই সেলডন বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শুধু শুধু জোর খাটিয়ে কি লাভ।

"বেশ, স্বপ্ন হোক না হোক, ওখানে দুটো লোক লেমনেড ডেথ নিয়ে কথা বলছিল, তাই না?"

অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল ওয়ানডা।

"তুমি নিশ্চিত ওরা লেমনেডের কথা বলেছিল?"

আবার ও মাথা নাড়ল।

"হয়তো ওরা অন্য কিছু বলেছিল আর তুমি ধরে নিয়েছ লেমনেড?"

"লেমনেডই বলেছিল।"

মেনে নিলেন সেলডন। "ঠিক আছে, যাও মজা কর, ওয়ানডা। স্বপ্নের কথা ভুলে যাও।"

"ঠিক আছে, দাদু।" বিষয়টা বাদ দেয়াতে সাথে সাথে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ওয়ানডা। দৌড়ে চলে গেল সঙ্গীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য।

মানীলাকে খুঁজতে লাগলেন সেলডন। অনেক সময় লাগল কারণ প্রতি পদে তাকে থামতে হলো, সম্ভাষণের জবাব দিতে হলো, দুদন্ড কথা বলতে হলো।

শেষপর্যন্ত বেশ কিছুটা দূরে পুত্রবধূকে দেখতে পেলেন। "মাফ করবেন– মাফ করবেন– আমাকে একজনের সাথে– মাফ করবেন–" বিড়বিড় করে এই কথাগুলো বলতে বলতে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে পথ করে নিতে হলো তাকে।

"মানীলা," ডাক দিয়ে পুত্রবধূকে একপাশে সরিয়ে আনলেন তিনি।

"কি হয়েছে, হ্যারি?"

"ওয়ানডার স্বপ্নের ব্যাপারটা।"

"এখনো সে ওই বিষয়ে কথা বলছে?"

"হ্যাঁ, এখনো সে ভাবছে। শোনো, পার্টিতে লেমনেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই, বাচ্চারা এই জিনিসটা ভীষণ পছন্দ করে। আমি বিভিন্ন রকম মাইকোজেনিয়ান স্বাদের তৈরি করেছি। বাচ্চারা একটার পর একটা খেয়ে দেখছে কোনটা বেশী সুস্বাদু। বড়রাও খাচ্ছে। আমি খেয়েছি। আপনিও খেয়ে দেখেন। ভালো লাগবে।"

"ভাবছি। যদি এটা আসলে স্বপ্ন না হয়, বাচ্চা মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি দুটো লোকের মুখে লেমনেড ডেথ কথাটা শুনে থাকে–" থেমে গেলেন যেন ভীষণ লজ্জিত।

"আপনি ভাবছেন যে লেমনেডের সাথে বিষ মেশানো হয়েছে? অসম্ভব। তাহলে বাচ্চাগুলো হয় অসুস্থ হয়ে পড়ত অথবা মারা যেত।"

"আমি জানি," বিড় বিড় করে বললেন তিনি। "আমি জানি।"

এতোটাই আনমনা হয়ে হাঁটছিলেন তিনি যে ডর্সকে দেখতেই পান নি। ডর্সই কনুই ধরে তাকে থামাল।

"মুখটা এমন করে রেখেছ কেন? চিন্তিত দেখাচ্ছে।"

"আমি ওয়ানডার লেমনেড ডেথ এর কথা ভাবছিলাম।"

"আমিও ভাবছি কিন্তু এখনো কিছু বের করতে পারি নি।"

"বিষ মেশানোর সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে পারছি না।"

"অসম্ভব। আমার কথা বিশ্বাস কর, প্রতিটা খাবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। তুমি ভাবতে পার যে আমি শুধু শুধু ভয় পাই। কিন্তু আমার দায়িত্ব তোমাকে রক্ষা করা এবং কোনো কিছুই আমাকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না।"

"সবকিছুই–"

"বিষ মেশানো হয় নি। বিশ্বাস কর।"

সেলডন মুচকি হাসলেন। "বেশ, স্বস্তি পেলাম। আমারও আসলে মনে হয় না– "

"যাই হোক," শুষ্ক কণ্ঠে বলল ডর্স, "খাবারে বিষ মেশানোর গুজবের চেয়ে আমি যে বিষয়টা নিয়ে বেশী চিন্তিত সেটা হলো, শুনেছি তুমি কয়েকদিন পরেই বদমাশ ট্যানারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছ।"

"সাবধান হও, ডর্স, চারপাশে অনেক কান আর মুখ আছে।"

দ্রুত কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফেলল ডর্স। "ঠিকই বলেছ। দেখো চারদিকে। এই যে হাসিমুখগুলো– অথচ কে বলতে পারবে যে এই 'বন্ধুদেরই' একজন আগামীকাল সকালে গিয়ে প্রধান বা তার অনুগত কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্ট করবে না? হায়রে, মানুষ! হাজার শতাব্দী পার হয়ে গেলেও বিশ্বাসঘাতকতার অভ্যাস ছাড়তে পারল না। আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। অথচ জানি কি ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আর তাই আমি তোমার সাথে যাব, হ্যারি।"

"অসম্ভব, ডর্স। তাতে আমার জন্য আরো জটিলতা তৈরি হবে। আমি একাই যাব। কোনো সমস্যা হবে না।"

"জেনারেলকে কিভাবে সামলাতে হবে তোমার কোনো ধারণাই নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গম্ভীর হয়ে গেলেন সেলডন। "তোমার আছে? ইলারের মতো কথা বলছ। সেও মনে করে আমি একটা বোকা বুড়ো। সেও আমার সাথে যেতে চেয়েছিল।– ভেবে পাচ্ছি না এই ট্র্যানটরের কতজন মানুষ আমার দায়িত্বটা নিতে চায়।" তারপর পরিষ্কার ব্যঙ্গাত্মক সুরে যোগ করলেন, "এক ডজন? এক মিলিয়ন?"

১২.

দশ বছর এম্পায়ার চলছে কোনো সম্রাটের শাসন ছাড়াই, কিন্তু ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডের কাজকর্মে তা বোঝা যায় না। সহস্র বছরের ঐতিহ্য একজন সম্রাটের অনুপস্থিতিকে অর্থহীন করে তুলেছে।

আসলে এখন আর যে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতায় রাজকীয় আলখাল্লা পরিহিত কোনো ব্যক্তি সকল মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে না। কোনো রাজকীয় কণ্ঠস্বর আদেশ দেয় না ; কোনো রাজকীয় ইচ্ছা আইন হয়ে চেপে বসে না ; কোনো রাজকীয় অনুগ্রহ বা ক্রোধ অনুভব করা যায় না ; সম্রাটের কোনো আনন্দই কোনো প্রাসাদকে উত্তপ্ত করে তোলে না ; কোনো সম্রাটের অসুস্থতা জনগণকে বিষণ্ন করে তোলে না। ছোট প্রাসাদে সম্রাটের নিজস্ব কামরাগুলো শূন্য– কোনো রাজ পরিবারের অস্তিত্ব নেই।

তারপরেও গার্ডেনারদের বিশাল কর্মীদল বাগানের যত্ন নেয় নিয়মিত। বিশাল কর্মীবাহিনী প্রতিটি ভবনের রক্ষনাবেক্ষণ করে চলেছে নিয়মমাফিক। সম্রাটের শয্যা– যেখানে বহুদিন কেউ শয়ন করে নি– প্রতিদিন তাতে নতুন চাদর পাতা হয় ; কামরাগুলো প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় ; নীরবে সকল কাজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আগে যেভাবে হতো ; সর্বোচ্চ পদ থেকে সবনিম্ন পদের প্রতিটি ইম্পেরিয়াল কর্মী পূর্বের মতোই দায়িত্ব পালন করে চলেছে। কর্মকর্তারা সেভাবেই আদেশ দিয়ে যাচ্ছে সম্রাট বেঁচে থাকলে যেভাবে দিত, এবং তারা জানে যে সম্রাট ঠিক এই আদেশটাই দিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে শীর্ষপদে সেইসব কর্মকর্তারাই এখনো বহাল আছে ক্লীয়নের আমলে যারা দায়িত্ব পালন করছিল। নতুন যাদেরকে নেয়া হয়েছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই ঐতিহ্যের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

মনে হয় যে সম্রাটের শাসনে অভ্যস্ত এম্পায়ার একত্রিত রাখার জন্য এমন একটা "ভৌতিক শাসন" দরকার।

জান্তা কথাটা জানে– অথবা, না জানলেও কিছুটা হয়তো অনুভব করেছে। গত দশ বছরে যে সামরিক লোকগুলো এম্পায়ার নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের কেউই প্রাসাদে থাকে নি। এই মানুষগুলো আর যাই হোক তাদের শরীরে রাজরক্ত নেই এবং তারা জানে যে প্রাসাদে থাকার কোনো অধিকার তাদের নেই। জনগণের একটা অংশ মনে করে তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে এবং তারা সম্রাটের প্রতি অসম্মান কোনো ভাবেই মেনে নেবে না।– সেই সম্রাট জীবিত বা মৃত যাই হোক না কেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি জেনারেল ট্যানারও প্রাসাদে থাকার দৌরাত্ম্য দেখাতে সাহস পায় নি যে প্রাসাদ একটা দীর্ঘ সময় ছিল কয়েক ডজন বিভিন্ন রাজ বংশের সম্রাটদের বাসস্থান। প্যালেস গ্রাউণ্ডের বহিঃপ্রান্তের এক ভবনে সে তার বাসস্থান এবং অফিস তৈরি করেছে– দৃষ্টিনন্দন কিন্তু একটা দুর্গ। দীর্ঘ একটা অবরোধ ঠেকিয়ে দেয়ার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন, চারপাশে ঘিরে থাকা ভবনগুলোতে অগণিত সৈনিকের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ট্যানার বেটে কিন্তু পেশীবহুল, গোঁফ আছে। ডাহলাইটদের মতো বুনো গোঁফ নয় বরং যত্ন করে ছাটা পরিমার্জিত গোঁফ। খানিকটা লালচে। ঠাণ্ডা নীল চোখ। তরুণ বয়সে লোকটা নিঃসন্দেহে সুদর্শন ছিল কিন্তু এখন তার মুখটা থলথলে এবং তার দৃষ্টিতে শুধু রাগই প্রকাশ পায়।

লক্ষ লক্ষ বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও যে মানুষটা নিজেকে সম্রাট বলে জাহির করতে পারে না তার ক্ষোভে ফেটে পড়াই স্বাভাবিক। তাই সে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে হিভার লিনকে বলল, "আমি নিজের একটা রাজবংশ তৈরি করতে পারি।" ভুরু কুঁচকে চারপাশে তাকাল। "মাস্টার অব দ্য এম্পায়ারের জন্য এই স্থান নয় উপযুক্ত।"

নরম সুরে লিন বলল, "মাস্টার হওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা। কাঠের পুতুল না হয়ে কুঁড়েঘরে থেকে মাস্টার হওয়াই ভালো।"

"তারচেয়েও ভালো প্রাসাদে থেকে মাস্টার হওয়া। তাই না?"

লিনের পদবী কর্ণেল, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে কখনোই সেনাবাহিনীতে ছিল না। তার মূল দায়িত্ব হচ্ছে ট্যানারকে সেই কথাগুলো বলা যা শুনলে সে খুশি হবে– এবং কোনো পরিবর্তন না করে ট্যানারের আদেশ অন্যদের কাছে পৌছে দেয়া। মাঝে মাঝে– যদি নিরাপদ মনে হয়– তাহলে ট্যানারকে সে আরো দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে।

সে জানে আড়ালে সবাই তাকে "ট্যানারের চামচা" বলে ডাকে। এটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। চামচা বলেই সে নিরাপদ– আর যে মানুষগুলো চামচা হতে আপত্তি জানিয়েছে তাদেরকে সে চোখের সামনে শেষ হয়ে যেতে দেখেছে।

নিঃসন্দেহে সেই সময় আসবে– যখন ট্যানারও নিয়ত পরিবর্তনশীল সামরিক জান্তার কোলাহলে হারিয়ে যাবে। লিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সেই সময়টা আসার অনেক আগেই বুঝতে পেরে নিজেকে বাঁচাতে পারবে– অথবা হয়তো পারবে না। বেশ, সবকিছুর জন্যই মূল্য দিতে হয়।

"আপনি নিঃসন্দেহে একটা ডাইন্যাস্টি তৈরি করতে পারবেন, জেনারেল," লিন বলল। "দীর্ঘ যুগের ইম্পেরিয়াল ইতিহাসে অনেকেই তা করেছে। কিন্তু সেজন্য সময় দরকার। মানুষ নতুন একটা রাজবংশ ধীরে ধীরে গ্রহণ করে। সাধারণত দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মটাকে পুরোপুরি সম্রাট হিসেবে মেনে নিত।"

"বিশ্বাস করি না। নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করে দিলেই হবে। কার সাহস হবে আমাকে বাধা দেয়ার? আমার হাতে অনেক ক্ষমতা।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই, জেনারেল। ট্র্যানটর এবং ইনার ওয়ার্ল্ডগুলোতে আপনার ক্ষমতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু দূরবর্তী আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো– অন্তত এই মুহূর্তে– নতুন একটা ইম্পেরিয়াল ডাইন্যাস্টি মেনে নেবে না।"

"ইনার ওয়ার্ল্ড অথবা আউটার ওয়ার্ল্ড– সেনাবাহিনীই নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু। প্রাচীন ইম্পেরিয়াল অনুমিতি।"

"এবং যথেষ্ট ভালো অনুমিতি। কিন্তু বর্তমানে অনেক প্রদেশেরই নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী আছে, তারা সেগুলো আপনার পক্ষে ব্যবহার নাও করতে পারে। সময়টা এখন জটিল।"

"তুমি তাহলে সাবধান হতে বলছ।"

"আমি সবসময়ই তাই বলি।"

"একদিন হয়তো সব বিষয়েই বলবে।"

মাথা নোয়াল লিন। "আমি শুধু সেই পরামর্শই দেই যা আমার মতে আপনার জন্য উপকারী, জেনারেল।"

"যেমন, তুমি আমাকে ঘন ঘন হ্যারি সেলডনের কথা বলছ।"

"সেই আপনার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ, জেনারেল।"

"বলেছ তুমি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। সে তো একজন অধ্যাপক।"

"হ্যাঁ, অধ্যাপক কিন্তু একসময় ফার্স্ট মিনিস্টার ছিল।"

"আমি জানি, কিন্তু সেটা ক্লীয়ন আমলে। তারপরে সে কি করেছে? এমন একটা কঠিন সময়ে যখন প্রাদেশিক গভর্নররা ক্রমশই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তখন একজন সামান্য অধ্যাপক আমার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হবে কেন?"

"অনেক সময় আমরা ভুল করি," সতর্ক কণ্ঠে বলল লিন (কারণ জেনারেলকে কিছু বোঝাতে হলে সাবধান থাকতে হয়), "এই ভেবে যে একজন শান্ত শিষ্ট মানুষ বিপদের কারণ হবে না। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে লাগে তাদের জন্য সেলডন সত্যিকারের হুমকি। বিশ বছর আগে জোরানুমাইট আন্দোলন ক্লীয়নের শক্তিশালী ফার্স্ট মিনিস্টার ইটো ডেমারজেলকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল।"

মাথা নাড়ল ট্যানার, কিন্তু ঘটনাটা মনে করতে পারল না।

"সেলডন জোরানিউমকে দমন করে। তারপর ফার্স্ট মিনিস্টার হিসেবে ডেমারজেলের স্থলাভিষিক্ত হয়। জোরানুমাইট আন্দোলন তারপরেও গোপনে চলতে থাকে, কিন্তু সেলডন কৌশলে তাও পুরোপুরি শেষ করে দেয় যদিও ক্লীয়নের হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে পারে নি।"

"কিন্তু সেলডনের কোনো শাস্তি হয় নি, তাই না?"

"ঠিকই বলেছেন, সেলডন পার পেয়ে যায়।"

"অদ্ভুত। সম্রাটের হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ার মানে ফার্স্ট মিনিস্টারের মৃত্যুদণ্ড।"

"সেটা হওয়াই উচিত ছিল। যাইহোক, জান্তা তাকে ছেড়ে দেয়। কারণ তাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিন। "সাইকোহিস্টোরির কারণে, জেনারেল।"

"এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না।"

সত্যি কথা বলতে কি, অস্পষ্টভাবে ট্যানারের মনে পড়ছে যে এই অদ্ভুত শব্দটা নিয়ে লিন অনেকবারই কথা বলার চেষ্টা করেছে। সে কখনো শুনতে চায়নি আর লিনও সাহস করে জোর দেয় নি। কিন্তু এই মুহূর্তে লিনের কণ্ঠের আকুতি টের পেয়ে ট্যানার সিদ্ধান্ত নিল শুনলেই ভালো হবে।

"আসলে কেউই জানে না," লিন বলল, "শুধু বিশেষ শ্রেণীর কিছু মানুষ–আহ্–বুদ্ধিজীবী মানুষরা এটার প্রতি আগ্রহী।"

"জিনিসটা কি?"

"জটিল এক গাণিতিক পদ্ধতি।"

মাথা নাড়ল ট্যানার। "বাদ দাও। আমি আমার মিলিটারি ডিভিশনগুলো গুনতে পারি। এর বেশী গণিত জানার দরকার নেই।"

"গল্পটা হচ্ছে যে সাইকোহিস্টোরি হয়তো ভবিষ্যত বলে দেয়া সম্ভব করে তুলবে।"

জেনারেলের দৃষ্টি বিস্ফারিত হলো। "তার মানে সেলডন একজন ভবিষ্যত বক্তা।"

"ঠিক প্রচলিত অর্থে ভবিষ্যত বক্তা নয়। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু সেলডন ট্র্যানটরে– এবং আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোর বিশেষ এক শ্রেণীর কাছে আধ্যাত্মিক মহাপুরুষে পরিণত হয়েছে। সাইকোহিস্টোরি– যদি কৌশলটাকে ভবিষ্যত অনুমানে ব্যবহার করা যায় অথবা যদি মানুষ শুধু ধরে নেয় যে ব্যবহার করা যাবে– প্রশাসনের জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠবে। আমি জানি ব্যাপারটা আপনি ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছেন, জেনারেল। কোনো একজনকে শুধু প্রচার করতে হবে যে আমাদের শাসন এম্পায়ারের জন্য শান্তি এবং অগ্রগতি বয়ে আনবে। মানুষের বিশ্বাস স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত করবে। অন্যদিকে সেলডন যদি উল্টোটা চায়, সে তখন গৃহযুদ্ধ আর ধ্বংসের কথা প্রচার করবে। মানুষ তাও বিশ্বাস করবে এবং আমাদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়বে।"

"সেক্ষেত্রে, কর্ণেল, আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে সাইকোহিস্টোরির ভবিষ্যদ্বাণী আমরা যেমন চাই ঠিক যেন তেমন হয়।"

"হয়তো সেলডনকেই মতবাদগুলো প্রচার করতে হবে কিন্তু সে আমাদের বন্ধু নয়। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোহিস্টোরি নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার যে প্রজেক্ট চলছে তার থেকে সেলডনকে পৃথক করা। সাইকোহিস্টোরি আমাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠবে যদি সেলডন ছাড়া অন্য কেউ এর দায়িত্ব নেয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দায়িত্ব নেয়ার মতো কেউ আছে?"

"অবশ্যই, শুধু সেলডনের হাত থেকে আমাদের ছাড়া পেতে হবে।"

"তাতে সমস্যা কি? মাত্র একটা আদেশ– সেলডন অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

"জেনারেল, সরকার এই ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেই ভালো হবে।"

"ব্যাখ্যা কর।"

"আপনার সাথে সেলডনের একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি। তখন আপনি আপনার কৌশল প্রয়োগ করে বুঝতে পারবেন আমার পরিকল্পনা কাজে লাগবে কি না।"

"সাক্ষাৎকারটা কখন হবে?"

"হওয়ার কথা ছিল কয়েকদিন আগেই কিন্তু প্রজেক্টের প্রতিনিধিরা তারিখটা পেছানোর আবেদন করে কারণ সেলডনের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে– ষাটতম। কাজেই এক সপ্তাহ পেছানোর অনুমতি দেয়াটাই উচিত বলে মনে হয়েছে।"

"কেন?" দাপটের সাথে জিজ্ঞেস করল ট্যানার। "আমি কোনো ধরনের দুর্বলতা প্রকাশ করা পছন্দ করি না।"

"ঠিক, জেনারেল, ঠিক। আপনার সিদ্ধান্ত বরাবরই সঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়েছে জন্ম উৎসবটা কিভাবে পালিত হচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণ করা দরকার।"

"কেন?"

"যে কোনো তথ্যই প্রয়োজনীয়। আপনি কি দয়া করে উৎসবের কিছু রেকর্ড করা অংশ দেখার কষ্ট স্বীকার করবেন?"

জেনারেল ট্যানারের মুখ থেকে রাগের ভাব দূর হলো না। "দেখাটা কি খুব জরুরী?"

"আমার মনে হয় আপনি আগ্রহী হবেন, জেনারেল।"

রেকর্ডকৃত অংশের দৃশ্য এবং শব্দ ছিল নিখুঁত, ঝকঝকে এবং খানিকক্ষণের জন্য হলেও জন্ম উৎসবের আনন্দ আমেজ জেনারেলের নিষ্প্রাণ কামরাটাকে ভরিয়ে তুলল।

লিন ধারাভাষ্য দিয়ে যেতে লাগল। "মূল উৎসবটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, জেনারেল, প্রজেক্ট কমপ্লেক্সে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অংশই বাদ যায় নি। বিশাল এলাকা জুড়ে পালিত হচ্ছে। এবং যদিও এখানে দেখাতে পারছি না, কিন্তু ট্র্যানটরের অন্যান্য অনেক সেক্টরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও প্রতীকি উৎসব পালিত হচ্ছে। চলবে আরও একদিন।"

"তুমি বলতে চাও এই উৎসব পুরো ট্র্যানটরেই পালিত হচ্ছে?"

"খানিকটা তাই। যদিও বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষরাই এটা পালন করছে কিন্তু বিস্ময়করভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন কি অন্যান্য বিশ্বেও।"

"এই রেকর্ড তুমি কোথায় পেয়েছ?"

মুচকী হাসল লিন। "প্রজেক্টে আমাদের হাত যথেষ্ট মজবুত, তথ্য পাবার বিশ্বাসযোগ্য উৎস রয়েছে।

"তো, লিন, এই ব্যাপারে তোমার পরামর্শ কি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার বিশ্বাস, জেনারেল, এবং নিঃসন্দেহে আপনিও বিশ্বাস করেন যে হ্যারি সেলডন বিশাল এক জনগোষ্ঠীর কাছে মহামানব। সাইকোহিস্টোরির সাথে নিজেকে সে এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছে যে আমরা যদি সরাসরি তাকে অপসারণ করি তাহলে আমরা বিজ্ঞানের শত্রু হয়ে দাঁড়াব। তখন এই বিজ্ঞান আমাদের কাজে লাগবে না।

"অন্যদিকে, জেনারেল, সেলডন বুড়ো হচ্ছে এবং অন্য কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় : এমন কাউকে আমরা বেছে নিতে পারি যে তরুণ এবং আমাদের সমর্থন করবে। যদি সেলডনকে এমন কোনো উপায়ে সরানো যায় যা সবার কাছেই স্বাভাবিক মনে হবে, তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই।"

"এবং তুমি সেলডনের সাথে সাক্ষাত করতে বলছ?" জিজ্ঞেস করল জেনারেল।

"হ্যাঁ, তাকে বোঝার জন্য এবং কি করব সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। তবে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ সেলডন অসম্ভব জনপ্রিয়।"

"জনপ্রিয় মানুষদের আমি আগেও সামলেছি," গম্ভীর সুরে বলল ট্যানার।

১৩.

"হ্যাঁ," ক্লান্ত সুরে বললেন হ্যারি সেলডন, "দারুণ একটা উৎসব হয়েছে। চমৎকার সময় কেটেছে আমার। সত্তর বছরে পা দেয়ার জন্য আর তর সইছে না, তাহলে আবার একটা উৎসব উপভোগ করতে পারব। তবে সত্যি কথা বলতে কি আমি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছি।"

"তাহলে চমৎকার একটা ঘুম দাও, বাবা," হাসি মুখে বলল রাইখ। "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কিভাবে নির্বিঘ্নে ঘুমাব যেহেতু কয়েকদিন পরেই প্রিয় জেনারেলের সাথে দেখা করতে যেতে হবে।"

"তুমি একা যেতে পারবে না," গম্ভীর সুরে বলল ডর্স ভেনাবিলি।

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন, "বারবার একই কথা বলবে না, ডর্স। আমাকে একাই যেতে হবে।"

"তোমাকে একা ছাড়লে একটা না একটা ঝামেলা হবেই। দশ বছর আগে কি হয়েছিল মনে আছে। নতুন গার্ডেনারদের অভ্যর্থনা জানাতে তুমি একা গিয়েছিলে, আমাকে সাথে নাও নি।"

"ভুলে তো কোনো লাভ নেই যেহেতু তুমি আমাকে সপ্তাহে দুবার করে মনে করিয়ে দাও, ডর্স। যাইহোক, এবারেও আমি একা যাব। সে জানে যে আমি নিরীহ বৃদ্ধমানুষ। আমার কোনো ক্ষতি করার কথা ভাববে কেন সে? আমি তো যাব শুধু জানতে যে জেনারেল আমার কাছে কি চায়।"

"কি চাইতে পারে তোমার কাছে?" আঙুলের গাট কামড়াতে কামড়াতে জিজ্ঞেস করল রাইখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ধারণা সে তাই চাইবে ক্লীয়ন আমার কাছে যা সবসময় চেয়েছিল। নিশ্চয়ই সে জানতে পেরেছে যে সাইকোহিস্টোরি কোনো না কোনো উপায়ে ভবিষ্যৎ বলতে পারবে এবং কৌশলটাকে সে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। ত্রিশ বছর আগে ক্লীয়নকে বলেছিলাম যে আমার এই বিজ্ঞান এখনো কার্যকরী কোনো পর্যায়ে পৌঁছে নি এবং ফার্স্ট মিনিস্টারের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে বারবার একই কথা বলেছি– আর এখন জেনারেল ট্যানারকেও আমার একই কথা বলতে হবে।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করবে?" প্রশ্ন করল রাইখ।

"তাকে বিশ্বাস করানোর কোনো একটা উপায় বের করে নেব।"

"আমি চাই না তুমি একা যাও।" ডর্স বলল।

"তোমার চাওয়া না চাওয়াতে কিছু যায় আসে না, ডর্স।"

আলোচনার এই পর্যায়ে টামউইল ইলার নাক গলাল। বলল, "এখানে একমাত্র আমিই পরিবারের বাইরের লোক। বুঝতে পারছি না আমার কোনো পরামর্শ শুনতে আপনারা আগ্রহী হবেন কি না।

"বল," অনুমতি দিলেন সেলডন। "সবাই বল।"

"আমি একটা সমঝোতার পরামর্শ দিতে চাই। আমরা কয়েকজন মাস্ট্রোর সাথে গেলে কেমন হয়। অল্প কয়েকজন। আমরা তার ভ্রমণ সঙ্গীর অভিনয় করতে পারি, জন্মদিনের একটা চূড়ান্ত উৎসবের সঙ্গী। দাঁড়ান, বলছি না যে সবাই মিলে জেনারেলের অফিসে যাব এমনকি ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডে ঢোকার কথাও বলছি না। গ্রাউণ্ডের বাইরের কোনো হোটেলে কামরা ভাড়া করব– ডোমস এজ হোটেলই ভালো হবে– আর একদিনের ছুটি নিয়ে একটু ফুর্তি করা যাবে।"

"এটাই বাকী ছিল," নাক সিঁটকে বললেন সেলডন। "কাজ বাদ দিয়ে ফুর্তি করা।"

"আপনি না, মাস্ট্রো," সাথে সাথে জবাব দিল ইলার। "আপনি জেনারেলের সাথে দেখা করতে যাবেন। বাকী আমরা সবাই ইম্পেরিয়াল সেকটরে আপনার জনপ্রিয়তার কথা প্রচার করব– এবং হয়তো জেনারেলের কানেও কথাগুলো যাবে। আর যদি সে বুঝতে পারে যে আমরা আপনার ফিরে আসার অপেক্ষা করছি তখন হয়তো ক্ষতি করার সাহস পাবে না।"

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। তারপর রাইখ বলল, "ব্যাপারটা লোক দেখানো হয়ে যাবে। বাবার ইমেজের সাথে মিলবে না।"

কিন্তু ডর্স বলল, "হ্যারির ইমেজ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার চিন্তা হ্যারির নিরাপত্তা নিয়ে। যেহেতু আমরা জেনারেলের সামনে বা ইম্পেরিয়াল গ্রাউণ্ডে যেতে পারছি না সেহেতু জেনারেলের যতটা কাছে থাকা যায় তাতে লাভ হতে পারে। ধন্যবাদ, ড. ইলার, চমৎকার একটা পরামর্শের জন্য।"

"আমার পছন্দ হচ্ছে না," সেলডন বললেন।

"আমার হয়েছে," জবাব দিল ডর্স, "আর এভাবেই যদি তোমার কাছাকাছি থাকা যায় তাহলে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাড়া করে রাখা হয়েছে, যে কামরা

প্যালেস গ্রাউণ্ডের অকৃত্রিম উন্মুক্ত আকা

সন্ধ্যায় জেনারেলের সশস্ত্র রক্ষীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডর্স জানে যে ধরা না পড়ে সে একশ মিটারও এগোতে পারবে না। বিশেষ করে জান্তা এখন যে পরিমাণ আতংকে আছে তাতে তার অবৈধ অনুপ্রবেশ সাথে সাথে ধরা পড়বে।

তার ধারণা বাস্তবে পরিণত হলো। ছোট একটা গ্রাউণ্ড কার এগিয়ে এল। জানালা দিয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল গার্ড, "কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ?"

ডর্স কোনো জবাব দিল না হাঁটাও থামাল না।

গার্ড আবার চীৎকার করল, "হল্ট!" তারপর গাড়ি থামিয়ে মাটিতে নামল, আর ঠিক এটাই চাইছিল ডর্স।

অলস ভঙ্গীতে হাতে ব্লাস্টার ধরে রেখেছে গার্ড, ব্যবহার করার জন্য নয় শুধু দেখানোর জন্য। "তোমার রেফারেন্স নাম্বার।"

"তোমার গাড়িটা আমার দরকার।" জবাব দিল ডর্স।

"কি!" রাগে চীৎকার করল গার্ড। "রেফারেন্স নাম্বার। জলদি!"

"আমার রেফারেন্স নাম্বার তোমার দরকার নেই।" শান্ত সুরে বলল ডর্স। তারপর গার্ডের দিকে হাঁটা শুরু করল।

এক পা পিছিয়ে গেল গার্ড। "তুমি যদি না থামো আর রেফারেন্স নাম্বার না বল, আমি তোমাকে ব্লাস্ট করব।"

"না! ব্লাস্টার ফেলে দাও।"

গার্ডের ঠোঁট শক্ত হয়ে চেপে বসল। কিন্তু কন্টাক্টের উপর আঙুল চেপে বসার আগেই ধরাশায়ী হয়ে গেল সে।

কি ঘটেছিল তা সে কখনোই সঠিকভাবে বলতে পারে নি। শুধু এটাই বলতে পেরেছিল যে, "আমি কিভাবে জানব যে সে টাইগার ওমেন।" (একটা সময় আসবে যখন এই ঘটনা নিয়ে সে গর্ব বোধ করবে।) "সে এতো দ্রুত আক্রমণ করেছে যে আমি কিছু দেখতেই পাই নি। আমি তাকে ব্লাস্ট করার চেষ্টা করলাম– ধরে নিয়েছিলাম সে কোনো পাগলাটে মেয়ে মানুষ– কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে যা ঘটেছিল তা অবিশ্বাস্য।"

ডর্স বজ্র আটুনিতে চেপে ধরল গার্ডকে। ব্লাস্টার ধরা হাতটাকে চাপ দিয়ে উপরে তুলে বলল, "ব্লাস্টার ফেলে দাও নইলে তোমার হাত ভেঙে দেব।

গার্ড টের পেল তার বুকে একটা জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে। শ্বাস নিতে পারছে না। বুঝতে পারল কোনো উপায় নেই। ব্লাস্টার ফেলে দিল।

তাকে ছেড়ে দিল ডর্স ভেনাবিলি। কিন্তু পাল্টা কিছু করার আগেই ডর্সের হাতে ধরা তার নিজেরই ব্লাস্টারের মুখোমুখী আবিষ্কার করল নিজেকে।

ডর্স বলল, "আশা করি তোমার ডিটেকটরগুলো জায়গামতোই আছে। এখনি রিপোর্ট করার দরকার নেই। আগেই ভেবে রাখো উর্ধ্বতনের কাছে কি বলবে। সত্যি কথা হচ্ছে যে একজন নিরস্ত্র মেয়েমানুষ তোমার গাড়ি আর ব্লাস্টার কেড়ে নিয়েছে এটা শোনার পর জান্তার কাছে তোমার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ি চালু করে প্রধান সড়ক ধরে ছুটল ডর্স। দশ বছর এখানে বাস করার ফলে সে কোথায় যাচ্ছে তা ভালো করেই জানে। গাড়িটা অফিশিয়াল গ্রাউণ্ড কার– অচেনা অনুপ্রবেশকারী নয় এবং কেউ থামাবে না। যদিও গতি নিয়ে একটু দুঃশ্চিন্তা আছে কিন্তু তাকে দ্রুত গন্তব্যে পৌছতে হবে। তাই ঘন্টায় দুশ কিলোমিটার বেগে চালাতে লাগল।

মনযোগ আকৃষ্ট হলো শেষ পর্যন্ত। রেডিওর চীৎকারটাকে পাত্তা দিল না আর ডিটেক্টর জানিয়ে দিল পিছনে আরেকটা গ্রাউণ্ড কার তাকে ধাওয়া করছে।

জানে যে খবর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সামনে আরো গ্রাউণ্ড কার অপেক্ষা করবে, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, ব্লাস্ট করে তাকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে– অসম্ভব, আরো তদন্ত না করে এই কাজ তারা করবে না।

যে ভবনটার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছে সেখানে পৌছে দেখল আরো দুটো গ্রাউণ্ড কার অপেক্ষা করছে তার জন্য। দ্রুত নিজের কার থেকে নেমে প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেল সে।

দুজন গার্ড তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা গাড়ির চালক বেসামরিক পোশাকের এক মহিলা দেখে নিঃসন্দেহে অবাক হয়েছে তারা।

"এখানে কি করছ তুমি? এতো তাড়াহুড়ো কিসের?"

"কর্ণেল হিন্ডার লিনের জন্য জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছি," শান্তসুরে বলল ডর্স।

"তাই নাকি?" গার্ডের কণ্ঠ কর্কশ। এখন তার আর প্রবেশ পথের মাঝখানে চারজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। "রেফারেন্স নাম্বার।"

"আমাকে দেরী করিয়ে দিও না।"

"রেফারেন্স নাম্বার।"

"তুমি আমার সময় নষ্ট করছ।"

হঠাৎ এক গার্ড বলল, "ওর চেহারাটা কার মতো জানো? আগের ফার্স্ট মিনিস্টারের স্ত্রী ড. ভেনাবিলির মতো। দ্য টাইগার ওমেন।"

হতচকিত হয়ে চারজনই কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু একজন বলল, "তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।"

"তাই নাকি?" ডর্স বলল। "আমিই টাইগার ওমেন, কাজেই তোমরা জানো যে আমি তোমাদের চারজনের চেয়ে বেশী শক্তিশালী আর আমার রিফ্লেক্স অনেক বেশী দ্রুত। সুতরাং আমার পরামর্শ হচ্ছে, সুবোধ বালকের মতো তোমরা আমাকে ভেতরে নিয়ে যাও, তারপর দেখা যাক কর্ণেল লিন কি বলে।"

"তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো," একই কথার পুনরাবৃত্তি এবং সেই সাথে চারটা ব্লাস্টার ডর্সের দিকে ধরা হলো।

"বেশ, তোমরা আমাকে বাধ্য করলে।"

বিদ্যুৎ বেগে আঘাত করল সে, দুজন গার্ড ধরাশায়ী হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, ব্যথায় কাতড়াচ্ছে, কিন্তু ডর্স অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তার দুহাতে দুটো ব্লাস্টার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি আঘাত করতে চাই নি, কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের দুজনের কব্জি ভেঙ্গে গেছে। বাকী রইলে তোমরা দুজন আর আমি তোমাদের চেয়ে দ্রুত শ্যুট করতে পারব। তোমাদের কেউ যদি একচুল নড়– একচুলও নড়– তাহলে জীবনে কখনো যে কাজটা করি নি সেটাই করতে হবে। তোমাদের খুন করতে হবে। আমি তা করতে চাই না এবং তোমাদের অনুরোধ করছি আমাকে বাধ্য করো না।"

দুই গার্ড কোনো জবাব দিল না, দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো।

"আমার পরামর্শ শোনো। তোমরা দুজন আমাকে কর্ণেলের কাছে নিয়ে যাও তারপর ফিরে এসে আহত সঙ্গী দুজনের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

পরামর্শটার দরকার ছিল না। কর্ণেল লিন তার অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। "কি হচ্ছে এখানে? কি– "

ডর্স তার দিকে ঘুরল। "আহ্! প্রথমে আমার পরিচয় দেই। আমি ড. ডর্স ভেনাবিলি, প্রফেসর হ্যারি সেলডনের স্ত্রী। অত্যন্ত জরুরী একটা বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলার জন্য এসেছি। এই চারজন আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, ফলে দুজন মারাত্মক আহত হয়। ওদের চলে যেতে বলুন। তারপর আমরা একটু কথা বলি। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না।"

লিন পালাক্রমে চার গার্ড এবং ডর্সের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আমার কোনো ক্ষতি করবেন না বলছেন? চারজন গার্ড যদিও আপনাকে থামাতে পারে নি কিন্তু আমি বলামাত্রই চার হাজার গার্ড চলে আসবে।"

"ডাকুন তাদের। কিন্তু যত দ্রুতই এখানে আসুক না কেন সেটা আপনাকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়, যদি আমি আপনাকে খুন করতে চাই। গার্ডদের চলে যেতে বলুন তারপর আসুন আমরা ভদ্রলোকের মতো কথা বলি।"

গার্ডদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে লিন বলল, "বেশ। ভেতরে চলুন। কথা বলি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, ড. ভেনাবিলি– আমি সহজে কিছু ভুলি না।"

"আমিও না," জবাব দিল ডর্স। দুজনে একসাথে লিনের কোয়ার্টারে প্রবেশ করল।

১৫.

ভীষণ মার্জিত ভঙ্গীতে লিন জিজ্ঞেস করল, "বলুন ড. ভেনাবিলি, কেন আপনি এখানে এসেছেন?"

ডর্সের হাসিতে কোনো ক্রূঢ়তা ছিল না।– আবার তাতে বন্ধুত্বের কোনো আহ্বানও নেই। "প্রথমতঃ আমি এখানে এসেছি শুধু আপনাকে দেখানোর জন্য যে আমি এখানে আসতে পারি।"

"আহ্?"

"হ্যাঁ। একটা অফিশিয়াল গ্রাউণ্ড কারে উঠিয়ে সশস্ত্র রক্ষীরা আমার স্বামীকে নিয়ে এসেছে জেনারেলের সাথে মিটিং-এর জন্য। ঠিক একই সময়ে আমিও হোটেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেড়ে বের হই, পায়ে হেঁটে এবং নিরস্ত্র অবস্থায়– এবং আমি এখানে পৌছেছি– এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তার আগেই পৌছেছি। পাঁচজন গার্ডকে মোকাবেলা করে এখানে আসতে হয়েছে আমাকে, যে গার্ডের গাড়ি ছিনতাই করেছি তাকে সহ। পঞ্চাশজন গার্ড মোকাবেলা করতে হলেও সমস্যা হতো না।"

সমর্থনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল লিন, "বুঝতে পারছি কেন আপনাকে টাইগার ওমেন ডাকা হয়।"

"আমাকে ওই নামেই ডাকা হয়।– যাইহোক এখানে পৌছানোর পর প্রথম কাজ হচ্ছে আমার স্বামীর যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেটা নিশ্চিত করা। আমার স্বামী এখন জেনারেলের কব্জায়– এবং আমি চাই ওখান থেকে সে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আসবে।"

"যতদূর জানি এই মিটিং-এর কারণে আপনার স্বামীর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনার এতো দুঃশ্চিন্তা হলে আমার কাছে এসেছেন কেন? সরাসরি জেনারেলের কাছে যান নি কেন?"

"কারণ আমার মতে, দুজনের মধ্যে আপনার মাথাতেই বুদ্ধি আছে।"

খানিক নিশ্চুপ থেকে লিন বলল, "বিপজ্জনক একটা মন্তব্য হতে পারে– যদি কেউ শুনে ফেলে।"

"আমার চেয়ে আপনার জন্যই বেশী বিপজ্জনক।– কাজেই কেউ যেন শুনতে না পারে সেই ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। আপনি যদি ভেবে থাকেন আমাকে একটু আশ্বস্ত করলেই চলে যাব, তারপর আমার স্বামীকে বন্দী করে রাখবেন, মৃত্যুদণ্ড দেবেন, আর আমি কিছুই করতে পারব না, তাহলে সেটা আপনার দিবাস্বপ্ন।"

টেবিলের উপর পড়ে থাকা ব্লাস্টার দুটো দেখাল সে। "গ্রাউণ্ডে প্রবেশ করেছি খালি হাতে। আপনার কাছাকাছি যখন পৌছাই তখন আমার হাতে দুটো ব্লাস্টার। ব্লাস্টার না থাকলেও ছুরি থাকত, ছুরি চালানোতে আমি ভীষণ দক্ষ। এমনকি ব্লাস্টার বা ছুরি ছাড়াও আমি ভীষণ বিপজ্জনক। আমরা যে টেবিলে বসে আছি তা ধাতুর তৈরি– নিঃসন্দেহে– মজবুত।"

"হ্যাঁ।"

হাত উপরে তুলল ডর্স, আঙুলগুলো ছড়ানো, যেন সে যে নিরস্ত্র এটাই প্রমাণ করছে। করতল নিম্নমুখী করে টেবিলের সারফেসে হাত রাখল।

তারপর আলতো ভঙ্গীতে হাত উপরে তুলে ঝট করে আঘাত করল টেবিলের উপর। প্রচণ্ড শব্দ হলো, অনেকটা ধাতুর সাথে ধাতুর সংঘর্ষের কর্কশ শব্দের মতো।

"আমার কিছু হয় নি," ডর্স বলল, "একটুও ব্যথা পাই নি। কিন্তু দেখুন যেখানে আঘাত করেছি টেবিলের সেই জায়গাটা বাঁকা হয়ে গেছে। এইরকম একটা আঘাত যদি একই রকম শক্তিতে কোনো ব্যক্তির মাথার উপর পড়ে তবে তার মাথার খুলি পাউডারের মতো গুড়ো হয়ে যাবে। আমি এই ধরনের নৃশংস কাজ কখনো করি নি; সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনো মানুষ হত্যা করি নি, যদিও আহত করেছি অনেককে। যাইহোক, যদি প্রফেসর সেলডনের কোনো ক্ষতি হয়– "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি এখনো হুমকি দিচ্ছেন।"

"আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যদি প্রফেসর সেলডন অক্ষত থাকেন তাহলে আমি কিছুই করব না। অন্যথায়, কর্ণেল লিন, আমি আপনাকে পঙ্গু করতে বা খুন করতে বাধ্য হব এবং– আবারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি– জেনারেল ট্যানারেরও একই অবস্থা করে ছাড়ব।"

"আপনি যত বড় বাঘিনীই হন না কেন, পুরো একটা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।"

"গল্প ছড়ায়, ডালপালা সহকারে ছড়ায়। বাঘিনীর মতো কিছুই করি নি আমি, অথচ আমাকে নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়েছে যার অধিকাংশই সত্যি নয়। আমাকে চিনতে পেরেই আপনার গার্ডরা ভয় পেয়ে যায়। ওরাই সত্য মিথ্যা মিশিয়ে ছড়াবে কেমন করে আমি আপনার কাছে পৌঁছেছি। এমনকি হয়তো সেনাবাহিনীও আমাকে মারতে করতে ভয় পাবে, কর্ণেল লিন। তারপরেও যদি ওরা আমাকে হত্যা করতে সফল হয়, জনগণের ক্ষোভের কথাটা মাথায় রাখবেন। জান্তা হয়তো এখনো ক্ষমতা ধরে রেখেছে কিন্তু সেটা খুব নড়বড়ে। আপনি নিশ্চয়ই পরিস্থিতি আরো নাজুক করে তুলতে চান না। তাই একেবারে সহজ বিকল্পটা নিয়ে মাথা ঘামান। খুবই সহজ। শুধু প্রফেসর সেলডনের কোনো ক্ষতি করবেন না।"

"ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই।"

"তাহলে এই সাক্ষাৎকার কেন?"

"এখানে তো কোনো রহস্য নেই। জেনারেল সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে আগ্রহী। সরকারী রেকর্ড আমাদের জন্য উন্মুক্ত। সম্রাট ক্লীয়ন আগ্রহী ছিল। ফার্স্ট মিনিস্টার থাকা কালীন ডেমারজেল আগ্রহী ছিল। তাহলে আমরা কেন আগ্রহী হব না? বরং আরো বেশী।"

"বেশী কেন?"

"কারণ অনেক সময় পার হয়েছে। যতদূর জানি সাইকোহিস্টোরির জন্ম হয় প্রফেসর সেলডনের মাথার ভেতর ছোট একটা ধারণার মতো। তিনি বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন। দিনে দিনে এর পরিধি বেড়েছে, লোকবল বেড়েছে, প্রায় ত্রিশ বছর। পুরোটাই তিনি করেছেন সরকারী আর্থিক সহায়তায়। এই দিক দিয়ে তার আবিষ্কারের একমাত্র দাবীদার সরকার। আমরা তার কাছ থেকে সাইকোহিস্টোরির কথা জানতে চাই, যা এতদিনে অনেক অগ্রসর হয়েছে অন্তত ডেমারজেল এবং ক্লীয়নের আমলে যা ছিল তার চেয়ে বেশী, এবং আমরা আশা করি তিনি আমাদের সব জানাবেন। কারো দৃষ্টির সামনে ঝুলন্ত আকাবাঁকা সমীকরণ চাই না আমরা, বরং আরো বাস্তব কিছু চাই। আমার কথা বুঝতে পারছেন।

"হ্যাঁ," ভুরু কুঁচকে জবাব দিল ডর্স।

"আরেকটা কথা। ভাববেন না যে কেবল সরকারই আপনার স্বামীর ক্ষতি করতে চায় বা তার কোনো ক্ষতি হলেই আমাদেরকে দায়ী করে প্রতিশোধ নেবেন। বরং

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ধারণা প্রফেসর সেলডনের ব্যক্তিগত শত্রু থাকতে পারে। যদিও কোনো তথ্য নেই, তবে থাকাটা অসম্ভব নয়।"

"কথাটা আমি মনে রাখব। কিন্তু এখন আমি চাই আলোচনা চলাকালীন আমি যেন আমার স্বামীর পাশে থাকতে পারি আপনি সেই ব্যবস্থা করবেন। শুধু মুখের কথা নয় আমি নিজের চোখে দেখতে চাই যে তিনি নিরাপদে আছেন।"

"ব্যবস্থা করা কঠিন এবং অনেক সময় লাগবে। আলোচনার মাঝখানে বাধা দেয়া অসম্ভব, কিন্তু আপনি যদি অপেক্ষা করেন– "

"যত সময় লাগে লাগুক, আপনি ব্যবস্থা করেন। আমাকে ধোকা দিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন সেই আশা করবেন না।"

১৬.

জেনারেল ট্যানার বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেলডনের দিকে আর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ডেস্কের উপর তবলা বাজাচ্ছে।

"ত্রিশ বছর," সে বলল, "ত্রিশ বছর পার করার পরেও তুমি বলছ যে আমাকে দেয়ার মতো কিছু নেই তোমার কাছে।"

"আসলে, জেনারেল, আঠাশ বছর।"

মন্তব্যটা আমলে নিল না জেনারেল। "আর সবকিছুই হয়েছে সরকারি খরচে। তুমি জানো, প্রফেসর, কত বিলিয়ন ক্রেডিট তোমার এই প্রজেক্টে ঢালা হয়েছে?"

"সঠিক সংখ্যাটা বলতে পারব না, জেনারেল, কিন্তু রেকর্ড আছে, সেখান থেকে এক সেকেণ্ডেই আপনার প্রশ্নের উত্তর বের করা যাবে।"

"আমাদের কাছেও আছে। সরকার, প্রফেসর, অফুরন্ত তহবিলের উৎস নয়। সময় পাল্টে গেছে। ক্লীয়নের মতো অর্থায়নের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব আমরা দেখাতে পারি না। কর বাড়ানো এক কথায় অসম্ভব অথচ জরুরী অনেক প্রয়োজনেই আমাদের ক্রেডিট দরকার। তোমাকে ডেকে এনেছি এই আশায় যে তুমি হয়তো সাইকোহিস্টোরি দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। যদি না পারো তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সরাসরিই বলতে হচ্ছে যে এই প্রজেক্টে অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই গবেষণা চালিয়ে যেতে পার, তাহলে চালিয়ে যাও অন্যথায় আমাকে এমন কিছু দেখাও যাতে এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়টাকে যথার্থ বলে মনে হয়।"

"জেনারেল, আপনি আমার কাছে এমন একটা দাবী তুলেছেন যা আমি পুরণ করতে পারব না, কিন্তু আপনি যদি সরকারী সহায়তা বন্ধ করে দেন তাহলে আপনি ভবিষ্যত ছুড়ে ফেলে দেবেন। আমাকে সময় দিন এবং নিশ্চয় একদিন– "

"অনেক সরকারই তোমার মুখ থেকে এই নিশ্চয়ই 'একদিন' কথাটা দশকের পর দশক বারবার শুনেছে। এই কথাটা কি সত্যি যে তোমার সাইকোহিস্টোরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই যে সাইকোহিস্টোরি এইরকমই তাৎ
চলিত ধারণা।"
া গেলেন সেলডন। "এরকম কিছুই
: সমীকরণের যোগসূত্রকে এইভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আশা করি আর বেশীদিন লাগবে না। গত কয়েক বছরে আমাদের সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে।"

ট্যানার আবার ডেস্কে তবলা বাজানো শুরু করল। "যথেষ্ট নয়। এই মুহূর্তে আমার সাহায্যে আসবে সেই রকম কিছু বল। কাজের কিছু।"

কিছুক্ষণ ভাবলেন সেলডন, তারপর বললেন, "আমি আপনাকে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে।"

"অবশ্যই সময় লাগবে। দিন, মাস, বছর– কিন্তু রিপোর্ট আর কোনোদিনই তৈরি হবে না। আমাকে বোকা পেয়েছ?"

"অবশ্যই না, জেনারেল। কিন্তু আমিও বোকা নই। আপনাকে একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি। যা বলব তার পুরো দায়দায়িত্ব আমার। সাইকোহিস্টোরি গবেষণায় বিষয়টা আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু যা দেখেছি তার যে ব্যাখ্যা দেব সেটা আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন বলছেন– "

"হ্যাঁ, বলছি।"

"আপনি কিছুক্ষণ আগে করের কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন যে কর বাড়ানো কঠিন। নিঃসন্দেহে। সবসময়ই কঠিন ছিল। প্রতিটি সরকারকেই একভাবে না একভাবে সম্পদ সংগ্রহ করে কার্য নির্বাহ করতে হয়। যে দুটো মাত্র উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্রেডিট সংগ্রহ করা যায় সেগুলো হচ্ছে, এক, প্রতিবেশীদের উপর লুটপাট চালিয়ে অথবা দুই, সরকার তার জনগণকে স্বেচ্ছায়, শান্তিপূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় ক্রেডিট সরবরাহের জন্য আগ্রহী করে তুলতে পারে।

"যেহেতু আমরা একটা গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে তুলেছি যে এম্পায়ার হাজার হাজার বছর ধরে সমান অধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই অবস্থায় প্রতিবেশীদের উপর লুটপাট চালানো অসম্ভব, শুধুমাত্র কোনো ধরনের বিদ্রোহ বা জনঅসন্তোষের ঘটনা ছাড়া। কিন্তু সেই ধরনের ঘটনা তো প্রায়ই ঘটে না যা দিয়ে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগৃহীত হবে– আর যদি নিয়মিত ঘটে তাহলে সরকার এতো বেশী অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে যে বেশীদিন টিকবে না।"

গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে সেলডন তার বক্তব্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। "কাজেই, সরকারের হাতে সম্পদের কিছু অংশ তুলে দেয়ার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানিয়েই ক্রেডিট সংগ্রহ করতে হবে।

"অনুরোধটা যুক্তিসঙ্গত হলেও এবং স্থিতিশীল, দক্ষ সরকার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়মিত কর দেয়া জনগণের উচিত হলেও তারা সেটা স্বেচ্ছায় করতে চায় না। তাদের এই অনীহা দূর করার জন্য সরকারকে প্রমাণ করতে হয় যে তারা অতিরিক্ত ক্রেডিট আদায় করছে না এবং প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও সুবিধার প্রতি তারা সচেতন। অর্থাৎ, স্বল্প আয়ের উপর কম হারে কর আরোপ, কর নির্ধারণের সময় বিভিন্ন রকম কর রেয়াতের ব্যবস্থা রাখা এরকম অনেক কৌশল অবলম্বন করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সময়ের সাথে সাথে, প্রতিটি গ্রহ, প্রতিটি গ্রহের অভ্যন্তরস্থ প্রতিটি সেক্টর, প্রতিটি অর্থনৈতিক বিভাজনের চাহিদা এবং যেহেতু তারা বিশেষ সুবিধা দাবী করে, কর ব্যবস্থা দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে। ফলশ্রুতিতে সরকারের কর আদায় শাখার আয়তন এবং জটিলতা এতো বেড়ে যাবে যে তা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে। একজন সাধারণ নাগরিক বুঝতেই পারবে না সে কেন এবং কি পরিমাণ কর দিচ্ছে। সরকার এবং কর আদায়কারী সংস্থারও একই অবস্থা হবে।

"সবচেয়ে বড় কথা, যে ফাণ্ড সংগৃহীত হবে তার বিশাল অংশ ব্যয় করতে হবে সুবিশাল কর আদায়কারী সংস্থার পেছনেই– রেকর্ড রাখা, কর্মচারীদের বেতন– সুতরাং যাই করি না কেন সত্যিকার ভালো এবং কার্যকরী উদ্দেশ্যের জন্য পর্যাপ্ত ফাণ্ড কখনোই পাওয়া যাবে না।

"পরিশেষে, কর ব্যবস্থা হয়ে পড়বে অর্থহীন। জনগণের ভেতর অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ তৈরি হবে। ইতিহাস যদিও এর জন্য দায়ী করে লোভী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, নৃশংস সেনাপতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাইসরয়– কিন্তু এই ব্যক্তিরা শুধুমাত্র অতিরিক্ত জটিল কর ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে লাভবান হয়।"

"তুমি বলতে চাও আমাদের কর ব্যবস্থা অত্যাধিক জটিল।" কর্কশ সুরে বলল জেনারেল।

"যদি না হয়, তাহলে আমি বলব যে ইতিহাসে এটাই একমাত্র কর ব্যবস্থা যার কোনো জটিলতা নেই। সাইকোহিস্টোরি আমার কাছে যদি কোনোকিছু স্পষ্ট করে প্রমাণ করে থাকে সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত জটিল কর ব্যবস্থা।"

"এই ব্যাপারে কি করা যায়?"

"সেটা আমি বলতে পারব না। আর সেই জন্যই রিপোর্ট তৈরি করতে চাই– কিন্তু– সময় লাগবে।"

"রিপোর্টের কথা ভুলে যাও। কর ব্যবস্থা অত্যধিক জটিল, তাই না? এটাই তো বলছ তুমি?"

"সম্ভবত তাই।" সাবধানে জবাব দিলেন সেলডন।

"আর এটা সংশোধনের জন্য, কর ব্যবস্থাকে সরল করতে হবে– যতদূর সরল করা যায়।"

"আমাকে আরো গবেষণা– "

"বোকা। অত্যধিক জটিলতার উল্টোটাই হচ্ছে অত্যধিক সরলতা। এটা বলার জন্য কোনো রিপোর্ট দরকার নেই।"

"আপনি যা বলেন, জেনারেল।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই জেনারেল হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল, যেন তাকে কেউ ডাকছে– আসলেই ডাকছে। হাত মুঠো করল সে আর আচমকা কর্নেল লিন এবং ডর্স ভেনাবিলির হলোভীশন প্রতিচ্ছবি কামরার ভেতর ফুটে উঠল।

বজ্রাহতের মতো চীৎকার করলেন সেলডন। "ডর্স! তুমি এখানে কি করছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেল কিছু বলল না। কিন্তু তার ভুরু ভয়ংকর ভঙ্গীতে বাঁকা হয়ে গেছে।

১৭.

জেনারেলের রাতটা ভালো কাটে নি, লিনেরও একই অবস্থা, দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে– পর্যুদস্ত।

"মেয়েটা কি করেছে আবার বল আমাকে।" জেনারেল বলল।

লিনকে দেখে মনে হচ্ছে তার কাঁধে একটা বিশাল বোঝা চাপানো। "এই মেয়েটাই টাইগার ওমেন। মানুষ তাকে এই ছদ্ম নামেই ডাকে। তাকে ঠিক মানুষ বলে মনে হয় না, অস্বাভাবিক প্রশিক্ষণ পাওয়া অ্যাথলেট, অসম্ভব আত্মবিশ্বাস, এবং জেনারেল, সে সত্যি ভয় পাওয়ার মতো।"

"সে তোমাকে ভয় পাইয়েছে? একটা মেয়েমানুষ?"

"আপনাকে বলছি সে কি করেছে এবং তার ব্যাপারে আরো দুএকটা কথা শুনে নিন। গল্পগুলো কতখানি সত্যি আমি জানি না কিন্তু গত সন্ধ্যায় যা করেছে সেটা সত্যি এবং তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

গল্পটা সে আবার বলল।

"খুব খারাপ। আমরা কি পদক্ষেপ নিয়েছি?"

"কি করতে হবে সেটা আমাদের সামনে পরিষ্কার। আমরা সাইকোহিস্টোরি চাই– "

"হ্যাঁ, চাই। সেলডন আমাকে ঐসব ব্যবস্থার ব্যাপারে– বাদ দাও। সেটা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি বলে যাও।"

বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার কারণে লিনের চেহারায় খানিকটা অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল। "যা বলছিলাম, আমরা সেলডনকে বাদ দিয়েই সাইকোহিস্টোরি পেতে চাই। সে মোটামুটি ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ। লোকটাকে যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে সে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত যে তার অতীত সাফল্যে বুদ হয়ে আছে। ত্রিশ বছর সময় পেয়েও সফল হতে পারে নি। তাকে বাদ দিয়ে নতুন কারো নেতৃত্বে সাইকোহিস্টোরি হয়তো আরো দ্রুত অগ্রসর হবে।"

"হ্যাঁ, আমি একমত। এখানে মেয়েটা এল কোত্থেকে?"

"বেশ, এটাই আসল সমস্যা। আমরা তাকে গোনায় ধরি নি কারণ সে নিজেকে সবসময় আড়াল করে রাখে। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে সে বেঁচে থাকলে নীরবে এবং সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া সেলডনকে এই প্রজেক্ট থেকে সরানো কঠিন, এক কথায় অসম্ভব।"

"তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে সে তোমাকে আর আমাকে সত্যি সত্যিই মেরে ফেলত– যদি তার পুরুষমানুষের কোনো ক্ষতি করতাম?" জেনারেলের ঠোঁটের কোণা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে বাঁকা হয়ে রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি সত্যিই বিশ্বাস করি এবং সে একটা বিদ্রোহের সূত্রপাত করত– ঠিক এই হুমকিগুলোই দিয়েছিল।"

"তুমি একটা কাপুরুষ।"

"জেনারেল, প্লীজ। আমি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। পিছিয়ে যাওয়া বা হাল ছেড়ে দিচ্ছি না। এই টাইগার ওমেনের ব্যাপারে কিছু একটা করতেই হবে আমাদের।" বিরতি নিয়ে একটু চিন্তা করল। "আসলে আমার সোর্স আমাকে এই কথাগুলো বলেছে এবং আমিও ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে নিয়েছি।"

"কিভাবে তুমি এই মেয়েটাকে সরাবে?"

"আমি জানি না," তারপর ধীরে ধীরে বলল, "কিন্তু কেউ হয়তো জানে।"

১৮.

সেলডনের রাতটা ভালো কাটে নি। নতুন দিনটাও যে ভালো যাবে তেমন কোনো সম্ভাবনাও দেখছেন না। ডর্সের উপর রাগ করেছেন হ্যারি সেলডন এমন ঘটনা মাত্র হাতে গোনা কয়েকবার ঘটেছে। কিন্তু এবার তিনি অসম্ভব রেগেছেন।

"বোকার মতো একটা কাজ! সবাই ডোমস এজ হোটেলে থাকলে কি এমন ক্ষতি হতো? আতংকিত সামরিক শাসকের মনে ষড়যন্ত্রের ভয় ঢোকানোর জন্য সেটাই কি যথেষ্ট ছিল না?"

"কিভাবে, হ্যারি? আমরা সবাই ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম, তোমার জন্মোৎসবের চূড়ান্ত পর্যায়। আমরা কোনোরকম হুমকি প্রদর্শন করি নি।"

"হ্যাঁ, তারপর তুমি প্যালেস গ্রাউণ্ডে অবৈধ অনুপ্রবেশ করলে। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। জেনারেলের সাথে আমার আলোচনায় বাধা দেয়ার জন্য প্যালেসে ছুটে গেলে। অথচ তোমাকে হাজারবার বলেছি যে– তুমি যাবে না। আমার নিজেরও কিছু পরিকল্পনা ছিল।"

"তোমার ইচ্ছা, তোমার আদেশ, তোমার পরিকল্পনা আসবে পরে, সর্বাগ্রে তোমার নিরাপত্তা। আমার প্রধান কাজই হচ্ছে সেটা।"

"আমার কোনো বিপদ হতো না।"

"এই বিষয়ে আমি কখনোই ঝুঁকি নিতে পারব না। তোমার জীবনের উপর দুবার হামলা হয়েছে। কেন ভাবছ তৃতীয়বার হবে না?"

"দুটো প্রচেষ্টাই হয়েছিল যখন আমি ছিলাম ফার্স্ট মিনিস্টার। তখন সম্ভবত আমাকে হত্যা করে অনেকেই লাভবান হতো। কিন্তু এখন বৃদ্ধ এক গণিতবিদকে কে মারতে চাইবে?"

"সেটাই আমি জানতে চাই এবং থামাতে চাই। প্রজেক্টের সবাইকে জেরা করেই কাজটা শুরু করতে হবে।"

"না। ওদেরকে শুধু শুধু বিরক্ত করবে, ওদেরকে কাজ করতে দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি পারব না। হ্যারি, আমার কাজ তোমাকে রক্ষা করা এবং আঠাশ বছর ধরে তা করছি। এখন তুমি আমাকে থামাতে পারবে না।"

তার দৃষ্টি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, সেলডনের ইচ্ছা বা আদেশ যাই হোক না কেন, ডর্স তার নিজের সিদ্ধান্ত মতোই কাজ করবে।

সেলডনের নিরাপত্তা সবার আগে।

১৯.

"তোমাকে একটু বিরক্ত করতে পারি, ইউগো?"

"নিশ্চয়ই," গালভরা হাসির সাথে জবাব দিল ইউগো এমারিল। "তুমি আসলে আমি কখনোই বিরক্ত হই না। কি করতে পারি তোমার জন্য।"

"আমি কয়েকটা তথ্য বের করার চেষ্টা করছি, ইউগো, ভাবলাম তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারবে।"

"সম্ভব হলে করব।"

"প্রজেক্টে তোমরা একটা নতুন জিনিস তৈরি করেছ—প্রাইম রেডিয়্যান্ট। ঘনঘনই এটার কথা শুনছি। হ্যারিও বেশ উচ্ছ্বসিত, জিনিসটা অ্যাকটিভেট করার পর কেমন দেখাবে সবার মুখে শুনে তার একটা ছবি মনে মনে তৈরি করেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে আমি কখনো দেখি নি। দেখতে চাই।"

এমারিলের চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠল। "প্রাইম রেডিয়্যান্ট সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টের সবচাইতে গোপনীয় এবং নিরাপত্তা বেষ্টিত বিষয়। যে সদস্যদের এই যন্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি আছে তাদের নামের তালিকায় তোমার নাম নেই।"

"আমি জানি, কিন্তু তোমার আর আমার পরিচয় আঠাশ বছরের– "

"এবং তুমি হ্যারির স্ত্রী। এটা একটা পয়েন্ট। আমাদের মাত্র দুটো স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাইম রেডিয়্যান্ট রয়েছে। একটা হ্যারির অফিসে আরেকটা এখানে। ওই যে।"

ডেস্কের উপর বসানো কালো কিউবটা দেখে অবাক হলো ডর্স। তেমন অসাধারণ কিছু মনে হলো না। "এটাই।"

"এটাই। এর ভেতরেই আছে সমীকরণগুলো যে সমীকরণ ভবিষ্যৎ বর্ণনা করবে।

"সমীকরণগুলো তুমি দেখবে কিভাবে?"

একটা বোতামে চাপ দিল এমারিল। কামরাটা অন্ধকার হয়েই আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ডর্সের চারপাশে প্রতীক, তীর চিহ্ন, লাইন, হাজার ধরনের গাণিতিক চিহ্ন। অনবরত দৌড়াচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, একটার সাথে আরেকটা প্যাচিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন সে নির্দিষ্ট একটা অংশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মনে হলো সেই অংশটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

"এটাই তাহলে ভবিষ্যৎ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো বা," যন্ত্রটা বন্ধ করে জবাব দিল এমারিল। "আমি সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত করে দিয়েছিলাম যেন তুমি প্রতীকগুলো দেখতে পাও। এছাড়া কেউ খালি চোখে পড়তে পারবে না, শুধু আলো আর অন্ধকারের প্যাটার্ন দেখবে।"

"আর সমীকরণগুলো দেখে তোমরা বলতে পারবে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে?"

"অন্তত তাত্ত্বিকভাবে," জবাব দিল এমারিল। কামরাটা আবার আগের মতো আলোকিত হয়ে উঠেছে। "তবে দুটো সমস্যা আছে।"

"তাই? কি সমস্যা?"

"প্রথমত: কোনো মানব মস্তিষ্ক সরাসরি এই সমীকরণগুলো তৈরি করে নি। দশকের পর দশক আমরা শুধু অধিক শক্তিসম্পন্ন কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করেছি, আর ওই যন্ত্রগুলোই সমীকরণগুলো তৈরি করেছে, কিন্তু আমরা বলতে পারছি না এগুলো বৈধ কিনা এবং কোনো অর্থ আছে কি না। পুরোপুরি নির্ভর করছে আমাদের তৈরি করা প্রোগ্রামগুলো কতখানি বৈধ এবং অর্থবহ তার উপর।"

"তাহলে সবগুলোই ভুল হতে পারে?"

"হতে পারে," চোখ ডলল এমারিল। তার জন্য মমতা বোধ করল ডর্স। কত বুড়ো হয়ে গেছে সে, অথচ হ্যারির চেয়ে কমপক্ষে বারো বছরের ছোট। কিন্তু তাকেই বেশী বয়স্ক দেখায়।

"অবশ্য," ক্লান্ত সুরে বলতে লাগল এমারিল, "আমরা বিশ্বাস করি সবগুলো ভুল হয় নি আর এখানেই দ্বিতীয় সমস্যার শুরু। আমি আর হ্যারি প্রথম থেকেই সমীকরণগুলো বার বার পরীক্ষা করে মডিফাই করেছি, কিন্তু ওগুলোর অর্থের ব্যাপারে কখনোই নিশ্চিত হতে পারি নি। কম্পিউটার এগুলো তৈরি করেছে, কাজেই আমরা ধরে নিয়েছি অর্থ একটা আছেই– কিন্তু কি সেটা? আমাদের বিশ্বাস কিছু অংশ আমরা বুঝতে পেরেছি। সত্যি কথা বলতে কি এই মুহূর্তে আমি সেকশন এ-২৩ নিয়ে কাজ করছি, সমীকরণের একটা বিশেষ ধরনের জটিল অংশ। এখন পর্যন্ত বাস্তব মহাবিশ্বের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারি নি। তবে প্রতিটি বছরেই আমাদের সন্তোষজনক অগ্রগতি হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাইকোহিস্টোরি অচিরেই ভবিষ্যত নির্ধারণের একমাত্র কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

"প্রাইম রেডিয়্যান্ট কতজন ব্যবহার করতে পারে?"

"প্রজেক্টের প্রত্যেক গণিতবিদই পারে, কিন্তু সেটা তাদের ইচ্ছামতো নয়। প্রথমে আবেদন করতে হয়, তারপর নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা হয়, প্রাইম রেডিয়্যান্ট এমনভাবে এ্যাডজাস্ট করে দেয়া হয় যেন শুধুমাত্র আবেদনকৃত সমীকরণগুলোই দেখতে পারে। সমস্যা হয় যখন সবাই একসাথে ব্যবহার করতে চায়। এখন অবশ্য আবেদনের সংখ্যা কম, বোধহয় হ্যারির জন্মোৎসবের রেশ কাটে নি।"

"আরো প্রাইম রেডিয়্যান্ট তৈরির কোনো পরিকল্পনা আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, এবং না। আরেকটা তৈরি করলে ভালোই হয় কিন্তু সেটার দায়িত্ব তো একজনকে দিতে হবে। সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা যাবে না। আমি টামউইল ইলারের কথা বলেছি– ইলারকে তুমি চেন– "

"হ্যাঁ, চিনি।"

"ইলারকেই তৃতীয় প্রাইম রেডিয়্যান্ট-এর দায়িত্ব দেয়া উচিত। তার অনৈরাজ্যক সমীকরণ এবং ইলেক্ট্রো ক্ল্যারিফায়ার তাকে প্রজেক্টের তিন নাম্বার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত করেছে– হ্যারি এবং আমার পরে। হ্যারি দ্বিধা করছে।"

"কেন দ্বিধা করছে? তুমি জান কিছু?"

"ইলার দায়িত্ব পেলে সরাসরিই প্রজেক্টের তিন নম্বর ব্যক্তিতে পরিণত হবে, বয়স্ক গণিতবিদ যারা দীর্ঘদিন থেকে প্রজেক্টের উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করছে তাদের টপকে তাদেরই মাথার উপর বসবে সে। তখন অভ্যন্তরীণ কোন্দল, মনোমালিন্য তৈরি হতে পারে। আমার মতে এইসব ছোট খাটো বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, কিন্তু হ্যারি– তুমি তো হ্যারিকে চেনই।

"হ্যাঁ, চিনি। তবে লিন প্রাইম রেডিয়্যান্ট দেখেছে।"

"লিন?"

"কর্ণেল হিন্ডার লিন, ট্যানারের চামচা।"

"অসম্ভব, ডর্স।"

"সে আমাকে প্যাচানো সমীকরণের কথা বলেছিল আর আমি এইমাত্র প্রাইম রেডিয়্যান্টে ঠিক সেটাই তৈরি হতে দেখলাম। জানি না কিভাবে কিন্তু আমার ধারণা সে এখানে এসে প্রাইম রেডিয়্যান্টের কাজ করার কৌশল দেখে গেছে।"

মাথা নাড়ল এমারিল। "আমি বিশ্বাস করি না কেউ জান্তার কোনো সদস্যকে হ্যারির অফিসে নিয়ে আসবে– অথবা আমার অফিসে।"

"এই প্রজেক্টের কে জান্তার সাথে হাত মিলাতে পারে?"

"কেউ না," তৎক্ষণাৎ এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল এমারিল। "সেটা অকল্পনীয়। সম্ভবত লিন প্রাইম রেডিয়্যান্ট কখনো দেখে নি বরং কেউ তাকে বলেছে।"

"কে বলতে পারে?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিল এমারিল, "কেউ না।"

"বেশ, একটু আগে তুমি বলেছ ইলারকে তৃতীয় প্রাইম রেডিয়্যান্টের দায়িত্ব দিলে প্রজেক্টে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হবে। কিন্তু এমন একটা প্রজেক্টে যেখানে শত শত লোক কাজ করে সেখানে প্রতিমুহূর্তেই ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে।"

"অবশ্যই। হ্যারি প্রায়ই আমাকে এই ব্যাপারে অভিযোগ করে। তাকেই এগুলো সামলাতে হয় এবং এটা যে তার জন্য কত বড় মাথাব্যথা বুঝতে পারি আমি।"

"এই ঝগড়া বিবাদ কি প্রজেক্টের ক্ষতি করার মতো খারাপ?"

"মোটেই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এমন কেউ আছে যারা অন্যাদের চেয়ে বেশী ঝগড়াটে, বেশী হিংসুটে। যাদেরকে বাদ দিলে, মাত্র ৫ থেকে ৬ পার্সেন্ট কর্মী ছাটাই করে ৯০ পার্সেন্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব কমিয়ে দিতে পারবে?"

এমারিল ভুরু বাঁকা করল। "চমৎকার আইডিয়া, কিন্তু আমি জানি না কাদের বাদ দেয়া যাবে। আমি আসলে কখনো অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাই নি। জানি কখনো থামানো যাবে না, তাই এড়িয়ে চলাই ভালো।"

"অদ্ভুত। এইভাবে তুমি সাইকোহিস্টোরির প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছ না?"

"কিভাবে?"

"যেখানে তুমি নিজের ঘরের অন্তর্দ্বন্দ্বই ঠিকমতো বিশ্লেষণ করতে পারছ না সেখানে তুমি কেমন করে সেই পর্যায়ে পৌছানোর আশা কর যেখানে বসে তুমি ভবিষ্যত নির্ধারণ এবং তা পরিচালনা করবে?"

মুখ টিপে হাসল এমারিল। অস্বাভাবিক, কারণ সে কখনো রসিকতা করে না বা হাসে না। "ডর্স, তুমি এমন একটা সমস্যার কথা তুললে যা আমরা মোটামুটি সমাধান করে ফেলেছি। বেশ কয়েক বছর আগেই হ্যারি নিজে সমীকরণগুলো তৈরি করেছে যা দিয়ে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বগুলো প্রকাশ করা যায় আর আমি গত বছরেই তা চূড়ান্ত করেছি।

"আমি দেখেছি যে সমীকরণগুলোকে পরিবর্তন করার উপায় আছে যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব কমানোর কৌশল পাওয়া যাবে। কিন্তু একদিকে দ্বন্দ্ব কমানোর অর্থ হচ্ছে আরেকদিকে বৃদ্ধি পাওয়া। দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট কোনো দলের ক্ষেত্রে কখনোই দ্বন্দ্ব পুরোপুরি কমে না বা পুরোপুরি বাড়ে না- অর্থাৎ যেখানে পুরনো সদস্যরা দল ত্যাগ করে না এবং নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি হয় না। ইলারের অনৈরাজ্যক সমীকরণ ব্যবহার করে আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে আমরা যে পদক্ষেপই নেই না কেন কথাটা সত্যি। হ্যারি এই সমীকরণের নাম দিয়েছে, 'দ্য ল অব কনজার্ভেশন অব পারসোন্যাল প্রব্লেমস্।'

"এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে সামাজিক গতিশীলতায়ও পদার্থ বিজ্ঞানের মতো কনজার্ভেশন ল কাজ করে এবং সত্যি কথা বলতে কি এই বিধিগুলো আমাদেরকে সাইকোহিস্টোরির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট কৌশল উদ্ভাবনের পথ দেখিয়েছে।"

"চমৎকার, কিন্তু যদি দেখা যায় যে কিছুই বদলায় নি, অর্থাৎ খারাপ যা কিছু ছিল তার সবই থেকে গেল, অর্থাৎ এম্পায়ার একভাবে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যভাবে তার পতন তরান্বিত করলে?

"অনেকেই এমন মতামত দিয়েছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি।"

"বেশ, এবারে বাস্তব সমস্যা নিয়ে কথা বলি। এমন কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব আছে যা হ্যারির জন্য হুমকি? আমি শারীরিক ক্ষতির কথা বলছি।"

"হ্যারির শারীরিক ক্ষতি? অসম্ভব। এটা তুমি ভাবলে কি করে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো এমন কেউ আছে যে হ্যারিকে ঘৃণা করে তার একরোখা, জেদী, আত্মকেন্দ্রিক স্বভাব এবং সকল কৃতিত্ব একা ভোগ করার মানসিকতার জন্য? অথবা এগুলোর কোনোটাই না শুধুমাত্র দীর্ঘদিন প্রজেক্টের নেতৃত্বে রয়েছে বলেই ঘৃণা করে?"

"কারো মুখে হ্যারির সম্বন্ধে এই ধরনের কোনো মন্তব্য কখনো শুনি নি।"

অসন্তুষ্ট দেখাল ডর্সকে। "এইসব কথা কেউ তোমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে বলে আমার মনে হয় না। যাই হোক, ইউগো, ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য এবং তোমার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য।"

তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল এমারিল। কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে, কিন্তু আবার কাজ শুরু করতেই জাগতিক সব সমস্যা মুছে গেল তার মন থেকে।

২০.

কাজ থেকে হ্যারি সেলডনের ছুটি নেয়ার একটা পথ হচ্ছে (সেরকম পথ মাত্র কয়েকটা) রাইখকে দেখতে যাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক বাইরে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে রাইখ। এই কাজটা তিনি করেন পালক পুত্রের প্রতি অসম্ভব স্নেহ থেকে। আরো অনেক কারণ আছে। রাইখ ভালো, যোগ্য, বাধ্য– কিন্তু সব ছাপিয়ে রয়েছে মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস অর্জন করার অদ্ভুত সেই ক্ষমতা।

ব্যাপারটা হ্যারি আবিষ্কার করেছেন যে যখন রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বারো বছরের কিশোর। কিভাবে যেন রাইখ তার আর ডর্সের মন জয় করে নেয়। হ্যারির মনে আছে রাইখ কিভাবে রিশেলির– ওয়ির প্রাক্তন মেয়র– মন জয় করে নিয়েছিল। হ্যারির মনে আছে জোরানিউম কিভাবে রাইখকে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসই তাকে ধ্বংস করে দেয়। এমনকি রাইখ কেমন করে যেন মানীলার মতো সুন্দরী একটা মেয়ের হৃদয় জয় করে নেয়। হ্যারি কখনোই রাইখের এই বিশেষ গুণটাকে বুঝতে পারেন নি কিন্তু পালক সন্তানের সাথে সময় কাটাতে তিনি অসম্ভব পছন্দ করেন।

স্বভাবসুলভ, "সব ভালো তো," বলতে বলতে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলেন তিনি।

রাইখ হলোগ্রাফিক ম্যাটেরিয়ালগুলো পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল। "সব ভালো, বাবা।"

"ওয়ানডার সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।"

"ওর মায়ের সাথে বাজারে গেছে।"

আরাম করে বসলেন সেলডন। হাসিমুখে তাকালেন স্তূপ করে রাখা রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালের দিকে। "বই এর কাজ কেমন এগোচ্ছে?"

"ভালোই। আমি হয়তো বেঁচে থাকব না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "কিন্তু এই প্রথম, ডাহ্‌লের সমস্যার প্রতি সরাসরি আলোকপাত করা হলো। ওই সেক্টর নিয়ে কেউ কখনো বই লেখে নি, কথাডা তোমার বিশ্বাস অয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন লক্ষ্য করেছেন, রাইখ যখনই তার হোম সেক্টর নিয়ে কথা বলে তখনই ডাহ্‌লাইট বাচনভঙ্গী আবার বেরিয়ে পড়ে।

"তুমি কেমন আছ, বাবা? উৎসবটা শেষ হয়েছে বলে নিশ্চয়ই খুশি?"

"ভীষণ খুশি। প্রতিটা মিনিট আমার জঘন্য লেগেছে।"

"কেউ বুঝতে পারে নি।"

"শোনো, আমি এক ধরনের মুখোশ পড়েছিলাম। চাই নি বাকী সবার আনন্দ মাটি হোক।"

"আর মা যখন তোমার পিছু পিছু প্যালেস গ্রাউণ্ডে ঢুকেছিল তখন নিশ্চয়ই ভীষণ রাগ করেছিলে। আমার পরিচিত সবাই ঘটনাটা জানে।"

"অবশ্যই রাগ করেছিলাম। তোমার মা, রাইখ, এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে চমৎকার মানুষ, কিন্তু তাকে কিছু বোঝানো অসম্ভব। সে হয়তো আমার পরিকল্পনাটা মাটি করে দিয়েছে।"

"কি পরিকল্পনা, বাবা?"

হেলান দিয়ে বসলেন সেলডন। যাকে তিনি বিশ্বাস করেন অথচ সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে কিছু জানে না তার সাথে কথা বলা সবসময়ই আনন্দদায়ক। "তোমার বাড়িটা শীল্ডেড?"

"সবসময়ই।"

"ভালো। আমি আসলে জেনারেলকে নতুন লাইনে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেছি।"

"কোন লাইনে?"

"কর ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের, এবং আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে নিখুঁত কর ব্যবস্থা তৈরির যতই চেষ্টা করব ততই সেটা জটিল, নিয়ন্ত্রণহীন, ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে, এক মাত্র উপায় হচ্ছে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ।"

"যুক্তি সঙ্গত কথা।"

"খানিকটা। কিন্তু আমাদের এই ছোট আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল হয়তো অতিসরলীকরণের চেষ্টা করবে। দুই ক্ষেত্রেই কর ব্যবস্থার কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত জটিল হলে জনগণ না বুঝেই অতি বিশাল এবং ব্যয়বহুল কর আদায়কারী সংস্থার কাছে অর্জিত সম্পদের একটা অংশ তুলে দেয়। অতি সরল হলে তারা সেটাকে পক্ষপাতমূলক মনে করে এবং ক্ষোভের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। সব চেয়ে সরল কর ব্যবস্থা হচ্ছে মাথাপিছু কর। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিককে সমান হারে কর দিতে হয়, কিন্তু এতে ধনী এবং গরীবকে একই পরিমাণ কর দিতে হয় বলে, এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা সহজেই নজরে পড়বে।"

"আর তুমি সেটা জেনারেলকে বুঝিয়ে বল নি?"

"আমি আসলে সুযোগ পাই নি।"

"তোমার কি মনে হয় জেনারেল এখন মাথাপিছু কর আরোপ করবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ধারণা করবে। যদি করে তাহলে কোনো না কোনোভাবে খবর ফাস হবে। আর দাঙ্গা বাধানোর জন্য তাই যথেষ্ট। সরকারের অবস্থান আরো নড়বড়ে হয়ে পড়বে।"

"আর তুমি উদ্দেশ্য নিয়েই কাজটা করেছ, তাই না, বাবা?"

"অবশ্যই।"

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল রাইখ। "আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, বাবা। ব্যক্তিগত জীবনে তুমি এম্পায়ারের আর দশটা মানুষের মতোই সহজ সরল। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় তুমি এমন পরিস্থিতি তৈরি করার পরিকল্পনা করছ যাতে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, সংঘাত আর ব্যাপক রক্তপাত ঘটবে। অনেক ক্ষতি হবে, বাবা, ব্যাপারটা তুমি ভেবে দেখেছ?"

বিষণ্ন সুরে জবাব দিলেন সেলডন। "এছাড়া অন্য কিছু ভাবি নি আমি, রাইখ। প্রথম যখন সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ শুরু করি তখন বিষয়টাকে একাডেমিক রিসার্চ ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। কখনোই মনে হয় নি একটা বৈজ্ঞানিক কৌশল হিসেবে এটা গড়ে উঠবে বা উঠলেও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু একটার পর একটা দশক যাচ্ছে আর আমরা অনেক কিছু শিখছি, তারপরই এটাকে প্রয়োগের আবশ্যিকতা দেখা দেয়।"

"যেন অনেক মানুষ মারা যায়?"

"না, যেন অল্প মানুষ মারা যায়। যদি আমাদের সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণ সঠিক হয়, তাহলে জান্তা আর কয়েক বছরের বেশী টিকবে না এবং অনেক উপায়েই এর পতন ঘটতে পারে। প্রতিটিই সম্যক সহিংস এবং ব্যাপক রক্তপাত ঘটাবে। এই পদ্ধতিতে– কর কৌশলে– তা হবে অন্যগুলোর চেয়ে অনেক শান্ত এবং রক্তপাতহীন যদি– আবারও বলছি– আমাদের বিশ্লেষণ সঠিক হয়।

"যদি না হয়, তখন?"

"সেক্ষেত্রে, আমরা জানি না কি ঘটবে। সাইকোহিস্টোরি সেই পর্যায়ে পৌছেছে যেখানে আমরা কৌশলটাকে ব্যবহার করতে পারব। অনেক বছর ধরেই আমরা সুযোগ খুঁজছিলাম। যে ঘটনাগুলোকে আমরা নিশ্চিত করেছি সেগুলো অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার। আসলে কর কৌশল হচ্ছে সর্বপ্রথম ব্যাপক সাইকোহিস্টোরিক এক্সপেরিম্যান্ট।"

"আমার কাছে ভীষণ সরল মনে হচ্ছে।"

"মোটেই না। সাইকোহিস্টোরি কি পরিমাণ জটিল তোমার কোনো ধারণাই নেই। মাথাপিছু কর নির্ধারণের কৌশল অতীতকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কখনোই জনপ্রিয় ছিল না এবং কোনো না কোনোভাবে জনগণকে প্রতিবাদী করে তুলত, কিন্তু তার ফলে কখনোই কোনো সরকারের সহিংস পতন ঘটে নি। হয় সরকারের দমননীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর অথবা মানুষ শান্তিপূর্ণ কোনো উপায়ে প্রতিবাদ জানাত। মাথাপিছু কর ব্যবস্থা যদি দুই একবারও সহিংস ঘটনার জন্ম দিত তাহলে কোনো সরকারই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করত না। সহিংস নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই বারবার পদ্ধতিটা প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু ট্র্যানটরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণে পরিষ্কার কিছু অস্থিতিশীলতা ফুটে উঠেছে, যার ফলে আমাদের মনে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে তীব্র আন্দোলন হবে এবং সরকারের দমননীতি হবে তুলনামূলকভাবে দুর্বল।"

রাইখের বলার ভঙ্গীতে সন্দেহ ফুটে উঠল। "আশা করি কাজ হবে, বাবা, কিন্তু তোমার কি মনে হয় না জেনারেল বলবে যে সে সাইকোহিস্টোরির ভিত্তিতে কাজ করেছে এবং নিজের সাথে সাথে তোমাকেও ধ্বংস করবে?"

"সম্ভবত জেনারেল আমাদের আলোচনা রেকর্ড করেছে, কিন্তু যদি প্রচার করে তাহলে সবাই দেখবে যে আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম যেন পরিস্থিতি আরো নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে– কিন্তু সে অনুরোধ রাখে নি।"

"মা এই ব্যাপারে কি ভাবছে?"

"তার সাথে আমি এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলি নি। এই মুহূর্তে সে অন্য কাজে ব্যস্ত।"

"তাই নাকি?"

"সে এখন প্রজেক্টের ভেতরেই ষড়যন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে– আমার বিরুদ্ধে। তার ধারনা প্রজেক্টের অনেকেই আমাকে অপসারণ করতে পারলে খুশী।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। "সম্ভবত আমিও তাদেরই একজন। প্রজেক্টের পরিচালকের পদ ছেড়ে দিয়ে সাইকোহিস্টোরির বিশাল দায়দায়িত্ব অন্যের কাঁধে তুলে দিতে পারলে বেঁচে যেতাম।"

"আসলে মাকে ওয়ানডার স্বপ্নটা এখনো ভাবাচ্ছে। জানই তো তোমার নিরাপত্তা নিয়ে মা কতখানি উদ্বিগ্ন থাকে। বাজী ধরে বলতে পারি তুমি মরে গেছ এমন একটা স্বপ্ন দেখলেও সে ভাবতে শুরু করবে যে তোমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে।"

"আশা করি তেমন স্বপ্ন কেউ দেখে নি।"

দুজনেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

২১.

ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফিকেশন এর ছোট ল্যাবরেটরির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম। কেন কম বসে বসে সেটা নিয়েই অলস চিন্তা করে সময় কাটাচ্ছে ডর্স। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ল্যাব এর একমাত্র কর্মীর হাতের কাজ শেষ হওয়ার জন্য।

মেয়েটাকে খুটিয়ে দেখছে ডর্স। হালকা পাতলা গড়ন, লম্বাটে মুখ। সুন্দরী নয়, পাতলা ঠোঁট, গর্তে ঢোকা চোয়াল, কিন্তু গভীর বাদামী চোখে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার দ্যুতি। ডেস্কের নেমপ্লেটে জ্বল জ্বল করছে : সিনডা মুনেই।

কাজ শেষ করে ডর্সের দিকে ফিরল সে। "মাফ করবেন, ড. ভেনাবিলি। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই এমনকি পরিচালকের স্ত্রীর জন্যও মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারি নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার জন্য কাজ বন্ধ করলেই বরং হতাশ হতাম। তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি।"

"শুনে খুশি হলাম। কে প্রশংসা করেছে?"

"অল্প কয়েকজন। শুনেছি তুমি প্রজেক্টের সবচেয়ে দক্ষ এবং মেধাবী ননম্যাথমেটিশিয়ান।"

মুখ বিকৃত করল মুনেই। "আমাদেরকে গণিতের জাত থেকে আলাদা করে রাখার একটা প্রবৃত্তি চলছে। আমার মতে, আমি দক্ষ এবং মেধাবী হলে এই প্রজেক্টেরই দক্ষ এবং মেধাবী সদস্য। ননম্যাথমেটিশিয়ান হওয়াতে কিছু যায় আসে না।"

"অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা, আমি একমত।– প্রজেক্টে তুমি কতদিন থেকে আছ?"

"আড়াই বছর। তার আগে স্ট্রিলিং এ রেডিয়্যাশনাল পদার্থ বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েশন করেছি, ওই সময়েই শিক্ষানবীশ হিসেবে প্রজেক্টে কয়েক বছর কাজ করেছিলাম।"

"শুনেছি প্রজেক্টে তুমি যথেষ্ট ভালো করেছ।"

"দুবার পদোন্নতি হয়েছে, ড. ভেনাবিলি।"

"এখানে তুমি কোনো সমস্যায় পড়েছ, ড. মুনেই?– তোমার মন্তব্য গোপন থাকবে।"

"কাজগুলো কঠিন, নিঃসন্দেহে, কিন্তু আপনি যদি সামাজিক সমস্যার কথা বুঝিয়ে থাকেন তাহলে আমার জবাব হচ্ছে না। অন্তত এমন বিশাল আর জটিল একটা প্রজেক্টে যা স্বাভাবিক তার বেশী কিছু না।"

"তোমার এই কথার অর্থ?"

"ছোটখাটো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক, আমরা সবাই মানুষ।"

"তেমন মারাত্মক কিছু না।"

মাথা নাড়ল মুনেই। "তেমন মারাত্মক কিছু না।"

"আমি আরো শুনেছি, ড. মুনেই, যে তুমি প্রাইম রেডিয়্যান্টের জন্য একটা যন্ত্র তৈরি করেছ। এই যন্ত্রটার জন্যই প্রাইম রেডিয়্যান্টে বিপুল পরিমাণ তথ্য ধারণ সম্ভব হয়েছে।"

উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুনেই এর মুখে। "আপনি শুনেছেন?– হ্যাঁ, ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার। ওই যন্ত্রটা আবিষ্কারের পরই প্রফেসর সেলডন এই ল্যাবরেটরি তৈরি করে আমাকে দায়িত্ব দেন।"

"অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে এতবড় একটা অগ্রগতির পরেও তুমি প্রজেক্টের আরো শীর্ষ পদ পাও নি কেন।"

"আসলে," বিব্রত ভঙ্গীতে জবাব দিল মুনেই, "পুরো কৃতিত্বটা আমি একা নিতে চাই না। আমার কাজটা ছিল একজন প্রকৌশলীর– তবে আমি মনে করি অত্যন্ত দক্ষ এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকৌশলী।"

"তোমার সাথে আর কে কাজ করেছে?"

"আপনি জানেন না? টামউইল ইলার। তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সে-ই তৈরি করে দিয়েছে। আমি ডিজাইন এবং মূল যন্ত্রটা তৈরি করেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার মানে পুরো কৃতিত্বটাই সে নিয়েছে, ড. মুনেই।"

"না। না। আপনার ধারণা ভুল। ড. ইলার সেই ধরনের মানুষ নন। আমি যতটুকু করেছি তার জন্য পুরো কৃতিত্ব আমাকে দিয়েছেন। তিনি যন্ত্রটার নাম দিতে চেয়েছিলেন আমাদের নামে– আমাদের দুজনের নামে। কিন্তু পারেন নি।"

"কেন?"

"প্রফেসর সেলডনের তৈরি করা নিয়ম। প্রতিটি যন্ত্র এবং সমীকরণ তাদের কার্যকারিতার ভিত্তিতে পরিচিত হবে, কারো ব্যক্তিগত নাম যুক্ত করা যাবে না– ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ এড়ানোর জন্য। তাই যন্ত্রটা শুধুই ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার। যখন একসাথে কাজ করেছি তখন যন্ত্রটার নাম আমাদের দুজনের নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছিলাম, বিশ্বাস করুন, ড. ভেনাবিলি, চমৎকার শোনাত। হয়তো একদিন প্রজেক্টের সদস্যরা নিজেদের নাম ব্যবহার করতে পারবে, আশা করি।"

"আমিও আশা করি। তোমার কথায় মনে হচ্ছে ড. ইলার চমৎকার একজন মানুষ।"

"নিঃসন্দেহে। তার সাথে কজা করে আনন্দ পাওয় যায়। এই মুহূর্তে আমি যন্ত্রটার উন্নত সংস্করণ তৈরির চেষ্টা করছি, যা হবে আরো বেশী শক্তিশালী কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না– অর্থাৎ যন্ত্রটা কি কাজে লাগবে। তিনি অবশ্য আমাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।"

"কেমন অগ্রগতি হচ্ছে?"

"ভালোই। সত্যি কথা বলতে কি ড. ইলারকে আমি একটা প্রোটোটাইপ তৈরি করে দিয়েছি। উনি সেটা পরীক্ষা করে দেখবেন। সব ঠিক থাকলে কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে যাব।"

"চমৎকার। যদি প্রফেসর সেলডন অবসর নেন এই প্রজেক্টের কি হবে। এই বিষয়ে তোমার কি ধারণা? যদি তাকে অবসর নিতেই হয়?"

অবাক হলো মুনেই। "প্রফেসর অবসরের কথা ভাবছেন?"

"আমি সেরকম কিছু শুনি নি। তোমার সামনে একটা হাইপোথিটিক্যাল সমস্যা তুলে ধরলাম। ধরা যাক তিনি অবসর নিলেন। তার যোগ্য উত্তরসূরি কে হবে? তোমার মুখে যা শুনলাম তাতে ধরে নিচ্ছি তুমি ড. ইলারকেই নতুন পরিচালক হিসেবে সমর্থন করবে।"

"হ্যাঁ," কষ্টকর দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর জবাব দিল মুনেই। "নতুনদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশী মেধাবী এবং আমি মনে করি এই প্রজেক্ট সে যোগ্যতার সাথে চালিয়ে নিতে পারবে। সমস্যা হলো, তার বয়স কম। পুরনো আর বৃদ্ধ অনেকেই আছে– তারা তরুণ একজনের নেতৃত্ব মেনে নেবে না।"

"পুরনোদের মাঝে বিশেষ কারো নাম বলতে পারবে? মনে রেখো তোমার বক্তব্য গোপন থাকবে।"

"হাতে গোনা কয়েকজন দায়িত্ব নেয়ার মতো যোগ্য, কিন্তু ড. এমারিল সবচেয়ে যোগ্য উত্তরসূরি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ি," ইউগো এমারিল বলল।

া। এই সপ্তাহে তোমাকে দুবার বিরক্ত

জন খুব একটা আসে না, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি ছুটি নেব কেন?"

"কারণ তোমাকে আমার মনে হচ্ছে ভীষণ ক্লান্ত।"

"তা খানিকটা ক্লান্ত তো বটেই। কিন্তু আমি কাজ ফেলে কোথাও যেতে চাই না।"

"তুমি কি এখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ক্লান্ত বোধ কর?"

"কিছুটা। বয়স হচ্ছে, ডর্স।"

"মাত্র উনপঞ্চাশ।"

"কম বলা যাবে না।"

"ঠিক আছে, বাদ দাও, ইউগো। হ্যারির কাজকর্ম কেমন চলছে? তুমি ওর সাথে দীর্ঘদিন থেকে আছ। ওর ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ বলতে পারবে না। এমনকি আমিও না। অন্তত ওর কাজের ব্যাপারে।"

"ভালোই কাজ করছে ডর্স। ওর কোনো পরিবর্তন আমার চোখে পরে নি। এই প্রজেক্টে তার মাথা এখনো সবচেয়ে তীক্ষ্ণ এবং দ্রুত কাজ করে। বয়স তার উপর কোনো প্রভাব ফেলে নি।"

"খুশির খবর। কিন্তু তার নিজের ধারণা তোমার মতো এতো ভালো না। বয়সটাকে সে ভালোভাবে নেয় নি। জন্মদিনের উৎসব পালনের জন্য তাকে রাজী করাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ভালো কথা, অনুষ্ঠানে তুমি ছিলে? আমি দেখি নি।"

"কিছুক্ষণের জন্য ছিলাম। কিন্তু তুমি তো জানই, এসব পার্টিফার্টি আমার ভালো লাগে না, অস্বস্তি বোধ করি।"

"তোমার কি মনে হয় হ্যারি শেষ হয়ে গেছে? আমি তার মেধা শক্তির কথা বলছি না। তার শারীরিক সামর্থ্যের কথা বলছি। সে কি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে– এতো ক্লান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না?"

অবাক হলো এমারিল। "ভেবে দেখি নি। হ্যারি ক্লান্ত হতে পারে এমনটা আমি কখনো কল্পনাও করি না।"

"হতেও তো পারে। আমার মনে হয় সে এখন তরুণ কারো হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার কথা প্রায়ই ভাবে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল এমারিল। ডর্স ঢোকার পর থেকেই একটা গ্রাফিক্স স্টাইলাস হাতে নিয়ে দোলাচ্ছিল। সেটা নামিয়ে রেখে বলল, "কি! হাস্যকর। অসম্ভব!"

"কি বলছ তুমি?"

"অবশ্যই। আমার সাথে আলোচনা না করে সে কখনোই এমন সিদ্ধান্ত নেবে না। কোনোদিন নেয় নি।"

"বোঝার চেষ্টা কর, ইউগো। হ্যারি নিঃশেষ হয়ে গেছে, যদিও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। যদি সে অবসর নেয়? প্রজেক্টের কি হবে? সাইকোহিস্টোরির কি হবে?"

সরু চোখে তাকাল এমারিল। "তুমি ঠাট্টা করছ, ডর্স?"

"না, আমি শুধু ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যারি অবসর নিলে আমি তার দায়িত্ব নেব। সে আর আমি এই প্রজেক্ট শুরু করেছি। তখন আর কেউ ছিল না। কেউ না। শুধু আমি আর সে। হ্যারির পরে সাইকোহিস্টোরির বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। অবাক লাগছে আমিই যে তার উত্তরসূরি এটা তোমার মাথায় আসে নি কেন।"

"আমার বা অন্য কারো মনে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তুমিই যোগ্য উত্তরসূরি কিন্তু তুমি কি দায়িত্ব নিতে চাও? হয়তো সাইকোহিস্টোরির সবই তুমি জান, কিন্তু বিশাল প্রজেক্টের রাজনীতি এবং জটিলতার মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাও তুমি, আসল কাজ বাদ দিয়ে? আসলে প্রজেক্টটাকে সুন্দরভাবে চালানোর চেষ্টাতেই শেষ হয়ে গেছে হ্যারি। তুমি কি সেই দায়িত্ব নিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, পারব এবং এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না আমি। শোন, ডর্স, তুমি কি এই কথাই বলতে এসেছ যে হ্যারি আমাকে বের করে দিতে চাইছে?"

"নিশ্চয়ই না! তুমি কেমন করে ভাবলে? হ্যারিকে কখনো দেখেছ বন্ধুদের ত্যাগ করতে?"

"বেশ, তাহলে এই আলোচনা বাদ। কিছু মনে করো না, ডর্স, আমার সত্যিই অনেক কাজ আছে।" অভদ্রের মতোই ডর্সের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার কাজে ডুবে গেল সে।

"নিশ্চয়ই। আমি তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না।"

৩.

"মা, ভেতরে এস," বলল রাইখ। "কোনো অসুবিধা নেই। মানীলা এবং ওয়ানডা বাইরে গেছে।"

ভেতরে ঢুকল ডর্স, সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রথমে ডানে এবং বামে তাকাল, তারপর বসে পড়ল সবচেয়ে কাছের চেয়ারটায়।

"ধন্যবাদ," বলল সে। কিছুক্ষণ নিরবে বসেই রইল, মনে হলো যেন পুরো এম্পায়ারের বোঝা তার কাঁধে চেপেছে।

অপেক্ষা করল রাইখ, তারপর বলল, "প্যালেস গ্রাউণ্ডে তোমার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয় নি। খুব কম মানুষের মা এমন সাহসী হয়।"

"ওই ব্যাপারে কথা বলতে আসি নি, রাইখ।"

"বল তাহলে– তোমার মুখ দেখে কখনো কিছু বোঝা যায় না, তবে এখন তোমাকে দেখাচ্ছে ভীষণ মনমরা। কেন?"

"ঠিকই বলেছ। সত্যি কথা বলতে কি মনমেজাজ ভীষণ খারাপ কারণ আমার মনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে অথচ তোমার বাবার সাথে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই। সে এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে চমৎকার মানুষ, কিন্তু তাকে কিছু বোঝানো অসম্ভব। সে কোনো আগ্রহ দেখাবে না। এক কথায় উড়িয়ে দেবে। বলবে এটা তার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমার অমূলক ভয়– এবং তাকে রক্ষা করার চেষ্টা।"

"শোনো, মা, বাবার নিরাপত্তা নিয়ে তুমি সবসময়ই অকারণ ভয় পাও। তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তা ভুলও তো হতে পারে।"

"ধন্যবাদ। ঠিক তোমার বাবার মতো করেই বলেছ। আরো হতাশ হলাম। পুরোপুরি হতাশ।"

"বেশ, সব খুলে বল। প্রথম থেকে।"

"ব্যাপারটা শুরু হয়েছে ওয়ানডার স্বপ্ন দিয়ে।"

"ওয়ানডার স্বপ্ন! মা! তোমার আসলেই এখন থামা উচিত। বুঝতে পারছি কেন বাবা তোমার কথা শুনতে চায় না, বাচ্চা একটা মেয়ের স্বপ্নকে তুমি ফুলিয়ে ফাপিয়ে বিশাল ব্যাপারে দাঁড় করাচ্ছ। হাস্যকর।"

"আমার মনে হয় না ওটা কোনো স্বপ্ন ছিল। আমার মনে হয় বাচ্চা মেয়েটা যে ঘটনাটাকে মনে করেছে স্বপ্ন বাস্তবে সেখানে সত্যিকারের দুজন মানুষ কথা বলছিল এবং সেই আলোচনাকেই সে তার দাদার মৃত্যু বিষয়ক ভেবে নেয়।"

"বেপরোয়া অনুমান। সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?"

"ধরে নাও যে সত্যি। যে কথাটা সে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে পেরেছে তা হলো, 'লেমনেড ডেথ।' ঠিক এটাই স্বপ্নে দেখল কেন? আসলে সে অন্য কোনো শব্দ শুনেছে এবং ছোট বুদ্ধিতে যতটুকু পেরেছে শব্দটা নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছে– সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে আসল শব্দটা কি ছিল?"

"আমি বলতে পারব না," জবাব দিল রাইখ, তার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

ব্যাপারটা ধরতে পারল ডর্স। "তোমার ধারণা এটাও আমার অসুস্থ কল্পনা। কিন্তু আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে এই প্রজেক্টেই হ্যারির বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে।"

"এই প্রজেক্টে? অসম্ভব, বাচ্চা একটা মেয়ের স্বপ্নকে গুরুত্ব দেয়ার মতোই অসম্ভব।"

"প্রতিটি বড় প্রজেক্টই ঈর্ষা, ক্ষোভ আর পেশাগত বিদ্বেষে জর্জরিত।"

"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা তো আর ষড়যন্ত্র নয়। বাবাকে খুন করার মতো কিছু নয়।"

"পরিমাণের পার্থক্য। হয়তো পার্থক্যটা খুব কম।"

"এই কথা তুমি কখনো বাবাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। আমাকেও না।" অস্থিরভাবে হেঁটে কামরার অপরপ্রান্তে চলে গেল রাইখ, আবার ফিরে এসে বলল, "আর তুমি এই ষড়যন্ত্রটা বের করার চেষ্টা করছ, তাই না?"

মাথা নাড়ল ডর্স।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এবং ব্যর্থ হয়েছ?"

আবারও মাথা নেড়ে জবাব দিল ডর্স।

"তোমার কি মনে হয় নি, মা, ব্যর্থ হয়েছ কারণ কোনো ষড়যন্ত্রই আসলে নেই?"

মাথা নাড়ল ডর্স। "এখন হয়তো ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু তাতে একটা ষড়যন্ত্র যে আছে আমার এই বিশ্বাস টলবে না। আমার মন বলছে।"

হেসে ফেলল রাইখ। "তোমার কথাটা আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতোই শোনাল, মা। তোমার কাছ থেকে, 'আমার মন বলছে,' এর চেয়ে আরো শক্ত মন্তব্য আশা করেছিলাম,

"একটা শব্দ আছে যা আমার মনে হয় বিকৃত করলে 'লেমনেড'-এর মতো শোনায়। 'লেম্যান-এইডেড।'"

"লেমনেইডেড? এটা আমার কী?"

"লেম্যান-এইডেড। দুটো শব্দ। লেম্যান হচ্ছে তারাই প্রজেক্টের গণিতবিদরা যাদেরকে ননম্যাথমেটিশিয়ান বলে।"

"তো?"

"ধরা যাক, কেউ একজন 'লেম্যান-এইডেড ডেথ'-এর কথা বলেছে যার অর্থ হ্যারিকে এমন এক উপায়ে খুন করা হবে যেখানে একাধিক ননম্যাথমেটিশিয়ান জড়িত থাকবে। এই শব্দটা হয়তো ওয়ানডার কানে 'লেমনেড ডেথ'-এর মতো শুনিয়েছে যেহেতু শব্দটা সে আগে শুনে নি আবার অন্যদিকে সে লেমনেড এর ভীষণ ভক্ত?"

"তুমি বলতে চাও যে সব জায়গা ছেড়ে তারা বাবার অফিসে বসেই কথা বলছিল– ভালো কথা, কতজন ছিল?"

"ওয়ানডা তার স্বপ্নের বর্ণনা দেয়ার সময় দুজনের কথা বলেছিল। আমার মতে দুজনের একজন জান্তার কর্ণেল হিন্ডার লিন। কেউ একজন তাকে প্রজেক্টে ঢোকার সুযোগ করে দেয় ওই সময়েই হ্যারিকে পথ থেকে সরানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিল তারা।"

"তোমার কল্পনা ক্রমেই আরো বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে, মা। কর্ণেল লিন এবং অন্য কেউ একজন বাবার অফিসেই খুনের পরিকল্পনা করছিল অথচ জানত না যে বাচ্চা একটা মেয়ে চেয়ারে লুকিয়ে তাদের আলোচনা শুনছে। তাই না?"

"মোটামুটি।"

"সেক্ষেত্রে, যদি তাদের আলোচনায় লেম্যানের উল্লেখ থাকে তাহলে কর্ণেল লিন-এর সাথের লোকটি সম্ভবত একজন গণিতবিদ।"

"সেরকমই মনে হচ্ছে।"

"পুরোপুরিই অসম্ভব। কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে কোন গণিতবিদকে সন্দেহ করছ? প্রজেক্টে পঞ্চাশজনের মতো আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয় নি। কয়েকজন গণিতবিদ আর কয়েকজন লেম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, কিন্তু কোনো সূত্র পাই নি। অবশ্য সরাসরি তো আর প্রশ্ন করা যায় না।"

"অর্থাৎ যাদের সাথে কথা বলেছ তাদের কেউই একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কোনো সূত্র তোমাকে দিতে পারে নি?"

"না।"

"অবাক হই নি। ওরা সেরকম কোনো পরিকল্পনা করে নি, কারণ,– "

"তোমার 'কারণটা' আমি জানি, রাইখ। তোমার কি মনে হয় যে মাত্র দুই একটা প্রশ্ন করলেই অপরাধীরা ভয় পেয়ে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেবে? বল প্রয়োগ করার কোনো উপায় ছিল না। গণিতবিদদের বিরক্ত করলে তোমার বাবা কি বলবে তুমি তো জানই।"

তারপর হঠাৎ কণ্ঠস্বরে জরুরী ভাব ফুটিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "রাইখ, এর মাঝে ইউগো এমারিলের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?"

"না। জানই তো, মানুষটা সামাজিক প্রাণী নয়। ওর কাছ থেকে সাইকোহিস্টোরি কেড়ে নাও, তাহলে একতাল শুকনো চামড়ার মতো পড়ে থাকবে।"

দৃশ্যটা কল্পনা করে মুখ বিকৃত করল ডর্স। "এই সপ্তাহে ওর সাথে দুবার কথা বলেছি। মনে হয়েছে কেমন যেন গুটিয়ে গেছে ও। ক্লান্ত বলছি না, কিন্তু জগৎ সংসারের কোনো খোঁজ খবরই নেই।"

"হ্যাঁ। ইউগো এমনই।"

"ওর অবস্থা কি এখন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে?"

কিছুক্ষণ ভাবল রাইখ। "হতে পারে। ওর বয়স হচ্ছে। আমাদের সবারই হচ্ছে।– শুধু তুমি বাদে, মা।"

"তুমি কি বলবে যে ইউগো তার সামর্থের সীমা পেরিয়ে গেছে এবং এখন খানিকটা ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে?"

"কে? ইউগো? ভারসাম্য হারানোর মতো কোনো কিছু নেই ওর। সাইকোহিস্টোরি নিয়ে ওকে থাকতে দাও, নীরবে বাকী জীবনটা পার করে দেবে?"

"আমার তা মনে হয় না। একটা বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহী– ভীষণ আগ্রহী। সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকারীত্ব।"

"কিসের উত্তরাধিকারীত্ব?"

"আমি তাকে বলেছিলাম তোমার বাবা হয়তো একদিন অবসর নেবে। তাতেই প্রকাশ পেল যে ইউগো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ– ভীষণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ– তার উত্তরসূরি হওয়ার জন্য।"

"অবাক হই নি। কেউই দ্বিমত করবে না যে ইউগোই অবশ্যম্ভাবী উত্তরসূরি। আমার বিশ্বাস বাবাও তাই মনে করে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাকে আমার ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় নি। সে ভেবেছিল আমি জানাতে এসেছি যে হ্যারি তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে। চিন্তা করতে পারো হ্যারিকে নিয়ে কেউ এমন ভাববে?"

"অদ্ভুত– " গভীর চিন্তা নিয়ে মায়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাইখ। তারপর বলল, "তুমি কি বলতে চাও যে ইউগোই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। বাবাকে হটিয়ে নিজেই দায়িত্ব নিতে চাইছে?"

"সেটা কি অসম্ভব?"

"হ্যাঁ, অসম্ভব। পুরোপুরি। ইউগোর সমস্যা হচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রম, আর কিছু না। সবসময় সমীকরণের দিকে তাকিয়ে থাকলে, সারাদিন আর অর্ধেক রাত, যে কেউ পাগল হয়ে যাবে।"

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল ডর্স। "ঠিকই বলেছ।"

অবাক হলো রাইখ, "কি ব্যাপার?"

"তোমার কথা শুনে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। হয়তো কাজ হবে।" আর কোনো কথা না বলে চলে গেল সে।

২৪.

AMARBOI.COM

হ্যারি সেলডনের সাথে কথা বলার সময় ডর্সের কণ্ঠের অসন্তুষ্টি গোপন থাকল না। "গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে চারদিন কাটিয়ে এলে। কোনো যোগাযোগ নেই আর এবারও তুমি আমাকে ফেলে একা গেছ।"

স্বামী স্ত্রী যার যার হলস্ক্রিনে পরস্পরের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যারি একটা গবেষণার কাজ শেষ করে এইমাত্র ইম্পেরিয়াল সেক্টরের গ্যালাকটিক লাইব্রেরী থেকে ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার খবর জানানোর জন্যই প্রজেক্ট অফিস থেকে ডর্সের সাথে যোগাযোগ করেছেন। রেগে গেলেও, ভাবলেন হ্যারি, ডর্সকে ভীষণ সুন্দর দেখায়। ইচ্ছে করছে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকে আদর করতে।

"ডর্স," শুরু করলেন তিনি, খানিকটা অনুনয়ের সুরে, "আমি একা যাই নি। অনেকেই ছিল সাথে। আর গ্যালাকটিক লাইব্রেরী অন্য সব জায়গার চেয়ে স্কলারদের জন্য অনেক বেশী নিরাপদ। এখন থেকে আমাকে প্রায়ই লাইব্রেরীতে যেতে হবে।"

"আর তুমি আমাকে না জানিয়েই যেতে থাকবে?"

"ডর্স, আমার নিরাপত্তা নিয়ে তোমার যে ভয় তার সাথে আমি সারাক্ষণ বাস করতে পারব না। এটাও চাই না যে তুমি আমার সাথে গিয়ে লাইব্রেরীয়ানদের বিরক্ত করে তোল। ওরা তো আর জান্তার সদস্য নয়। ওদেরকে আমার প্রয়োজন এবং ওদেরকে আমি রাগাতে চাই না। একটা কাজ অবশ্য করার কথা ভাবছি– আমরা– কাছাকাছি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেহারার গাম্ভীর্য দূর হলো ডর্সের। মাথা নেড়ে বিষয় পরিবর্তন করল, "তুমি কি জান গত কয়েকদিনে ইউগোর সাথে আমি দুবার কথা বলেছি?"

"চমৎকার। আমি খুশি হয়েছি। বাইরের পৃথিবীর সাথে ওর একটা যোগাযোগ থাকা দরকার।"

"হ্যাঁ, এখন আরো বেশী দরকার, কারণ ওর বোধহয় কিছু একটা হয়েছে। এতদিন যে ইউগো আমাদের সাথে ছিল সে আর এখন নেই। কেমন যেন অনিশ্চয়তায় ভোগে, নিজের ভেতরে গুটিয়ে গেছে আরো বেশী– সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার– একটা ক্ষেত্রে সে ভীষণ আবেগপ্রবণ– তোমার অবসরের পর তোমার পদে অধিষ্ঠিত হওয়া।"

"স্বাভাবিক ভাবেই আমার পরে সে-ই হবে প্রজেক্টের পরিচালক– যদি আমার আগেই মরে না যায়।"

"সে তোমার চেয়ে বেশীদিন বাঁচবে এটা তুমি আশা কর না?"

"আমার চেয়ে সে এগারো বছরের ছোট, কিন্তু পরিস্থিতির উত্থান পতন– "

"তুমি বুঝতে পেরেছ ইউগোর অবস্থা ভালো নয়। তাকে তোমার চেয়ে বয়স্ক দেখায়, এবং মনে হচ্ছে পরিবর্তনটা ইদানীং হয়েছে। সে কি অসুস্থ?"

"শারীরিকভাবে? আমার তা মনে হয় না। সে নিয়মিত চেকআপ করায়। যদিও স্বীকার করছি যে তাকে অনেক নিঃশেষিত দেখায়। তাকে আমি ছুটি নেয়ার কথা বলেছিলাম, কয়েক মাস– চাইলে সব সুযোগসুবিধাসহ এক বছরের। বলেছিলাম যেন ট্র্যানটর থেকে দূরে কোথাও চলে যায়, যেন প্রজেক্ট থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকতে পারে। জিটোরিন-এ যেতে পারত– খুব বেশী আলোকবর্ষ দূরে না। চমৎকার একটা রিসর্ট ওয়ার্ল্ড। খরচ নিয়েও ভাবতে হতো না।"

অধৈর্য ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল ডর্স। "নিশ্চয়ই সে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমিও বলেছিলাম কিন্তু এমন ভাব করল যেন ছুটি শব্দটার অর্থই সে জানে না। এক কথায় না করে দিল।"

"আমরা কি করতে পারি?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"একটু ভেবে দেখতে পারি। পঁচিশ বছর ধরে এই প্রজেক্টে কাজ করছে ইউগো। এতদিন কোনো সমস্যা হয় নি কিন্তু মনে হচ্ছে এখন হঠাৎ করেই সে অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে গেছে। বয়সের কারণে এটা হতে পারে না। এখনো পঞ্চাশই হয় নি।"

"তুমি কি অন্য কিছু সন্দেহ করছ?"

"হ্যাঁ। তুমি আর ইউগো তোমাদের প্রাইম রেডিয়্যান্টে কতদিন থেকে ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার ব্যবহার করছ?"

"প্রায় দুবছর– বেশীও হতে পারে।"

"আমার ধারণা যারা প্রাইম রেডিয়্যান্ট নিয়ে কাজ করে তারাই ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার নিয়ে কাজ করে।"

"ঠিক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ারে ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার কি ধরনের গ
সেলডন। “তেমন উল্লেখযোগ্য কো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫.

পুরনো সাংকেতিক ভঙ্গীতে দরজায় শব্দ করলেন হ্যারি সেলডন। চোখ তুলে তাকাল ইউগো এমারিল। "হ্যারি, তোমাকে দেখে ভালো লাগছে।"

"আসলে ঘন ঘন আসা উচিত। আগে তুমি আর আমি সারাক্ষণই এক সাথে থাকতাম। এখন শত শত মানুষের কথা চিন্তা করতে হয়– এখানে, সেখানে– সব জায়গাতে– আর ওরা তোমার আমার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খবর শুনেছ?"

"কোন খবর?"

"জান্ডা মাথাপিছু কর আরোপ করতে যাচ্ছে। ট্র্যানটর ভীশনে আগামীকাল ঘোষণা দেয়া হবে। এখন শুধু ট্র্যানটরে, আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোকে অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছুদিন। খানিকটা হতাশ হয়েছি। ভেবেছিলাম পুরো এম্পায়ারে একসাথে প্রয়োগ করা হবে। আমি অবশ্য জেনারেলকে সব বুঝিয়ে বলতে পারি নি।"

"ট্র্যানটরই যথেষ্ট। আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো বুঝবে যে তাদের পালা আসতে দেরী নেই।"

"কি ঘটে তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

"যা ঘটবে তা হলো ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ এবং দাঙ্গা, নতুন কর ব্যবস্থা কাজ শুরু করার আগেই।"

"তুমি নিশ্চিত?"

এমারিল সাথে সাথে প্রাইম রেডিয়্যান্ট চালু করে নির্দিষ্ট অংশটাকে পরিবর্ধিত করে তুলল। "নিজের চোখেই দেখ, হ্যারি। এই ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে না। বিদ্যমান নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই আমাদের প্রেডিকশন। যদি তা না ঘটে তাহলে ধরে নিতে হবে, যে সাইকোহিস্টোরি আমরা তৈরি করেছি সেটা ভুল, কিন্তু আমি তা মানি না।"

"আমি মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা করব," হাসিমুখে বললেন সেলডন। "তুমি কেমন আছ, ইউগো?"

"ভালো। যথেষ্ট ভালো।– তুমি কেমন আছ? শুনলাম অবসর নেয়ার কথা ভাবছ। ডর্সও একই কথা বলেছে।"

"ডর্সের কথায় কান দিও না। তার মাথায় একটা পোকা ঢুকেছে যে প্রজেক্টে একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।"

"কি বিপদ?"

"জিজ্ঞেস না করাই ভালো। তার সেই পুরনো রোগ।"

এমারিল বলল, "দেখলে তো, আমি একা বলে কত সুবিধা?" তারপর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "যদি অবসর নাও তাহলে ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি হবে?"

"তুমি দায়িত্ব নেবে। আর কি পরিকল্পনা থাকতে পারে?"

হাসি ফুটল এমারিলের মুখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬.

মূল ভবনের ছোট কনফারেন্স রুমে টামউইল ইলার দ্বিধান্বিত দৃষ্টি আর চেহারায় রাগ নিয়ে ডর্স ভেনাবিলির কথা শুনছে। অবশেষে প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করল সে, "অসম্ভব!"

চোয়ালে একবার হাত ঘষে সাবধানে বলতে লাগল সে, "আমি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করতে চাই নি, ড. ভেনাবিলি, কিন্তু আপনার মন্তব্য হাস্যকর– সঠিক হতে পারে না। এই সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টের কারো মনেই এধরনের ভয়ংকর পরিকল্পনা নেই। আপনার সন্দেহ অমূলক। থাকলে আমি বুঝতে পারতাম এবং অবশ্যই আপনাকে জানাতাম।"

"আমি জানি আছে," জেদী সুরে বলল ডর্স, "এবং আমি প্রমাণ বের করতে পারব।"

"জানি না আপনাকে অসন্তুষ্ট না করে এই কথাটা কিভাবে বলা যাবে ড. ভেনাবিলি, কিন্তু চতুর একজন মানুষ যদি কোনো কিছু প্রমাণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে সে যে কোনো এভিডেন্স যোগাড় করতে পারবে– অথবা ধরে নেবে যে এভিডেন্স সে পেয়েছে।"

"তোমার কি মনে হয় আমি আতংকিত হয়ে পড়েছি?"

"মাস্ট্রোর নিরাপত্তা নিয়ে আপনার যে বিবেচনা– এই কাজটাতে আমি সবসময়ই আপনার সাথে আছি– বলা যায় আপনি অনেকটা বাড়াবাড়ি করেন।"

ইলারের মন্তব্যটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল ডর্স। "একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছ। চতুর একজন মানুষ যে কোনো এভিডেন্স যোগাড় করে নিতে পারবে। যেমন, আমি তোমার বিরুদ্ধেও একটা অভিযোগ দাঁড় করাতে পারি।"

ইলারের দৃষ্টি বিস্ময়ে প্রশান্ত হয়ে গেল। "আমার বিরুদ্ধে? বলুন কি অভিযোগ দাঁড় করাবেন?"

"বলছি। জন্মদিনের উৎসবের পরিকল্পনা ছিল তোমার, তাই না?"

"আমি ভেবেছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু সন্দেহ নেই যে অন্যরাও ভেবেছিল। বয়স নিয়ে মাস্ট্রো যেভাবে বিষণ্ন হয়ে পড়েন, মনে হয়েছিল একটা উৎসবের মাধ্যমে তার মন ভালো করে দেয়া যাবে।"

"নিঃসন্দেহে, অন্য অনেকেই ভেবেছিল, কিন্তু তুমিই উদ্যোগী হয়ে মাঠে নামলে এবং আমার পুত্রবধূকেও প্রচণ্ড উৎসাহিত করে তোল। কিভাবে যেন তাকে একটা বিশাল উৎসব আয়োজনে রাজী করিয়ে ফেললে।"

"জানি না তাকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছি, করলেও কোনো ভুল হয়েছে কি?"

"উৎসব পালন করাতে কোনো ভুল হয় নি, কিন্তু ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী উৎসবের মাধ্যমে আমরা কি আসলে জান্তার কর্মকর্তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি নি যে হ্যারি সেলডন অসম্ভব জনপ্রিয় এবং তাদের জন্য হুমকি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার মাথায় এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা ছিল এটা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"আমি কেবল সম্ভাবনার কথা বলছি।– উৎসবের পরিকল্পনা করার সময় বলেছিলে মূল অফিস ভবন খালি করে ফেলতে হবে– "

"সাময়িকভাবে। কারণ ছিল।"

"– এবং কিছুদিনের জন্য সব কাজ বন্ধ থাকবে। ওই সময়ে আসলেই কেউ কাজ করে নি– ইউগো এমারিল ছাড়া।"

"মনে করেছিলাম উৎসবের আগে মাস্ট্রো একটু বিশ্রাম নিলে ভালো হবে। নিশ্চয়ই শুধু এই কারণে আপনি আমাকে অভিযুক্ত করতে পারবেন না।"

"কিন্তু তার অর্থ এই যে ফাঁকা অফিসে তুমি যে কারো সাথে আলোচনা করতে পারবে, কেউ জানবে না, কারণ অফিসগুলো ভালোমতোই শীল্ড করা।"

"অবশ্যই আলোচনা করেছি– আপনার পুত্রবধূর সাথে, ক্যাটারার এর সাথে, সাপ্লায়ার এর সাথে, আরো অনেকের সাথে। প্রয়োজন ছিল বলেই করেছি। আপনার কি মনে হয়?"

"এবং যাদের সাথে আলোচনা করেছ তাদের একজন যদি হয় জান্তার সদস্য?"

ইলারের চেহারা দেখে মনে হলো ডর্স তাকে কষে একটা চড় মেরেছে। "আমি মেনে নিতে পারলাম না, ড. ভেনাবিলি। আপনি আমাকে কি মনে করেন?"

সরাসরি জবাব দিল না ডর্স। বলল, "জেনারেল ট্যানারের সাথে মিটিং এর ব্যাপারে তুমি ড. সেলডনকে বলেছিলে– প্রচণ্ড আগ্রহের সাথেই বলেছিলে– যে তার বদলে তুমি নিজে যেতে চাও। কিন্তু ড. সেলডন রাজী হন নি, বরং বিরক্ত হয়েছিলেন। ঠিক এটাই তুমি চেয়েছিলে।"

ছোট একটুকরো নার্ভাস হাসি ফুটল ইলারের মুখে, "আপনাকে আমি সম্মান করি তারপরেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার কথাগুলো অহেতুক ভয় পাওয়া একজন মানুষের মতোই শোনাচ্ছে, ডক্টর।"

"তারপর উৎসবের পরে তুমিই পরামর্শ দিয়েছিলে যেন ড. সেলডনের সাথে আমরা আরো কয়েকজন ডোমস এজ হোটেলে যাই, তাই না?"

"হ্যাঁ, এবং আমার মনে আছে যে আপনি এটাকে একটা ভালো পরামর্শ বলে মন্তব্য করেছিলেন।"

"হয়তো জান্তাকে খেপিয়ে তোলার জন্যই পরামর্শটা দেয়া হয়েছিল যেহেতু পুরো প্রচেষ্টাই ছিল হ্যারির জনপ্রিয়তা ফুটিয়ে তোলা? হয়তো পরামর্শটা ছিল প্যালেস গ্রাউণ্ডে আমাকে ঢুকতে বাধ্য করার জন্য?"

"আমি আপনাকে থামাতে পারতাম?" তার অবিশ্বাসী মনোভাব এখন রাগে পরিণত হচ্ছে। "এই ব্যাপারে আপনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন।"

"এবং তুমি আশা করেছিলে যে প্যালেস গ্রাউণ্ডে ঢুকলেই জান্তা হ্যারির উপর আরো বেশী ক্ষিপ্ত হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু কেন, ড. ভেনাবিলি? কেন আমি এমন করব?"

"ড. সেলডনকে অপসারণের জন্য। তাকে হটিয়ে প্রজেক্ট পরিচালকের পদ দখল করার জন্য।"

"এই কথা আপনি ভাবলেন কেমন করে? বিশ্বাস হচ্ছে না যে আপনি সত্যি সিরিয়াস। আসলে আলোচনার শুরুতে যা বলেছিলেন ঠিক তাই করছেন– আমাকে দেখাতে চাইছেন যে একজন চতুর মানুষ কারো বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগার করতে চাইলে কি না করতে পারে।"

"ঠিক আছে, অন্য বিষয়ে কথা বলা যাক। আমি বলেছি যে ফাঁকা অফিসে জান্তার কোনো এক সদস্যের সাথে গোপন শলাপরামর্শ করার সুযোগ ছিল তোমার।"

"কথাটা অস্বীকার করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।"

"কিন্তু তোমাদের আলোচনা কেউ একজন শুনে ফেলে। বাচ্চা একটা মেয়ে ওই কক্ষেরই একটা চেয়ারে শুয়েছিল, তোমরা দেখতে পাও নি। সে তোমাদের সব কথা শুনে ফেলে।"

ভুরু কোঁচকালো ইলার। "কি শুনেছে?"

"তার বক্তব্য অনুযায়ী দুজন মানুষ কারো মৃত্যু নিয়ে কথা বলছিল। বাচ্চা বলেই বিস্তারিত সব বলতে পারে নি, কিন্তু দুটো শব্দ তার মনে গেঁথে যায়, আর তা হলো, 'লেমনেড ডেথ।'"

"এখন মনে হচ্ছে আপনার কল্পনা– মন্তব্যের জন্য ক্ষমা করবেন– পাগলামীতে পরিণত হচ্ছে। 'লেমনেড ডেথ' কথাটার অর্থ কি আর এর সাথে আমার কি সম্পর্ক?"

"আমার প্রথম চিন্তা ছিল কথাটার কোনো অর্থ নেই। বাচ্চা মেয়েটা লেমনেডের ভীষণ ভক্ত, অনুষ্ঠানেও প্রচুর পরিমাণে ছিল, কিন্তু তাতে বিষ মেশানো হয় নি।"

"কিছুটা সুস্থতার পরিচয় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

"তারপর আমি বুঝতে পারি বাচ্চা মেয়েটা আসলে অন্যকিছু শুনেছিল কিন্তু যেহেতু তার ভাষাজ্ঞান এখনো গড়ে উঠেনি এবং পানীয়টা তার অসম্ভব প্রিয়, সে শব্দটাকে বিকৃত করে 'লেমনেড' মনে করে নেয়।"

"আর আপনি মূল শব্দটাও আবিষ্কার করেছেন? নাক মুখ কুঁচকে ইলার বলল।

"আমার মনে হতে থাকে শব্দটা লেম্যান-এইডেড-ডেথ হতে পারে।"

"অর্থ কি?"

"লেম্যান– বা ননম্যাথমেটিশিয়ান দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড।"

কথা থামিয়ে ভুরু কুঁচকাল ডর্স। হাত দিয়ে বুক খামচে ধরল।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল ইলার। "কি হয়েছে, ড. ভেনাবিলি।"

"কিছু না," জবাব দিল ডর্স। মনে হলো ঝাঁকুনি দিয়ে অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কথা বলছে না।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল ইলার। তার চেহারায় হাসি খুশি ভাবটা নেই আর এখন। বলল, "আপনার কথাবার্তা, ড. ভেনাবিলি, ক্রমেই আরো বেশী অর্থহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠছে এবং– আপনি রাগ করলেও কিছু আসে যায় না, আমি শুনতে শুনতে ক্লান্ত বোধ করছি। আলোচনাটা কি এবার শেষ করা যায়?”

“প্রায় শেষ, ড. ইলার। লেম্যান-এইডেড হয়তো আসলেই অর্থহীন। আমি নিজেও ভেবেছি। –ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার তৈরিতে তোমার আংশিক অবদান আছে।”

বুক চিতিয়ে গর্বের সাথে জবাব দিল ইলার, “পুরো অবদানই আমার।”

“নিশ্চয়ই পুরোটা নয়। আমি জানি সিনডা মুনেই যন্ত্রটার ডিজাইন তৈরি করেছে।”

“শুধুই ডিজাইন। তাও আবার আমার নির্দেশ অনুযায়ী।”

“লেম্যান। ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার হচ্ছে একটা লেম্যান এইডেড ডিভাইস।”

“শব্দটা আমি আর শুনতে চাই না। আরেকবার বললে আলোচনা এখানেই শেষ।”

ডর্স থামল না, মনে হলো ইলারের হুমকী শুনতেই পায় নি। “এখন তাকে কৃতিত্ব দিচ্ছ না কিন্তু সামনাসামনি ঠিকই দিয়েছিলে– সম্ভবত তাকে কাজে আগ্রহী করে তোলার জন্য। এমনকি তুমি নাকি যন্ত্রটার নাম তোমার আর তার নামের সাথে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলে। কিন্তু লাভ হয় নি।”

“অবশ্যই। যন্ত্রটার নাম ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার।”

“সিনডা এই কথাও বলেছে যে এখন যন্ত্রটার আরো উন্নত ডিজাইন নিয়ে কাজ করছে সে– এবং পরীক্ষা করার জন্য তোমাকে একটা প্রোটো-টাইপও তৈরি করে দিয়েছে।”

“এসব কথা আসছে কেন?”

“যেহেতু ড. সেলডন এবং ড. এমেরিল ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার নিয়ে কাজ করেন, সেহেতু তাদের প্রাণশক্তি কেমন যেন নিঃশেষিত হয়ে পড়ছে। ইউগো বেশী সময় এই যন্ত্র নিয়ে কাজ করে বলে ক্ষতিটা তারই হচ্ছে বেশি।”

“ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার কোনো ভাবেই মানুষের ক্ষতি করে না।”

মুখ বিকৃত করে কপালে হাত রাখল ডর্স। “আর এখন তুমি আরো শক্তিশালী ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার তৈরি করেছ যা ক্ষতি করবে আরো বেশী, ধীরে ধীরে না করে দ্রুত খুন করবে।”

“পাগলের প্রলাপ।”

“এবার যন্ত্রের নামের ব্যাপারে আসা যাক, যে নাম সিনডার মতে শুধু তুমিই ব্যবহার করতে। আমার মতে সেটা হচ্ছে ইলার-মুনেই ক্ল্যারিফায়ার।”

“আমার মনে পড়ছে না।” অস্বস্তির সাথে জবাব দিল ইলার।

“অবশ্যই মনে পড়ছে। আর নতুন শক্তিশালী ইলার-মুনেই ক্ল্যারিফায়ার দিয়ে এমন ভাবে খুন করা যাবে যে কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না– সবাই ধরে নেবে নতুন অপরিক্ষীত যন্ত্র ব্যবহারের দুর্ঘটনা। এটা হবে ‘ইলার-মুনেই ডেথ’ আর বাচ্চা মেয়েটা শুনেছে ‘লেমনেড ডেথ’।”

ডর্সের দুই হাত দেহের দুপাশে অসহায়ের মতো ঝুলে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি অসুস্থ, ড. ভেনাবিলি।" নরম সুরে বলল ইলার।

"আমার কিছু হয় নি। যা বলেছি তা সঠিক?"

"দেখুন, আপনি কোন শব্দকে বিকৃত করে লেমনেড বলছেন সেটা কোনো ব্যাপার নয়। বাচ্চা মেয়েটা কি শুনেছে কে জানে? কিন্তু সব কিছুর মূলে আসছে ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার। আমাকে আদালতে নিয়ে যান অথবা বিশেষজ্ঞদের তদন্ত কমিটি তৈরি করুন– তারা ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ারের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখুক, এমনকি অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন যন্ত্রটাও মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।"

"আমি বিশ্বাস করি না," বিড়বিড় করে বলল ডর্স। হাত আবার কপালে রেখেছে, চোখ বন্ধ। কিছুটা টলছে।

"কোনো সন্দেহ নেই আপনি অসুস্থ, ড. ভেনাবিলি। তার মানে হয়তো এবার আমার বলার পালা। বলব?"

ডর্স চোখ খুলে শুধু তাকিয়েই রইল।

"আপনার মৌনতাকেই সম্মতি বলে ধরে নিলাম, ডক্টর। ড. সেলডন এবং ড. এমারিলকে হটিয়ে প্রজেক্ট পরিচালকের পদ দখল করার চেষ্টা করে কি হবে? আপনি আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবেন এবং আপনার ধারণা এই মুহূর্তেও তাই করছেন। আবার আমি দুই মহামানবকে সরিয়ে শীর্ষ পদটা দখল করলেই বা কি হতো, আপনি আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। আপনি অস্বাভাবিক এক মহিলা– শক্তিশালী এবং অবিশ্বাস্য রকম গতিশীল– এবং যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন, মাস্ট্রো নিরাপদ।"

"হ্যাঁ।"

"জান্তার সদস্যকে আমি এই কথাগুলো বলেছি।– কেন তারা প্রজেক্টের ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলে না? ওরা সাইকোহিস্টোরির প্রতি আগ্রহী। হতেই হবে। আপনার ব্যাপারে যা বলেছি তার কিছুই বিশ্বাস করে নি– প্যালেস গ্রাউণ্ডে আপনার অভিযানের আগ পর্যন্ত। তারপর ওরা বিশ্বাস করে এবং আমার পরিকল্পনা মেনে নেয়।"

"এই তো আসল কথায় এসেছ," দুর্বল সুরে বলল ডর্স।

"আপনাকে বলেছি ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার মানুষের ক্ষতি করে না। আসলেই করে না। এমারিল এবং আপনার প্রিয় হ্যারি বুড়ো হয়েছে– যদিও আপনি মানতে চান না। তাতে কি। ওরা সবল– পুরোপুরি মানুষ। জৈবিক বস্তুর উপর ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার কোনো প্রভাব ফেলে না কিন্তু ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক যন্ত্রপাতির মারাত্মক ক্ষতি করে, যদি এমন এক মানুষের কথা কল্পনা করা যায় যা ধাতু এবং ইলেক্ট্রনিক্স দিয়ে তৈরি, তখন তারও ক্ষতি হতে পারে। এধরনের কৃত্রিম মানুষের অনেক গল্প শোনা যায়। এই গল্পগুলোই মাইকোজেনিয়ানদের ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি এবং এই বস্তুটাকে ওরা বলে 'রোবট।' যদি রোবট বলে বাস্তবিকই কিছু থাকে তাহলে সেটা হবে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, গতিশীল, অস্বাভাবিক কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণাবলী থাকবে, সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মাঝে যে গুণাবলীগুলো আছে, ড. ভেনাবিলি। শক্তিশালী ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার দিয়ে তেমন একটা রোবট থামানো যাবে, আহত করা যাবে, পুরোপুরি ধ্বংস করা যাবে। আমার কাছে ঠিক সেরকমই একটা ইলেক্ট্রো-ক্ল্যারিফায়ার আছে যা আপনি আসার পর থেকেই অল্পমাত্রার শক্তিতে চলছে। তাই আপনি অসুস্থ বোধ করছেন, ড. ভেনাবিলি– এবং সম্ভবত আপনার অস্তিত্বে এই প্রথমবার।"

কিছু বলল না ডর্স, শুধু মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে বসল চেয়ারে।

হাসিমুখে আবার শুরু করল ইলার, "আপনি চলে গেলে মাস্ট্রো আর এমারিল কোনো সমস্যাই না। সত্যি কথা বলতে কি মনের দুঃখে মাস্ট্রো হয়তো নিজেই পদত্যাগ করবেন। আর এমারিল তো শিশু। দুজনের কাউকেই খুন করতে হবে না। এতদিন পরে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কেমন লাগছে ড. ভেনাবিলি? এতদিন কেউ আপনাকে চিনতে পারে নি এটা সত্যিই বিস্ময়কর। স্বীকার করতেই হবে যে আপনি বেশ চতুর। কিন্তু আমিও বুদ্ধিমান গণিতবিদ, পর্যবেক্ষক, চিন্তাবিদ, যোগবিয়োগের খেলায় পারদর্শী। অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ আপনার অতি মানবিক ক্ষমতা প্রকাশ না করলে আমিও ধরতে পারতাম না।

"বিদায়, ড. ভেনাবিলি। যন্ত্রটাকে পুরোমাত্রায় চালু করে দিলেই আপনার খেলা শেষ।"

অবশিষ্ট শক্তি একত্রিত করে উঠে দাঁড়াল ডর্স। জড়ানো গলায় বলল, "হয়তো তুমি যা ভাবছ আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তার চেয়েও নিখুঁত" তারপর একটা অস্ফুট শব্দ করে ইলারের উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ইলার। কিন্তু তার আগেই আঘাত করল ডর্স। বিদ্যুৎ বেগে হাত চালাল গলা লক্ষ্য করে। সাথে সাথে মারা গেল ইলার।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ডর্স। হোঁচট খেতে খেতে এগোল দরজার দিকে। হ্যারির কাছে যেতে হবে। জানাতে হবে কি ঘটেছে।

২৭.

প্রচণ্ড আতংক নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হ্যারি সেলডন। ডর্সকে এই অবস্থায় কখনো দেখেন নি, তার মুখ বিকৃত হয়ে আছে, দেহ বাকা, হাঁটার সময় মাতালের মতো টলছে।

"ডর্স। কি হয়েছে!"

ছুটে গিয়ে ডর্সের কোমড় জড়িয়ে ধরলেন তিনি, তার হাতের উপর এলিয়ে পড়ল ডর্স। তাকে পাঁজাকোলা করে তুললেন (ডর্সের ওজন গড় পরতা মেয়েদের তুলনায় বেশী, কিন্তু সেলডন খেয়াল করলেন না) বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন।

খুলে বলল ডর্স, হাসফাস করতে করতে, মাঝে মাঝেই তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর তাকে জড়িয়ে ধরে শুনলেন সেলডন, জোর করে যা ঘটেছে তা নিজেকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছেন।

"ইলার মারা গেছে," ডর্স বলল। "শেষ পর্যন্ত আমি মানুষ খুন করলাম– প্রথমবার– আরো খারাপ হলো।"

"তোমার ড্যামেজ কত খারাপ, ডর্স?"

"খারাপ। ইলার যন্ত্রটা চালু করে দিয়েছিল– পুরো মাত্রায়– আমি যখন ওর উপর ঝাপিয়ে পড়ি।"

"তোমাকে রিঅ্যাডজাস্ট করা যাবে।"

"কিভাবে? ট্র্যানটরে– কেউ নেই– যে জানে কিভাবে। আমার ডানীলকে দরকার।"

ডানীল। ডেমারজেল। হ্যারি সেলডন ঠিকই জানতেন। তার বন্ধু– একটা রোবট– তাকে একজন রক্ষাকারী দিয়ে গেছে– একটা রোবট– সাইকোহিস্টোরি এবং ফাউণ্ডেশন যেন বিজ হতে অঙ্কুরোদগমের সুযোগ পায়। সমস্যা ছিল একটাই, হ্যারি সেলডন তার রক্ষাকারীকে ভালোবেসে ফেলেন– একটা রোবটকে। এখন সব বুঝতে পারছেন। সব সন্দেহ আর প্রশ্নের জবাব তিনি পেয়ে গেছেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি শুধু ডর্সকে চান।

"তোমাকে এভাবে শেষ হয়ে যেতে দেব না।"

"কোনো উপায় নেই।" দৃষ্টি মেলে সেলডনের দিকে তাকাল ডর্স। "অবশ্যই। তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ– ভাইটালপয়েন্ট–এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?"

সেলডন পরিষ্কার কিছু দেখতে পারছেন না। চোখে কি যেন হয়েছে। "আমাকে নিয়ে ভেবো না। তোমার কথা ভাব– তোমার কথা– "

"না। তুমি, হ্যারি। মানীলাকে বলবে– মানীলা– আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। সে আমার চেয়ে ভালো। ওয়ানডাকে বুঝিয়ে বলবে। তুমি আর রাইখ– দুজন দুজনকে দেখবে।"

"না, না, না।" সেলডন বারবার মাথা সামনে পিছনে ঝাঁকাচ্ছেন। "তুমি এমন করতে পারো না। সহ্য কর, ডর্স। প্লীজ, প্লীজ।"

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল ডর্স, তারচেয়েও দুর্বলভাবে হাসল। "বিদায়, হ্যারি। মনে রেখো– আমার জন্য যা করেছ।"

"আমি তোমার জন্য কিছুই করি নি।"

"তুমি আমাকে ভালোবেসেছ আর তোমার ভালোবাসা আমাকে করেছে– মানুষ।"

ডর্সের চোখ খোলাই রইল কিন্তু তার সকল কর্মক্ষমতা থেমে গেছে।

ঝড়ের বেগে সেলডনের অফিসে ঢুকল ইউগো। "হ্যারি, দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও দ্রুত এবং ভয়াবহ– "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর ডর্স এবং সেলডনের দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

প্রচণ্ড শোক নিয়ে মাথা তুললেন সেলডন, "দাঙ্গা। এখন আর দাঙ্গা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে?– এখন আর অন্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পর্ব : ওয়ানডা সেলডন

সেলডন, ওয়ানডা– ... জীবনের শেষ নিঃসঙ্গ বছরগুলোতে হ্যারি সেলডন তার নাতনী ওয়ানডা সেলডনের সাথেই বেশী ঘনিষ্ঠ (আসলে পুরোপুরি নির্ভরশীল) হয়ে পড়েন। ছোট বেলাতেই বাবা মাকে হারিয়ে ওয়ানডা সেলডন তার পিতামহ হ্যারি সেলডনের সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে নিজের বাকী জীবনটা উৎসর্গ করে দেয়, ইউগো এমারিলের মৃত্যুর পর যে শূন্যস্থান তৈরি হয় তা পূরণ করে সে... সাইকোহিস্টোরি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওয়ানডা সেলডনের মূল দায়িত্ব কি ছিল তার পুরোটাই রহস্যাবৃত কারণ সে গবেষণা করত পুরোপুরি একা। মাত্র যে দুজন ব্যক্তি তার গবেষণাগারে প্রবেশ করতে পারত তারা হলেন হ্যারি নিজে এবং স্ট্যাটিন পালভার (তারই এক বংশধর প্রীম পালভারের হাতে চারশ বছর পরে মহাবিপর্যয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে ট্র্যানটরের পুনর্জন্ম হয় [৩০০ এফ. ই.]) ...
যদিও ফাউণ্ডেশনে ওয়ানডা সেলডনের অবদানের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা ছিল অত্যন্ত বড় মাপের...

এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা

AMARBOI.COM

১.

হেঁটে গ্যালাকটিক লাইব্রেরিতে প্রবেশ করলেন হ্যারি সেলডন (এখন আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না, একটু খোঁড়ান)। তার লক্ষ্য দেয়াল ঘেষে দাঁড় করানো স্কিটারগুলো। এই বিশাল কমপ্লেক্সের অন্তহীন করিডোরে চলাচলের জন্য এই বাহনগুলো ব্যবহার হয়।

তিন তরুণকে দেখে একটু থামলেন। তিনজনই গ্যালকটোগ্রাফে পুরো গ্যালাক্সির ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি তৈরি করে বসে আছে। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি গ্রহ ডানদিক থেকে কেন্দ্রকে আবর্তন করছে।

যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখান থেকেই দেখতে পেলেন সীমান্তের এ্যানাক্রিয়ন প্রদেশ উজ্জ্বল লাল বর্ণে জ্বল জ্বল করছে। এই প্রদেশ গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ঐতিহ্য বা ধন সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ নয় বরং প্রসিদ্ধ ট্র্যানটর থেকে দূরত্বের কারণে। প্রায় দশ হাজার পারসেক দূরে।

কৌতূহলের বশেই, তিনজনের কাছাকাছি একটা কম্পিউটার কনসোলের সামনে বসে পড়লেন সেলডন, কম্পিউটারে র‍্যানডম সার্চ শুরু করলেন যা তিনি জানেন যে শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। তার মন বলছে এ্যানাক্রিয়নের প্রতি এই প্রবল আগ্রহের কারণ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক– গ্যালাক্সিতে অবস্থানের কারণেই এই প্রদেশ বর্তমান ইম্পেরিয়াল শাসনের সবচেয়ে দুর্বল অংশে পরিণত হয়েছে। তার দৃষ্টি স্ক্রীণের উপর কিন্তু কান খাড়া করে শুনছেন তাদের আলোচনা। লাইব্রেরীতে রাজনৈতিক আলোচনা শোনা যায় না। কারণ তা নিষিদ্ধ।

তিনজনের একজনকেও চেনেন না সেলডন। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। হাতে গোনা যে দুএকজন নিয়মিত এখানে আসে তাদের অনেককেই চেহারায় চেনেন– দুএকজনের সাথে কথাও বলেছেন– কিন্তু লাইব্রেরী সব নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। যোগ্যতার কোনো ব্যাপার নেই। যে কেউই আসতে পারে এবং সুযোগ সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নির্বাচিত কয়েকজন, যেমন সেলডন, এখানে নিজেদের দোকান সাজিয়ে বসার অনুমতি পান। একটা অফিস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এখানে সেলডনকে এবং তিনি লাইব্রেরীর সকল সুযোগ সুবিধা ইচ্ছেমাফিক ব্যবহার করতে পারেন।)

তিনজনের একজন (যথার্থ কারণেই সেলডন তার নাম দিয়েছেন সাড়াশি নাক) নিচু আর্তস্বরে কথা বলছে।

"বাদ দাও," সে বলল। "বাদ দাও। এই প্রদেশ ধরে রাখার জন্য পুরো একটা সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রাখতে হচ্ছে। সফল হলেই বা কি লাভ। সেনাবাহিনী যতদিন থাকবে ততদিন সব ঠিক, সেনাবাহিনী চলে আসলে অবস্থা আবার আগের মতো।"

কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সেলডন বুঝতে পারলেন। খবরটা তিনদিন আগে ট্র্যানটর ভীশনে প্রচার করা হয়। এ্যানাক্রিয়নের বেয়ারা গভর্নরকে শায়েস্তা করার জন্য শক্তি প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। সেলডনের নিজস্ব সাইকোহিস্টোরিক্যাল অ্যানালাইসিস প্রমাণ করেছে যে তা হবে একটা অর্থহীন পদক্ষেপ। কিন্তু সরকার যখন আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে তখন আর যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। সাড়াশি নাকের মুখে নিজের মনের কথা শুনে আপন মনেই হাসলেন তিনি– আর তরুণ কথাগুলো বলেছে সাইকোহিস্টোরির সাহায্য ছাড়াই।

সাড়াশি নাক এখনো কথা বলছে। "এ্যানাক্রিয়ন ছেড়ে দিলে কি ক্ষতি হবে? গ্রহটা তারপরেও ওখানেই থাকবে সবসময় যেখানে ছিল, এম্পায়ারের শেষ প্রান্তে। কেউ তুলে ওটাকে এ্যান্ড্রোমিডায় রেখে আসতে পারবে না, পারবে? কাজেই আমাদের সাথে তার বাণিজ্য করতেই হবে। ওরা সম্রাটকে সম্মান করল কি করল না তাতে কি আসে যায়? পার্থক্যটা কখনোই বলা যাবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় ব্যক্তি, আরো যথার্থ কারণে সেলডন যার নাম দিয়েছেন টেকো, বলল, "একটাতে তো শেষ হবে না। এ্যানাক্রিয়ন ছেড়ে দিলে অন্য সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো ছেড়ে দিতে হবে। ভেঙ্গে যাবে এম্পায়ার।"

"তাতে কি?" প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল সাড়াশি নাক। "এম্পায়ার আর কখনোই কোনোভাবেই আকাঙ্ক্ষিত পথে চলতে পারবে না। এর আয়তন অতি বিশাল। কাজেই সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো ছেড়ে দেয়াই ভালো– পারলে নিজেদের ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করুক। ইনার ওয়ার্ল্ডগুলো তারপরেও শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত থাকবে। সীমান্তের প্রদেশগুলো রাজনৈতিক ভাবে না হলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের দখলে থাকবে ঠিকই।"

এবার তৃতীয় ব্যক্তি (গোলাপি গাল) বলল, "আশা করি তোমার কথাই ঠিক কিন্তু আমার মতে ঘটনা সেভাবে এগোবে না। যদি সীমান্তের প্রদেশগুলো স্বাধীনতা পেয়ে যায় তারা প্রথম যে কাজটা করবে তা হলো নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা। এবং সেজন্য প্রতিবেশীদের উপর চড়াও হবে। সীমা ছাড়িয়ে যাবে যুদ্ধ আর রক্তপাত, সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখবে প্রত্যেক গভর্নর। অবস্থা দাঁড়াবে কিংডম অব ট্র্যানটরের পূর্ববর্তী বর্বর যুগের মতো– যে বর্বর যুগের স্থায়িত্ব হবে হাজার হাজার বছর।"

টেকো বলল, "নিশ্চয়ই পরিস্থিতি এত খারাপ হবে না। এম্পায়ার হয়তো ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু দ্রুত আবার একত্রিত হবে যখন জনগণ বুঝতে পারবে যে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানেই যুদ্ধ আর প্রাণহানি। অবিচ্ছিন্ন এম্পায়ারের স্বর্ণালী দিনগুলোর কথা মনে করেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো আর বর্বর নই। কোনো না কোনো পথ ঠিকই পাওয়া যাবে।"

"নিঃসন্দেহে।" বলল সাড়াশি নাক। "মনে রাখতে হবে যে এম্পায়ার শুরু থেকেই বারবার ক্রাইসিসের মুখে পড়েছে আর বারবারই তা সামাল দিতে পেরেছে।"

কিন্তু গোলাপি গাল মাথা নেড়ে বলল, "এটা শুধু নতুন একটা ক্রাইসিস নয় বরং আরো খারাপ। কয়েক প্রজন্ম আগেই এম্পায়ারে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। জান্তার দশ বছরের শাসনে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে পুরোপুরি, জান্তার পতনের পর নতুন সম্রাটের আমলে এম্পায়ার এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে পেরিফেরির গভর্নরদের কিছুই করতে হবে না, নিজের ওজনেই মুখ থুবড়ে পড়বে।"

"কিন্তু সম্রাটের প্রতি আনুগত্য– " সাড়াশি নাক শুরু করল।

"কিসের আনুগত্য?" বলল গোলাপি গাল। "ক্লীয়নের হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ অনেকগুলো বছর আমরা সম্রাট ছাড়াই চলেছি এবং ব্যাপারটা নিয়ে মাথাও ঘামাই নি। আর নতুন সম্রাট তো কাঠের পুতুল। সে কিছুই করতে পারবে না। কেউই পারবে না। এটা নতুন কোনো ক্রাইসিস নয়। এটা সমাপ্তি।"

বাকী দুজন ভুরু কুঁচকে গোলাপি গালের দিকে তাকিয়ে আছে। টেকো বলল, "তুমি সত্যিই কথাগুলো বিশ্বাস কর৷ ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, কিছুই করবে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, তোমাদের দুজনের মতোই ওরাও বাস্তব বুঝতে চাইছে না। যখন বুঝবে তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

"যদি বিশ্বাস করে তাহলে তোমার মতে ওদের কি করা উচিত?" টেকো জিজ্ঞেস করল।

গোলাপি গাল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গ্যালাক্টোগ্রাফের দিকে, যেন ওখান থেকেই প্রশ্নের উত্তর পাবে। "আমি জানি না। দেখো, যখন সময় হবে আমি মারা যাব ; হয়তো পরিস্থিতি তখনো খারাপ হয়ে উঠবে না। পরবর্তীতে যখন খারাপ হবে তখন অন্যরা মাথা ঘামাবে। আমি তো আর থাকব না। আগের সেই সুখের দিনগুলোও থাকবে না। হয়তো চিরতরেই হারিয়ে যাবে। আর শুধু আমি একাই এই কথা ভাবছি না। হ্যারি সেলডনের নাম শুনেছ?"

"নিশ্চয়ই," সাথে সাথে জবাব দিল সাড়াশী নাক। "ক্লীয়নের ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ," বলল গোলাপি গাল, "বিজ্ঞানী। কয়েক মাস আগে তার বক্তৃতা শুনেছি। এম্পায়ার যে ভেঙ্গে যাচ্ছে এই কথা আমি ছাড়া আরো অনেকেই বিশ্বাস করে। সে বলেছে– "

"সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তারপর চিরস্থায়ী অরাজকতার যুগ শুরু হবে?" মাঝখানে নাক গলাল টেকো।"

"ঠিক এইভাবে বলে নি," গোলাপি গাল বলল। "লোকটা বেশ সাবধানী। সে বলেছে যে হতে পারে, কিন্তু ভুল বলেছে যে হবেই।"

যথেষ্ট শুনেছেন সেলডন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনজনের দিকে এগিয়ে গেলেন। গোলাপি গালের কাঁধে হাত রাখলেন।

"স্যার," বললেন তিনি, "তোমার সাথে কথা বলা যাবে?"

একটু চমকে মাথা তুলল গোলাপি গাল, বলল, "হেই, আপনি প্রফেসর সেলডন না?"

"সবসময়ই ছিলাম," ছবি লাগানো রেফারেন্স টাইল বের করে দেখালেন। "পরশুদিন বিকাল চারটায় আমার লাইব্রেরী অফিসে এসো। সম্ভব?"

"কাজ আছে।"

"অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নাও। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ।"

"কথা দিতে পারছি না, স্যার।"

"আসতেই হবে। যদি কোনো সমস্যা হয় আমি দেখব। যাই হোক, গ্যালাক্সি সিমুলেশনটা কিছুক্ষণ দেখলে তোমরা কিছু মনে করবে না তো। শেষবার দেখেছি তাও অনেকদিন হয়ে গেল।"

নীরবে মাথা নাড়ল তিনজনেই, প্রাক্তন ফার্স্ট মিনিস্টারের উপস্থিতিতে কিছুটা বিব্রত বোধ করছে। একে একে পিছিয়ে গিয়ে সেলডনকে গ্যালাকটোগ্রাফের কন্ট্রোল ধরার সুযোগ করে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কন্ট্রোল চাপতেই এ্যানাক্রিয়ন প্রদেশকে চিহ্নিত করে রাখা লাল আলোটা নিভে গেল। এখন আর গ্যালাক্সির কোনো বিশেষ অংশ চিহ্নিত নেই, শুধু ঠিক কেন্দ্রে গোল আকৃতির হালকা কুয়াশা ধীর গতিতে আবর্তিত হচ্ছে, তার পিছনেই রয়েছে গ্যালাকটিক কৃষ্ণ গহ্বর।

দৃশ্যটা পরিবর্ধিত না করলে প্রতিটি নক্ষত্র পৃথকভাবে বোঝা যাবে না, কিন্তু তখন শুধু গ্যালাক্সির যে কোনো একটা অংশ ফুটিয়ে তোলা যাবে স্ক্রীণে আর সেলডন পুরোটাই দেখতে চান– যে সুবিশাল এম্পায়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে তার সবটাই।

একটা কন্টাক্ট চাপলেন তিনি। গ্যালাকটিক ইমেজে ধারাবাহিক অনেকগুলো হলুদ বিন্দু ফুটে উঠল। এগুলো সবই বাসযোগ্য গ্রহ– পঁচিশ মিলিয়ন। গ্যালাক্সির প্রান্তসীমা নির্দেশক হালকা কুয়াশার মাঝে পৃথক বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। কেন্দ্রের কাছাকাছি গ্রহগুলো আরো নিবিড়ভাবে সন্নিবিষ্ট। নিখাদ একটা হলুদ বেল্ট (যদিও দৃশ্যটাকে পরিবর্ধিত করলে প্রতিটি বিন্দুই পৃথকভাবে চোখে পড়বে) কেন্দ্রের উজ্জ্বলতাকে ঘিরে রেখেছে। কেন্দ্রের উজ্জ্বলতা এখনো সাদা এবং ওই অংশে কোনো গ্রহ বা নক্ষত্র চিহ্নিত হয় নি। স্বাভাবিক। কেন্দ্রের সীমাহীন শক্তিক্ষেত্রের মাঝে কোনো বাসযোগ্য গ্রহ থাকতে পারে না।

হলুদ বিন্দুর আধিক্য সত্ত্বেও সেলডন জানেন যে প্রতি দশ হাজার নক্ষত্রের মাঝে একটা নক্ষত্রকে ঘিরে প্রদক্ষিণরত গ্রহগুলোর কোনো একটা বাসযোগ্য হতে পারে। বৈরি একটা গ্রহকে পরিবর্তন করে বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষমতা মানুষের থাকার পরেও আজ পর্যন্ত গ্যালক্সির সবগুলো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ গ্রহকেই বাসযোগ্য করে তোলা যায় নি।

হলুদ বিন্দুগুলো মুছে দিলেন সেলডন, তার বদলে ক্ষুদ্র একটা অঞ্চল নীল রঙে আলোকিত হলো : ট্র্যানটর এবং এই গ্রহের উপর সরাসরি নির্ভরশীল অন্যান্য গ্রহ। কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে এবং সাধারণত: এই গ্রহের অবস্থানের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে "সেন্টার অব দ্য গ্যালাক্সি," যদিও তা সত্যি নয়। স্বাভাবিকভাবেই অবাক হতে হয় যে বিশাল মহাবিশ্বের মাঝে ট্র্যানটর কত ক্ষুদ্র একটা বিন্দু অথচ এখানেই গড়ে উঠেছে মানব ইতিহাসের নজিরবিহীন সম্পদের ভাণ্ডার, ঐতিহ্য এবং অবিশ্বাস্য জটিল প্রশাসনিক কাঠামো।

আর সেটাও এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

মনে হলো যেন তিনজনেই সেলডনের মনের কথা পড়তে পেরেছে অথবা তার মুখের বিষণ্ণ ভাব দেখে সব আঁচ করেছে।

"এম্পায়ার কি আসলেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?" নরম সুরে জিজ্ঞেস করল টেকো।

তারচেয়েও নরম সুরে জবাব দিলেন সেলডন, "হতে পারে। হতে পারে। অনেক কিছুই হতে পারে।"

তিনজনের উদ্দেশ্যে একটু হেসে নিজের গন্তব্যে রওয়ানা দিলেন তিনি, কিন্তু তার মনের ভেতর চলছে আর্তচীৎকার : ধ্বংস হবেই! ধ্বংস হবেই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

দেয়াল ঘেঁষে সাড়িবদ্ধভাবে অনেকগুলো স্কিটার দাঁড় করানো। একটা বেছে নিলেন সেলডন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটা সময় ছিল, মাত্র কয়েকবছর আগেই, যখন তিনি লাইব্রেরীর অন্তহীন করিডোরগুলোতে খুশিমনেই হেঁটে বেড়াতেন। মনকে প্রবোধ দিতেন এই বলে যে ষাটোর্ধ্ব বয়সেও তিনি অনেক পরিশ্রম করতে পারেন।

কিন্তু এখন, সত্তর বছর বয়সে, তার পা আর দেহের বোঝা বইতে চায় না। কমবয়সীরা স্কিটার ব্যবহার করে কারণ এই বাহন তাদের সমস্যা কমায়, আর সেলডন ব্যবহার করেন কারণ তিনি নিরুপায়– এখানেই পার্থক্য।

গন্তব্য পাঞ্চ করে একটা বোতামে চাপ দিলেন সেলডন, স্কিটারটা মেঝে থেকে এক ইঞ্চির চেয়েও কম উপরে উঠে মাঝারি মসৃণ গতিতে এবং নিঃশব্দে চলতে শুরু করল। হেলান দিয়ে বসে করিডোরের দেয়াল, অন্য স্কিটারগুলো এবং দুএকজন পদব্রজীকে দেখছেন তিনি।

অনেক লাইব্রেরীয়ানকেও দেখলেন এবং এতগুলো বছর পরেও তাদেরকে দেখলে না হেসে পারেন না। ওরা হচ্ছে এম্পায়ারের সবচাইতে প্রাচীন সংঘ, যাদের রয়েছে সবচাইতে পবিত্র ঐতিহ্য, এবং এমন এক জীবন ধারা পালন করে যা কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রচলিত ছিল– হয়তো বা সহস্রাব্দ পূর্বে।

তাদের পোশাক রেশমের তৈরি এবং হালকা সাদা রঙের। এতটাই ঢোলা যে অনেকটা গাউনের মতো দেখায়, ঘাড়ের নিচ থেকে একসাথে পুরোটাই পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে এসেছে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রহের মতো, ট্র্যানটরও দাঁড়ি গোঁফ রাখা এবং দাড়ি গোঁফ পরিষ্কারভাবে কামিয়ে ফেলা এই দুই দলে বিভক্ত। ট্র্যানটরের মানুষ– অথবা এই গ্রহের প্রায় সকল সেক্টরের মানুষ দাড়ি গোঁফ কামিয়ে অভ্যস্ত। নিয়মটা তারা পালন করে আসছে কোন প্রাচীন কাল থেকে তার কোনো হিসাব নেই– কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, যেমন ডাহ্‌লাইটদের গোঁফ, তার পালক পুত্র রাইখের মতো।

লাইব্রেরীয়ানরা প্রাচীনকাল থেকেই দাড়ি রাখার নিয়ম পালন করে আসছে। প্রত্যেক লাইব্রেরীয়ানই ছোট এবং সুন্দরভাবে ছাটা দাড়ি রাখে। এক কানের নীচ থেকে শুরু হয়ে আরেক কানের নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঠোঁটের উপরে কিছু নেই। এই একটা জিনিসই তাদের পৃথকত্ব বোঝানোর জন্য যথেষ্ট। এক দঙ্গল লাইব্রেরীয়ানের মাঝে নিখুঁত কামানো মুখ মণ্ডল নিয়ে সেলডন কিছুটা অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তু হচ্ছে তারা যে টুপি মাথায় পড়ে (সেলডনের ধারণা যে সম্ভবত ঘুমানোর সময়ও খোলে না)। বর্গাকার মখমল জাতীয় বস্ত্র দিয়ে তৈরি, চারটা পৃথক অংশ, চূড়ায় একটা বোতামের সাহায্যে আটকে রাখা হয়। কত হাজারো রঙের টুপি আছে তার কোনো হিসাব নেই এবং প্রতিটি রঙেরই রয়েছে পৃথক অর্থ। লাইব্রেরীয়ান সমাজের সাথে পরিচয় থাকলে টুপির রং দেখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

্হৎ), এমন কি আয়তনে ইম্পেরিয়াল
াত্বের অহংকার এবং আভিজাত্যের দী
় পড়েছে এম্পায়ারের মতোই বিবর্ণ ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু গিয়ে কাজ শুরু করলেই হবে। কোনোরকম প্ল্যানেট মোল্ডিং* বা টেরাফর্মিং** এর প্রয়োজন নেই– বসবাসের জন্য একেবারে তেরি হয়েই আছে।"

"এই গ্রহে মানুষ বাস করে না, ল্যাস?"

"না, একজনও না।"

"কিন্তু কেন– অর্থাৎ গ্রহটা যদি এতই আদর্শ হয়? আমার ধারণা ওই গ্রহেও অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। তাহলে কলোনি তৈরি করা হয়নি কেন?"

"অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল, কিন্তু মনুষ্যবিহীন প্রোব এর সাহায্যে। আর কলোনি স্থাপন করা হয়নি– কারণ সম্ভবত দূরত্ব। গ্রহটা এমন এক নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করে যা কেন্দ্রের কৃষ্ণ গহ্বর থেকে অন্যান্য গ্রহ সাধারণত: যত দূরে তার চেয়েও অনেক অনেক দূরে– কল্পনাতীত দূরে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার জন্য অনেক দূরে নয়। তুমি বলেছিলে, 'যত দূরে, ততই ভালো।'"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বললেন সেলডন। "এখনো তাই বলব। গ্রহটার কোনো নাম আছে নাকি শুধু বর্ণ অর সংখ্যার সমষ্টি?"

"বিশ্বাস কর আর না-ই কর, নাম একটা আছে। যারা প্রোব পাঠিয়েছিল তারাই গ্রহটার নাম দিয়েছে টার্মিনাস, অতি প্রাচীন একটা শব্দ যার অর্থ 'শেষ প্রান্ত।' এবং আসলেই তাই।"

"গ্রহটা কি এ্যানাক্রিয়ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত?"

"না, লক্ষ্য করে দেখো, টার্মিনাসের নীল বিন্দু এ্যানাক্রিয়নের সীমানা নির্দেশকারী লাল রেখা থেকে কিছুটা দূরে– আসল হিসাবে পঞ্চাশ আলোকবর্ষ দূরে। টার্মিনাস কারোরই না। এমনকি এম্পায়ারেরও অংশ না।

"ঠিকই বলেছ, ল্যাস, বোধহয় এইরকম একটা গ্রহই আমার দরকার।"

জিনো আবারো হাত ঘষল। "কি চমৎকার পরিকল্পনা। অনেক অনেক দূরে, বাকী মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ অবস্থায় আনকোরা নতুন এক গ্রহে বিশাল এক প্রজেক্ট শুরু করা যেন বছরের পর বছর এবং দশকের পর দশক সাধনা করে মানবজাতির যাবতীয় জ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করা যায়। এই লাইব্রেরীতে যা আছে তার সার সংক্ষেপ। বয়স আরো কম হলে আমিও এই অভিযানে যোগ দিতাম।"

"তোমার বয়স আমার চেয়ে বিশ বছর কম।" বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন সেলডন। (প্রায় সবাই বয়সে আমার চেয়ে তরুণ, ততোধিক বিষণ্ন মনে কথাটা ভাবলেন।)

"ও, হ্যাঁ, শুনেছি সত্তর বছর পার হয়ে এসেছ। আশা করি উৎসব উপভোগ করেছ।"

"আমি জন্মদিন পালন করি না।"

---

* প্ল্যানেট মোল্ডিং– জীবন ধারণের অনুপযোগী কোনো গ্রহকে রূপান্তরিত করে বাস যোগ্য করে তোলা।

** টেরাফর্মিং জীবন ধারনের অনুপযোগী পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন, আমি তোমার ষাটতম জন্মদিনের কথা শুনেছি। বিখ্যাত ঘটনা।"

প্রচণ্ড দুঃখবোধে আচ্ছন্ন হলেন সেলডন, এতটাই গভীর যেন তার জীবনের সবচেয়ে বিয়োগান্তক ঘটনাটা মাত্র গতকালই ঘটেছে। "দয়া করে এই ব্যাপারে কোনো কথা বলো না।"

জিনো লজ্জা পেল। "দুঃখিত। অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি।– তুমি যে ধরনের গ্রহ খুঁজছ যদি সেটা টার্মিনাস হয়, তাহলে আমার মতে তোমার এনসাইক্লোপিডিয়া প্রজেক্টের প্রাথমিক কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেল। মনে রেখো, লাইব্রেরী তোমাকে সবরকম সহযোগীতা দিতে প্রস্তুত।"

"আমি জানি, ল্যাস। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।"

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দশ বছর আগের জন্মদিনের উৎসবের কথা মনে হওয়াতে যে প্রচণ্ড দুঃখবোধে আচ্ছন্ন হয়েছে সে জন্য মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলেন না। বললেন, "আসি, কাজ চালিয়ে যেতে হবে।"

তিনি যা করছেন সেজন্য কিছুটা বিবেকের তাড়না বোধ করলেন। কারণ তার আসল উদ্দেশ্য কি সেই ব্যাপারে ল্যাস জিনোর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

৩.

AMARBOI.COM

ছোট কামরা কিন্তু আরামদায়ক। এটাই গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে হ্যারি সেলডনের অফিস। গত কয়েক বছর থেকে এখানেই তিনি তার অধিকাংশ সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন। লাইব্রেরীর মতো এই কামরার অবয়বও বিবর্ণ ধূসর, ক্লান্ত– মনে হয় কোনো একটা বস্তু দীর্ঘদিন এই জায়গাতেই পড়ে আছে। সেলডন জানেন বস্তুটা তারপরেও এখানেই থাকবে, একই জায়গাতে, আরো একশ বছর– অথবা প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিলে– আরো এক হাজার বছর।

এখানে তিনি কিভাবে এলেন?

বার বার, অতীতের স্মৃতি তার মনে দোলা দেয়, জীবনের উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মনের অলিতে গলিতে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলে। কোনো সন্দেহ নেই বুড়ো হচ্ছেন বলেই এমন স্মৃতি কাতরতা। অতীতে কত কিছু ছিল, ভবিষ্যতে কিছুই নেই, আর তাই সামনের অনিশ্চয়তা থেকে মুখ ফিরিয়ে যা হারিয়ে গেছে তার মাঝে মন নিরাপত্তা পেতে চায়।

যদিও তার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সাইকোহিস্টোরির যে অগ্রগতি হয়েছে সেটাকে সরল রেখার সাথে তুলনা করা যায়। অগ্রগতি ছিল ধীর, কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে সরল পথে এগিয়েছে। তারপর ছয় বছর আগে সোজা পথটা ডানদিকে মোড় নেয়– একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

সেলডনের মনে আছে কিভাবে তা হয়েছিল। কিভাবে কতগুলো ঘটনার সমন্বয়ে তা সম্ভব হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ানডা, সেলডনের নাতনী। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। ছয় বছর আগের ঘটনাগুলোর ছবি একে একে পরিষ্কার মানশ্চক্ষে ফুটে উঠল।

ওয়ানডা তখন বারো বছরের কিশোরী, তখন খানিকটা নিঃসঙ্গ, সঙ্গী হারা হয়ে পড়েছিল। তার মা, মানীলা নতুন এক শিশুর জন্ম দিয়েছে। এবারও মেয়ে, নাম রাখা হয়েছে বেলিস। অর ওই সময় নতুন শিশুই সবার মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

তার বাবা, রাইখ, হোম সেক্টর ডাহ্লের উপর বই লিখে শেষ করেছে। বইটা মোটামুটি সাড়া জাগিয়ে তুলে, নিজেও ছোটখাটো সেলিব্রিটিতে পরিণত হয়। অনেক জায়গাতে তাকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হতে থাকে, বিষয়টাতে সে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ সময়ই তাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হতো। বাড়িতে থাকলেও নতুন শিশুকেই পুরো সময় দিত।

আর ডর্স– চলে গেছে চিরতরে– সেলডনের জন্য সেই আঘাত এখনও দগদগে তাজা। তিনি একটা অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করলেন। ওয়ানডার স্বপ্ন থেকেই ঘটনার শুরু যার সমাপ্তি ডর্সের বিদায়।

ওয়ানডার এখানে কোনো দোষ নেই– সেলডন ভালো করেই জানেন। তারপরেও তিনি বাচ্চা মেয়েটাকে দূরে ঠেলে দিলেন। নতুন শিশু জন্ম নেয়াতে তার যে নিঃসঙ্গতা তৈরি হয় তাতে তিনি কোনো সাহায্য করতে পারলেন না।

আর ওয়ানডা বিষণ্ন মন নিয়ে সেই মানুষটার কাছে গেল যে মানুষটা তাকে দেখলে ভীষণ খুশি হয়, যে মানুষটাকে সে ভীষণ পছন্দ করে। আর সে হচ্ছে ইউগো এমারিল, সাইকোহিস্টোরি ডেভেলপম্যান্টে হ্যারি সেলডনের পরেই তার অবস্থান কিন্তু এই অগ্রগতিতে দিনরাত যে শ্রম সে দিয়েছে তাতে হ্যারি সেলডনকেও ছাড়িয়ে গেছে। হ্যারি সেলডনের ছিল ডর্স, আছে রাইখ, কিন্তু সাইকোহিস্টোরিই ইউগোর জীবন, তার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই। তাই ওয়ানডা যখনই আসে কিসের যেন একটা অভাব বোধ করে সে। বাচ্চা মেয়েটার প্রতি অসম্ভব ভালোবাসার এটাই হয়তো মূল কারণ। ওয়ানডাকে সে ছোটখাট বয়স্ক মানুষ মনে করে, ওয়ানডাও ব্যাপারটা পছন্দ করে।

ছয় বছর আগে ওয়ানডা এসেছিল ইউগোর অফিসে। ইউগো তার নতুন সংস্থাপিত চোখে ঘুম ঘুম দৃষ্টি নিয়ে তাকাল, অভ্যাসবশত কিছুটা সময় লাগল চিনতে।

তারপর বলল, "আরে আমার ছোট বন্ধু, ওয়ানডা– কিন্তু মন এতো খারাপ কেন?"

ওয়ানডার নিচের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। বলল, "কেউ আমাকে ভালোবাসে না।"

"কি বলছ, এটা সত্যি নয়।"

"সবাই নতুন বাচ্চাটাকে ভালোবাসে, আমাকে না।"

"আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"তাহলে, আঙ্কল ইউগো, শুধু তুমিই," যেহেতু এখন আর ছোটবেলার মতো ইউগোর কোলে চড়ে বসতে পারে না, তাই তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল ওয়ানডা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইরকম পরিস্থিতিতে কি করতে হয় এমারিলের কোনো ধারণা নেই। ওয়ানডাকে দুহাতে জড়িয়ে বলতে লাগল, "কেঁদো না। কেঁদো না।" প্রচণ্ড স্নেহে তার মনটা আর্দ্র হয়ে গেল। যেহেতু কাঁদবার মতো ঘটনা তার জীবনে বলতে গেলে নেই, টের পেল যে তার চোখের পানিও গাল বেয়ে নামছে।

হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে বলল, "ওয়ানডা, মজার একটা জিনিস দেখবে?"

"কি?" ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞেস করল ওয়ানডা।

এমারিল শুধু একটা বিষয়ই জানে আর মহাবিশ্ব সত্যিই সুন্দর। "তুমি কখনো প্রাইম রেডিয়্যান্ট দেখেছ?"

"না। ওটা কি?"

"জিনিসটা নিয়ে তোমার দাদু আর আমি কাজ করি। দেখেছ? ওই যে ওখানে।"

ডেস্কের উপর কালো ছোট ত্রিকোণ বস্তুটা দেখে মুখ বাঁকিয়ে ওয়ানডা বলল, "সুন্দর না।"

"এখন সুন্দর দেখাচ্ছে না," একমত হলো এমারিল। "কিন্তু দেখ না চালু করলে কি হয়।"

অন্ধকার হয়ে গেল কামরাটা। নানা রঙের আলোর বিন্দু আর ঝলকানি ফুটে উঠল। "দেখেছ? এখন আমরা এটাকে পরিবর্ধিত করব। তাহলে বিন্দুগুলো গাণিতিক চিহ্নে পরিণত হবে।"

মনে হলো অনেকগুলো বস্তু একযোগে তাদের দিকে ছুটে আসছে, চারপাশে শূন্যে ঝুলে আছে হাজারো রকমের চিহ্ন, বর্ণ, সংখ্যা, তীরচিহ্ন, আকৃতি, জীবনে এগুলো কখনো দেখে নি ওয়ানডা।

"সুন্দর না?" এমারিল জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, সুন্দর," জবাব দিল ওয়ানডা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সমীকরণগুলোর দিকে। যদিও সে জানত না যে এই সমীকারণগুলোই সম্ভাব্য ভবিষ্যত তৈরি করবে। "এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। মনে হয় ভুল।" তার ডান দিকের একটা বর্ণিল সমীকরণের দিকে আঙ্গুল তুলল সে।

"ভুল? ভুল মনে হচ্ছে কেন?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল এমারিল।

"কারণ এটা... সুন্দর না। আমি অন্যভাবে করতাম।"

গলা পরিষ্কার করল এমারিল। "ঠিক আছে। আমি ঠিক করার চেষ্টা করব।" কাছে এগিয়ে সমীকরণটার দিকে ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে রইল।

"ধন্যবাদ, আঙ্কল ইউগো, সুন্দর একটা জিনিস দেখানোর জন্য। হয়তো একদিন আমি এগুলোর অর্থও বুঝতে পারব।"

"ঠিক আছে। আশা করি এখন তোমার ভালো লাগছে।"

"কিছুটা, ধন্যবাদ।" চট করে একটু হেসে চলে গেল সে।

মনে কষ্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমারিল, প্রাইম রেডিয়েন্টের উপাদান নিয়ে কোনো ধরনের সমালোচনা তার সহ্য হয় না। আর সেটা যদি হয় বারো বছরের শিশুর কাছ থেকে তাহলে তো কথাই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সে বুঝতেই পারল না যে সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।

৪.

ওইদিন দুপুরে এমারিল সেলডনের স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে গেল। অবাক করার মতো ঘটনা, কারণ এমারিল কখনো নিজের অফিস থেকে বেরোয় না, এমনকি পাশের কামরায় যাওয়ার জন্যও না।

"হ্যারি," ভুরু কুঁচকানো, চেহারায় একটা দ্বিধাগ্রস্ততা। "অস্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটেছে। খুবই অদ্ভুত।"

এমারিলকে দেখে সেলডন আরো বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সেই কেমন বুড়ো হয়ে গেছে সে, হাঁটার সময় কুঁজো হয়ে হাঁটে, শুকিয়ে কংকালসার হয়ে গেছে। জোর করলে মাঝেমাঝে চিকিৎসকের কাছে যায়। চিকিৎসকরা বলেছে যে তাকে কিছুদিনের জন্য কাজ থেকে (দুএকজন বলেছে পুরোপুরি) ছুটি নিতে হবে, তবেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে, অন্যথায়– হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নেড়েছেন সেলডন। "কাজ থেকে সরিয়ে নিলে আরো তাড়াতাড়িই মারা যাবে এবং মনে কষ্ট নিয়ে মরবে। আমাদের কোনো উপায় নেই।"

তারপর খেয়াল করলেন যে তিনি আসলে এমারিলের কথা শুনছেন না।

"দুঃখিত, ইউগো। একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। আবার বল।"

"আমি বলছি যে অস্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটেছে। খুবই অদ্ভুত।"

"কি হয়েছে, ইউগো?"

"ওয়ানডা। আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল– ভীষণ মন খারাপ, বিষণ্ণ।"

"কেন?"

"নতুন বাচ্চাটার কারণে।"

"ও হ্যাঁ," অপরাধবোধ ঝড়ে পড়ল সেলডনের কণ্ঠে।

"আমার কাঁধে মাথা রেখে কান্নাকাটি করল– আমিও একটু কেঁদেছি, হ্যারি। তারপর ভাবলাম ওর মন ভালো করার জন্য প্রাইম রেডিয়্যান্ট দেখাই।" এই পর্যায়ে এমারিল খানিকটা ইতস্তত: করতে লাগল, পরের কথাগুলো কিভাবে বলবে ভাবছে।

"বল, ইউগো। কি হয়েছিল?"

"আলোর বিন্দু দেখে সে বেশ খুশি হয়। আমি একটা অংশ পরিবর্ধিত করি। আসলে ওটা ছিল সেকশন ৪২ R ২৫৪। তুমি সমীকরণটার সাথে পরিচিত?"

মুচকি হাসলেন সেলডন। "না, ইউগো। তোমার মতো করে আমি সমীকরণগুলো মনে রাখতে পারি না।"

"পারা উচিত," বিরক্ত হয়ে বলল এমারিল। "ভালো কাজ কিভাবে করবে যদি– যাই হোক বাদ দাও। আমি যা বলতে চাইছি সেটা হলো ওয়ানডা একটা অংশ দেখিয়ে বলল এটা ভালো না। সুন্দর না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বলতেই পারে। আমাদের সবারই ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ আছে।"

"অবশ্যই আছে, কিন্তু পরে আমি ওই সমীকরণটা পরীক্ষা করে দেখেছি, হ্যারি, এবং ওখানে আসলেই কিছু সমস্যা আছে। প্রোগ্রামিং নিখুত নয় আর ওয়ানডা ঠিক যে অংশটা দেখিয়েছিল তা আসলেই ভালো না। এবং সত্যিই সুন্দর না।"

সোজা হয়ে বসলেন সেলডন, ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন। "ঠিকমতো বুঝতে দাও ইউগো। এলোপাতাড়িভাবে সে একটা কিছু দেখিয়ে বলল এটা ভালো না আর তার কথাই সত্যি হলো?"

"হ্যাঁ, সে দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এলোপাতাড়িভাবে নয়; নিশ্চিত হয়ে দেখিয়েছে।"

"অসম্ভব।"

"কিন্তু তাই হয়েছে। আমি ওখানে ছিলাম।"

"ঘটে নি যে তা তো বলি নি। বলছি যে পুরোটাই একটা বেপরোয়া কো-ইন্সিডেন্স।"

"তাই? সাইকোহিস্টোরির সকল জ্ঞান একত্রিত করে বলতো নতুন কতগুলো সমীকরণের দিকে এক পলক তাকিয়েই তুমি বলে দিতে পারবে এই অংশটা ভালো না।"

"ঠিক আছে, ইউগো, সমীকরণ থেকে ঠিক ওই অংশটাই পরিবর্ধিত করলে কেন তুমি? কেন বেছে নিলে?"

কাঁধ নাড়ল ইউগো। "চাইলে তুমি কো-ইন্সিডেন্স বলতে পার।"

"ওটা কো-ইন্সিডেন্স হতেই পারে না।" বিড়বিড় করে বললেন সেলডন। চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর যে প্রশ্নটা করলেন তাতেই ওয়ানডার শুরু করা সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিপ্লবের চাকা ঘুরতে শুরু করল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ইউগো, এই সমীকরণগুলো নিয়ে তোমার মনে আগে কোনো সন্দেহ ছিল? কোনো কারণে বিশ্বাস করতে ওগুলোতে সমস্যা আছে?"

কিছুটা বিব্রত ভঙ্গীতে ইউগো তার পোশাকের কিনারা খুটছে। "হ্যাঁ, মনে হয় ছিল। তুমি– "

"মনে হয় ছিল?"

"অবশ্যই সন্দেহ ছিল। নতুন সমীকরণ– সেটআপের সময় আমি ছিলাম। এখন মনে পড়ছে ওই সময় ঠিক মনে হলেও আমার সন্দেহ ছিল কোনো একটা গোলমাল আছে। অন্য কাজের চাপে আবার পরীক্ষা করে দেখতে ভুলে যাই। কিন্তু ওয়ানডা ঠিক ওই অংশটা দেখিয়ে দেয়ায় আমি পরীক্ষা করে দেখি– অন্যথায় হয়তো বাচ্চা মানুষের মন্তব্য ধরে নিয়ে ভুলে যেতাম।"

"আর তুমি ওয়ানডাকে দেখানোর জন্য ঠিক ওই সমীকরণটাই বের করে আনলে। যেন তোমার অবচেতন মনে এটা ছিল।"

এমারিল কাঁধ নাড়ল। "কে জানে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আর তার একটু আগেই তোমরা খুব কাছাকাছি ছিলে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ছিলে, কাঁদছিলে।

আবারো কাঁধ নাড়ল এমারিল, আরো বেশী বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে।

"আমি বুঝে ফেলেছি, ইউগো, কি হয়েছে। ওয়ানডা তোমার মাইন্ড রিড করেছে।"

লাফ দিয়ে উঠল এমারিল যেন কেউ তাকে আঘাত করেছে। "অসম্ভব!"

ধীরে ধীরে সেলডন বললেন, "একসময় আমি একজনকে চিনতাম যার এই ধরনের মেন্টাল পাওয়ার ছিল–" ইটো ডেমারজেল (অথবা ডানীল, যে গোপন নামটা শুধু সেলডনই জানেন) এর কথা মনে পড়ল।– "সে আসলে মানুষ ছিল না। কিন্তু মানুষের মাইন্ড বোঝা, তাদের ভেতরের চিন্তা অনুভব করা, তাদেরকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা– এগুলো সবই মেন্টাল এ্যাবিলিটি। আমার ধারণা ওয়ানডা কোনোভাবে সেই এ্যাবিলিটি নিয়ে জন্মেছে।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"আমি করি। কিন্তু জানি না কি করব।" হালকাভাবে সাইকোহিস্টোরিক্যাল গবেষণায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন তিনি টের পাচ্ছেন– কিন্তু ভীষণ হালকাভাবে।

৫.

AMARBOI.COM

"বাবা," দুঃশ্চিন্তার সুরে বলল রাইখ, "তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ," জবাব দিলেন সেলডন, "ক্লান্ত। তোমার কি খবর?"

রাইখের বয়স এখন চুয়াল্লিশ। চুল ধূসর হতে শুরু করেছে। তবে তার গোঁফ এখনো ডাহ্‌লাইটদের মতোই ঘন আর কালো। সেলডনের ধারণা কলপ ব্যবহার করে, কিন্তু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না।

"লেকচারের জন্য আবারো দূরে কোথাও যাবে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"হ্যাঁ, বেশী দিনের জন্য না। বাড়ি ফিরে বেলিস, মানীলা আর ওয়ানডাকে দেখলে ভীষণ ভালো লাগে– আর তোমাকে।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার জন্য খবর আছে, রাইখ। লেকচার বাদ। এখানে তোমাকে আমার প্রয়োজন।"

ভুরু কুঁচকালো রাইখ। "কেন?" এর আগেও দুইবার জটিল মিশনে যেতে হয়েছে তাকে। কিন্তু তখন ছিল জোরানুমাইট আন্দোলনের যুগ। যতদূর জানে এখন তেমন কোনো ঝামেলা নেই, বিশেষ করে জান্তার পতন এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল নতুন সম্রাটের ক্ষমতায় আরোহন।

"ব্যাপারটা ওয়ানডাকে নিয়ে," বললেন সেলডন।

"ওয়ানডাকে নিয়ে? কি হয়েছে ওর?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছুই হয় নি, কিন্তু ওর একটা কমপ্লিট জেনোম* তৈরি করতে চাই– সেই সাথে তোমার এবং মানীলার– এবং নতুন বাচ্চাটারও।"

"বেলিসের জন্যও? কি হচ্ছে এসব?"

ইতস্তত: করছেন সেলডন। "রাইখ, তুমি জানো আমি আর তোমার মা বিশ্বাস করি তোমার মাঝে অদ্ভুত কিছু গুণাবলী আছে। এমন একটা গুণ যা সহজেই মানুষের বিশ্বাস আর ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম।"

"জানি, অনেকবারই আমাকে বলেছ, বিশেষ করে যখন কঠিন কোনো কাজ করিয়ে নেয়ার দরকার হয়। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি কখনো অনুভব করি নি।"

"না, প্রথম দিনই তুমি আমার আর... ডর্সের (চার বছর হয়ে গেল ডর্স ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এখনো এই নামটা উচ্চারণ করতে গেলে ভীষণ কষ্ট হয় সেলডনের) বিশ্বাস অর্জন করে ফেল। রিশেলীর মন জয় করতে সক্ষম হও। জোরানিউম। মানীলা। এগুলোর ব্যাখ্যা দেবে কিভাবে?"

"বুদ্ধি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।" দাঁত বের করা হাসি দিয়ে রাইখ বলল।

"কখনো মনে হয়েছে তুমি আসলে ওদের– আমাদের– মাইন্ড স্পর্শ করেছ?"

"না, কখনো মনে হয় নি। কিছু মনে করো না, বাবা, যা বললে তা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়।"

"যদি বলি যে ওয়ানডা একটা সমস্যার মুহূর্তে ইউগোর মাইন্ড পড়তে পেরেছিল?"

"আমি বলব কো-ইন্সিডেন্স এবং কল্পনা।"

"রাইখ, আমি একজনকে চিনতাম যে মানুষের মাইন্ড কন্ট্রোল করতে পারত যেভাবে আমি আর তুমি যে কোনো আলোচনার গতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।"

"কে?"

"বলা যাবে না। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর।"

"বেশ– " রাইখের কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

"গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে খোঁজ খবর করে কৌতূহল জাগানোর মতো একটা ঘটনা জানতে পেরেছি। বিশ হাজার বছরের পুরনো গল্প, তখনো হাইপারস্পেশাল ট্রাভেল শুরু হয় নি। ওয়ানডার বয়সী এক মেয়ের গল্প। মেয়েটা নেমেসিস নামের এক নক্ষত্র প্রদক্ষিণরত পুরো একটা গ্রহের সাথে যোগাযোগ করতে পারত।"

"নিঃসন্দেহে রূপকথা।"

"হ্যাঁ, এবং অসম্পূর্ণ গল্প। কিন্তু ওয়ানডার সাথে তার মিলটা অবাক করার মতো।"

"বাবা, কি করতে চাইছ তুমি?"

"জানি না, রাইখ। জেনোমে কি পাওয়া যায় দেখি। ওয়ানডার মতো আরো যারা আছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে চাই। আমি জানি এই ধরনের মেন্টাল এ্যাবিলিটি

---

* জেনোম– পিতা মাতার কাছ থেকে সন্তানের দেহে পরিবাহিত গুণাবলীর বিস্তারিত জেনেটিক বিবরণী তৈরি করার প্রক্রিয়া। বিশেষ করে ক্রোমোসম বিশ্লেষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে শিশু জন্মাচ্ছে– সংখ্যায় হয়তো কম। ক্ষমতাটা তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করে বলে তারা এটা লুকিয়ে রাখতে শিখে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের এই ক্ষমতা, মেধা মনের গহীনে চাপা পড়ে যায়– অনেকটা অবচেতন ভাবে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার মতো। নিশ্চয়ই এম্পায়ারে বা শুধু ট্র্যানটরের চারশ কোটি মানুষের মাঝে ওয়ানডার মতো আরো অনেকেই আছে। ওয়ানডার জেনোম পেলে ওদেরকে খুঁজে বের করা সহজ হবে।"

"খুঁজে পাওয়ার পর ওদেরকে নিয়ে কি করবে?"

"আমার মনে হচ্ছে সাইকোহিস্টোরির পরবর্তী অগ্রগতির জন্য এই মানুষগুলোকেই দরকার।"

"আর প্রথমেই খুঁজে পেলে ওয়ানডাকে এবং তাকে তুমি সাইকোহিস্টোরিয়ান বানাতে চাও?"

"হয়তো।"

"ইউগোর মতো।– না, বাবা!"

"কেন?"

"আমি চাই ওয়ানডা গ্যালাক্সির আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো বেড়ে উঠবে। দিনরাত প্রাইম রেডিয়্যান্টের সামনে বসে থেকে সাইকোহিস্টোরিক্যাল গণিতের জীবন্ত স্মৃতিসৌধ হয়ে উঠুক তা চাই না।"

"সেরকম নাও হতে পারে, রাইখ, কিন্তু ওয়ানডার জেনোম তৈরি করতেই হবে। তুমি তো জানই হাজার বছর ধরে প্রতিটি মানুষের জেনোম ফাইল তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে। শুধুমাত্র অত্যধিক খরচের কারণেই ব্যাপকহারে প্রচলন করা যাচ্ছে না ; কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কারো মনে সন্দেহ নেই। সুবিধা যে কত তুমিও বুঝতে পারছ। অস্বাভাবিক কিছু না পেলেও, বিভিন্ন রকম মানসিক পরিস্থিতিতে ওয়ানডার আচরণ কেমন হবে সেটা আমরা জানতে পারব। যদি ইউগোর জেনোম তৈরি করে রাখতাম তাহলে আমার বিশ্বাস সে এভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে পারত না।

"হয়তো, বাবা, কিন্তু বাজী ধরে বলতে পারি যে মানীলা আমার চেয়েও বেশী বাধা দেবে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখ, আগামী কিছুদিন দূরে কোথাও যেতে পারবে না। এখানে তোমাকে আমার প্রয়োজন।"

"দেখা যাবে," এই কথাটা বলেই চলে গেল রাইখ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে ছিলেন সেলডন। একজনকেই তিনি চিনতেন– ইটো ডেমারজেল– যে মাইন্ড হ্যান্ডল করতে পারত– সে কাছে থাকলে এখন বলে দিতে পারত কি করা উচিত। ডর্স তার অমানবীয় জ্ঞান দ্বারা বলে দিতে পারত এখন কি করা উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনোম তৈরি করাটা সহজ ছিল না।
াতি আছে এমন বায়োফিজিসিস্ট এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মেন্টালি, ঠিক ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না যেহেতু আমি নিজেই ভালোমতো বুঝতে পারছি না। হয়তো জেনোম হলে বলতে পারব।"

"বয়স কত?"

"বারো। কিছুদিন পরেই তেরতে পা দেবে।"

"সেক্ষেত্রে তার বাবা মার অনুমতি লাগবে।"

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন সেলডন। "সেটা একটু কঠিন হবে। আমি ওর দাদা। আমার অনুমতি যথেষ্ট নয়?'

"আমার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমি আইনের কথা বলছি। লাইসেন্স হারাতে চাই না।"

বাধ্য হয়ে সেলডন আবারও রাইখের দ্বারস্থ হলেন। এবার সে আরো বেশী আপত্তি জানাল তার সাথে যোগ দিল মানীলা। তাদের এক কথা। ওয়ানডা স্বাভাবিক মানুষের মতোই বড় হবে। যদি জেনোমে অস্বাভাবিক কিছু বের হয়ে পড়ে? যদি তাকে বাবা মার কাছ থেকে আলাদা করে ল্যাবেরটরীতে গবেষণার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়? যদি সেলডন তাকে সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করে এমন এক জীবনে ঠেলে দেন যেখানে দিনরাত শুধু কাজ, অন্য কোনো আনন্দ নেই, যদি তাকে সমবয়সী সঙ্গী সাথীদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়? কিন্তু সেলডন ছিলেন নাছোড়বান্দা।

"বিশ্বাস কর, রাইখ। ওয়ানডার ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ আমি কখনোই করব না। কিন্তু ওয়ানডার জেনোম আমাকে জানতেই হবে। ওয়ানডার বৈশিষ্ট্য আমাকে জানতেই হবে। যদি আমার সন্দেহ সঠিক হয় তাহলে আমরা সাইকোহিস্টোরি নতুন এক পথে পরিচালিত করতে পারব, সেই সাথে গ্যালাক্সির ভবিষ্যত।"

কাজেই রাইখকে রাজী হতে হলো। মানীলাকেও রাজী করিয়ে ফেলল সে। বয়স্ক তিনজন মিলে ওয়ানডাকে নিয়ে গেল ড. এন্ডলেকির অফিসে।

দরজাতেই হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানাল মিয়ান এন্ডলেকি। তার চুল সবগুলোই সাদা কিন্তু চেহারায় বয়সের কোনো ছাপ নেই।

ওয়ানডা কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারপাশে দেখতে দেখতে ভেতরে ঢুকল, ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই তার চেহারায়।

তার দিকে একবার তাকিয়ে ড. এন্ডলেকি বলল, "বাবা, মা এবং দাদা– ঠিক বলেছি?"

"কোনো ভুল হয় নি।" জবাব দিলেন সেলডন।

রাইখের চেহারায় একটা লাজুক ভাব। মানীলা ভীষণ গম্ভীর, চোখ দুটো লাল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

"তোমার নাম," ডাক্তার শুরু করলেন, "ওয়ানডা, তাই না?"

"হ্যাঁ, ম্যাম," পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিল ওয়ানডা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ, তোমার বাঁ বাহুতে এ্যানেস্থেশিয়া স্প্রে করব। ঠাণ্ডা বাতাসের মতো লাগবে। ব্যস। তারপর সামান্য একটু চামড়া কেটে নেব– খুবই সামান্য। ব্যথা পাবে না, রক্ত বের হবে না, পরে কোনো দাগও থাকবে না। মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে। ঠিক আছে?"

"নিশ্চয়ই," জবাব দেয়ার সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে দিল ওয়ানডা।

কাজ শেষ করে ড. এন্ডলেকি বলল, "এবার এটাকে মাইক্রোস্কোপের নীচে রাখব উপযুক্ত একটা কোষ বেছে নেয়ার জন্য, তারপর প্রতিটি নিওক্লিওটাইড চিহ্নিত করার জন্য কম্পিউটারাইজড জিন অ্যানালাইজারে ঢোকাব, কিন্তু নিওক্লিওটাইডের সংখ্যা দশ লাখেরও বেশী। সারাদিন যাবে শুধু এই কাজেই। অবশ্য পুরো প্রক্রিয়াটা স্বয়ংক্রিয়, কাজেই আমাকে এখানে বসে থাকতে হবে না আপনাদেরও থাকার দরকার নেই।

"জেনোম তৈরি হয়ে গেলে সেটা বিশ্লেষণ করতে সময় লাগবে আরো বেশী। যদি সম্পূর্ণ রিপোর্ট চান তাহলে দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগতে পারে। এই কারণেই এত ব্যয়বহুল। কাজটা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। তৈরি হলে আমি আপনাকে খবর দেব।" কথা শেষ করে ঘুরল সে, যেন পুরো পরিবারটাকেই বিদায় জানাল, ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে।

সেলডন বললেন, "যদি অস্বাভাবিক কিছু পান তাহলে সাথে সাথে আমাকে জানাবেন? মানে বলতে চাইছি যদি শুরুতেই কিছু পেয়ে যান তাহলে আর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

"শুরুতেই কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য, তবে কথা দিচ্ছি, প্রফেসর সেলডন, প্রয়োজন হলে আমি সাথে সাথে আপনার সাথে যোগাযোগ করব।"

ওয়ানডার হাত ধরে বিজয়ীর ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেল মানীলা, তার পায়ে পায়ে গেল রাইখ। সেলডন আরেকটু অপেক্ষা করে বললেন, "আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা তারচেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, ড. এন্ডলেকি।"

"কারণ যাই হোক, প্রফেসর, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।"

সেলডনও বেরিয়ে পড়লেন। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে জোরে চেপে রেখেছেন। তিনি যে কেন ভেবেছিলেন মাত্র পাঁচ মিনিটেই জেনোম তৈরি হয়ে যাবে এবং পরবর্তী পাঁচ মিনিটেই সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন, বলতে পারবেন না। এখন কি পাওয়া যাবে সেটা না জেনেই তাকে দুই থেকে তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তার নবতর ব্রেইন চাইল্ড, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন, কখনো কি প্রতিষ্ঠা করা যাবে, নাকি এটা এমনই এক স্বপ্ন যা কোনোদিনই পূরণ হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

মুখে উদ্বিগ্ন হাসি নিয়ে ড. এন্ডলেকির অফিসে ঢুকলেন হ্যারি সেলডন।

"আপনি বলেছিলেন দুই তিন সপ্তাহ লাগবে, ডক্টর। কিন্তু এক মাসের বেশী হয়ে গেছে।"

মাথা নাড়ল ড. এন্ডলেকি। "দুঃখিত, প্রফেসর সেলডন। কিন্তু আপনি সব কিছু নিখুঁত ভাবে চেয়েছেন আর আমি তাই করার চেষ্টা করছি।"

"বেশ," সেলডনের চেহারা থেকে উৎকণ্ঠা দূর হলো না। "কি পেয়েছেন আপনি?"

"একশ বা তার কিছু বেশী ক্রটিপূর্ণ জিন।"

"কি? ক্রটিপূর্ণ জিন? আপনি সত্যি বলছেন, ডক্টর?"

"অবশ্যই। না হওয়ার কি আছে? এমন কোনো জেনোম নেই যেখানে কমপক্ষে একশ ক্রটিপূর্ণ জিন থাকে না।– সাধারণতঃ আরো বেশী থাকে। কথাটা শুনতে যতটা খারাপ শোনায় আসলে কিন্তু ততটা খারাপ নয়, আপনিও জানেন।"

"না। জানি না। আমি নই, এই ক্ষেত্রে আপনিই বিশেষজ্ঞ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসল ড. এন্ডলেকি। "আপনি আসলে জেনেটিক এর ব্যাপারে কিছুই জানেন না, তাই না, প্রফেসর?"

"না। জানি না। একজন মানুষ তো আর সব জানতে পারে না।"

"ঠিকই বলেছেন। আমিও আপনার– কি যেন নাম?– সাইকোহিস্টোরির কিছুই জানি না। যদি কোনো একটা অংশ বোঝাতে চান তাহলে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। তারপরেও হয়তো বুঝব না। জেনেটিক এর ক্ষেত্রে– "

"বেশ?"

"ক্রটিপূর্ণ জিন তেমন কোনো সমস্যা নয়। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন কিছু ক্রটিপূর্ণ জিন পাওয়া যায়– এত বেশী ক্রটিপূর্ণ যা সত্যিকার অর্থেই ক্ষতিকর। তবে এমন ঘটনাও খুব দুর্লভ। বেশীর ভাগ ক্রটিপূর্ণ জিনের ক্ষেত্রে বলা যায় যে ওগুলো শুধু নিখুঁত ভাবে কাজ করে না। অনেকটা ভারসাম্যহীন চাকার মতো। আমাদের গাড়ি চলবে, ঝাঁকুনি লাগবে, কিন্তু সামনে এগিয়ে যাবে ঠিকই।"

"ওয়ানডার জেনোমে শুধু এই পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ। আসলে প্রতিটি জিন যদি নিখুঁত হতো তাহলে প্রতিটি মানুষের চেহারা হতো একইরকম, আচরণ হতো একইরকম। জিনের কারণেই মানুষে মানুষে এত পার্থক্য।"

"বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলো আরো খারাপ হয়ে উঠবে না?"

"হ্যাঁ। বুড়ো হলে আমাদের সবারই নানারকম শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। আপনাকে আমি খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখেছি। কেন?"

"নিতম্ব আর উরুর মাংসপেশীতে ব্যথা," বিড়বিড় করে জবাব দিলেন সেলডন।

"সারাজীবনই কি এমন ছিল?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই না।"

"তার কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার কিছু জিন আরো খারাপ হয়ে গেছে আর তাই এখন খোঁড়াচ্ছেন।"

"ওয়ানডার বেলায় কি হবে?"

"জানি না। আমি ভবিষ্যত বলতে পারি না, প্রফেসর। ওটা আপনার বিশেষত্ব। তবে যদি কষ্ট করে অনুমান করতে হয়, তাহলে বলব, ওয়ানডার তেমন কিছুই হবে না– অন্তত জেনেটিক্যালি– শুধু বৃদ্ধ বয়সের গতানুগতিক সমস্যা ছাড়া।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। ওয়ানডার জেনোম করাতে গিয়ে আপনি ঝুঁকি নিয়েছেন। এমন কিছু জেনে ফেলেছেন যা আসলে জানা উচিত ছিল না। যাই হোক, আমার মতে ওয়ানডার তেমন কোনো ভয়ানক সমস্যা তৈরি হবে না।"

"ক্রটিপূর্ণ জিনগুলো– ওগুলো কি সারিয়ে তোলা উচিত? সারিয়ে তোলা যাবে?"

"না। প্রথম কারণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দ্বিতীয় কারণ সারিয়ে তুললেই যে ঠিক থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এবং শেষ কারণ, জনগণ এর বিরুদ্ধে।"

"কিন্তু কেন?"

"কারণ সবাই এখন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। এই কথাটি অন্য সবার চেয়ে আপনারই ভালো জানা উচিত, প্রফেসর। বিশেষ করে ক্লিয়নের মৃত্যুর পর, মিস্টিসিজম জোরালোভাবে আসন গেড়ে বসেছে। মানুষ এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে নয় বরং আধ্যাত্মিক উপায়ে ক্রটিযুক্ত জিন সারিয়ে তুলতে চায়। সত্যি বলছি, আমাদের এখন কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না।"

একমত হয়ে মাথা নাড়লেন সেলডন। "আমিও জানি। সাইকোহিস্টোরি এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু আমি কখনোই বিশ্বাস করি নি যে পরিস্থিতি এত দ্রুত গতিতে এতটা খারাপ হয়ে উঠবে। আমার কাজের ধরনটাই এমন যে চারপাশের সমস্যাগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। "ত্রিশটা বছর থেকে দেখছি গ্যালাকটিক এম্পায়ার ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যাচ্ছে– আর এখন ভাঙ্গনের গতি আরো দ্রুত হয়েছে। আমি জানি না কিভাবে এটা ঠেকানো যাবে।"

"আপনি ঠেকানোর চেষ্টা করছেন?" ড. এন্ডলেকির চেহারা দেখে মনে হলো সে মজা পেয়েছে।

"হ্যাঁ, চেষ্টা করছি।"

"আপনার সৌভাগ্য কামনা করি।– আপনার শরীরের নিম্নাংশে যে ব্যথা, পঞ্চাশ বছর আগে তা সহজেই নিরাময় করা যেত। এখন সম্ভব না।"

"কেন?"

"যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো সেগুলো আর নেই। যারা সেগুলো চালাত তারা এখন অন্য কাজ করে। ওষুধ আর আগের মতো উৎপাদিত হয় না।"

"বাকী সবকিছুর মতো," সেলডনও মজা পেলেন এই কথায়। "–যাই হোক, ওয়ানডার বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আমি মনে করি ওয়ানডা কিছুটা ব্যতিক্রম এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মস্তিষ্ক অন্য সবার চেয়ে আলাদা। ওর জিন থেকে মস্তিষ্কের ব্যাপারে কোনো তথ্য পেয়েছেন?"

ড. এন্ডলেকি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। "প্রফেসর সেলডন, আপনি কি জানেন, কতগুলো জিন মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত?"

"না।"

"আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, মানব দেহের সকল কার্যকলাপের মধ্যে মস্তিষ্কের কার্যকলাপই সবচেয়ে জটিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের জানা মতে মহাবিশ্বে আর কোনো উপাদান নেই যা মানব মস্তিষ্কের মতো জটিল। কাজেই আপনি অবাক হবেন না যদি বলি যে কয়েক হাজার জিন মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।"

"কয়েক হাজার?"

"হ্যাঁ। এবং মস্তিষ্কে ব্যতিক্রমী কিছু আছে কিনা তা বের করার জন্য প্রতিটি জিন পরীক্ষা করে দেখা অসম্ভব। ওয়ানডার ব্যাপারে আপনার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। সে কিছুটা ব্যতিক্রমী, তার মস্তিষ্ক অন্য সবার চেয়ে আলাদা, কিন্তু তার জিনে আমি এমন কিছু পাই নি।"

"এমন মানুষদের আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন যাদের মানসিক ক্রিয়াকলাপের জিনগুলো ওয়ানডার মতো, একই রকম ব্রেইন প্যাটার্ন?"

"আমার সন্দেহ আছে। অন্য কারো মস্তিষ্ক তার মতো হলেও, জিনে ব্যাপক পার্থক্য থাকবে। মিল খুঁজে লাভ নেই। প্রফেসর, ওয়ানডার মাঝে এমন কি আছে যার জন্য আপনি তাকে ব্যতিক্রমী ভাবছেন।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "দুঃখিত। বলতে পারব না।"

"সেক্ষেত্রে, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমিও কিছু বের করে দিতে পারব না। কিভাবে আপনি বুঝতে পারলেন যে তার মস্তিষ্ক অন্যদের চেয়ে ভিন্নরকম– যে ব্যতিক্রম আপনি আমার সাথে আলোচনা করতে পারছেন না।"

"দুর্ঘটনাক্রমে," বিড় বিড় করে বললেন সেলডন। "পুরোটাই দুর্ঘটনা।"

"সেক্ষেত্রে ওয়ানডার মতো অন্যদেরও খুঁজে বের করতে হবে– দুর্ঘটনাক্রমে। আর কোনো উপায় নেই।"

নীরবতা নেমে এল দুজনের মাঝে। তারপর সেলডন বললেন, "আমাকে আর কিছু বলার আছে আপনার?"

"না, কিছু বলার নেই। বিল পাঠিয়ে দেব।"

কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন সেলডন। ব্যথাটা তাকে ভীষণ ভোগাচ্ছে। "ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ডক্টর। বিল পাঠিয়ে দেবেন। আমি পেমেন্ট করে দেব।"

এখন কি করবেন এই ভাবনাটা মাথায় নিয়ে ডাক্তারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮.

আর সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতোই হ্যারি সেলডনও গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর সকল সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে চলেছেন। অধিকাংশ কাজই করেন নিজের অফিসে বসে কম্পিউটারের মাধ্যমে, তবে মাঝে মাঝে সশরীরে চলে আসেন। তার মূল কারণ, সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টের বিশাল চাপ থেকে কিছু সময়ের মুক্তি। তাছাড়া যেহেতু ওয়ানডার মতো আরো অনেককে খুঁজে বের করার পরিকল্পনা করেছেন, তাই লাইব্রেরীতেই ছোট একটা অফিস নিয়েছেন যেন প্রয়োজন হলেই লাইব্রেরীর বিশাল তথ্য ভাণ্ডার ব্যবহার করা যায়। এমনকি পার্শ্ববর্তী সেক্টরের গম্বুজের নিচে একটা অ্যাপার্টমেন্টও ভাড়া নিয়েছেন। যদি স্ট্রিলিং-এ ফিরে যাওয়ার মতো সময় না থাকে তখন ওই অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকেন। খুব বেশী দূরে না। হেঁটেই লাইব্রেরীতে আসা যাওয়া করতে পারেন।

যাইহোক, তার পরিকল্পনা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে, তাই ল্যাস জিনো'র সাথে দেখা করবেন বলে মনস্থির করলেন। এই প্রথমবার তার সাথে সামনাসামনি দেখা হবে।

গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর চীফ লাইব্রেরীয়ানের সাথে দেখা করা খুব একটা সহজ নয়। কারণ এই পদ এবং দায়িত্ব গ্যালাক্সির মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। শোনা যায় যে, এমনকি সম্রাটের নিজেরও যদি চীফ লাইব্রেরীয়ানের সাথে কোনো পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাকে সশরীরে লাইব্রেরীতে এসে তার পালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

সেলডনের অবশ্য কোনো সমস্যা হলো না। জিনো তাকে ভালোভাবেই চেনে যদিও সামনাসামনি দেখা হয় নি কখনো। "বিরল সম্মান, ফার্স্ট মিনিস্টার।" এভাবেই অভ্যর্থনা জানাল সে।

মুচকি হাসলেন সেলডন। "নিশ্চয়ই জানেন যে ষোল বছর আগেই আমি এই পদ থেকে অবসর নিয়েছি।"

"সম্মানটা এখনো আপনার প্রাপ্য। তাছাড়া জান্তা যখন বারবার জ্ঞান চর্চার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে, তখন আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন।"

(আচ্ছা, এই কারণেই তাহলে দেখা করার জন্য সহজে রাজী হয়েছে।)

"শুধুই গুজব," বললেন তিনি।

"বলুন," বলল জিনো, চট করে আড় চোখে একবার টাইম ব্যাণ্ডের দিকে তাকাল, "আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"চীফ লাইব্রেরীয়ান, আমি যা চাই তা খুব একটা সহজ কিছু না। লাইব্রেরীতে আরো বড় অফিস দরকার আমার। আমার কয়েকজন সহকর্মীকে স্থায়ীভাবে এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আসার অনুমতি চাই। বিশাল, সময়সাপেক্ষ এবং সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ এক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অনুমতি চাই।”

জিনোর চেহারায় খানিকটা বিরক্তি ফুটে উঠল। “অনেক কিছু চাইছেন। জানতে পারি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কি?”

“নিশ্চয়ই। এম্পায়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে।”

দীর্ঘ সময়ের নীরবতা। তারপর জিনো বলল, “আপনার সাইকোহিস্টোরি গবেষণার কথা শুনেছি। শুনেছি যে এই নতুন বিজ্ঞান ভবিষ্যত পরিগণনা করতে পারবে। যা বললেন সেটা কি সাইকোহিস্টোরিক্যাল পরিগণনা?”

“না। এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছাই নি যেখানে সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে নিশ্চিত ভবিষ্যত বলা যাবে। কিন্তু এম্পায়ার যে ভেঙ্গে যাচ্ছে সেটা বোঝার জন্য সাইকোহিস্টোরির প্রয়োজন নেই আপনার। চারপাশে অজস্র প্রমাণ রয়েছে।”

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জিনো। “এত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই আর অন্য কোনো বিষয়ে মনযোগ দিতে পারি না। রাজনীতি আর সমাজনীতির বিষয়ে আমি শিশু।”

“ইচ্ছে হলে আপনি এই লাইব্রেরী থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। পুরো গ্যালাকটিক এম্পায়ারের সকল তথ্য এখানে জমা হয়।”

“সত্যি কথা বলতে কি আমি জানতে পারি সবার পরে।” বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসল জিনো। “প্রাচীন প্রবাদটা আপনি জানেন : মুচির ছেলে কখনো জুতো পরে না। তবে আমি ভেবেছিলাম এম্পায়ার আবার সংগঠিত হচ্ছে যেহেতু নতুন সম্রাট দায়িত্ব নিয়েছেন।”

“নামে মাত্র, সম্রাট, চীফ লাইব্রেরীয়ান। অধিকাংশ সীমান্তবর্তী প্রদেশে প্রথাগত কিছু অনুষ্ঠানেই শুধু সম্রাটের নাম উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে সম্রাটের কোনো ভূমিকা নেই। আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো চলছে আপন মর্জিতে, সবচেয়ে বড় কথা, স্থানীয় আর্মড ফোর্সগুলো তারা নিয়ন্ত্রণ করে, যা সম্রাটের কর্তৃত্বের বাইরে। ইনার ওয়ার্ল্ডগুলোর বাইরে কোথাও যদি সম্রাট কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টা করেন নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবেন। আমার ধারণা আগামী বিশ বছরের মধ্যে আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করবে।”

আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জিনো। “আপনার কথা সত্যি হলে, এম্পায়ারে এখন সবচেয়ে খারাপ সময় চলছে। কিন্তু আরো বড় অফিস এবং আরো সহকর্মীদের এখানে নিয়ে আসতে চাওয়ার সাথে এর কি সম্পর্ক?”

“যদি এম্পায়ার ভেঙ্গে পড়ে তাহলে গ্যালাকটিক লাইব্রেরীও হয়তো সেই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে না।”

“পেতেই হবে,” আন্তরিক সুরে বলল জিনো। “খারাপ সময় আগেও এসেছে, কিন্তু সবসময়ই একটা বিষয়ে সবাই লক্ষ্য রেখেছে, ট্র্যানটরের গ্যালাকটিক লাইব্রেরী, মানবজাতির অর্জিত সমুদয় জ্ঞানের ভাণ্ডার, যেন এটার কোনো ক্ষতি না হয়। ভবিষ্যতেও তাই হবে।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নাও হতে পারে। আপনিই বলেছেন যে জান্ডা অনেকবারই লাইব্রেরীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছে।"

"তেমন ক্ষতিকর কিছু ছিল না।"

"পরের বার ক্ষতিকর হতে পারে। মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারি না।"

"এখানে আপনার বর্ধিত উপস্থিতি সেটা কিভাবে ঠেকাবে?"

"আমার উপস্থিতি ঠেকাবে না। কিন্তু আমি যে প্রজেক্ট নিয়ে ভাবছি সেটা ঠেকাবে। আমি একটা বিশাল এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করতে চাই, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেইসব জ্ঞান যা পুনরায় সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য মানবজাতির প্রয়োজন হবে– আপনি এটাকে বলতে পারেন এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা। লাইব্রেরীতে যে তথ্য আছে তার সব আমাদের দরকার নেই। অধিকাংশই গুরুত্বহীন। প্রাদেশিক লাইব্রেরীগুলো হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি না হয় তাহলে গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর সাথে কম্পিউটারাইজড সংযোগের কারণে অধিকাংশ স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনভাবে শুধু সেই তথ্যগুলো বেছে নেয়া, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে, যা মানবজাতির প্রয়োজন হবে।"

"যদি সেটাও ধ্বংস হয়ে যায়?"

"আশা করি হবে না। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে, গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে একটা গ্রহ খুঁজে বের করে আমার এনসাইক্লোপেডিস্টদের সেখানে পাঠিয়ে দেব। সেখানে ওরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবে। কিন্তু সেইরকম একটা গ্রহ না পাওয়া পর্যন্ত আমি চাইছি এখান থেকেই কাজ শুরু হোক। লাইব্রেরীর সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে এনসাইক্লোপেডিস্টরা ঠিক করে রাখুক কোন কোন তথ্য প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজন হবে।"

AMARBOI.COM

গম্ভীর হয়ে গেল জিনো। "আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, প্রফেসর সেলডন, কিন্তু কোনো সাহায্য হয়তো করতে পারব না।"

"কেন, চীফ লাইব্রেরীয়ান?"

"কারণ চীফ লাইব্রেরীয়ান হলেও সব সিদ্ধান্ত আমি একা নিতে পারি না। অনেক বড় একটা পরিচালনা পরিষদ আছে– নীতি নির্ধারক কমিটি– কাজেই ভাববেন না যে আপনার এনসাইক্লোপিডিয়া প্রজেক্টে আমি সাহায্য করতে পারব।"

"অবাক হলাম।"

"আমি আসলে জনপ্রিয় চীফ লাইব্রেরীয়ান নই। বোর্ড গত কয়েক বছর থেকেই লাইব্রেরীতে প্রবেশাধিকার সীমিত করার বিষয়ে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। আমি এখনো বাধা দিয়ে যাচ্ছি। আপনাকে ছোট অফিস বরাদ্দ করার জন্যও ওরা আমার উপর মনঃক্ষুণ্ন।"

"প্রবেশাধিকার সীমিত করে দেবেন?"

"ঠিক তাই। যদি কোনো ব্যক্তির কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয়, তখন সে একজন লাইব্রেরীয়ানের সাথে যোগাযোগ করবে। ওই লাইব্রেরীয়ানই তাকে প্রয়োজনীয় তথ্যটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে দেবে। বোর্ড চাইছে না মানুষ যখন তখন লাইব্রেরীতে ঢুকে ইচ্ছেমতো কম্পিউটার ব্যবহার করে। তাদের মতে কম্পিউটার এবং লাইব্রেরীর অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী রাখার খরচ দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে পড়ছে।"

"কিন্তু সেটা অসম্ভব। গ্যালাকটিক লাইব্রেরী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এটা হাজার বছরের নিয়ম।"

"জানি নিয়মটা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মেনে আসা হচ্ছে, কিন্তু বর্তমানে লাইব্রেরীতে প্রদেয় আর্থিক সহযোগিতা ধাপে ধাপে শুধু কমছেই। প্রয়োজনীয় তহবিল আমরা পাচ্ছি না। যন্ত্রপাতিগুলো চালু রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

চোয়াল ঘষলেন সেলডন। "কিন্তু তহবিল হ্রাস পেলে আপনাকে নিশ্চয়ই কর্মীদের বেতন কমাতে হয়েছে, অনেককে ছাটাই করতে হয়েছে– অথবা অন্তত নতুন লোক নিয়োগ বন্ধ করতে হয়েছে।"

"পুরোপুরিই ঠিক বলেছেন।"

"সেক্ষেত্রে, সীমিত কর্মীদের দিয়ে মানুষের বিপুল চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করবেন কিভাবে?"

"একটু কৌশল অবলম্বন করে। মানুষ যে তথ্যগুলো চাইবে তার সবই আমরা দেব না, দেব শুধু সেইগুলোই যা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে।"

"তার মানে শুধু যে লাইব্রেরীতে প্রবেশ বন্ধ করছেন তাই নয়, আসলে পুরো লাইব্রেরীটাই বন্ধ করে দিচ্ছেন?"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"বিশ্বাসই হচ্ছে না যে কোনো লাইব্রেরীয়ান এটা চাইতে পারে।"

"জিনারো মামেরিকে আপনি চেনেন না, প্রফেসর সেলডন।" সেলডনের ফাঁকা দৃষ্টি দেখে জিনো কথা চালিয়ে যেতে লাগল। "ভাবছেন কে সে? বোর্ডের যে অংশ লাইব্রেরী বন্ধ করে দিতে চায় সেই অংশের নেতা। দিনে দিনে তার দল ভারী হচ্ছে। আমার ক্ষমতাবলে যদি আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের এখানে কাজ করার সুযোগ বাড়িয়ে দেই, তাহলে এতদিন যারা মামেরির পক্ষে ছিল না তারাও মরিয়া হয়ে লাইব্রেরীর অংশবিশেষ বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেবে এবং তার দলে যোগ দেবে। পদত্যাগ করতে বাধ্য হব আমি।"

"শুনুন," হঠাৎ প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে বললেন সেলডন। "লাইব্রেরী বন্ধ করে দেয়া, প্রবেশাধিকার সীমিত করা, তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি, ক্রমহ্রাসমান অর্থায়ন– সবকিছুই হচ্ছে এম্পায়ার ভেঙ্গে পড়ার প্রমাণ। আপনি বুঝতে পারছেন না?"

"এভাবে ভাবলে হয়তো আপনার কথাই ঠিক।"

"তাহলে আমাকে বোর্ডের সামনে কথা বলতে দিন। ভবিষ্যতে কি আছে সেটা ব্যাখ্যা করে বলার সুযোগ দিন। আশা করি আপনাকে যেমন বোঝাতে পেরেছি ওদেরকেও পারব।"

কিছুক্ষণ ভাবল জিনো, "আপনাকে সুযোগ দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু ধরে নিন যে কোনো লাভ হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চেষ্টা করে দেখি। দয়া করে ব্যবস্থা করুন এবং আমাকে জানান কবে, কখন এবং কোথায় বোর্ডের সাথে দেখা করা যাবে।"

জিনোকে অস্বস্তির মাঝে রেখে চলে গেলেন এসেছিলেন। চীফ লাইব্রেরীয়ানকে যা বলেছেন তার সবই সত্যি– এবং গুরুত্বহীন। লাইব্রেরী ব্যবহার করতে চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য তিনি গোপন করেছেন।

আংশিক কারণ তিনি নিজেই এখনো পরিষ্কার জানেন না।

ইউগো এমারিলের বিছানার পাশে বসে আছেন হ্যারি সেলডন– ধৈর্য সহকারে বিষণ্ন মনে। ইউগো পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। সে চাইলেও এখন আর কোনো চিকিৎসাতেই কাজ হবে না, অবশ্য সে চাইছেও না।

মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়স। সেলডন ছেষট্টি বছর বয়সেও এখনো যথেষ্ট সুস্থ সবল, শুধু নিতম্ব আর উরুর ব্যথাটা তাকে মাঝে মাঝে পঙ্গু করে দেয়।

চোখ খুলল এমারিল। "এখনো আছ, হ্যারি?"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

"মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত?"

"হ্যাঁ।" তারপর প্রচণ্ড শোক নিয়ে বললেন, "কেন এমন করলে, ইউগো। একটু যত্ন নিলে হয়তো আরো বিশ থেকে ত্রিশ বছর বাঁচতে।"

দুর্বল একটু হাসল এমারিল। "যত্ন নিয়ে বাঁচা? অর্থাৎ কাজ থেকে খানিক বিরতি? অবকাশ কেন্দ্রে যাওয়া? নানা রকম আমোদ প্রমোদ করা?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

"তখন হয় আমার মনটা কাজে ফিরে আসার জন্য অস্থির হয়ে থাকত অথবা সময় নষ্ট করা শিখতাম, আর যে অতিরিক্ত বিশ-ত্রিশ বছরের কথা বলছ, সেই সময়ে আমি বেশী কিছু করতে পারতাম না। তোমার অবস্থা তো দেখছি।"

"আমার কোন অবস্থা?"

"দশ বছর তুমি ক্লীয়নের ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলে, ওই সময়ে বিজ্ঞানের কাজ কতটুকু করেছ তুমি?"

"আমার জীবনের চার ভাগের এক অংশ সাইকোহিস্টোরি গবেষণায় কাটিয়েছি।" মোলায়েম সুরে বললেন সেলডন।

"বড়াই করো না। আমি না থাকলে সাইকোহিস্টোরির অগ্রগতি অনেক আগেই থেমে যেত।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "ঠিক বলেছ, ইউগো, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

"আর যখন দিনের অধিকাংশ সময়টাতে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে তখন কে করত– আসল কাজগুলো? হ্যাঁ?"

"তুমি, ইউগো।"

"অবশ্যই।" আবার চোখ বুজল সে।

সেলডন বললেন, "কিন্তু আমার মৃত্যুর পর তুমি বরাবরই এই প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে চেয়েছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। আমি প্রজেক্টের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলাম যেন তা সঠিক পথে এগিয়ে চলে, তবে প্রশাসনিক কাজগুলোও আমি সামলাতে পারতাম।"

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এমারিলের, চোখ মেলে সরাসরি তাকাল সেলডনের দিকে। "আমি চলে গেলে সাইকোহিস্টোরির কি হবে? ভেবেছ কিছু?"

"হ্যাঁ, ভেবেছি। এই বিষয়ে তোমার সাথে কথা বলতে চাই। তুমি খুশি হবে। ইউগো, আমার বিশ্বাস সাইকোহিস্টোরিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে।"

সামান্য ভুরু কুঁচকাল এমারিল। "কেমন করে? আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

"শোনো। বুদ্ধিটা তোমারই ছিল। কয়েক বছর আগে তুমিই বলেছিলে যে দুটো ফাউণ্ডেশন তৈরি করা উচিত। আলাদাভাবে– সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিরাপদ– যেন ওগুলোই সম্ভাব্য দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ারের নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করতে পারে। মনে আছে?"

"সাইকোহিস্টোরিক সমীকরণ– "

"আমি জানি। সমীকরণ প্রমাণ করেছে। এখন আমি এই কাজেই ব্যস্ত, ইউগো। গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে একটা অফিসের ব্যবস্থা করেছি– "

"গ্যালাকটিক লাইব্রেরী," এমারিলের কুঁচকানো ভুরু আরো গভীর হলো। "ওদেরকে আমি পছন্দ করি না। অহংকারী বোকার দল।"

"চীফ লাইব্রেরীয়ান ল্যাস জিনো অত খারাপ নয়, ইউগো।"

"মামেরি নামের লাইব্রেরীয়ানের সাথে দেখা হয়েছে তোমার? জিনারো মামেরি?"

"না, তবে শুনেছি ওর কথা।"

"খাটাশ টাইপের লোক। আমার সাথে লেগে গিয়েছিল একবার। বলেছিল যে আমি নাকি লাইব্রেরীতে জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখছি, অথচ ওরকম কিছুই করি নি। মাথা গরম হয়ে যায়। মনে হয়েছিল যেন আবার ডাহ্‌লে ফিরে গেছি।– ডাহ্‌ল একটা ক্ষেত্রে ভীষণ সমৃদ্ধ, হ্যারি, সেটা হচ্ছে গালি। সেখান থেকে বাছা বাছা কিছু গালি ঝেড়ে দিয়ে বলি যে তুমি সাইকোহিস্টোরিতে নাক গলাচ্ছ এবং ইতিহাসে তুমি 'খলনায়ক' হিসেবে চিহ্নিত হবে। অবশ্য ঠিক 'খলনায়ক' বলি নি। ব্যাটা একেবারে বোবা হয়ে যায়।"

হঠাৎ করেই সেলডন বুঝতে পারলেন কেন মামেরি বহিরাগত বিশেষ করে সাইকোহিস্টোরির উপর এত খেপে আছে– কিন্তু কিছু বললেন না।

"আসল কথা হচ্ছে, ইউগো, তুমি দুটো ফাউণ্ডেশন চেয়েছিলে যেন একটা ব্যর্থ হলে আরেকটা কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখন আমরা আরো বড় কিছু করতে চাইছি।"

"যেমন?"

"মনে আছে দুইবছর আগে ওয়ান্ডা তোমার মাইন্ড রিড করে দেখিয়েছিল যে প্রাইম রেডিয়্যান্টের একটা সমীকরণের অংশবিশেষে খুত আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ, ওয়ানডার মতো আরো অনেককে খুঁজে বের করব। একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করব বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের নিয়ে, তারা মানবজাতির সমুদয় জ্ঞান সংরক্ষণ করবে এবং দ্বিতীয় এম্পায়ারের নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করবে। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন হবে শুধুমাত্র সাইকোহিস্টোরিয়ানদের নিয়ে– মেন্টালিস্ট, মাইণ্ড টাচিং সাইকোহিস্টোরিয়ান– যারা বহুবিদ মননশীল পদ্ধতিতে সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করবে এবং একক চিন্তাবিদের চেয়ে বহুগুণ দ্রুত অগ্রগতি করতে পারবে। তারা কাজ করবে দলবদ্ধ হয়ে। মূল দায়িত্ব হবে ইতিহাসের গতিপথে নিখুঁত সমন্বয় সাধন। সবসময় পর্দার অন্তরালে থাকবে, লক্ষ্য রাখবে। তারা হবে এম্পায়ারের অভিভাবক।"

"চমৎকার!" দুর্বল গলায় বলল এমারিল। "চমৎকার! দেখেছ, মরার জন্য ভালো একটা সময় বেছে নিয়েছি আমি। আমার আর কিছু করার বাকী নেই।"

"এভাবে বলো না, ইউগো।"

"মন খারাপ করবে না, হ্যারি। আমি ভীষণ ক্লান্ত, আর কিছু করার সামর্থ নেই। ধন্যবাদ– ধন্যবাদ– আমাকে বলার জন্য।" কণ্ঠস্বর আরো দুর্বল হয়ে পড়ল তার– "এই বিপ্লবের কথা। আমি– খুশি– "

এই ছিল ইউগো এমারিলের জীবনের শেষ বাক্য।

মাথা নিচু করে বসে রইলেন সেলডন। চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আরেকজন পুরনো বন্ধু চলে গেল। ডেমার্জেল, ক্লীয়ন, ডর্স, আর এইমাত্র ইউগো... তিনি বুড়ো হচ্ছেন আর তাকে আরো নিঃসঙ্গ করে দিয়ে একে একে সবাই চলে যাচ্ছে।

আর যে বিপ্লবের কথা মৃত্যুর পূর্বে এমারিলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে তা কি আদৌ সম্ভব হবে। তিনি কি গ্যালাকটিক লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারবেন? ওয়ানডার মতো আরো অনেককে খুঁজে বের করতে পারবেন? সবচেয়ে বড় কথা, কত সময় লাগবে?"

সেলডনের বয়স এখন ছেষট্টি। যদি বত্রিশ বছর বয়সে, যখন তিনি ট্র্যানটরে আসেন, তখন এই বিপ্লব শুরু করতে পারতেন...

এখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

১০.

জিনারো মামেরি তাকে অপেক্ষা করাচ্ছেন। ইচ্ছাকৃত অভদ্রতা, এমনকি অপমানজনক, হ্যারি সেলডন শান্ত থাকলেন।

হাজার হোক মামেরিকে তার ভীষণ প্রয়োজন। লাইব্রেরীয়ানের উপর রাগ করলে নিজেরই ক্ষতি। তার রাগ দেখে মামেরিও খুশি হবে।

অবশেষে মামেরির দেখা পাওয়া গেল। সেলডন তাকে আগেও দেখেছেন– তবে দূর থেকে। এই প্রথম সামনাসামনি কথা বলবেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামেরি বেটে এবং মোটা, গোলাকার মুখ, গাঢ় রঙের ছোট দাড়ি। মুখে হাসি, কিন্তু সেলডনের ধারণা এই অর্থহীন হাসিটা তার মুখে স্থায়ী হয়ে গেছে। মামেরির দাঁতের রং হলুদ, টুপির রংও হলুদ, হালকা বাদামী রংও আছে, মনে হয় যেন প্যাঁচিয়ে ধরেছে সাপের মতো।

সেলডনের গা গুলিয়ে উঠল। মনে হলো মামেরিকে তার পছন্দ হবে না, কোনো কারণ ছাড়াই।

কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই মামেরি বলল, "তো, প্রফেসর, কি করতে পারি আপনার জন্য?" আড় চোখে দেয়ালে ঝোলানো টাইমস্ট্রিপের দিকে তাকাল, কিন্তু দেরীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করল না।

"লাইব্রেরীতে আমার কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি যে বিরোধিতা করছেন, আমি সেটা থামানোর অনুরোধ করছি।"

দুপাশে হাত ছড়াল মামেরি। "দুবছর হয়ে গেল এখানে কাজ করছেন। কোন বিরোধিতার কথা বলছেন?"

"আপনি বোর্ডের যে অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং যারা আপনার মতে বিশ্বাসী তারা এখন পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে চীফ লাইব্রেরীয়ানকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারেন নি, কিন্তু শুনলাম আগামী মাসে আরেকটা মিটিং এবং ল্যাস জিনো আমাকে জানিয়েছেন যে ফলাফলের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।"

"আমিও নিশ্চিত নই। আপনার লীজ- যদি ব্যাপারটাকে আমরা এইভাবে দেখি- হয়তো নবায়ন করা যাবে।"

"কিন্তু আমার আরো বেশী সাহায্য প্রয়োজন, লাইব্রেরীয়ান মামেরি। আমি কয়েকজন সহকর্মীকে এখানে নিয়ে আসতে চাই। যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি- একটা বিশেষ এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতি- একজনের কাজ নয় সেটা।"

"আপনার সহকর্মীরা যেখানে খুশি সেখানে কাজ করতে পারে। ট্র্যানটর সুবিশাল এক বিশ্ব।"

"আমাদেরকে লাইব্রেরীতেই কাজ করতে হবে। আমি বৃদ্ধ মানুষ, স্যার। কাজগুলো আমাকে দ্রুত শেষ করতে হবে।"

"সময়ের হাত থেকে কে বাঁচতে পারে? আমার মনে হয় না বোর্ড আপনার সহকর্মীদের ব্যাপারে অনুমতি দেবে। আপনার ছোট দাবী পরবর্তীতে অনেক বড় আকার ধারণ করতে পারে, প্রফেসর।"

(হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সেলডন মনে মনে ভাবলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না)

মামেরি বলল, "আপনাকে আমি লাইব্রেরী থেকে দূরে রাখতে পারি নি। কিন্তু আশা করি আপনার সহকর্মীদের দূরে রাখতে পারব।"

কোনো লাভ হচ্ছে না বুঝতে পরলেন সেলডন। কণ্ঠে আরো আন্তরিকতা মিশিয়ে বললেন, "লাইব্রেরীয়ান মামেরি, আমার প্রতি আপনার বিদ্বেষ নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত কিছু নয়। আশা করি আমার কাজের গুরুত্ব আপনি বুঝতে পেরেছেন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অর্থাৎ, সাইকোহিস্টোরি। ত্রিশ বছর গবেষণা করে কি ফল পেয়েছেন?"

"কথা তো সেখানেই। এখন হয়তো ফলাফল পেতে পারি।"

"তাহলে সেটা স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেই করুন। গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে করতে হবে কেন?"

"লাইব্রেরীয়ান মামেরি, আপনি লাইব্রেরী সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দিতে চাইছেন। প্রাচীন এক ঐতিহ্যকে আপনি শেষ করে দিতে চাইছেন। সেই সাহস আপনার আছে?"

"প্রশ্নটা সাহসের নয়। অর্থের, চীফ লাইব্রেরীয়ান নিশ্চয়ই আমাদের দুর্বলতার কথাগুলো বলার সময় আপনার কাঁধে মাথা রেখে চোখের পানিও ফেলেছে। আর্থিক সাহায্য কমে গেছে, বেতন কমাতে হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং মেরামত হয় না বহুদিন। কি করতে পারি আমরা? যে সেবা দিতে পারতাম তা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হয়েছে। এই অবস্থায় আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের অফিস এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে সহায়তা অব্যাহত রাখা অসম্ভব।"

"সম্রাটকে জানিয়েছেন?"

"আপনি স্বপ্ন দেখছেন, প্রফেসর। এম্পায়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আপনার সাইকোহিস্টোরিই সেটা বলেছে, তাই না? শুনেছি আপনাকে ডাকা হয় র‍্যাভেন সেলডন, প্রাচীন যুগের এক অশুভ পাখি।"

"এই কথা সত্যি যে আমরা একটা খারাপ সময়ের ভেতর প্রবেশ করতে যাচ্ছি।"

"আপনার কি ধারণা লাইব্রেরী সেই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে? প্রফেসর, লাইব্রেরী আমার জীবন এবং আমি এটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু তা অসম্ভব যদি প্রয়োজনীয় তহবিল না পাওয়া যায়। অথচ আপনি আরো অধিক সুযোগ সুবিধার দাবী নিয়ে এসেছেন। সম্ভব না, প্রফেসর। কোনোভাবেই সম্ভব না।"

"যদি আমি আপনার জন্য ক্রেডিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারি?" মরিয়া হয়ে বললেন সেলডন।

"তাই। কিভাবে?"

"যদি সম্রাটকে অনুরোধ করি? আমি প্রাক্তন ফার্স্ট মিনিস্টার এবং তিনি আমার অনুরোধ রাখতেও পারেন।"

"আপনি তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য আনবেন?" অট্টহাসির সাথে মামেরি বলল।

"যদি পারি, যদি আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে পারি, তাহলে আমার সহকর্মীরা এখানে এসে কাজ করতে পারবে?"

"প্রথমে ক্রেডিট নিয়ে আসুন। তারপর দেখব কি করা যায়। তবে মনে হয় না পারবেন।"

মামেরিকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো এবং সেলডন অবাক হলেন এই ভেবে যে গ্যালাকটিক লাইব্রেরী এরই মধ্যে কতবার সম্রাটের কাছে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তার নিজের আবেদনেও কি কোনো লাভ হবে।

১১.

সম্রাট ষোড়শ এজিস, এটা তার আসল নাম নয়। সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার পর এই নামটা তিনি বেছে নেন এজিস পরিবারের সাথে একটা ক্ষীণ যোগাযোগ বোঝানোর জন্য। এই পরিবার দুহাজার বছর পূর্বে এম্পায়ার শাসন করত, তাদের অধিকাংশই ছিল সফল সম্রাট– বিশেষ করে ষষ্ঠ এজিস, তার বেয়াল্লিশ বছরের শাসনকালে এম্পায়ার যথেষ্ট উন্নতি করে অথচ সে রক্তলোলুপ স্বৈরশাসক ছিল না মোটেই।

পুরনো এজিসদের কারো সাথেই ষোড়শ এজিসের কোনো মিল নেই– যদি হলোগ্রাফিক রেকর্ডের সত্যিকার কোনো মূল্য থেকে থাকে। আবার সত্যি কথাটা না বললেই নয়, জনগণের মাঝে যে হলোগ্রাফ বিতরণ করা হয়েছে তার সাথেও ষোড়শ এজিসের কোনো মিল নেই।

সত্যি কথা বলতে কি সেলডনের মতে, অসংখ্য দোষ এবং দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সম্রাট ক্লীয়ন নিঃসন্দেহে প্রতাপশালী রাজসিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

ষোড়শ এজিস মোটেই তা নন। সেলডন তাঁকে এত কাছ থেকে আগে দেখেন নি এবং যে কয়েকটা মাত্র হলোগ্রাফ দেখেছেন সেগুলোও অতিরঞ্জিত। ইম্পেরিয়াল হলোগ্রাফার তার কাজ ভালোই জানে এবং করেছেও নিখুঁতভাবে।

ষোড়শ এজিস বেটে, অনাকর্ষণীয় চেহারা, খানিকটা ফোলা চোখ এবং তাতে বুদ্ধিমত্তার কোনো ছাপ নেই। সিংহাসনে বসার জন্য তার একমাত্র যোগ্যতা হলো তিনি ক্লীয়নের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

একটা কৃতিত্ব অবশ্য তাকে দিতেই হবে, তিনি কখনো প্রবল প্রতাপশালী দয়ালু সম্রাট হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেন নি। তিনি "জনগণের সম্রাট" হতে চান। ইম্পেরিয়াল প্রটোকল আর ইম্পেরিয়াল গার্ডের বাধার কারণেই তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গম্বুজের নীচে ট্র্যানটরের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে পারেন না। সবাই জানে তিনি প্রতিটি নাগরিকের সাথে হাত মিলাতে চান, ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতিটি সমস্যার কথা শুনতে চান।

কুর্নিশ করে বিড়বিড়িয়ে সেলডন বললেন, "সাক্ষাতের অনুমতি দেয়ায় আমি কৃতজ্ঞ, সায়ার।"

ষোড়শ এজিসের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার এবং আকর্ষণীয়, শারীরিক কাঠামোর সাথে বেমানান। "একজন ফার্স্ট মিনিস্টার সবসময়ই কিছু বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন, যদিও কৃতিত্বটা আমার নিজেকেই দেয়া উচিত তোমার সাথে দেখা করার অসম্ভব সাহসের জন্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ রসবোধ এবং সেলডন অনুধাবন করলেন যে চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ না থাকলেও একজন মানুষ বুদ্ধিমান হতে পারে।

"সাহস, সায়ার?"

"নিশ্চয়ই। তোমাকে সবাই র‍্যাভেন সেলডন বলে, তাই না?"

"মাত্র গতকালকেই নামটা শুনেছি, সায়ার।"

"নিঃসন্দেহে তোমার সাইকোহিস্টোরির উদ্দেশ্যেই এই অপবাদ, যা এম্পায়ারের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে চলেছে।"

"শুধুমাত্র সম্ভাবনাই নির্ণয় করেছে, সায়ার– "

"তাই পৌরাণিক যুগের দুর্ভাগ্য ডেকে আনার অশুভ পাখির সাথে তোমাকে তুলনা করা হচ্ছে। তবে আমার মতে তুমি নিজেই সেই অশুভ সংকেত।"

"মনে হয় না, সায়ার।"

"রেকর্ড সব পরিষ্কার। ক্লীয়নের প্রথম ফার্স্ট মিনিস্টার ইটো ডেমারজেল তোমার কাজে আগ্রহী ছিল, কি ঘটেছে তার– তাকে বরখাস্ত করে নির্বাসন দেয়া হয়। সম্রাট ক্লীয়ন নিজেও আগ্রহী ছিল এবং তার কি হয়েছে– ঘাতকের হাতে খুন হয়। সামরিক জান্তা তোমার কাজে আগ্রহী ছিল। কি হয়েছে তাদের– ধুলায় মিশে যায়। এমনকি বলা হয়ে থাকে জোরানুমাইটরাও নাকি তোমার কাজে আগ্রহী ছিল এবং তারা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর এখন র‍্যাভেন সেলডন, তুমি আমার সাথে দেখা করতে এসেছ। আমি কি আশা করতে পারি।"

"দুর্ভাগ্যজনক কিছুই না, সায়ার।"

"আমিও সেটাই আশা করি। কারণ যাদের কথা বললাম, আমি তাদের মতো তোমার কাজে আগ্রহী নই। এখন বল তুমি আমার কাছে কি চাও?"

ব্যাখ্যা করে বললেন সেলডন। যদি ভয়ংকর দুর্যোগ ঘটেই যায় তাহলে মানবজাতির সমুদয় জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য একটা এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করবেন তিনি, এবং প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সম্রাটের সাহায্য প্রয়োজন। মনযোগ দিয়ে এবং মাঝখানে কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য না করেই শুনলেন সম্রাট।

"আচ্ছা," ষোড়শ এজিস বললেন, "তুমি তাহলে সত্যিই বিশ্বাস কর যে এম্পায়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

"জোরালো সম্ভাবনা, সায়ার এবং সেটা বিবেচনা না করে উপায় নেই। যেভাবেই হোক আমি তা ঠেকাতে চাই, যদি সম্ভব হয়– বা অন্তত পরবর্তী দুর্যোগের পরিমাণ কমিয়ে আনতে চাই।"

"র‍্যাভেন সেলডন, যদি এভাবে প্রচার করতে থাক তাহলে এম্পায়ার ধ্বংস হবেই, কোনোকিছুই তা ঠেকাতে পারবে না।"

"না, সায়ার। আমি শুধু কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চাই।"

"সেই অনুমতি তোমার আছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না আমার কাছে তুমি কি চাও। এনসাইক্লোপিডিয়ার কথা আমাকে বলছ কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কারণ, আমি গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে কাজ করতে চাই, সায়ার, বা সঠিক ভাবে বলতে গেলে, আমার সহকর্মীদেরও লাইব্রেরীতে নিয়ে আসতে চাই।"

"নিশ্চিত থাকো আমি তাতে বাধা দেব না।"

"এইটুকুই যথেষ্ট নয়, সায়ার। আমি আপনার সাহায্য চাই।"

"কি সাহায্য, প্রাক্তন ফার্স্ট মিনিস্টার।"

"আর্থিক সাহায্য। পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে লাইব্রেরী সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাকেও বের করে দেয়া হবে।"

"ক্রেডিটস!" সম্রাটের কণ্ঠে বিস্ময়। "তুমি আমার কাছে ক্রেডিট এর জন্য এসেছ?"

"জ্বি, সায়ার।"

ষোড়শ এজিস অস্থির ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন। সেলডনও সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু এজিস হাত নেড়ে তাকে বসে থাকতে বললেন।

"বসো। আমাকে এত সম্মান দেখানোর দরকার নেই। আমি সম্রাট নই। এই দায়িত্ব আমি চাই নি, কিন্তু ওরা আমাকে বাধ্য করল। আমিই ইম্পেরিয়াল পরিবারের সবচেয়ে নিকটতম বস্তু আর সবাই মিলে আমাকে বোঝাল এম্পায়ারে একজন সম্রাট প্রয়োজন। আমি বাধ্য হলাম আর ওদেরও অনেক উপকার হলো।

"ক্রেডিট! তুমি আমার কাছে ক্রেডিট চাইছ? তুমিই প্রচার করছ যে এম্পায়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিভাবে ভাঙবে? তুমি কি ভাবছ বিদ্রোহ? গৃহ যুদ্ধ? বিশৃঙ্খলা?

"না। বরং ভাবো ক্রেডিট এর কথা। তুমি কি জানো আমি এম্পায়ারের অর্ধেকের বেশী প্রদেশ থেকে কোনো কর আদায় করতে পারি না। ওগুলো এখনো এম্পায়ারের অংশ– 'ইম্পেরিয়াম দীর্ঘজীবি হোক!'– 'সম্রাটকে সালাম!'– কিন্তু ওরা কর দেবে না এবং তা আদায় করার প্রয়োজনীয় লোকবল আমার হাতে নেই। আর যদি ওদের কাছ থেকে ক্রেডিট আদায় না করা যায় তাহলে ওরা তো এম্পায়ারের অংশ নয়, তাই না?"

"ক্রেডিটস! এম্পায়ার ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে ভুগছে। আমার কাছে দেয়ার মতো কিছু নেই। তুমি কি জানো যে ইম্পেরিয়াল প্যালেস গ্রাউণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও পর্যাপ্ত অর্থ নেই? গ্রাউণ্ডটাকে ছোট করে ফেলতে হবে। প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। লোক সংখ্যা কমাতে হবে। অন্য কোনো উপায় নেই।

"প্রফেসর সেলডন, তুমি যদি ক্রেডিট চাও, আমার কাছে কিছু নেই। লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য আমি কোথায় পাব। ওদের বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই কারণে যে প্রতিবছর অতি সামান্য হলেও, একটা ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারছি।" কথা শেষ করে সম্রাট করতল উর্ধ্বমুখী করে ইম্পেরিয়াল কোষাগারের শূন্যতা আরো পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন।

সেলডন বিমূঢ়। বললেন, "যাইহোক, সায়ার আপনার কাছে ক্রেডিট না থাকলেও ইম্পেরিয়াল সম্মান এখনো আছে। আপনি নিশ্চয়ই লাইব্রেরীকে আদেশ দিতে পারবেন যেন আমি আমার অফিস ধরে রাখতে পারি এবং সহকর্মীদের নিয়ে আসতে পারি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার বসলেন ষোড়শ এজিস, যেন ক্রেডিটের আলোচনা থেমে যেতেই তার অস্থিরতাও দূর হয়ে গেছে।

"গ্যালাকটিক লাইব্রেরী স্বাধীন ভাবে নিজেদের পরিচালনা করে। ইম্পেরিয়াল প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এটা। তারা নিজেরাই নিজেদের আইন কানুন তৈরি করে এবং এই নিয়ম পালন করে আসছে ষষ্ঠ এজিসের আমল থেকে"– মুচকি হাসলেন সম্রাট– "লাইব্রেরী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন ষষ্ঠ এজিস। তোমার কি মনে হয় আমি সফল হবো?"

"আমি আপনাকে শক্তি প্রয়োগ করতে বলছি না, সায়ার। শুধু একটু ভদ্রভাবে আপনার ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে বলছি। যদি লাইব্রেরীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে প্রভাব না ফেলে তাহলে তারা খুশি হয়েই সম্রাটের ইচ্ছা পালন করবে।"

"প্রফেসর সেলডন, লাইব্রেরীর ব্যাপারে তুমি আসলে কিছুই জান না। শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করব। সেটা যতই নম্র আর বিনীত হোক না কেন, ওরা করবে ঠিক উল্টোটা। ইম্পেরিয়াল নিয়ন্ত্রণের সামান্য আভাস পেলেও খেপে উঠবে। এই বিষয়ে ওরা ভীষণ স্পর্শকাতর।"

"তাহলে আমি কি করব?"

"আমি বলে দিতে পারি কি করবে। বুদ্ধিটা এইমাত্র মাথায় এল। আমি জনগণেরই একজন এবং ইচ্ছে হলেই গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে যেতে পারি। যেহেতু লাইব্রেরীটা প্যালেস গ্রাউণ্ডের ভেতরে সেহেতু আমি ওখানে গেলে প্রটোকলও ভাঙবে না। তুমি থাকবে আমার সাথে। আমরা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আচরণ করব। আমি ওদের কাছে কিছুই চাইব না, কিন্তু ওরা যদি আমাদের দুজনকে কাঁধে হাত রেখে হেঁটে যেতে দেখে তখন হয়তো বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য তোমার প্রতি সদয় হবে।– কিন্তু এর বেশী কিছু আমি করতে পারব না।"

হতাশ সেলডন নিশ্চিত বুঝতে পারলেন না এতে কতটুকু লাভ হবে।

AMARBOI.COM

১২.

ল্যাস জিনোর কণ্ঠে নিঃসন্দেহে সম্ভ্রম। "আমি জানতাম না আপনি সম্রাটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রফেসর সেলডন।"

"সম্রাট হলেও তিনি যথেষ্ট আন্তরিক। তাছাড়া তিনি আমার অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেন। যেহেতু আমি ক্লীয়নের ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলাম।"

"এই ঘটনা আমাদের সবার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। বহুদিন আমাদের হলগুলোতে কোনো সম্রাটের পদধূলি পড়ে নি। সাধারণতঃ লাইব্রেরীর কোনো সাহায্য সম্রাটের প্রয়োজন হলে–"

"আমি জানি। তিনি সেটা জানান এবং ভদ্রতা হিসেবে তাকে সেটা পৌছে দেয়া হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একবার একটা প্রস্তাব উঠেছিল," খোশ গল্পের সুরে জিনো বলল, "সম্রাটকে কম্পিউটারাইজড প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে দেয়া হবে যা সরাসরি লাইব্রেরীর সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকবে। যেন কোনো কিছু প্রয়োজন হলে তাকে অপেক্ষা করতে না হয়। তখন ছিল সুখের দিন যখন ক্রেডিট কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু জানেন, প্রস্তাবটা পাস হয় নি।"

"তাই? কেন?"

"সবাই এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। সবাই মনে করেছিল এতে সম্রাট লাইব্রেরীর সাথে বেশী যুক্ত হয়ে পড়বেন এবং লাইব্রেরীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে।"

"আর এই বোর্ড, যারা সম্রাটকে পর্যন্ত মাথা নুইয়ে সম্মান করে না, তারা কি আমাকে এখানে কাজ করতে দেবে?"

"এই মুহূর্তে, হ্যাঁ, সবার মনেই আশার সঞ্চার হচ্ছে– আমিও সেটাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছি– যদি আমরা সম্রাটের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সহায়তা করি তাহলে হয়তো আর্থিক সাহায্য বাড়ার সম্ভাবনা আছে।"

"অর্থাৎ ক্রেডিট– ক্রেডিটের সামান্য সম্ভাবনাই– কথা বলবে।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"আমি সহকর্মীদের নিয়ে আসতে পারি?"

জিনোকে বিব্রত দেখাল। "বোধহয় না। সম্রাটকে আমরা আপনার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে দেখেছি– আপনার সহকর্মীদের সাথে নয়। দুঃখিত, প্রফেসর।"

অসহায় ভঙ্গীতে কাঁধ নাড়লেন সেলডন। হতাশা আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরল তাকে। সহকর্মীদের তিনি নিয়ে আসতে পারবেন না। ওয়ানডার মতো অন্যদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের জন্য তার নিজেরও বিপুল পরিমাণ ক্রেডিট প্রয়োজন। এবং তার কাছেও কিছু নেই।

AMARBOI.COM

১৩.

আটত্রিশ বছর আগে হ্যালিকনের হ্যারি সেলডন হাইপারশিপ থেকে ট্র্যানটরে পা রেখেছিলেন। তারপর থেকে এম্পায়ারের রাজধানী, বিশ্ব-নগরী ট্র্যানটরের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বারংবার মানশ্চক্ষে ট্র্যানটরের পুরনো জৌলুস ফুটে উঠা কি বৃদ্ধ একজন মানুষের স্মৃতি কাতরতা। অথবা এটা হয়তো তার তরুণ বয়সের উচ্ছ্বাস– হ্যালিকনের মতো প্রাদেশিক আউটার ওয়ার্ল্ড থেকে আগত এক তরুণ ট্র্যানটরের চকচকে টাওয়ার, ঝলমলে গম্বুজ, বহুবর্ণের জনসমুদ্র দেখে হতচকিত না হয়ে কি পারবে।

আর এখন, পরিপূর্ণ দিনের আলোতেও রাস্তায় কোনো মানুষ নেই। গুণ্ডা বদমাশরাই শহরের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, দখলদারিত্ব বাড়ানোর জন্য নিজেদের ভেতরে মারামারি করে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছুই অবশিষ্ট নেই। যা আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারাও কেন্দ্রীয় অফিসে হাজার হাজার অভিযোগ সামলাতে ব্যস্ত। জরুরী প্রয়োজনে নিরাপত্তা কর্মীদের পাঠানো হয় কিন্তু তা অপরাধ ঘটে যাওয়ার পরে– ট্র্যানটরের নাগরিকদের রক্ষা করার ন্যূনতম আগ্রহ তাদের আর নেই। কেউ যদি রাস্তায় বেরোয় সেটা নিজের ঝুঁকিতে করতে হবে– এবং তা ভয়ানক ঝুঁকি। তারপরেও সেলডন ঝুঁকিটা নিলেন, যেন যারা তার প্রিয় এম্পায়ার ধ্বংস করছে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন সেলডন– আর ভাবছেন।

কোনো ভাবেই লাভ হচ্ছে না। কোনো ভাবেই না। ওয়ানডার জেনেটিক প্যাটার্ন তিনি পৃথক করতে পারেন নি– এবং এটা ছাড়া তার মতো অন্যদের খুঁজে বের করাও সম্ভব নয়।

ইউগো এমারিলের প্রাইম রেডিয়্যান্টে ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার পর গত ছয় বছরে ওয়ানডার মাইন্ড রিডিং ক্ষমতা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। তার বিশেষত্ব অনেকরকম। যখনই সে বুঝতে পেরেছে যে তার মেন্টাল এ্যাবিলিটি অন্যদের থেকে আলাদা সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে এই বিশেষত্ব পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য, এই শক্তিটাকে হাতের মুঠোয় নেয়ার জন্য, নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কৈশোরকাল পেরোনোর সময় আরো প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠছে সে। তার বালিকা বয়সের খিল খিল হাসি ভীষণ পছন্দ করতেন সেলডন। এখন আর সেই হাসি বড় একটা দেখা যায় না। সে হ্যারি সেলডনের আরো বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছে প্রকৃতি প্রদত্ত "উপহার" দ্বারা তাকে সাহায্য করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য। কারণ হ্যারি সেলডন ওয়ানডাকে সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশনের পরিকল্পনার কথা বলেছেন এবং ওয়ানডা নিজেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই লক্ষ্য অর্জনে সে হ্যারি সেলডনকে সাহায্য করবে।

আজকে হ্যারি সেলডনের মনটা আরো বেশী খারাপ। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন যে ওয়ানডার মেন্টালিক এ্যাবিলিটি তাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না। কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত ক্রেডিট তার নেই– ওয়ানডার মতো অন্যদের খুঁজে বের করার মতো ক্রেডিট তার নেই, স্ট্রিলিং-এ সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে কর্মীদের বেতন দেয়ার মতো ক্রেডিট তার নেই, গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এনসাইক্লোপিডিয়া প্রজেক্ট শুরু করার মতো ক্রেডিট তার নেই।

কি হবে এখন?

গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলেন। যদিও একটা গ্র্যাভিক্যাব নিতে পারতেন, কিন্তু হাঁটাই পছন্দ করলেন তিনি– চিন্তা করার জন্য সময় দরকার তার।

একটা চীৎকার শুনলেন– "ওই যে ব্যাটা যাচ্ছে!" কিন্তু আগ্রহ দেখালেন না।

আবার শুনলেন। "ওই যে ব্যাটা যাচ্ছে! সাইকোহিস্টোরি!"

শব্দটা তাকে চোখ তুলতে বাধ্য করল।– সাইকোহিস্টোরি।

একদল তরুণ চারপাশে ঘিরে তার কাছে এগিয়ে আসছে।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলডন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ছড়ি উচিয়ে ধরলেন। "কি চাও তোমরা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই হেসে উঠল। "ক্রেডিট, বুড়া মিয়া। তোমার কাছে ক্রেডিট আছে?"

"থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে চাইছ কেন? তোমরা সাইকোহিস্টোরি বলেছ। জানো আমি কে?"

"নিশ্চয়ই, তুমি র‍্যাভেন সেলডন," নেতা গোছের তরুণ বলল। তাকে আত্মবিশ্বাসী এবং খুশি মনে হলো।

"তুমি একটা উন্মাদ," চীৎকার করে বলল আরেকজন।

"ক্রেডিট না দিলে তোমরা কি করবে?"

"তোমাকে পিটিয়ে কেড়ে নেব," নেতা জবাব দিল।

"আর যদি ক্রেডিট দেই?"

"তারপরেও পিটাব!" হেসে উঠল সবাই।

হ্যারি সেলডন ছড়িটা আরো উঁচু করলেন। "সরে যাও। সবাই।"

এর মধ্যে তিনি গুণেও ফেলেছেন। আটজন।

নিরাশ হয়ে পড়লেন। একবার তিনি, ডর্স আর রাইখ দশজন গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলেন। তখন ওদেরকে সামলাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। তার বয়স ছিল বত্রিশ আর ডর্স– ডর্সের তো কোনো তুলনাই ছিল না।

এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। ছড়ি নাড়লেন তিনি।

গুণ্ডাদের নেতা বলল, "হেই, বুড়া আমাদের মারতে আসছে। কি করব আমরা?"

দ্রুত চারপাশে তাকালেন সেলডন। নিরাপত্তাকর্মীদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরার আরেকটা উদাহরণ। দুএকজন পথচারীকে দেখলেন। কিন্তু ওদেরকে ডেকে লাভ নেই। সবাই দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। নিজের প্রাণের উপর ঝুঁকি নেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই।

"যে সামনে আসবে তারই মাথা ফাটিয়ে দেব।" সেলডন বললেন।

"তাই?" দ্রুত সামনে বেড়ে ছড়িটা ধরে ফেলল নেতা। কিছুক্ষণ লড়াই করে হার মানলেন সেলডন। নেতা সেটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল।

"এবার কি করবে, বুড়া মিয়া?"

দেয়ালের সাথে আরো ঠেসে দাঁড়ালেন সেলডন। আঘাতের অপেক্ষা করছেন। সবাই মিলে তাকে ঘিরে ফেলেছে, প্রত্যেকেরই হাত নিশপিশ করছে মারার জন্য। তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে হাত তুললেন। এখনো তিনি খালি হাতে বাধা দিতে পারবেন– খানিকটা হলেও। যদি শত্রু মাত্র একজন বা দুজন হতো তাহলে তিনি হয়তো শরীর বাঁকিয়ে আঘাত এড়িয়ে যেতে পারতেন, পাল্টা আঘাত করতে পারতেন। কিন্তু আটজনের বিরুদ্ধে– অসম্ভব।

চেষ্টা করলেন এক পাশে সরে গিয়ে আঘাত এড়ানোর কিন্তু ডান পায়ের অক্ষমতার কারণে পড়ে গেলেন। বুঝলেন এবার আর কিছু করার নেই।

তখন আরেকটা চীৎকার শুনলেন। "কি হচ্ছে এখানে? ভাগ, বদমাশের দল। নইলে খুন করে ফেলব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আরেক বুড়ো মিয়া।" নেতা বলল।

"অত বুড়ো নই," জবাব দিল আগন্তুক। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নেতার মুখে জোরালো আঘাত হানল, সাথে সাথে মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল।

"রাইখ, তুমি," বিস্মিত হয়ে বললেন সেলডন।

"সরে যাও, বাবা। সরে যাও।" এখনো হাত চালাচ্ছে রাইখ।

চোয়াল ঘষতে ঘষতে নেতা বলল, "তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব।"

"না, তুমি কিছুই করবে না," বলল রাইখ, লম্বা ফলার চকচকে দুটো ছুরি বের করে বাগিয়ে ধরল।

"এখনো সাথে ছুরি রাখো, রাইখ?" দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"সবসময়ই। কোনোকিছুই আমাকে থামাতে পারবে না।"

"আমি থামাব," নেতা বলল, তার হাতে ব্লাস্টার।

চোখের পলকের চেয়েও দ্রুত, রাইখের একটা ছুরি বাতাসে ভেসে সোজা গিয়ে নেতার গলায় বিধল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ আর গরগর শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল সে। বাকি সাতজন ঘটনাটা দেখছে।

"আমার ছুরি ফেরত চাই," বলতে বলতে সামনে এগোল রাইখ। গুণ্ডাটার গলা থেকে ছুরি বের করে তারই পোশাকে রক্ত মুছে নিল একইসাথে ব্লাস্টারটা তুলে ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

"আমি ব্লাস্টার পছন্দ করি না," বাকীদের উদ্দেশ্যে বলল রাইখ। "কারণ ব্লাস্টার আমার মিস হতে পারে। কিন্তু ছুরি কখনো মিস হয় না। কখনোই না। এই ব্যাটা মরে গেছে। তোমরা সাতজন দাঁড়িয়ে আছ। দাঁড়িয়ে থাকবে না ভাগবে?"

"ধর, ব্যাটাকে," চীৎকার করে বলল গুণ্ডাদের একজন। হামলা করার জন্য সাতজনই ছুটে এল এক সাথে।

একে একে রাইখের দুই ছুরিই ঝলকে উঠল, আরো দুই গুণ্ডা পড়ে গেল মাটিতে। দুজনেরই পেটে ছুরি বিঁধে আছে।

"আমার ছুরি ফিরিয়ে দাও," বলল রাইখ, কাটার ভঙ্গীতে দুজনের পেট থেকে ছুরি বের করে রক্ত মুছে নিল।

"এই দুজন এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না। বাকী থাকলে তোমরা পাঁচজন। মারামারি করার শখ আছে না ভাগবে?"

পালানোর জন্য ঘুরল গুণ্ডাদল। পিছন থেকে রাইখ বলল, "সঙ্গীদের নিয়ে যাও। ওদের আমার দরকার নেই।"

তিন সঙ্গীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে লেজ গুটিয়ে পালাল গুণ্ডাবাহিনী।

মাটি থেকে সেলডনের ছড়িটা তুলে নিল রাইখ। "হাঁটতে পারবে, বাবা?"

"মনে হয় পারব না। পা মচকে গেছে।"

"ঠিক আছে, আমার গাড়িতে উঠো, কিন্তু তুমি হেঁটে যাচ্ছিলে কেন?"

"সমস্যা কি? আমার তো কখনো কিছু হয় নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাই কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করছিলে। গাড়িতে উঠো। তোমাকে স্ট্রিলিং-এ নিয়ে যাই।"

শান্ত ভঙ্গীতে গ্রাউণ্ড কার প্রোগ্রাম করল রাইখ, তারপর বলল, "ডর্স আমাদের সাথে নেই। মা একাই পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবগুলোকে মেরে ফেলত।"

চোখ ভিজে উঠল সেলডনের। "আমি জানি, রাইখ। আমি জানি। আমিও তার অভাব ভীষণভাবে বোধ করি।"

"দুঃখিত," নিচু গলায় বলল রাইখ।

"আমি বিপদে পড়েছি তুমি জানলে কিভাবে?"

"ওয়ানডা বলেছে। সে এসে বলল যে কিছু খারাপ লোক তোমার জন্য ওত পেতে বসে আছে, কোথায় সেই জায়গাটাও দেখিয়ে দেয়। সাথে সাথে আমি ছুটে আসি।"

"তোমার কোনো সন্দেহ হয় নি?"

"মোটেই না। আমরা এখন ভালো করেই জানি যে তোমার মাইণ্ড এবং তোমার আশেপাশের বস্তুগুলোর সাথে ওয়ানডার কোনো না কোনো ভাবে যোগাযোগ আছে।"

"কতজন ছিল সেটা বলেছে?"

"না, শুধু বলেছে কয়েকজন।"

"আর তুমি একাই চলে এসেছ, তাই না, রাইখ?"

"একটা পসি নিয়ে আসার মতো সময় আমার হাতে ছিল না। তাছাড়া আমি একাই যথেষ্ট।"

"হ্যাঁ, যথেষ্ট। ধন্যবাদ, রাইখ।"

AMARBOI.COM

১৪.

একটা নরম গদির উপর পা তুলে আরাম করে বসেছেন সেলডন। স্ট্রিলিং-এ ফিরে এসেছেন কিছুক্ষণ আগে।

রাইখের দৃষ্টি গম্ভীর। "বাবা, এখন থেকে তুমি ট্র্যানটরের রাস্তায় একা বের হবে না।"

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন। "কেন? একটা ঘটনার জন্যই?"

"একটা ঘটনাই যথেষ্ট। এখন আর তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। তোমার বয়স সত্তর। প্রয়োজনের মুহূর্তে ডান পা কোনো কাজেই আসবে না। তাছাড়া তোমার অনেক শত্রু— "

"শত্রু!"

"হ্যাঁ। ওই বদমাশগুলো কোনো পথচারীর উপর সুযোগ নেয়ার অপেক্ষায় ছিল না। তোমাকে দেখেই ওরা 'সাইকোহিস্টোরি' বলে চীৎকার করে উঠে। তোমাকে বলেছে উন্মাদ। কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি জানি না কেন?"

"কারণ তুমি তোমার নিজের দুনিয়াতে বাস কর, বাবা, এবং জান না ট্র্যানটরে কি হচ্ছে। তুমি কি ধরে নিয়েছ ট্র্যানটরিয়ানরা জানে না যে তাদের সাজানো বিশ্ব দ্রুত গতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? তুমি কি ধরে নিয়েছ যে ওরা জানে না তোমার সাইকোহিস্টোরি দীর্ঘ দিন ধরেই এই কথা প্রচার করছে? তোমার কি মনে হয় নি যে এর জন্য তারা বার্তাবাহককেই দোষ দেবে? যদি পরিস্থিতি খারাপ হয়ে উঠে– আর বাস্তবিকই খারাপ হচ্ছে– অনেকেই মনে করে এর জন্য তুমিই দায়ী।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"কেন গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর একটা অংশ তোমাকে তাড়াতে চায়? কাজেই– তুমি আর একা বাইরে যেতে পারবে না। সাথে আমি থাকব অথবা দেহরক্ষী। এটাই শেষ কথা, বাবা।"

ভয়ংকর রকম বিষণ্ন হয়ে পড়লেন সেলডন।

সুর নরম করে রাইখ বলল, "কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়, বাবা, আমি একটা নতুন চাকরী পেয়েছি।"

চোখ তুললেন সেলডন। "নতুন চাকরী?"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা।"

"কোন বিশ্ববিদ্যালয়?"

"সান্তানি।"

ঠোঁট কাঁপল সেলডনের। "সান্তানি! ট্র্যানটর থেকে নয় হাজার পারসেক দূরে। গ্যালাক্সির অপর প্রান্তে একটা প্রাদেশিক বিশ্ব।"

AMARBOI.COM

"ঠিক, সেজন্যই আমি ওখানে যেতে চাইছি। সারাজীবন ট্র্যানটরে কাটিয়েছি, বাবা, এখন আমি বিরক্ত। এম্পায়ারের আর কোনো বিশ্ব ট্র্যানটরের মতো এত দ্রুত হারে বিপর্যস্ত হচ্ছে না। অপরাধের স্বর্গরাজ্য এবং আমাদের রক্ষা করার জন্য কেউ নেই। অর্থনীতি ধ্বসে পড়েছে, প্রযুক্তি পৌছে গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। অন্যদিকে সান্তানি এখনো যথেষ্ট সভ্য। আমি ওখানে মানীলা, ওয়ানডা আর বেলিসকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চাই। দুমাসের মধ্যেই আমরা সবাই ওখানে চলে যাচ্ছি।"

"সবাই!"

"এবং তুমি, বাবা। এবং তুমি। আমাদের সাথে তুমিও সান্তানি যাচ্ছ।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "অসম্ভব, রাইখ। তুমি জানো।"

"কেন অসম্ভব?"

"কারণটা তুমি জানো। প্রজেক্ট। আমার সাইকোহিস্টোরি। আমার সারাজীবনের সাধনা আর শ্রম ত্যাগ করতে বলছ?"

"কেন নয়? সাইকোহিস্টোরি তোমাকে ত্যাগ করেছে।"

"তুমি পাগল।"

"না, আমি পাগল নই। এই গবেষণা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার ক্রেডিটস নেই। পাবেও না। ট্র্যানটরের কেউ আর তোমাকে সমর্থন দেবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"প্রায় চল্লিশ বছর– "

"স্বীকার করছি। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় সাধনা করেও তুমি ব্যর্থ হয়েছ। ব্যর্থ হওয়াটা অপরাধ নয়। তুমি চেষ্টা করেছ, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ। তোমাকে একটা মৃত অর্থনীতি আর ধ্বংসোন্মুখ এম্পায়ারে কাজ করতে হবে। দীর্ঘদিন থেকে তুমি এই কথাই প্রচার করছ আর এটাই তোমাকে শেষ পর্যন্ত থামিয়ে দেবে। কাজেই– "

"না, আমি থামব না। যেভাবেই হোক কাজ চালিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে, বাবা, এতই যদি জেদ ধর, তাহলে সাইকোহিস্টোরিও সাথে নিয়ে চল। সান্তানিতে গিয়ে নতুনভাবে শুরু করবে। ওখানে ক্রেডিটস হয়তো সমস্যা হবে না– হয়তো অনেক সমর্থনও পাবে।"

"আর যে মানুষগুলো এতদিন আমার জন্য বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করল, তাদের কি হবে?"

"গোল্লায় যাক ওরা সব। বাবা, ওরা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কারণ তুমি ওদের বেতন দিতে পারবে না। সারাজীবন এখানে থাকলে একা হয়ে যাবে।– বোঝার চেষ্টা কর। তোমার সাথে এভাবে কথা বলতে কি আমার ভালো লাগছে, বাবা? আসলে কেউ কখনোই চায় নি– আসলে কারোরই বিশ্বাস করার সাহস ছিল না– এই কারণেই তোমার বর্তমান দুর্দশা। আমাদের দুজনের কাছে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। শুধুমাত্র হ্যারি সেলডন বলেই তোমার উপর যখন আক্রমণ হয়, তখন তোমার কি মনে হয় না যে এখন সময় এসেছে বাস্তব মেনে নেয়ার?"

"বাস্তব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি ট্র্যানটর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।"

মাথা নাড়ল রাইখ। "আমি জানতাম তুমি রাজী হবে না, বাবা। মত পাল্টানোর জন্য দুমাস সময় আছে। একটু ভেবে দেখবে?"

১৫.

হ্যারি সেলডন হাসতে ভুলে গেছেন। গতানুগতিকভাবেই প্রজেক্টের কাজ করে চলেছেন : সাইকোহিস্টোরি সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবিরাম প্রচেষ্টা, ফাউণ্ডেশনের পরিকল্পনা করা, প্রাইম রেডিয়্যান্ট পর্যবেক্ষণ, সবই করছেন।

কিন্তু তিনি হাসেন না। যা করছেন তা হলো বিরামহীন কাজ, সাফল্যের প্রত্যাশা না করেই। বরং ব্যর্থতা মেনে নিয়েছেন।

এই মুহূর্তে যখন তিনি স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের অফিসে বসে আছেন, ওয়ানডা এসে ঢুকল। তাকে দেখেই সেলডনের মন ভালো হয়ে গেল। ওয়ানডা সবসময়ই ছিল অন্যরকম। সেলডন মনে করতে পারেন না ঠিক কখন থেকে তিনি এবং অন্য সকলেই ওয়ানডার উপস্থিতিতে অস্বাভাবিক স্বস্তি বোধ করা শুরু করেন ; সবসময়ই তাই হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক ছোটবেলাতেই অস্বাভাবিক গুণ দ্বারা সেলডনের জীবন বাঁচায় সে এবং তার ছোটবেলাতেই কেমন করে সবাই যেন বুঝে ফেলে যে সে অন্যদের চেয়ে আলাদা।

যদিও ড. এন্ডলেকির মতে ওয়ানডার জেনোম পুরোপুরিই স্বাভাবিক, সেলডন নিশ্চিত যে তার নাতনীর মেন্টাল এ্যাবিলিটি আর সব মানুষদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। এবং তিনি এই বিষয়েও নিশ্চিত যে গ্যালাক্সিতে ওয়ানডার মতো আরো অনেকেই আছে– এমনকি ট্র্যানটরেও। যদি এই মেন্টালিকদের তিনি খুঁজে বের করতে পারতেন, ফাউণ্ডেশনে তাদের অবদান হতো অকল্পনীয়। আর সেই বিশাল সম্ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হতো তার নাতনী। দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়ানডার দিকে তাকালেন তিনি। বুকটা হাহাকার করে উঠল। আর কয়েকদিন পরেই সে চলে যাবে।

কেমন করে সহ্য করবেন? চমৎকার একটা মেয়ে– আঠার বছর বয়স। লম্বা সোনালী চুল, কিছুটা প্রশস্ত মুখ, মনে হয় যেন এখনই হেসে উঠবে। এই মুহূর্তে বাস্তবিকই হাসছে। স্বাভাবিক। সান্তানিতে নতুন এক জীবন শুরু করতে যাচ্ছে সে।

"তো, ওয়ানডা, আর মাত্র কয়েকটা দিন।" বললেন তিনি।

"না, দাদু, আমার তা মনে হয় না।"

অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন সেলডন। "কি?"

ওয়ানডা এগিয়ে এসে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরল। "আমি সান্তানি যাচ্ছি না।"

"তোমার বাবা মা সিদ্ধান্ত পাল্টেছে?"

"না, তারা যাচ্ছে।"

"কিন্তু তুমি যাচ্ছ না? কেন? তুমি কোথায় যাবে?"

"আমি এখানেই থাকছি। তোমার সাথে।" সেলডনকে জড়িয়ে ধরল সে।

"কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কেন? ওরা রাজী হবে?"

"মানে বাবা মা। সহজে রাজী হয় নি। পুরো সপ্তাহ ওদের সাথে তর্ক করেছি, শেষ পর্যন্ত আমিই জিতেছি। রাজী হবে না কেন, দাদু? ওরা দুজন দুজনের জন্য রয়েছে– এবং বেলিসও ওদের সাথে থাকছে। কিন্তু আমি যদি তোমাকে এখানে ফেলে চলে যাই, তোমার সাথে কে থাকবে। আমি এটা সহ্য করতে পারব না।"

"ওদেরক রাজী করালে কিভাবে?"

"তুমি তো জানই– জোর দিয়েছি।"

"মানে?"

"আমার মাইন্ড। তোমার এবং অন্যদের মাইন্ডে কি আছে আমি দেখতে পারি ; সময় যতই গড়াচ্ছে দেখার ক্ষমতা আরো পরিষ্কার হচ্ছে। এবং আমি যা চাই তা করার জন্য জোর প্রয়োগ করতে পারি।"

"কিভাবে কর?"

"জানি না। কিছু সময় পরেই ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমার সিদ্ধান্তে রাজী হয়ে যায়। কাজেই আমি তোমার সাথে থাকছি।"

"চমৎকার, ওয়ানডা। কিন্তু বেলিস–"

"বেলিসকে নিয়ে চিন্তা করো না। ওর মাইন্ড আমার মতো না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি নিশ্চিত," নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন সেলডন।

"পুরোপুরি। তাছাড়া বাবা মার সাথেও তো একজনকে থাকতে হবে।"

খুশিতে নেচে উঠতে ইচ্ছে হলো সেলডনের কিন্তু উল্লাসটা গোপন রাখলেন তিনি। রাইখ এবং মানীলার কথাও ভাবতে হবে।

"ওয়ানডা, তোমার বাবা মার কি হবে? ওদের সাথে এত নিষ্ঠুর হতে পারবে তুমি?"

"আমি নিষ্ঠুর নই। ওরা মেনে নিয়েছে। বুঝতে পেরেছে যে আমাকে তোমার সাথেই থাকতে হবে।"

"কিভাবে ব্যবস্থা করলে?"

"জোর দিয়েছি," স্বাভাবিক সুরে ওয়ানডা বলল। "আর ওরা আমার মতো ভাবতে শুরু করে।"

"তুমি করতে পার?"

"সহজ না।"

"আর করেছ কারণ– " বিরতি দিলেন সেলডন।

"কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। এবং কারণ– "

"হ্যাঁ?"

"আমি সাইকোহিস্টোরি শিখতে চাই। অনেক কিছু এরই মাঝে শিখেছি।"

"কিভাবে?"

"তোমার মাইন্ড থেকে। প্রজেক্টের অন্যদের মাইন্ড থেকে, বিশেষ করে আঙ্কল ইউগো। কিন্তু তার সবটাই এলোমেলো, ছাড়া ছাড়া। আমি পুরোটা শিখতে চাই, দাদু। আমি নিজের জন্য একটা প্রাইম রেডিয়্যান্ট চাই।" প্রচণ্ড উৎসাহে তার মুখ এবং চোখে অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠল। "সাইকোহিস্টোরি আমি বিস্তারিত জানতে চাই। তোমার বয়স হয়েছে এবং ক্লান্ত। আমি তরুণ এবং আগ্রহী। যতদূর পারি শিখতে চাই যেন কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পরি যখন– "

"বেশ, চমৎকার হবে– যদি শিখতে পার– কিন্তু কারো কাছ থেকেই আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। আমি যা জানি সবই তোমাকে শেখাব, কিন্তু– আমরা কিছুই করতে পারব না।"

"দেখা যাবে, দাদু। দেখা যাবে।"

১৬.

রাইখ, মানীলা আর বেলিস অপেক্ষা করছে স্পেসপোর্টে।

উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে হাইপারশিপ। তাদের মালপত্র আগেই তোলা হয়েছে।

"বাবা, চল আমাদের সাথে।" রাইখ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়লেন সেলডন। "পারব না।"

"যদি কখনো সিদ্ধান্ত পাল্টাও, মনে রেখ আমরা সবসময় তোমার জন্য একটা কামরা আলাদা করে রেখে দেব।"

"জানি রাইখ। চল্লিশটা বছর আমরা এক সাথে কাটিয়েছি– সুখের দিন কেটেছে আমাদের। আমি আর ডর্স ভাগ্যবান বলেই তোমাকে পেয়েছিলাম।"

"ভাগ্যবান আসলে আমি।" রাইখের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। "মার কথা আমার সবসময় মনে পড়ে।"

অন্যদিকে তাকালেন সেলডন। বেলিসকে নিয়ে খেলছিল ওয়ানডা। এমন সময় যাত্রীদের হাইপার শিপে উঠার ঘোষণা দেয়া হলো।

চোখে পানি নিয়ে ওয়ানডাকে শেষবার আলিঙ্গন করে তার বাবা মা হাইপারশিপে উঠল। শেষ মুহূর্তে ঘুরে হাত নাড়ল রাইখ। চেষ্টা করল মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার।

সেলডনও হাত নাড়লেন আরেক হাতে ওয়ানডাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তার একমাত্র বন্ধন। এই দীর্ঘ জীবনে যারা তার বন্ধু ছিল, যাদেরকে তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসতেন তারা সবাই একে একে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ডেমারজেল চলে গেছে আর ফিরে আসে নি ; সম্রাট ক্লীয়ন ; প্রিয়তমা ডর্স ; বিশ্বস্ত বন্ধু ইউগো এমারিল ; আর একমাত্র সন্তান রাইখ।

বাকী থাকল শুধু ওয়ানডা।

৭.

"বাইরে কি চমৎকার একটা সন্ধ্যা।" হ্যারি সেলডন বললেন। "যেহেতু গম্বুজের নিচে বাস করি, আমার মনে হয় প্রতিটা দিনই এমন চমৎকার হওয়া উচিত।"

"একঘেয়ে লাগবে, দাদু," অভিব্যক্তিহীন সুরে জবাব দিল ওয়ানডা, "যদি সবসময় সুন্দর থাকে। প্রতিদিন খানিকটা পরিবর্তন আমাদের জন্য ভালো।"

"তোমার জন্য, ওয়ানডা, কারণ তোমার বয়স কম। তোমার সামনে অনেকগুলো সন্ধ্যা পড়ে আছে। আমার তা নেই। আমি এমন চমৎকার সন্ধ্যা আরো বেশী বেশী চাই।"

"শোন, দাদু, তুমি এখনো বুড়ো হও নি। তোমার পায়ের অবস্থা এখন যথেষ্ট ভালো আর তোমার মাইণ্ড আগের মতোই তীক্ষ্ণ। আমি জানি।"

"নিশ্চয়ই। আরো বল। আমার মনটাকে ভালো করে দাও।" তারপর খানিকটা বিরক্ত সুরে বললেন, "আমি হাঁটতে চাই। এই ছোট ঘরের চার দেয়ালে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। হেঁটে লাইব্রেরীতে যেতে চাই। চমৎকার সন্ধ্যাটা উপভোগ করতে চাই।"

"লাইব্রেরীতে গিয়ে কি করবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছুই না। শুধু হাঁটতে চাই। কিন্তু– "

"কিন্তু কি?"

"রাইখকে কথা দিয়েছি যে বডিগার্ড ছাড়া ট্র্যানটরের রাস্তায় একা বের হব না।"

"রাইখ এখানে নেই।"

"জানি," বিড়বিড় করে বললেন সেলডন। "কিন্তু কথা দিলে তা রাখতে হয়।"

"সে তো আর বলে নি কে হবে বডিগার্ড। তৈরি হয়ে নাও। আমিই তোমার বডিগার্ড।"

"তুমি?" দাঁত বের করে হাসলেন সেলডন।

"হ্যাঁ, আমি। তোমার সেবায় নিয়োজিত। তৈরি হয়ে নাও।"

ভীষণ খুশি হলেন সেলডন। তার মনের অর্ধেক অংশ বলছে ছড়ি বাদেই হাঁটতে যেতে। কারণ পায়ের ব্যথাটা এখন বলা যায় পুরোপুরিই সেরে গেছে। কিন্তু অন্য অংশ বলছে নতুন ছড়িটা নিয়ে বের হতে। এটার হাতলের ভেতর শিসা ঢোকানো। ফলে নতুন ছড়িটা পুরনোটার চেয়ে অনেক বেশী মজবুত আর ভারী। যেহেতু ওয়ানডা সাথে থাকছে সেহেতু নতুন ছড়িটাই হাতে রাখা উচিত বলে মনে হলো তার।

সান্ধ্য ভ্রমণটা ভীষণ ভালো লাগছে সেলডনের, বিরক্তি দূর হয়ে যাওয়াতে বেশ খুশিও হলেন– অন্তত একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত।

ছড়ি উঁচু করে দেখালেন সেলডন। রাগ এবং অসহায়ত্ব মেশানো একরকম সুরে বললেন, "ওই দেখ।"

মাথা উঁচু করে উপরে তাকাল ওয়ানডা। গম্বুজে উজ্জ্বল রক্তিম আভা, প্রতিদিনের মতোই, গোধূলি বেলা বোঝানোর জন্য। যতই রাত বাড়ে রক্তিমাভা ক্রমশই গাঢ়তর হতে থাকে।

সেলডন যা দেখালেন তা হলো, গম্বুজের লম্বা একটা অংশ অন্ধকার। ওই অংশের লাইট নষ্ট হয়ে গেছে।

"আমি যখন প্রথম ট্র্যানটরে আসি তখন এই অবস্থা ছিল অকল্পনীয়। লাইটগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োজিত থাকত। পুরো শহরটাই কাজ করত আর এখন তা এইভাবে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার অবাক লাগে এটা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। ইম্পেরিয়াল প্যালেসে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে না কেন? কেন সবাই একজোট হয়ে প্রতিবাদ করছে না? মনে হয় যেন ট্র্যানটরের জনগণ এই শহরের ধ্বংস মেনেই নিয়েছে আর তাদের ক্ষোভ ঢালছে আমার উপর। কারণ আমিই তাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি।"

"দাদু, আমাদের পিছনে দুজন লোক।" মৃদু কণ্ঠে বলল ওয়ানডা।

গম্বুজের ভাঙ্গা লাইটগুলোর নিচের ছায়ায় এসে দাঁড়ালেন দুজন। "ওরা কি শুধু হাঁটছে?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"না।" ওয়ানডা ওদের দিকে তাকায় নি, প্রয়োজনও নেই। "ওরা তোমার পিছনে লেগেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: থাকতে আমাকে বলবে।" ছড়িটা
া বাতাসে ঝুলিয়ে রেখে প্রস্তুত হয়ে র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮.

প্রচণ্ড রেগেছেন সেলডন। "জীবনে কখনো জেলে যেতে হয় নি আমাকে। কয়েক মাস আগে আটজন গুণ্ডা আমার উপর হামলা করে। আমার ছেলে না থাকলে সেদিন আর বেঁচে ফিরতে পারতাম না। কিন্তু তখন কোনো সিকিউরিটি অফিসার ছিল আশেপাশে? রাস্তায় আরো পথচারী ছিল তারা কি আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল? না। আর এবার আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। লোকটা যখন আমাকে মারতে আসে আমি তাকে প্রতিহত করি। তখন কোনো সিকিউরিটি অফিসার কাছাকাছি ছিল? অবশ্যই। কিন্তু মহিলা উল্টো আমাকেই অভিযুক্ত করে। আশে পাশে আরো অনেক পথচারী ছিল। তারা একজন বৃদ্ধ মানুষকে গুণ্ডামীর দায়ে গ্রেপ্তার হতে দেখে বেশ মজা পায়। কোন দুনিয়ায় বাস করছি আমরা?"

সিভ নোভকর, সেলডনের আইনজীবী, দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত কণ্ঠে বলল, "নীতিহীন দুনিয়ায়, কিন্তু চিন্তা করো না, তোমার কিছুই হবে না। আমি জামিনের ব্যবস্থা করে ফেলব। কিছুদিন পরে শুনানীর জন্য জুরিদের সামনে দাঁড়াতে হবে। তারা খুব বেশী হলে– আবারো বলছি খুব বেশী হলে– দুই একটা কড়া কথা বলে তোমাকে ছেড়ে দেবে। তোমার বয়স এবং সুনাম–"

"সুনামের কথা ভুলে যাও," বললেন সেলডন, রাগ কমে নি। "আমি একজন সাইকোহিস্টোরিয়ান এবং বর্তমানে এটা অত্যন্ত নোংরা একটা শব্দ। আমাকে জেলে ঢোকাতে পারলে ওরা খুশি হবে।"

"না, হবে না," নোভকর বলল। "মাথা গরম দুএকজন আছে যারা তোমাকে পছন্দ করবে না। কিন্তু আমি চেষ্টা করব যেন ওদের কেউ জুরির সদস্য না হয়।"

"দাদুকে এত ঝামেলার মধ্যে ফেলার কোনো দরকার আছে?" ওয়ানডা জিজ্ঞেস করল। "উনি বৃদ্ধ মানুষ। সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যাওয়া যায় না?

"যদি তোমাদের মাথায় গোলমাল দেখা দেয় তাও করা যাবে। ম্যাজিস্ট্রেটরা সব ক্ষমতার দাপট দেখানেঅলা অধৈর্য মানুষ। কথা শোনার আগেই তারা মানুষকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোনো উচ্চবাচ্য করা যায় না।"

"আমার মনে হয় চেষ্টা করে দেখা উচিত।"

"ঠিক আছে, ওয়ানডা, আমার মনে হয় সিভের কথা শোনা উচিত।" সেলডন বললেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হলেন। বুঝতে পারছেন ওয়ানডা তার "জোর" প্রয়োগ করছে। বললেন, "বেশ, সিভ– তুমি যখন বলছ।"

"এই কাজ আমি তোমাকে করতে দেব না," আইনজীবী বলল।

"আমার দাদু আপনার মক্কেল। তিনি যেভাবে চান আপনাকে সেভাবেই করতে হবে।"

"আমি ইচ্ছে হলে তার কাজ ছেড়ে দিতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক সম্ভব করার চেষ্টা করতে কবে– যাদ
আমি ভাবছি না," ওয়ানডা বলল।
সলডনের দিকে ঘুরে বলল, "তুমি ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আটজন গুণ্ডার মোকাবিলা কিভাবে করলেন আপনি— আপনি আর আপনার ছেলে।"

ইতস্তত: করলেন সেলডন, "আমার ছেলে এখন সান্তানিতে এবং ট্র্যানটরিয়ান নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ওর কাছে ডাহ্‌লাইট ছুরি ছিল এবং সে ওগুলো ব্যবহারে ভীষণ দক্ষ। একজন গুণ্ডাকে সে খুন করে, দুজনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। বাকীরা মৃত এবং আহত সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যায়।"

"কিন্তু একটা খুন এবং দুজনকে আহত করার ঘটনা আপনি রিপোর্ট করেন নি?"

"না, স্যার। কারণটা আগেই বলেছি। আর আমরা যা করেছি তার পুরোটাই আত্মরক্ষা। যদি মৃত এবং আহত তিনজনের খোঁজ নেন তাহলে আপনি প্রমাণ পাবেন যে আমাদের উপর হামলা করা হয়েছিল।"

"একজন মৃত এবং দুজন আহত নামহীন, পরিচয়হীন ট্র্যানটরিয়ানের খোঁজ নেব? আপনি কি জানেন যে প্রতিদিন ট্র্যানটরে কমপক্ষে দুহাজার মানুষ খুন হচ্ছে— শুধু ছুরির আঘাতে। যদি এই ঘটনাগুলো রিপোর্ট না করা হয় তাহলে আমরা অসহায়। আগেও একবার হামলা হয়েছে আপনার এই গল্পে কাজ হবে না। সুতরাং আজকের ঘটনাটাই বিবেচনা করতে হবে, যা রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তার সাক্ষী একজন সিকিউরিটি অফিসার।

"সুতরাং আরেকবার প্রথম থেকে শুরু করা যাক। কেন ভেবেছিলেন যে লোকটা আপনাকে আঘাত করবে? শুধুমাত্র এই কারণে যে আপনি রাস্তায় হাঁটছিলেন? কারণ আপনি বৃদ্ধ এবং অসহায়? কারণ আপনার কাছে অনেক ক্রেডিট ছিল? কেন?"

"সম্ভবত, ম্যাজিস্ট্রেট, কারণটা আমার পরিচিতি।"

হাতে ধরা কাগজটা দেখল ম্যাজিস্ট্রেট। "আপনি হ্যারি সেলডন, প্রফেসর এবং গবেষক। শুধু এই কারণেই আপনার উপর হামলা হবে কেন?"

"কারণ আমার বিশ্বাস, মতবাদ।"

"আপনার বিশ্বাস।—" আরো কয়েকটা কাগজ নেড়ে চেড়ে দেখল ম্যাজিস্ট্রেট। হঠাৎ থেমে তীক্ষ্ণ চোখে সেলডনের দিকে তাকাল। "দাঁড়ান— হ্যারি সেলডন। আপনি সেই সাইকোহিস্টোরিয়ান, তাই না?"

"হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট।"

"দুঃখিত। আমি এই বিষয়ে তেমন কিছু জানি না। শুধু জানি যে এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা এমনই কিছু একটা প্রচার করছেন।"

"ঠিক এইভাবে বলি নি কিন্তু আমার মতবাদ মানুষকে খেপিয়ে তুলছে কারণ দিনে দিনে তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। তাই আমার ধারণা যে অনেকেই আমাকে খুন করতে চায়। অনেকেই ভাড়াটে খুনি লাগিয়েছে আমার পেছনে।"

সিকিউরিটি অফিসারকে ডাকল ম্যাজিস্ট্রেট। "আহত লোকটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছ? তার পুরনো রেকর্ড আছে?"

"জ্বী, স্যার। ছিনতাই রাহাজানির জন্য সে অনেকবার গ্রেপ্তার হয়েছে।"

"অর্থাৎ দাগী আসামী, তাই না? আর প্রফেসরের কোনো পুরনো রেকর্ড আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, স্যার।"

"অর্থাৎ বৃদ্ধ এবং নির্দোষ একজন মানুষ পরিচিত এক দুস্কৃতিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে– আর তুমি নির্দোষ মানুষটাকেই গ্রেপ্তার করেছ, তাই না?"

সিকিউরিটি অফিসার জবাব দিল না।

"আপনি যেতে পারেন প্রফেসর।"

"ধন্যবাদ, স্যার। আমার ছড়িটা ফেরত পাব?"

ম্যাজিস্ট্রেট আঙ্গুল তুলে আদেশ করতেই সিকিউরিটি অফিসার ছড়িটা সেলডনকে ফিরিয়ে দিল।

"কিন্তু একটা কথা, প্রফেসর," ম্যাজিস্ট্রেট বলল, "ছড়িটা যদি আবার ব্যবহার করেন, তাহলে লক্ষ্য রাখবেন যেন প্রমাণ করতে পারেন যে তা ছিল আত্মরক্ষা। অন্যথায়– "

"জ্বী, স্যার," জবাব দিলেন সেলডন। তারপর ছড়ির উপর ভর দিয়ে কিন্তু মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এলেন ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে।

২০.

AMARBOI.COM

কেঁদে চোখমুখ লাল করে ফেলেছে ওয়ানডা। পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন সেলডন।

"দাদু, আমি ব্যর্থ, কিছুই করতে পারি না। মনে করেছিলাম মানুষের উপর জোর প্রয়োগ করতে পারব– পারি যদি তারা কিছু মনে না করে, যেমন বাবা, মা– কিন্তু তাতেও অনেক সময় লাগে। আমি দশ মাত্রার একটা রেটিং সিস্টেমও তৈরি করেছি– অনেকটা মেন্টাল পুশিং পাওয়ার গেজ এর মতো। বোধহয় একটু বেশীই অনুমান করে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল যে আমার মাত্রা দশ বা অন্তত নয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে তা সাত এর বেশী নয়।"

ওয়ানডার কান্না থামলেও মাঝে মাঝে ফোঁপাচ্ছে। তার হাতে আলতো পরশ বোলাচ্ছেন সেলডন। "সাধারণতঃ– সাধারণতঃ– কোনো সমস্যা হয় না, যদি একটু মনযোগ দেই তাহলে মানুষের চিন্তা শুনতে পারি এবং চাইলে তাদেরকে ইচ্ছেমতো চালাতে পারি। কিন্তু ওই গুণ্ডাগুলো! ওদের মনের চিন্তা আমি বুঝতে পারি ঠিকই কিন্তু জোর খাটিয়ে তাড়াতে পারি নি।"

"তুমি যথেষ্ট করেছ, ওয়ানডা।"

"কিছুই করি নি। আমি– স্বপ্ন দেখছিলাম। ভেবেছিলাম কেউ তোমার ক্ষতি করতে আসলে আমি প্রচণ্ড জোর প্রয়োগ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেব। এভাবেই তোমাকে আমি রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তোমার বডিগার্ড হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারি নি। ওই দুই গুণ্ডাকে থামানোর জন্য কিছু করতে পারি নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"করেছ। প্রথম লোকটাকে তুমি দ্বিধাগ্রস্ত করে দাও আর তাই আমি ঘুরে আঘাত করার যথেষ্ট সময় পাই।"

"না, না। এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আমি শুধু তোমাকে সতর্ক করে দেই। বাকীটা তুমি করেছ।"

"দ্বিতীয় লোকটা পালিয়ে যায়।"

"কারণ প্রথম জনকে তুমি আহত করে মাটিতে শুইয়ে দাও। এখানেও আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।" আবারো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। "তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার পরামর্শ ছিল আমার। ভেবেছিলাম আমি একটু জোর প্রয়োগ করলেই সে তোমাকে সাথে সাথে ছেড়ে দেবে।"

"আমাকে ছেড়ে দেয় সে এবং বলা যায় সাথে সাথেই।"

"না, ধরাবাধা অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করে তোমাকে। শুধুমাত্র তোমার পরিচয় পাওয়ার পরেই সে মূল সত্যটা বুঝতে পারে। সবক্ষেত্রেই আমি ব্যর্থ। তোমার আরো বড় বিপদ হতে পারত।"

"আমি মানতে পারলাম না, ওয়ানডা। তোমার জোর কাজ করে নি তার কারণ তোমাকে জরুরী অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এখানে তোমার কোনো দোষ নেই। ওয়ানডা, আমি একটা বুদ্ধি করেছি।"

তার কণ্ঠের উত্তেজনা লক্ষ্য করে মুখ তুলল ওয়ানডা। "কি বুদ্ধি, দাদু?"

"তুমি হয়তো জান যে আমার প্রচুর ক্রেডিট প্রয়োজন। এছাড়া সাইকোহিস্টোরি আর এগোতে পারবে না আর আমিও মেনে নিতে পারব না যে এতগুলো বছরের কঠিন পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"আমিও মানতে পারব না। কিন্তু ক্রেডিটের ব্যবস্থা হবে কিভাবে?"

"আমি সম্রাটের সাথে আরেকবার দেখা করার অনুমতি চাইব। আগেও দেখা করেছি। ভালো মানুষ, আমি তাকে পছন্দ করি। কিন্তু তার কাছেও আমাকে সাহায্য করার মতো ক্রেডিট নেই। যাই হোক, তুমি যদি সম্রাটের উপর তোমার জোর প্রয়োগ কর– মোলায়েমভাবে– সে হয়তো আমাকে ক্রেডিট সংগ্রহের অন্য কোনো উৎসের কথা বলতে পারবে। তখন নতুন কোনো পথ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুদিন কাজ চালিয়ে নিতে পারব।"

"তোমার কি মনে হয় এভাবে কাজ হবে?"

"তোমাকে ছাড়া হবে না। কিন্তু তুমি সাথে থাকলে– হতেও পারে। চেষ্টা করতে দোষ কি?"

হাসি ফুটল ওয়ানডার মুখে। "তোমার জন্য আমি সব করতে পারি, দাদু। তাছাড়া এটাই আমাদের শেষ আশা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১.

সম্রাটের সাথে দেখা করাটা খুব একটা কঠিন হলো না। চোখে হাসির দ্যুতি নিয়ে সেলডনকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। "কি খবর, বন্ধু। আমার জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছ?"

"মনে হয় না," জবাব দিলেন সেলডন।

বিশাল আলখাল্লা খুলে ক্লান্ত ভঙ্গীতে ছুড়ে ফেললেন ঘরের এক কোণে। বললেন, "মিথ্যে কথা।"

সেলডনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। "এই জিনিসটা আমি ঘৃণা করি। এটা পাপের মতো ভারী, আগুনের মতো উত্তপ্ত। অপ্রয়োজনীয় সব কারণে এই পোশাক আমাকে পরতে হয়। ভয়ংকর। ক্লীয়ন এই পোশাক পরিধানের যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছিল, তার সেই ব্যক্তিত্বও ছিল। আমার নেই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে আমি তার মায়ের দিকের কাজিন আর তাই সম্রাট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করি। অতি সামান্য মূল্য পেলেই এই পদ আমি বিক্রী করে দেব। তুমি সম্রাট হতে চাও, হ্যারি?"

"না। স্বপ্নেও আমি এই কথা ভাবি না, কাজেই আপনিও বেশী আশা করবেন না," হাসতে হাসতে জবাব দিলেন সেলডন।

"তোমার সাথে এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটি কে?"

লজ্জা পেল ওয়ানডা। সম্রাট আরো সৌজন্যের সাথে বললেন, "তোমাকে বিব্রত করার সুযোগ আমাকে দেয়া উচিত না, মাই ডিয়ার। সম্রাটের ক্ষমতাগুলোর একটা হচ্ছে যা খুশি তাই বলা। কেউ প্রতিবাদ বা তর্ক করবে না। শুধু বলবে, 'জ্বী, সায়ার।' যাই হোক তোমার কাছ থেকে আমি 'সায়ার' শুনতে চাই না। এই শব্দটা আমি ঘৃণা করি। শুধু এজিস বলবে। যদিও এটা আমার আসল নাম নয়। আমার ইম্পেরিয়াল নাম এবং এই নামে আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে। তো... কেমন চলছে, হ্যারি। শেষবার দেখা হওয়ার পর কি কি ঘটেছে?"

"আমার উপর দুবার হামলা হয়েছে।" সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন হ্যারি।

রসিকতা কিনা বুঝতে পারলেন না সম্রাট। "দুবার? তাই নাকি?"

সেলডনের মুখে ঘটনার বর্ণনা শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেলেন সম্রাট। "আটজন গুণ্ডা যখন তোমাকে হামলা করে নিশ্চয়ই আশে পাশে কোনো সিকিউরিটি অফিসার ছিল না।"

"একজনও না।"

উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট কিন্তু বাকী দুজনকে বসে থাকার ইশারা করলেন। পায়চারী শুরু করলেন, যেন রাগ কমানোর চেষ্টা করছেন। তারপর সেলডনের মুখোমুখী দাঁড়ালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হাজার হাজার বছর ধরে," শুরু করলেন তিনি, "এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে মানুষ শোরগোল তুলত, 'সম্রাটের কাছে অভিযোগ করা হচ্ছে না কেন?' অথবা, 'সম্রাট কিছু করছেন না কেন?' ফলশ্রুতিতে সম্রাট কিছু একটা প্রতিকার করতে পারতেন এবং করতেনও, যদিও সবসময় তা বুদ্ধিমানের মতো হতো না। কিন্তু আমি... হ্যারি, আমি ক্ষমতাহীন। পুরোপুরি ক্ষমতাহীন।

"ও হ্যাঁ, তথাকথিত কমিশন অব পাবলিক সেফটি রয়েছে, তারা জনগণের নিরাপত্তার চেয়ে আমার নিরাপত্তা নিয়েই বেশী উদ্বিগ্ন। আমাদের যে আজকে দেখা হয়েছে সেটা অবাক করার মতো বিষয়, কারণ কমিশনের কাছে তুমি মোটেও জনপ্রিয় নও।

"আমি আসলে কিছুই করতে পারি না। তুমি জান সম্রাটের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জান্তার পতনের পর- হাহ্? ইম্পেরিয়াল পাওয়ার?"

"বোধহয়।"

"বাজী ধরে বলতে পারি তুমি জান না- পুরোটা। এখন আমরা গণতন্ত্র পেয়েছি। গণতন্ত্র কি তুমি জান?"

"নিশ্চয়ই।"

ভুরু কুঁচকালেন এজিস। "বাজী ধরে বলতে পারি তুমি বিশ্বাস কর এটা ভালো পদ্ধতি।"

"আমি বিশ্বাস করি পদ্ধতিটা ভালো হতে পারে।"

"বেশ, এখানেই তোমার ধারণা ভুল। মোটেই ভালো পদ্ধতি নয়। বরং এম্পায়ারকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

"মনে করো, আমি ট্র্যানটরের রাস্তায় আরো সিকিউরিটি অফিসার নিয়োগ করার আদেশ দিতে চাই। আগের দিনে, ইম্পেরিয়াল সেক্রেটারীর তৈরি করে দেয়া এক টুকরো কাগজে সই করে দিলেই হতো- আমার আদেশ বাস্তবায়িত হতো তৎক্ষণাৎ।

"এখন আমি সেরকম কিছু করতে পারি না। বিষয়টা আমার পরিষদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। সাড়ে সাত হাজার নারী পুরুষ তৎক্ষণাৎ সীমাহীন আলোচনায় বসবে। প্রথমত: ফাণ্ড আসবে কোত্থেকে। দশ হাজার নতুন সিকিউরিটি অফিসারের জন্য তোমাকে অন্তত দশ হাজার ক্রেডিট বেতন বাড়াতে হবে। নিয়োগের ব্যাপারে সবাই একমত হলেও সমস্যা থেকে যায়। কে নতুন অফিসারদের বাছাই করবে? কে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে?

"পরিষদের সদস্যরা আলোচনা করবে, তর্ক করবে, একে অপরকে দোষারোপ করবে, উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। এমনকি গম্বুজের ভাঙ্গা লাইট মেরামত করার মতো সামান্য একটা কাজও আমি করতে পারি না। কত খরচ হবে? কে দায়িত্ব নেবে? লাইটগুলো মেরামত হবে ঠিকই, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই পেরিয়ে যাবে কয়েক মাস। এই হলো গণতন্ত্র।"

"আমার মনে আছে সম্রাট ক্লীয়নও অভিযোগ করে বলতেন যে তিনি নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারেন না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সম্রাট ক্লীয়ন," অধৈর্য সুরে বললেন এজিস, "অত্যন্ত বুদ্ধিমান দুজন ফার্স্ট মিনিস্টার পেয়েছিলেন– ডেমারজেল এবং তুমি– তোমরা দুজন ক্লীয়নকে বোকার মতো কোনো কাজ করতে দাও নি। আমার সাড়ে সাত হাজার ফার্স্ট মিনিস্টার। তাদের প্রত্যেকেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত বোকা। কিন্তু, হ্যারি, তুমি নিশ্চয়ই হামলার ব্যাপারে আমার কাছে অভিযোগ করতে আস নি।"

"না। বরং আরো খারাপ বিষয় নিয়ে এসেছি। সায়ার– এজিস– আমার ক্রেডিট প্রয়োজন।"

সম্রাট স্থির দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "এত কিছু বলার পরেও, হ্যারি? আমার কাছে ক্রেডিট নেই। ও হ্যাঁ, এই এস্টাবলিশম্যান্ট চালানোর জন্য কিছু ক্রেডিট আছে। কিন্তু তা পেতে হলে পরিষদের সাড়ে সাত হাজার সদস্যের প্রত্যেকের কাছে ধর্না দিতে হবে। তুমি যদি ভেবে থাক যে ওদেরকে গিয়ে বললাম, 'আমার বন্ধু হ্যারি সেলডনের জন্য কিছু ক্রেডিট চাই,' এবং সাথে সাথে তা পেয়ে যাব, তাহলে তোমার মাথায় দোষ আছে, কোনোদিনই হবে না।"

অসহায় ভঙ্গীতে কাঁধ নেড়ে নরম সুরে বললেন, "আমাকে ভুল বুঝো না, হ্যারি। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তোমার নাতনীর খাতিরে যত ক্রেডিট প্রয়োজন তার সবটাই দিতাম– কিন্তু আমি নিরুপায়।

"এজিস, ফাণ্ড না পেলে সাইকোহিস্টোরি শেষ হয়ে যাবে– প্রায় চল্লিশ বছর পরিশ্রমের পর।"

"চল্লিশ বছরে কোনো ফল পাও নি, তাহলে ভাবছ কেন?"

"এখন আর থামার উপায় নেই, এজিস। আমার উপর হামলার মূল কারণ আমি সাইকোহিস্টোরিয়ান। মানুষ আমাকে মনে করে ধ্বংসের বার্তাবাহক।"

"তুমি আসলেই অপয়া, র‍্যাভেন সেলডন। আগেই বলেছি।"

"কোনো উপায় নেই তাহলে?" নিরাশ সেলডন উঠে দাঁড়ালেন। ওয়ানডা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। লম্বায় সে পিতামহের কাঁধ বরাবর। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্রাটের দিকে।

ফিরে যাওয়ার জন্য সেলডন ঘুরলেন, সম্রাট বললেন, "দাঁড়াও। দাঁড়াও। অনেকদিন আগে একটা কবিতা পড়েছিলাম :

"যখন অশুভে ছেয়ে যায় মাটি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় শিকার যেখানে গড়ে উঠে সম্পদের পাহাড় আর ক্ষয়ে যায় মনুষ্যত্ব।"

"অর্থ কি?" হতাশ সেলডন জিজ্ঞেস করলেন।

"অর্থাৎ অব্যহত গতিতে ভেঙ্গে পড়ছে এম্পায়ার, কিন্তু তাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের ধনী হওয়া থেমে থাকে নি। সম্পদশালী ব্যবসায়ীদের কাছে সাহায্য চাইলে কেমন হয়? ওদের কোনো পরিষদ নেই। ইচ্ছে করলেই তোমাকে একটা ক্রেডিট ভাউচার সই করে দিতে পারবে।"

"চেষ্টা করে দেখব।" সেলডন বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২.

"মি. বিনড্রিস," হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন সেলডন। "সময় দেয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

"কেন নয়?" উৎফুল্ল স্বরে বলল টেরেপ বিনড্রিস। "আপনাকে আমি চিনি। অথবা বলা ভালো যে আপনার কথা জানি।"

"আমার সৌভাগ্য। তাহলে ধরে নিচ্ছি আপনি সাইকোহিস্টোরির কথাও জানেন?"

"নিশ্চয়ই। শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানে। যদিও আমি কিছুই বুঝি না। আপনার সাথে এই ভদ্রমহিলাটি কে?"

"আমার নাতনী, ওয়ানডা।"

"আকর্ষণীয় তরুণী, কেন যেন মনে হচ্ছে এই সুশ্রী মহিলার কাছে আমি নরম কাদার মতো।"

"আপনি আসলে বাড়িয়ে বলছেন, স্যার।" ওয়ানডা বলল।

"না, সত্যি বলছি। বসুন দয়া করে। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য।" হাত ছড়িয়ে কারুকার্যময় বিশাল দুটো চেয়ার দেখাল সে। তার অলংকৃত ডেস্ক, চেয়ার, তীক্ষ্ণ বাকওয়ালা স্লাইডিং ডোর, যা ঢোকার সময় নিঃশব্দে খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়, বিশাল অফিসের কালো চকচকে মেঝে, সবকিছুই সেরা মানের। কিন্তু যদিও প্রতিটি বস্তুই আকর্ষণীয় এবং সীমাহীন প্রাচুর্যে ভরপুর– বিনড্রিস নিজে কিন্তু মোটেও সেরকম নয়। প্রথম দর্শনে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে বিনয়ে বিগলিত এই ছোটখাটো মানুষটাই ট্র্যানটরের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি।

"সম্রাটের পরামর্শে আপনার কাছে এসেছি, স্যার।"

"সম্রাট?"

"তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারছেন না, কিন্তু আশা করছেন যে আপনার মতো একজন ব্যক্তি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। বিষয়টা অবশ্যই ক্রেডিট।

বিনড্রিসের মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল। "ক্রেডিট? বুঝতে পারছি না।"

"প্রায় চল্লিশ বছর সাইকোহিস্টোরি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছে। কিন্তু সময় পাল্টে গেছে এবং এম্পায়ারও আগের অবস্থায় নেই।"

"আমি জানি।"

"আমাদের সমর্থন করার মতো ক্রেডিট সম্রাটের কাছে নেই, থাকলেও পরিষদকে ডিঙিয়ে তিনি সেটা আমাদের দিতে পারছেন না। তাই পরামর্শ দিয়েছেন আমরা যেন নামকরা ব্যবসায়ীদের সাথে দেখা করি। প্রথম কারণ, ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর ক্রেডিট আছে। দ্বিতীয় কারণ, তারা চাইলেই আমাকে ক্রেডিট ভাউচার লিখে দিতে পারে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘ নীরবতার পর বিনড্রিস বলল, "বলতে বাধ্য হচ্ছি, সম্রাট ব্যবসায়ের কিছুই বোঝেন না।– আপনার কত ক্রেডিট প্রয়োজন?"

"মি. বিনড্রিস, কাজটা সুবিশাল। আমার মিলিয়ন মিলিয়ন ক্রেডিট দরকার।"

"মিলিয়ন, মিলিয়ন!"

"জ্বী, স্যার।"

ভুরু কোঁচকালো বিনড্রিস। "আপনি ধার চাইছেন? কতদিনে ফেরত দিতে পারবেন?"

"সত্যি কথা বলতে কি. মি. বিনড্রিস, মনে হয় না কোনোদিন ফেরত দিতে পারব। আমি আসলে অনুদান চাইছি।"

"আমি আপনাকে ক্রেডিট দিতে চাইলেও– এবং স্বীকার করছি যে কোনো এক অদ্ভুত কারণে আপনাকে সাহায্য করতে আমি ভীষণ আগ্রহী– কিন্তু আমি নিরুপায়। সম্রাটের রয়েছে পরিষদ আর আমার আছে বোর্ড মেম্বার। বোর্ডের অনুমতি ছাড়া এত বড় অনুদান আমি করতে পারব না এবং তারা রাজীও হবে না।"

"কেন? আপনার ফার্ম অসম্ভব সম্পদশালী। সামান্য কয়েক মিলিয়ন আপনার কাছে কিছুই না।"

"শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু ফার্মের অবস্থা এখন ভালো না। ভয়ানক না হলেও আমাদের দুঃশ্চিন্তায় ফেলার জন্য যথেষ্ট। এম্পায়ার যেহেতু ভেঙ্গে যাচ্ছে সেহেতু এর কোনো অংশই ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। কয়েক মিলিয়ন ক্রেডিট উপহার দেয়ার মতো অবস্থা আমাদের নেই।– আমি দুঃখিত।"

চুপ করে বসে রইলেন সেলডন আর বিনড্রিসকে মনে হলো বিরক্ত। মাথা নেড়ে সে বলল, "দেখুন, প্রফেসর সেলডন, আমি সত্যি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। বিশেষ করে এই তরুণীর খাতিরে। কিন্তু আমার সামর্থ নেই।– যাই হোক, ট্র্যানটরে আমরাই একমাত্র ফার্ম নই। অন্যদের কাছে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ভাগ্যে লেগেও যেতে পারে।"

"বেশ," অসম্ভব পরিশ্রম করে উঠে দাঁড়ালেন সেলডন, "চেষ্টা করে দেখব।"

২৩.

ওয়ানডা কাঁদছে, দুঃখে নয়, রাগে।

"আমি বুঝতে পারছি না, দাদু। কিছুতেই বুঝতে পারছি না। চারটা ফার্মে গেলাম। একটার চেয়ে আরেকটা বেশী দুর্ব্যবহার করেছে। চতুর্থ ফার্ম তো আমাদের প্রায় গলা ধাক্কা দিয়েই বের করে দিল। তারপর আর কোনোটাতেই ঢুকতে পারি নি।"

"এখানে কোনো রহস্য নেই, ওয়ানডা। আসল উদ্দেশ্য জানার আগমুহূর্ত পর্যন্ত বিনড্রিস আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে। ক্রেডিটের কথা তুলতেই তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণ পাল্টে যায়। সম্ভবত আমাদের উদ্দেশ্যের কথা সবাই জেনে ফেলেছে। তাই আর কেউ দেখা করতে চাইছে না। কেন করবে? ক্রেডিট তারা আমাদেরকে দেবে না, কাজেই সময় নষ্ট করবে কেন?"

ওয়ানডার রাগ এবার নিজের উপর এসে পড়ল। "আর আমি কি করেছি। বসে থাকা ছাড়া।"

"মানতে পারলাম না। বিনড্রিস তোমার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমার মনে হয়েছিল সে ক্রেডিট দিয়ে দেবে, প্রধান কারণ তুমি। তুমি জোর প্রয়োগ করছিলে এবং কিছু একটা হচ্ছিল।"

"যথেষ্ট নয়। তাছাড়া আমি আকর্ষণীয় শুধু এই কথাটাই ভাবছিল সে।"

"শুধু আকর্ষণীয় নও," বিড় বিড় করে বললেন সেলডন, "সুন্দর। ভীষণ সুন্দর।"

"এখন কি হবে, দাদু? এতগুলো বছরের সাধনার পর সাইকোহিস্টোরি শেষ হয়ে যাবে।"

"সেরকমই মনে হচ্ছে। চল্লিশ বছর ধরে আমি প্রচার করছি যে এম্পায়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে। এখন আসলেই ভাঙছে সেই সাথে সাইকোহিস্টোরি।"

"কিন্তু সাইকোহিস্টোরিই এম্পায়ার রক্ষা করবে, অন্তত আংশিক।"

"আমি জানি করবে, কিন্তু এগোনোর পথ পাচ্ছি না।"

"তুমি এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যেতে দেবে?"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "আমি বাঁচানোর চেষ্টা করব কিন্তু স্বীকার করছি যে জানি না কিভাবে তা হবে।"

"আমাকে আরো অনুশীলন করতে হবে," ওয়ানডা বলল। "আমার জোর আরো শক্তিশালী করে তোলার কোনো উপায় নিশ্চয় আছে, মানুষকে নিজের ইচ্ছেমতো চালানোর কাজটা সহজ করার জন্য।"

"আশা করি তুমি পারবে।"

"তুমি কি করবে, দাদু?"

"কয়েকদিন আগে গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে তিনজন তরুণের সাথে আমার দেখা হয়। ওরা সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কথা বলছিল। কেন জানি না তাদের একজন আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করেছে। আজ বিকেলে সে দেখা করতে রাজী হয়েছে। আমার অফিসে।"

"তুমি ওকে প্রজেক্টে কাজ করতে বলবে?"

"ইচ্ছা ছিল– যদি বেতন দেয়ার মতো ক্রেডিট আমার কাছে থাকত। কিন্তু কথা বলতে দোষ কি। অন্তত আমার তো হারানোর কিছু নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪.

ঠিক চার টি. এস. টিতে (ট্র্যানটরিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) তরুণ হাজির হলো। সেলডন খুশি হলেন। সময়ের মূল্য দেয় যেসব মানুষ তাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। ডেস্কে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য উদ্যত হতেই তরুণ বলল, "প্লীজ, প্রফেসর, আপনার পায়ের অবস্থা ভালো নয়। দাঁড়াতে হবে না।"

"ধন্যবাদ, ইয়ং ম্যান। যাই হোক, তার মানে এই না যে তুমি বসতে পারবে না। বসো।"

তরুণ তার জ্যাকেট খুলে বসল।

সেলডন বললেন, "প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সেদিন তোমার নাম জানা হয় নি... "

"স্ট্যাটিন পালভার।"

"আহ্। পালভার! পালভার! পরিচিত মনে হচ্ছে।"

"হওয়া উচিত। আমার দাদা আপনাকে চিনতেন এবং এটা নিয়ে সবসময় গর্ব করতেন তিনি।"

"তোমার দাদা। তার মানে জোরামিস পালভার। সম্ভবত আমার চেয়ে দুবছরের ছোট ছিল। সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে তাকে নেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে রাজী হয় নি। বলত যে এই প্রজেক্টে কাজ করার মতো যথেষ্ট গণিত সে কোনোদিনই আয়ত্ব করতে পারবে না। কেমন আছে সে?"

"বুড়ো মানুষদের যে পথে যেতে হয় জোরামিসও সেই পথে চলে গেছে। মারা গেছে।" গম্ভীর ভঙ্গীতে জবাব দিল পালভার।

দুঃখ পেলেন সেলডন। তার চেয়ে দুবছরের ছোট– কিন্তু মারা গেছে। পুরনো বন্ধু অথচ যোগাযোগ এমনভাবে ছিন্ন হয়ে যায় যে মৃত্যু সংবাদটাও পান নি। বিড়বিড় করে বললেন, "আমি দুঃখিত।"

"জীবনটা তিনি উপভোগ করেছেন।" কাঁধ নেড়ে জবাব দিল তরুণ।

"আর তুমি, ইয়ং ম্যান, কোথায় পড়ালেখা করেছ?"

"ল্যাঙ্গানো বিশ্ববিদ্যালয়।"

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন। "ল্যাঙ্গানো? ট্র্যানটরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয় এটা, তাই না?"

"না। আমি অন্য কোনো বিশ্বে যেতে চেয়েছিলাম। আপনি ভালো করেই জানেন যে ট্র্যানটরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিড় অনেক বেশী। এমন কোথাও যেতে চেয়েছি যেখানে নিরিবিলিতে পড়ালেখা করতে পারব।"

"কোন বিষয় নিয়ে পড়েছ?"

"তেমন কিছু না। ইতিহাস। এমন কোনো ভালো ফলাফলও করি নি যাতে সম্মানজনক একটা কাজ পাওয়া যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(এবার আগের চেয়ে বেশী দুঃখ পেলেন সেলডন, কারণ ডর্স ভেনাবিলি ছিল ইতিহাসবিদ।)

"কিন্তু ট্র্যানটরে ফিরে এসেছ কেন?"

"ক্রেডিট। চাকরী।"

"ইতিহাসবিদের চাকরী?"

হাসল পালভার। "মাথা খারাপ। ভারী বস্তু উঠানো নামানোর একটা যন্ত্র চালাই। তেমন উঁচুদরের কোনো কাজ নয়।"

কিছুটা ঈর্ষা নিয়ে পালভারের দিকে তাকালেন সেলডন। শার্টের উপর দিয়েই তার প্রশস্ত বুক এবং সবল বাহুর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। পেশীবহুল। সেলডন কখনোই এত পেশীবহুল ছিলেন না।

"তুমি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্সিং টীমে ছিলে।"

"কে, আমি? কখনোই না। আমি একজন ট্যুইস্টার।"

"ট্যুইস্টার!" উচ্ছ্বসিত হলেন সেলডন। "তুমি হ্যালিকন থেকে এসেছ?"

পরিষ্কার রাগের সাথে জবাব দিল তরুণ, "ভালো ট্যুইস্টার হওয়ার জন্য হ্যালিকন থেকে আসার দরকার নেই।"

না, তা দরকার নেই। ভাবলেন সেলডন। কিন্তু ওখানকার ট্যুইস্টাররাই সবার সেরা।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে জিজ্ঞেস করলেন, "বেশ, তোমার দাদা আমার সাথে কাজ করতে রাজী হয় নি। তুমি করবে?"

"সাইকোহিস্টোরি?"

"সেদিন তুমি বেশ বুদ্ধিমানের মতোই সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কথা বলছিলে। কাজ করবে আমার সাথে?"

"আগেই বলেছি, প্রফেসর, আমি একটা কাজ করছি।"

"মাল টানার কাজ। এটা কোনো কাজ হলো।"

"বেতন ভালো।"

"ক্রেডিটই সবকিছু নয়।"

"তারপরেও অনেক কিছু। অন্যদিকে আপনি ভালো বেতন দিতে পারবেন না। আমি নিশ্চিত যে আপনি বেশ ভালোরকম আর্থিক সমস্যায় আছেন।"

"এই কথা কেন মনে হলো?"

"অনুমান করছি।– কিন্তু, আমার ভুল হয়েছে কি?"

"না, ভুল হয় নি। দুঃখিত। আমাদের আলোচনা তাহলে এখানেই শেষ।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। এত দ্রুত শেষ করে দেবেন না। আপনার সাথে কাজ করলে আমাকে সাইকোহিস্টোরি শেখাবেন, ঠিক?"

"নিশ্চয়ই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেক্ষেত্রে, ক্রেডিট আসলেই সবকিছু নয়। আমি আপনার সাথে একটা চুক্তি করতে চাই। সাইকোহিস্টোরি আপনি যা জানেন তার সব আমাকে শেখাবেন এবং বেতন যখন যা পারেন দেবেন। কেমন শোনাচ্ছে?"

"এর চেয়ে ভালো চুক্তি আর হতেই পারে না।" উৎফুল্ল কণ্ঠে সেলডন বললেন। "আর একটা ব্যাপার।"

"কি?"

"মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে আমার উপর দুবার হামলা হয়েছে। প্রথমবার আমার ছেলে আমাকে রক্ষা করে। কিন্তু তারপর সে সান্তানিতে চলে যায়। দ্বিতীয়বার আমি আমার ভারী ছড়িটা ব্যবহার করি। ফলশ্রুতিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের দায়ে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে- "

"হামলা হয়েছিল কেন?" মাঝখানে বাধা দিল পালভার।

"আমি জনপ্রিয় নই। দীর্ঘদিন থেকেই এম্পায়ার ধ্বংসের কথা প্রচার করছি। আর যেহেতু এখন তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে সবাই দোষ দিচ্ছে আমাকে।"

"বুঝলাম। কিন্তু এর সাথে আপনার সেই আরেকটা ব্যাপারের কি সম্পর্ক?"

"তোমাকে আমার বডিগার্ড হিসেবে চাই। তুমি তরুণ, শক্তিশালী, এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি একজন ট্যুইস্টার। ঠিক তোমাকেই আমার প্রয়োজন।"

"আমার মনে হয় তাতে কোনো সমস্যা হবে না," হাসিমুখে জবাব দিল পালভার।

AMARBOI.COM

২৫.

"দেখ, স্ট্যাটিন," বললেন সেলডন।

দুজনেই স্ট্রিলিং সেক্টরের কাছাকাছি একটা আবাসিক এলাকায় বৈকালিক পদভ্রমণে বেরিয়েছে। সেলডন রাস্তায় পড়ে থাকা কিছু পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ দেখালেন। কোনো গ্রাউণ্ড-কার থেকে খুলে পড়ে গেছে- অথবা অসতর্ক কোনো পথচারী ফেলে গেছে। "আগে এমন কোনো কিছু চোখেই পড়ত না। সিকিউরিটি অফিসাররা কড়া নজর রাখত আর পৌরসভার কর্মীরা দিন রাত আবাসিক এলাকাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করত। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কোনো মানুষই এভাবে রাস্তায় নোংরা ফেলার কথা স্বপ্নেও ভাবত না। ট্র্যানটর আমাদের বাসস্থান ; এই গ্রহ নিয়ে আমরা গর্ব করতাম। আর এখন- " বিষণ্ন এবং হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন সেলডন- "এটা- " আচমকা থেমে গেলেন।

"এই ছেলে!" রোগা এক ছেলের উদ্দেশ্যে চীৎকার করলেন তিনি। ছেলেটা কিছুক্ষণ আগেই উল্টো দিকে থেকে তাদেরকে অতিক্রম করে যায়। কোনো একটা খাদ্যদ্রব্য মুখে দিয়ে মোড়ানো রাংতা কাগজটা ফেলেছে রাস্তায়। "কাগজটা তুলে জায়গামতো ডিজপোজ কর।" আদেশ দিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটা রাগত দৃষ্টিতে চোখে চোখ রেখে বলল, "আপনে তুলেন।" তারপর চলে গেল নির্বিকার চিত্তে।

"সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার আরেকটা উদাহরণ, আপনার সাইকোহিস্টোরি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, প্রফেসর সেলডন।" মন্তব্য করল পালভার।

"হ্যাঁ, স্ট্যাটিন। আমাদের চারপাশে এম্পায়ার ভেঙ্গে পড়ছে, একটু একটু করে। সত্যি কথা বলতে কি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন আর মেরামতের কোনো উপায় নেই। উদাসীনতা, অবক্ষয়, লোভ একদা গৌরবান্বিত এম্পায়ার ধ্বংসের জন্য তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে। কি হবে এখন? কেন– "

পালভারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন সেলডন। তরুণ মনে হলো গভীর মনযোগ দিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করছে– সেলডনের কথা নয়, অন্য কিছু। একটা নির্দিষ্ট দিকে মাথা ঘুরিয়ে রেখেছে, সুদূরে হারিয়ে যাওয়ার মতো মুখভঙ্গী। যেন পালভার এমন কোনো শব্দ শোনার চেষ্টা করছে যা অন্যদের কানে পৌঁছবে না।

আচমকা বর্তমানে ফিরে এল সে। দ্রুত চারপাশে তাকাল, সেলডনের বাহু ধরে পালভার বলল, "হ্যারি, জলদি, আমাদের সরে পড়তে হবে। এসে পড়েছে...।" আর ঠিক তখনই অগ্রসরমান পায়ের শব্দে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। দ্রুত একটা চক্কর দিলেন সেলডন আর পালভার, কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। একদল গুণ্ডা ঘিরে ফেলেছে তাদের। তৈরি ছিলেন সেলডন, ছড়িটা তুলে বৃত্তাকারে ঘোরালেন। আক্রমণকারীরা– দুইজন ছেলে, একজন মেয়ে– তাতে হেসে উঠল।

"সহজে ধরা দিবেন না, তাইলে বুড়া মিঞা?" গুণ্ডাদলের নেতা বলল। প্রত্যেকেরই বয়স কম, সবে কৈশোর পেরিয়েছে। "আমি আর আমার সঙ্গীরা মিল্যা দুই সেকেণ্ডে আপনারে শোয়াইয়া ফালামু। আমরা–" দলনেতা হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল, পেটে জোড়ালো একটা লাথির স্বীকার। আক্রমণাত্মক ভঙ্গী নিল বাকী দুজন। কিন্তু পালভার আরো বেশী দ্রুত। কিসের আঘাত তা বোঝার আগেই মাটিতে শুয়ে পড়ল তারাও।

ছড়ির উপর দেহের পুরো ভার চাপিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেলডন, কতবড় বিপদ থেকে বাঁচলেন ভাবছেন তাই। পালভার উত্তেজনায় একটু হাঁপাচ্ছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ঘণায়মান অন্ধকার গম্বুজের নিচে জনশূন্য ফুটপাতে অচেতন শুয়ে আছে হামলাকারী তিনজন।

"চলুন, জলদি এখান থেকে কেটে পড়ি!" তাগাদা দিল পালভার। অবশ্য হামলাকারীদের ভয়ে পালাতে চাইছে না।

"স্ট্যাটিন, আমরা যেতে পারব না," আপত্তি করলেন সেলডন। অচেতন তিনজনকে দেখিয়ে বললেন "এরা বাচ্চা ছেলে মেয়ে। মারা যাচ্ছে। এই অবস্থায় ফেলে রেখে কিভাবে যাই। কাজটা অমানবিক– আর মানবতা রক্ষার জন্যই আমি সারা জীবন কাজ করেছি।" বক্তব্যের জোর বোঝানোর জন্য মেঝেতে ছড়ি ঠুকলেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বোঝার চেষ্টা করুন," বিরক্ত সুরে বলল পালভার। "এই গুণ্ডাগুলো আপনার মতো নিরীহ নাগরিকদের যে অত্যাচার করছে তাই অমানবিক। ওরা আপনাকে সুযোগ দিত? পেটে ছুড়ি ঢুকিয়ে সব ক্রেডিট নিয়ে যেত– যাওয়ার সময় আপনার মৃত দেহে লাথিও মেরে যেত! কিছুই হবে না ওদের। জ্ঞান ফিরলে নিজেদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে নিজেরাই অথবা কেউ ওদেরকে এই অবস্থায় দেখে সেন্ট্রাল অফিসে খবর দেবে।

"কিন্তু, হ্যারি, চিন্তা করার সময় নেই। গতবার যা হয়েছে, আবার মারামারির দায়ে অভিযুক্ত হলে আর বাঁচবেন না। প্লীজ, হ্যারি, আমাদেরকে দ্রুত পালাতে হবে।" সেলডনের বাহু খামচে ধরল পালভার আর সেলডন শেষবারের মতো পিছনে তাকিয়ে পালভারের সবল হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

তাদের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই গাছের আড়াল থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এল। নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে রাগত চোখের ছেলেটা বিড়বিড় করে বলল, "আমারে অনেক ভালোমন্দ শিখাইছেন, প্রফেসর।" তারপর সিকিউরিটি অফিসারদের ডেকে আনার জন্য ছুটল সে।

২৬.

AMARBOI.COM

"অর্ডার! অর্ডার!" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বিচারক টেজান পপজেন্স লী আদেশ দিলেন। প্রফেসর র‍্যাভেন সেলডন এবং তার তরুণ সহকর্মী স্ট্যাটিন পালভারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানী ট্র্যানটরের জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই মানুষটিই দীর্ঘদিন থেকে এম্পায়ার ধ্বংসের এবং সভ্যতার পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে চলেছে, এই মানুষটিই সবাইকে সভ্যতার স্বর্ণযুগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে আসছে– এই সেই ব্যক্তি, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য অনুযায়ী, যে বিনা উস্কানীতে ট্র্যানটরের নিরীহ তিনজন তরুণকে নৃশংসভাবে আহত করার আদেশ দেয়। ও হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এটা হবে জমকালো একটা শুনানী এবং তারচেয়েও জমকালো বিচার অনুষ্ঠান।

বিচারক তার বেঞ্চের গর্তে ঢোকানো একটা বোতাম চাপলেন। জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। "অর্ডার," হঠাৎ থমকে যাওয়া জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। "প্রয়োজন হলে সবাইকে বের করে দেয়া হবে। দ্বিতীয়বার সাবধান করব না আমি।"

বিচারক একজন মহিলা। টকটকে লাল বর্ণের আলখাল্লা তাকে সত্যিই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তার জন্ম লিস্টেনিয়ায়, গাত্রবর্ণ হালকা নীলাভ, যখন ব্যায়াম করেন তখন গায়ের রং আরো গাঢ় আকার ধারণ করে, আর যখন ভীষণ রেগে যান তখন বাস্তবিকই রক্তবর্ণ ধারণ করে। গুজব শোনা যায় যে, দীর্ঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মজীবনে দক্ষ আইনবিদ হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও ইম্পেরিয়াল আইনের একজন সংগঠক হওয়ার মতো যোগ্যতা সে কখনোই অর্জন করতে পারে নি, লীর সবুজাভ নীল মসৃণ ত্বকের সাথে গাঢ় লাল বর্ণের আলখাল্লা শুধুই অসার বহিঃপ্রকাশ।

তা সত্ত্বেও, ইম্পেরিয়াল আইনভঙ্গকারীদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে লীর সুনাম আছে ; সে অবশিষ্ট হাতে গোনা কয়েকজন বিচারকের একজন যারা এখনো সিভিল কোড বজায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট।

"আপনার কথা আমি শুনেছি, প্রফেসর সেলডন, এবং আমাদের অনিবার্য ধ্বংস নিয়ে আপনার তত্ত্ব। সেই ম্যাজিস্ট্রেটের সাথেও কথা বলেছি যার কাছে আরেকটা ঘটনার শুনানী হয়েছিল। আটজন গুণ্ডার হাত থেকে আপনার ছেলে আপনাকে বাঁচিয়ে আনে তাও শুনেছি। আমার যোগ্য সহকর্মীদের আপনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সবই ছিল নিখাঁদ আত্মরক্ষা। এবার, প্রফেসর সেলডন, আপনাকে আরো জোরালো প্রমাণ হাজির করতে হবে।"

যে তিন গুণ্ডা সেলডন এবং পালভারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তারা বাদীর আসনে বসে আছে। আজকে তাদের চেহারা একেবারেই অন্যরকম। ছেলে দুজনের পরনে ঢিলা ইউনিস্যুট, মেয়েটা পড়েছে কুঁচি দেয়া টিউনিক। প্রথম দর্শনে সবাই তাদেরকে ট্র্যানটরিয়ান তারুণ্যের উজ্জ্বল প্রতীক ধরে নেবে।

সেলডনের আইনজীবী সিভ নোভকর (পালভারের জন্যও কাজ করছে সে) সামনে এগিয়ে এল। "ইওর অনার, আমার মক্কেল ট্র্যানটরিয়ান সমাজের সম্মানিত সদস্য। স্বনামধন্য প্রাক্তন ফার্স্ট মিনিস্টার। মহামাণ্য সম্রাট ষোড়শ এজিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তরুণদের উপর হামলা করে তার কি লাভ? ট্র্যানটরিয়ান তরুণদের সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ দানে তার কণ্ঠ সর্বদাই সোচ্চার– তার সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে বহু তরুণ শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ; স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় ফ্যাকাল্টি সদস্য তিনি।

"তাছাড়া– " এখানে এসে বিরতি দিল নোভকার, জনাকীর্ণ আদালতে নজর বোলাল, যেন বলতে চাইছে, আমার কথা না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তারপর তোমরা নিজেরাই লজ্জিত হবে। "প্রফেসর সেলডন হাতে গোণা অল্প কয়েকজন মর্যাদাবান ব্যক্তির একজন, যিনি অফিশিয়ালি গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর সাথে যুক্ত। বিশাল এক কর্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন করার খাতিরে লাইব্রেরীর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারেন। কাজটা হলো এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা তৈরির কাজ, ইম্পেরিয়াল সভ্যতার যথার্থ বিজয় ইতিহাস।

"আমি বুঝতে পারছি না এমন সম্মানী মানুষের বিরুদ্ধে জঘন্য অভিযোগ কিভাবে উঠে?"

হাত দিয়ে নোভকর বিবাদীদের আসনের দিকে ইঙ্গিত করল, যেখানে পালভারকে সাথে নিয়ে সেলডন বসে আছেন। অস্বস্তিতে গাল লাল হয়ে গেছে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের প্রশংসা শুনে তিনি অভ্যস্ত নন (তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে তার নাম সবার মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করেছে)। বিশ্বস্ত ছড়ির হাতলে মৃদু চাপড় মারলেন।

জাজ লী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, নোভকরের বক্তব্যে মোটেই প্রভাবিত হন নি। "কি লাভ হতে পারে, কাউন্সেলর। নিজেকেই অনেকবার প্রশ্নটা করেছি। যুক্তিসঙ্গত জবাবের খোঁজে গতরাতে আমি ঘুমাতে পারি নি। প্রফেসর সেলডনের মতো একজন মানুষ কেন বিনা উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন যেখানে তিনি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার তথাকথিত 'পতনের' একনিষ্ঠ প্রচারক।

"তারপর আচমকা জবাব পেয়ে যাই। যেহেতু তার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না তাই হতাশাগ্রস্ত সেলডন ধরে নেন যে সর্বনাশা বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করতে হবে। এই ব্যক্তি সারাজীবন এম্পায়ারের পতনের কথা প্রচার করে আসছে অথচ প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন গম্বুজের কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইট, মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছু পাবলিক ট্র্যান্সপোর্ট, দুই একটা জায়গায় বাজেটের কমতি– তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু তার জীবনের উপর একবার বা দুবার আক্রমণ– নিঃসন্দেহে বিবেচনার বিষয়।"

জোড়া হাত সামনে রেখে হেলান দিয়ে বসলেন লী। চেহারায় সন্তুষ্টি। টেবিলে পুরো ভর চাপিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সেলডন। অসম্ভব পরিশ্রম করে সামনে এগোলেন। হাতের ঠেলায় আইনজীবীকে একপাশে সরিয়ে বিচারকের কঠিন স্থির দৃষ্টির মুখোমুখী হলেন।

"ইওর অনার, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিন দয়া করে।"

"নিশ্চয়ই, প্রফেসর সেলডন। হাজার হোক এটা তো কোনো ট্রায়াল নয়, একটা শুনানী। তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অভিযোগটাকে ট্রায়ালের পর্যায়ে নেয়া হবে কি হবে না। আমি আমার একটা যুক্তি উপস্থাপন করেছি। আপনার কি বলার আছে তা শুনতেও আমি আগ্রহী।"

শুরু করার আগে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন সেলডন। "আমি এম্পায়ারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। বিশ্বস্ততার সাথে সম্রাটদের সেবা করেছি। আমার আবিস্কৃত বিজ্ঞান ধ্বংসের বার্তাবাহক নয়, বরং পুনর্গঠনের প্রতিনিধি। এর সাহায্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব মানবসভ্যতাকে কোন পথে এগিয়ে যেতে হবে। যদি, আমার বিশ্বাস অনুযায়ী, এম্পায়ার ভাঙতেই থাকে, তাহলে পুরনো এম্পায়ারের সকল ভালো উপাদানকে ভিত্তি করে আরো উন্নত এক সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে আমার সাইকোহিস্টোরি অবদান রাখবে। আমাদের বিশ্বগুলোকে আমি ভালোবাসি ; জনগণকে ভালোবাসি, এম্পায়ারকে ভালোবাসি– আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি প্রতিদিন এর ভিত্তি আরো দুর্বল করে দিচ্ছে তা আরো বাড়িয়ে আমার কি লাভ?

"এইটুকুই বলার ছিল। শুধু আশা করি আপনি বিশ্বাস করবেন। আমি বোধবুদ্ধি, সমীকরণ আর বিজ্ঞানের মানুষ– যা বলছি তা অন্তর থেকেই বলছি।" ঘুরে ধীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়ে পালভারের কাছে নিজের আসনে ফিরে এলেন সেলডন। বসার সময় দর্শকদের সারিতে ওয়ানডাকে খুঁজলেন। ওয়ানডা চোখ পিট পিট করে ফ্যাকাশে ভঙ্গীতে হাসল।

"অন্তর থেকে বলুন আর যাই বলুন, প্রফেসর সেলডন, ঘটনাটা আমাকে আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য আমরা শুনেছি ; আপনার এবং মি. পালভারের বক্তব্য শুনেছি। আর শুধু একজনের স্বীকারোক্তি আমার দরকার। মি. রিয়াল নিভাস, ঘটনাটার একজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী।"

নিভাসকে দেখে সেলডন আর পালভার সতর্ক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। হামলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই ছেলেটাকেই হ্যারি ধমক দিয়েছিলেন।

লী একটা প্রশ্ন করলেন। "মি. নিভাস, আমাদের একটু খুলে বলবে ঐ রাতে ঠিক কি দেখেছিলে তুমি?"

সেলডনের দিকে একবার ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিভাস তার বক্তব্য শুরু করল, "আমি নিজের মনে হাঁটছিলাম, হঠাৎ ওই দুজনকে দেখি,"– আঙ্গুল তুলে সেলডন আর পালভারকে দেখাল সে– "রাস্তার অন্য পাশ থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। তারপর ওই তিনজনকে দেখি।" (এবার বাদীর আসনে বসা তিনজনকে আঙ্গুল তুলে দেখাল।) "বড় দুজন ওই তিনজনের পিছনে ছিল। আমাকে দেখে নি, কারণ আমি রাস্তার অন্যদিকে ছিলাম, তাছাড়া শিকারের প্রতিই ওদের নজর ছিল। তারপর ধুম। বুড়ো লোকটা লাঠি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় আর কম বয়স্ক লোকটা লাথি মেরে সবাইকে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর বুড়ো লোকটা তার সঙ্গীকে নিয়ে চলে যায়।"

"মিথ্যে কথা!" চীৎকার করলেন সেলডন। "ইয়ং ম্যান, তুমি আমাদের জীবন নিয়ে খেলছ!" নিভাস নির্বিকার ভঙ্গীতে তাকাল।

"জাজ," অনুনয়ের সুরে বললেন সেলডন, "আপনি বুঝতে পারছেন না এটা নির্জলা মিথ্যা? হামলার মাত্র কয়েক মিনিট আগে রাস্তায় নোংরা ফেলার জন্য ছেলেটাকে ধমক দিয়েছিলাম। স্ট্যাটিনকে বলেছিলামও যে এটা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার, জনগণের উদাসীনতার আরেকটা উদাহরণ– "

"যথেষ্ট হয়েছে," চাবুকের মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ দিলেন বিচারক। "আর চীৎকার করলে আপনাকে আদালত থেকে বের করে দেয়া হবে। মি. নিভাস," সাক্ষীর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা ঘটার সময় তুমি কি করছিলে?"

"আমি, লুকিয়ে ছিলাম। গাছের আড়ালে। দেখে ফেললে আমারও ক্ষতি করত। তাই পালিয়েছিলাম। ওরা চলে যাওয়ার পর দৌড়ে সিকিউরিটি অফিসারদের ডেকে আনি।"

ঘামতে শুরু করেছে নিভাস, ইউনিস্যুটের কলারে আঙ্গুল ঢোকালো। সাক্ষীর উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সে। এক পা থেকে আরেক পায়ের উপর দেহের ওজন বদলাচ্ছে অনরবত। জনতার দৃষ্টি যে তার উপর এটা বুঝতে পেরে অস্বস্তি বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে; চেষ্টা করছে দর্শকদের দিকে না তাকানোর, কিন্তু কিভাবে যেন তার চোখ সামনের সারিতে বসা চমৎকার সুদর্শনা সোনালী চুলের এক মেয়ের স্থির দৃষ্টির উপর আটকে যাচ্ছে। যেন মেয়েটা তাকে একটা প্রশ্ন করেছে, জবাবের জন্য চাপ প্রয়োগ করছে, তাকে দিয়ে কথা বলাতে চাইছে।

"মি. নিভাস, প্রফেসর সেলডনের মন্তব্যের ব্যাপারে কি বলার আছে তোমার? ঘটনার পূর্ব মুহূর্তে সত্যিই তোমার সাথে ওদের কথা হয়েছিল?"

"আহ্, না। যা বলেছি... আমি হাঁটছিলাম এবং– " অভিযুক্তদের দিকে তাকাল নিভাস। বিষণ্ন দৃষ্টিতে ছেলেটাকে দেখলেন সেলডন যেন বোঝাতে চাইলেন সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেলডনের সঙ্গী শ্বাপদের দৃষ্টিতে তাকাল, চমকে উঠল নিভাস, কেঁপে উঠল শব্দটা শুনে– সত্যি কথা বল!– যেন পালভার তাকে নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু পালভার কোনো কথা বলে নি। দ্বিধাগ্রস্ত নিভাস ঝট করে সোনালী চুলের মেয়েটার দিকে মাথা ঘোরাল ; মনে হলো মেয়েটা তাকে বলছে– সত্যি কথা বল!– অথচ মেয়েটা কোনো কথা বলে নি।

"মি. নিভাস, মি. নিভাস," কিশোরের এলোমেলো চিন্তা আরো গুলিয়ে দিল বিচারকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। "তোমার বক্তব্য অনুযায়ী প্রফেসর সেলডন এবং মি. পালভার ছিল পিছনে, বাদী তিনজন ছিল সামনে। এগিয়ে আসছিল তোমার দিকে। তাহলে বাদী তিনজনকে প্রথমে না দেখে ওই দুজনকে প্রথমে দেখলে কিভাবে তুমি?"

খ্যাপাটে দৃষ্টিতে আদালত কক্ষের চারপাশে তাকাল নিভাস। মনে হলো কারো দৃষ্টি থেকে সে পালাতে পারবে না, প্রতি জোড়া চোখ যেন তার উদ্দেশ্যে চীৎকার করছে– সত্যি কথা বল–। সেলডনের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে রিয়াল নিভাস বলল, "আমি দুঃখিত" এবং জনাকীর্ণ আদালতের প্রত্যেককে বিস্মিত করে চৌদ্দ বছরের বালক ভেঙে পড়ল কান্নায়।

AMARBOI.COM

২৭.

চমৎকার একটা দিন, বেশী গরম না, বেশী ঠাণ্ডা না, বেশী উজ্জ্বল না বেশী মলিনও না। যদিও বহুবছর আগেই সমতল রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে ঢোকার চারপাশে আপনি গজিয়ে উঠা কিছু বারমেসে উদ্ভিদ সকালটাতে আরো খুশির আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে। (লাইব্রেরী ক্লাসিক্যাল স্থাপত্যশৈলিতে তৈরি, সামনের বিশাল সিঁড়ির ধাপগুলো পুরো এম্পায়ারের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জাঁকজমকপূর্ণ, যদিও ইম্পেরিয়াল প্যালেসকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। অধিকাংশ দর্শনার্থীই গ্লাইডরেইল ব্যবহার করতে বেশী পছন্দ করে) আজকের দিনটা নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার আর পালভারের বিরুদ্ধে আনীত সাম্প্রতিক অভিযোগের সবগুলোই মিথ্যে প্রমাণিত হওয়ায়, নিজেকে তার নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অভিজ্ঞতাটা বেদনাদায়ক হলেও এই ঘটনা মানুষকে তার প্রতি কিছুটা হলেও সহানুভূতিশীল করে তুলবে। জাজ টেজান পপজেন্স লী যদিও ট্র্যানটরের সবচেয়ে প্রভাবশালী বিচারক নন, কিন্তু রিয়াল নিভাস এর আবেগময় স্বীকারোক্তির পরের দিন তার দেয়া বক্তব্য ব্যাপক সাড়া ফেলে।

"যখন আমাদের 'সভ্য সমাজ' এমন এক প্রান্তে এসে দাঁড়ায়," জাজ তার বক্তব্যে বলেছিলেন, "যখন শুধুমাত্র নিজের বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণার কারণে প্রফেসর হ্যারি সেলডনের মতো একজন সম্মানী নাগরিককে মিথ্যে অভিযোগে অপমানিত হতে হয়, তখন বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের এম্পায়ারের জন্য তা চরম দুর্দিন। স্বীকার করছি যে আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম– হয়তো নিজের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণ করার জন্য প্রফেসর সেলডন এই কূট কৌশল অবলম্বন করছেন। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম।" ভুরু কুঁচকালেন জাজ, তার গলা এবং গালে গাঢ় নীল আভা ফুটে উঠল। "আমি প্রফেসর সেলডনকে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য দোষারোপ করেছিলাম যে সমাজব্যবস্থায় সততা, ভদ্রতা এবং সুনামের কারণে একজন মানুষকে খুন হতে হয়, যে সমাজে নীতিহীনতা আর প্রতারণাই বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

"আমরা আমাদের নৈতিকতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। ট্র্যানটরের প্রিয় নাগরিকবৃন্দ, আমরা ভাগ্যবান। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রফেসর সেলডন ধন্যবাদ পাওনা হয়েছেন। তার এই অবদানকে উদাহরণ হিসেবে সামনে রেখে আসুন আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের ভেতরের অশুভ সত্ত্বাকে প্রতিহত করি।"

তার পরপরই একটা হলো ডিস্কে করে অভিনন্দন বার্তা পাঠান সম্রাট এবং এই আশাও ব্যক্ত করেন যে এবার সেলডন তার প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পেয়ে যাবেন।

গ্লাইড রেইল উপরে তোলার ভঙ্গীতেই সাইকোহিস্টোরির বর্তমান অবস্থা নিয়ে সেলডনের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু– প্রাক্তন চীফ লাইব্রেরীয়ান ল্যাস জিনো– অবসর নিয়েছেন। জিনো বরাবরই ছিলেন সেলডনের কাজের জোরালো সমর্থক, যদিও বোর্ডের বিরোধিতার কারণে তার হাত পা বাধা ছিল। কিন্তু সেলডনকে তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে নতুন চীফ লাইব্রেরীয়ান ট্রিমা এ্যাকার্নিও তার মতোই প্রগতিশীল, এবং বোর্ডের অনেক সদস্যের কাছে জনপ্রিয়।

"হ্যারি, মাই ফ্রেণ্ড," ট্র্যানটর ছেড়ে নিজের হোম ওয়ার্ল্ড ওয়িনসরিতে যাওয়ার প্রাক্কালে জিনো বলেছিল, "এ্যাকার্নিও ভালো মানুষ, অসম্ভব জ্ঞানী এবং খোলা মনের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রজেক্ট এবং তোমাকে সাহায্য করার জন্য সব করবে সে। সাইকোহিস্টোরি এবং তোমার পুরো ডাটা ফাইল আমি ওর কাছে রেখে যাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোইক্লোপাডিয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেখে ট্রিমা এ্যাকার্নিও উঠে দাঁড়াল। চীফ
অতীতযাত্রা নিয়ে এসেছে। যেখানে ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিধার প্রয়োজনমতো ব্যবহারের অনুমতি দরকার। এনসাইক্লোপিডিয়া সুসম্পন্ন করার মূল কাজ শুরুর পূর্বে প্রতিটি তথ্য কপি করে টার্মিনাসে পাঠানো, সুবিশাল এক কর্মযজ্ঞ।

"লাইব্রেরী বোর্ডের মাঝে ল্যাস জিনোর জনপ্রিয়তা ছিল না, আপনিও জানেন। কিন্তু আপনার আছে। তাই, চীফ লাইব্রেরীয়ান আমার অনুরোধ : আপনি কি আমার সহকর্মীদের এখানে এসে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেবেন?"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন সেলডন। গতরাতে এই বক্তব্য মনে মনে বারবার অনুশীলন করেছেন এবং আশানুরূপ ফলাফলের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। এ্যাকার্নিওর জবাবের জন্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

"প্রফেসর সেলডন," এ্যাকার্নিও শুরু করল। সেলডনের প্রত্যাশার হাসিটা মলিন হয়ে গেল। চীফ লাইব্রেরীয়ানের কণ্ঠে এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যা সেলডন আশা করেন নি। "আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী আপনার গবেষণার ব্যাপারে সকল তথ্য– বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ আমাকে দিয়ে গেছেন। আপনার কাজের ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। আপনার সহকর্মীদেরও এখানে এসে স্থায়ীভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি, প্রফেসর সেলডন– " বিরতি নেয়াতে ঝট করে তাকালেন সেলডন– "প্রথমে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, একটা স্পেশাল মিটিং ডেকে সেখানে আপনি এবং আপনার এনসাইক্লোপেডিস্টদের জন্য বড় একটা অফিস অনুমোদনের প্রস্তাব করব। কিন্তু প্রফেসর সেলডন, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।"

"পাল্টে গেছে! কিভাবে?"

"সাম্প্রতিক সময়ের সর্বাধিক আলোচিত সহিংস ঘটনার আপনি ছিলেন প্রধান অভিযুক্ত।"

"কিন্তু আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি," ভাঙ্গা গলায় বললেন সেলডন। "অভিযোগটা এমনকি বিচারের উপযুক্তও বিবেচিত হয় নি।"

"তারপরেও, প্রফেসর, সাম্প্রতিক ঘটনাটা আপনাকে প্রমাণ করেছে– কিভাবে বলা যায়?– অশুভ বার্তাবাহক। হ্যাঁ, আপনি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। কিন্তু সেজন্য আপনার নাম, আপনার অতীত, আপনার বিশ্বাস, আপনার গবেষণা ধাপে ধাপে প্রতিটি বিশ্বের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন প্রগতিশীল বিচক্ষণ বিচারক আপনাকে নির্দোষ বলে রায় দিলেও লাখ লাখ– সম্ভবত কোটি কোটি– সাধারণ জনতার কি হবে? জনতা দেখেছে যে সাইকোহিস্টোরির জনক তার সভ্যতার গৌরব ধরে রাখার জন্য সংগ্রাম না করে বরং উন্মাদের মতো চিৎকার করে তা ধ্বংসের কথা বলছে।

"আপনি, আপনার কাজের দ্বারা এম্পায়ারের মূল ভিত্তিতে আঘাত করছেন। আমি নামহীন, পরিচয়হীন, নিষ্প্রাণ, বিশাল এম্পায়ারের কথা বলছি না। না, বরং এম্পায়ারের হৃদয় এবং আত্মার কথা বলছি– এর জনগণ, যখন আপনি বলছেন যে এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি আসলে তাদেরই ধ্বংসের কথা বলছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাপারটা, মাই ডিয়ার প্রফেসর, সাধারণ নাগরিকরা কখনোই মেনে নিতে পারবে না।

"সেলডন, পছন্দ হোক বা না হোক, আপনি উপহাসের বিষয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বস্তু এবং হাস্যাস্পদে পরিণত হয়েছেন।"

"মাফ করবেন, চীফ লাইব্রেরীয়ান, কিন্তু শুরু থেকেই আমি কয়েক শ্রেণীর মানুষের কাছে হাসির বিষয়।"

"হ্যাঁ, কয়েক শ্রেণীর মানুষের কাছে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাটা– এবং যেভাবে মানুষের সামনে খোলাখুলি সংঘটিত হয়েছে– তাতে আপনি প্রতিটি বিশ্বের কাছে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছেন। যদি আমরা আপনাকে একটা অফিস বরাদ্দ দেই তাহলে আপনার কাজে সরাসরি সমর্থন যোগানো হবে। ফলশ্রুতিতে আমরাও হাসির খোরাকে পরিণত হব। আপনার ধারণা এবং এনসাইক্লোপিডিয়া যত গভীরভাবেই বিশ্বাস করি না কেন, ট্র্যানটরের গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর চীফ লাইব্রেরীয়ান হিসেবে আমাকে প্রথমে লাইব্রেরীর কথা ভাবতে হবে।

"কাজেই, প্রফেসর সেলডন, আপনার সহকর্মীদের এখানে নিয়ে আসার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হলো।"

প্রচণ্ড আঘাতে ঝট করে সোজা হয়ে বসলেন সেলডন।

"তাছাড়া," এ্যাকার্নিও তখনো বলছে, "আগামী দুই সপ্তাহের জন্য লাইব্রেরীর সকল সুযোগ সুবিধা ব্যবহারের অনুমতি সাময়িকভাবে আপনার জন্য স্থগিত করা হলো। বোর্ডের স্পেশাল মিটিং হবে কিছুদিনের মধ্যেই। সেখানেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আপনার সাথে চুক্তি নবায়ন করা হবে না শেষ করে দেয়া হবে।"

বিরতি নিল এ্যাকার্নিও। ডেস্কের চকচকে পৃষ্ঠদেশে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। "এই পর্যন্তই, প্রফেসর সেলডন– আপাতত:।

হ্যারি সেলডনও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু ভঙ্গীটা ট্রিমা এ্যাকার্নিওর মতো সবল এবং দ্রুত ছিল না।

"বোর্ডের সামনে কথা বলার সুযোগ পাব? সাইকোহিস্টোরি এবং এনসাইক্লোপিডিয়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে পারলেই– "

"সম্ভব নয়, প্রফেসর," আন্তরিক সুরে বলল এ্যাকার্নিও। ল্যাস জিনোর বর্ণিত মানুষটাকে পলকের জন্য খুঁজে পেলেন সেলডন। কিন্তু আবেগহীন কর্মকর্তা মুহূর্তের মধ্যেই শীতল চাদরে নিজের মনোভাব লুকিয়ে ফেলল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সেলডনকে।

দরজা খোলার পর এ্যাকার্নিও বলল, "দুই সপ্তাহ, প্রফেসর সেলডন।"

এখন আমি কি করব? প্রচণ্ড হতাশার সাথে ভাবলেন সেলডন। সব কি তাহলে এখানেই শেষ হয়ে যাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮.

"ওয়ানডা, কি নিয়ে এত ব্যস্ত তুমি?" স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ানডার অফিসে এসেছেন হ্যারি সেলডন। এটা ছিল প্রতিভাবান গণিতবিদ ইউগো এমারিলের অফিস। তার মৃত্যু সাইকোহিস্টোরির অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে ইউগোর তৈরি করে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হয় ওয়ানডা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সে প্রাইম রেডিয়্যান্ট আরো নিখুঁত এবং কার্যকরী করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

"আমি সেকশন ৩৩-এ২ডি১৭-এর সমীকরণগুলো নিয়ে কাজ করছি। দেখ, নতুন ভাবে সাজিয়েছি।" মাঝের ছোট বেগুনী রং-এর অংশের দিকে ইশারা করল সে– "প্রচলিত ভাগফল বিবেচনা করে এবং– এই যে! ঠিক যা ভেবেছিলাম।" পিছিয়ে দুহাতে চোখ ডলল।

"কি এটা, ওয়ানডা?" সমীকরণটা দেখার জন্য হ্যারি আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। "এটা টার্মিনাস সমীকরণ অথচ... ওয়ানডা, এটা টার্মিনাস সমীকরণের বিপরীত সমাধান, তাই না?"

"হ্যাঁ, দাদু। সংখ্যাগুলো টার্মিনাস সমীকরণে ঠিকমতো কাজ করছিল না– দেখ।" দেয়ালের একটা কন্টাক্ট চাপতেই কামরার অপর প্রান্তে বিবিধ লাল বর্ণের আরেকটা অংশ জীবন্ত হয়ে উঠল। সেলডন আর ওয়ানডা তা দেখার জন্য সেদিকে হেঁটে গেলেন। "দেখ এখন কেমন সুন্দর ভাবে মিলে গেছে। কয়েক সপ্তাহ লেগেছে সমাধানটা বের করতে।"

"কিভাবে করলে?" সমাধানটা খুটিয়ে দেখে প্রশংসার সুরে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"প্রথমে আমি এই অংশের উপর মনযোগ দেই। বাকী সবগুলো বন্ধ করে দেই। টার্মিনাসকে কাজে লাগাতে হলে টার্মিনাসের উপরই কাজ করতে হবে– এটাই যুক্তিসিদ্ধ, তাই না? কিন্তু তারপর বুঝতে পারি যে এই সমীকরণটা ইচ্ছে হলেই প্রাইম রেডিয়্যান্টে ঢুকিয়ে আশা করতে পারি না যে বাকীগুলোর সাথে খাপে খাপে মিলে যাবে। নতুন একটা সংযুক্তি মানে অন্য কোথাও বিচ্যুতি। প্রতিটি ওজনেরই একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।"

"তুমি যে ধারণার কথা বলছ প্রাচীন যুগে সম্ভবত এটাকেই বলা হতো ইন অ্যাণ্ড ইয়াং।"

"হ্যাঁ, মোটামুটি তাই, ইন অ্যাণ্ড ইয়াং। টার্মিনাসের ইন নিখুঁত করার জন্য আমাকে এর ইয়াং খুঁজে বের করতে হয়েছে। এবং তা করেছি ওখানে।" অপর প্রান্তের বেগুনী অংশের কাছে ফিরে এল সে। "সংখ্যাগুলো এখানে সমন্বয় করতেই টার্মিনাস সমীকরণ জায়গামতো বসে যায়। ছন্দের মতো।" ওয়ানডাকে সন্তুষ্ট দেখাল, যেন এম্পায়ারের তাবৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চমৎকার। পরে আমাকে বুঝিয়ে বলবে প্রজেক্টে এই সমীকরণের তাৎপর্য কি হতে পারে। এখন আমার সাথে হলোস্ক্রীণের সামনে চল। সান্তানী থেকে জরুরী সংবাদ পেয়েছি। তোমার বাবা যোগাযোগ করতে বলেছে।"

ওয়ানডার মুখের হাসি মুছে গেল। সান্তানীর সাম্প্রতিক লড়াইয়ের খবর সে জানে। ইম্পেরিয়াল বাজেট হ্রাস কার্যকরী হওয়ার সাথে সাথে, আউটার ওয়ার্ল্ডের জনগণকেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বেশী। জনবহুল সমৃদ্ধশালী ইনার ওয়ার্ল্ডে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে। তাদের গ্রহের উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী বর্তমানে অনেক কঠিন। অল্প কয়েকটা ইম্পেরিয়াল হাইপারশিপ সান্তানিতে যেতে পারছে বা সান্তানী থেকে আসছে। দূরবর্তী গ্রহটা ধরে নেয় যে এম্পায়র থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। গ্রহের স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

"দাদু, সব ঠিক আছে তো?" ওয়ানডার কণ্ঠেই তার মনের ভয় প্রকাশ পেয়ে গেল।

"দুঃশ্চিন্তা করো না। রাইখ যখন যোগাযোগ করতে পেরেছে তাহলে কোনো বিপদ হয় নি।"

সেলডনের অফিসে হলোস্ক্রীণের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে। স্ক্রীণের পাশের কী প্যাডে নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো ঢোকালেন সেলডন। ইন্টার গ্যালাকটিক যোগযোগ স্থাপনের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। মনে হলো স্ক্রীণটা ধীরে ধীরে দেয়ালে প্রসারিত হচ্ছে, যেন কোনো টানেলের প্রবেশ পথ। আর সেই টানেলের মুখে– প্রথমে ঝাপসাভাবে ছোটখাটো সবল এক পুরুষের আকৃতি ফুটে উঠল। যোগাযোগ আরো নিখুঁত হতেই আকৃতিটাও পরিষ্কার হলো। সেলডন আর ওয়ানডা যখন রাইখের অতি পরিচিত ডাহ্‌লাইট গোঁফ চিনতে পেরেছে ততক্ষণে পুরো স্ক্রীণটা জীবন্ত হয়ে উঠল।

"বাবা! ওয়ানডা!" সান্তানি থেকে ট্র্যানটরে প্রক্ষেপিত রাইখের ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাম বলল। "শোন, হাতে বেশী সময় নেই।" তার পুরো দেহটা সংকুচিত হয়ে গেল, যেন প্রচণ্ড কোনো শব্দে ভয় পেয়েছে। "এখানে অবস্থা ভীষণ খারাপ। সরকারকে হটিয়ে স্থানীয় একটা বিদ্রোহী দল ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। মানীলা আর বেলিসকে এ্যানাক্রিয়নের একটা হাইপারশিপে তুলে দিয়েছি। ওখানে পৌঁছে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবে, শিপের নাম আর্কেডিয়া V11।

"মানীলাকে যদি দেখতে, বাবা। যদি দেখতে, বাবা। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র বেলিসের নিরাপত্তার কথা বলেই ওকে রাজী করাতে পেরেছি।

"আমি জানি তোমরা কি ভাবছ। সম্ভব হলে আমিও যেতাম– কিন্তু জায়গা ছিল না। মানীলা আর বেলিসকে শিপে উঠানোর জন্য কি যে করেছি যদি দেখতে।" ঠোঁট বাঁকিয়ে দেতো হাসল রাইখ। তার এই হাসিটা সেলডন আর ওয়ানডা ভীষণ পছন্দ করে। তারপর আবার শুরু করল, "তাছাড়া, আমি যেহেতু এখানে আছি তখন বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষার জন্য সাহায্য করতে পারব– আমরা হয়তো ইম্পেরিয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের অংশ কিন্তু আমরা জ্ঞান এবং নির্মাণের ধারক, ধ্বংসের নই। মাথামোটা সান্তানি বিদ্রোহীদের কেউ যদি ধারে কাছে আসে– ”

“বাবা, তোমার কোনো বিপদ হবে না তো?” ওয়ানডা জিজ্ঞেস করল।

তাদের কথাগুলো গ্যালাক্সির নয় হাজার পারসেক দূরত্ব পাড়ি দিয়ে জায়গামতো পৌছতে সময় লাগল কিছুটা।

“আমি– আমি তোমাদের কথা শুনতে পারছি না।” হলোগ্রাম জবাব দিল। “ছোটখাটো লড়াই চলছে। বেশ উত্তেজনা।” রাইখ আবার দেতো হাসল। “আমি এখনই নাম লেখাচ্ছি। আর্কেডিয়া V11 এর কি হয়েছে খোঁজ নেবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার যোগাযোগ করব আমি। মনে রাখবে, আমি– ” হলোগ্রাম মুছে গেল কারণ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। সেলডন আর ওয়ানডা তাকিয়ে রইলেন ফাঁকা দেয়ালের দিকে।

“দাদু, বাবা কি বলতে চেয়েছিল?”

“বুঝতে পারছি না। তবে একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তোমার বাবা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। যে বিদ্রোহীরা ওর কাছাকাছি যাবে তাদের জন্য আমার করুণা হচ্ছে।– চল, সমীকরণগুলো আমাকে বুঝিয়ে দাও। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে আর্কেডিয়া V11 এর খোঁজ নেব।”

“কমাণ্ডার, ওই শিপের কি হয়েছে আপনার কোনো ধারণা নেই?” আবার ইন্টার গ্যালাকটিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন হ্যারি সেলডন। তবে এবার এ্যানাক্রিয়নে দায়িত্বরত ইম্পেরিয়াল নেভীর একজন কমাণ্ডারের সাথে। এই যোগাযোগের জন্য হলোস্ক্রীণের বদলে ভিজিস্ক্রীণ ব্যবহার করছেন– যা অনেক কম বাস্তবসম্মত এবং অনেক বেশী সরল।

AMARBOI.COM

“প্রফেসর, এ্যানাক্রিয়ন বায়ুমণ্ডলে ঢোকার জন্য ওই নামের কোনো শিপ অনুরোধ জানায় নি। অবশ্য সান্তানীর সাথে যোগাযোগ অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। শিপটা হয়তো সান্তানি-বেজড চ্যানেলে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।

“না, বরং আমার মনে হয় আর্কেডিয়া V11 গন্তব্য পরিবর্তন করেছে। হয়তো ভোরেগ অথবা স্যারিপ। ওই দুটো গ্রহে খোঁজ নিয়েছেন, প্রফেসর?”

“না,” ক্লান্ত সুরে জবাব দিলেন সেলডন। “কিন্তু শিপটা এ্যানাক্রিয়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে কেন সেখানে যাবে না আমার মাথায় আসছে না। শিপটাকে খুঁজে বের করা আমার ভীষণ প্রয়োজন।”

“হয়তো,” আগ বাড়িয়ে বলল কমাণ্ডার, “শিপটা পারে নি। মানে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে নি। বিদ্রোহীরা কাকে উড়িয়ে দিচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। লেজার বের করেই এমন ভাব করছে যেন সম্রাট এজিসকে মারছে। প্রফেসর, সীমান্তের জীবন আসলেই কঠিন।”

“ওই শিপে আমার ছেলের স্ত্রী আর তার মেয়ে আছে, কমাণ্ডার।” কঠিন সুরে বললেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওহ্, আমি দুঃখিত প্রফেসর," কমাণ্ডার লজ্জিত হলো। "কোনো সংবাদ পেলে সাথে সাথে আপনাকে জানাব।"

হতাশ হয়ে ভিজিস্ক্রীণ বন্ধ করে দিলেন সেলডন। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছেন। চল্লিশ বছর ধরেই তিনি জানতেন যে এমনটাই হবে– এই কথা মনে হওয়ায় খানিকটা মজাও পেলেন।

তিক্ত চাপা হাসি ফুটল মুখে। কমাণ্ডার হয়তো ভেবেছে যে সীমান্তের কঠিন জীবনের কথা বলে সেলডনকে চমকে দিতে পেরেছে। কিন্তু সীমান্তের কথা সবই জানেন সেলডন। নিখুঁত বুননের প্রান্তে আলগা সুতা থাকলে যেমন হয়, সুতাতে টান পড়লে পুরো বুননটাই খুলে যায়। তেমনিভাবে সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোর যুদ্ধবিগ্রহ আস্তে আস্তে বুনন খুলে কেন্দ্র– ট্র্যানটরের দিকে এগিয়ে আসবে।

মৃদু একটা শব্দে সচেতন হলেন সেলডন। ডোর সিগন্যাল। "কে?"

"দাদু," ওয়ানডা ভেতরে ঢুকলল। "আমার ভয় করছে।"

"কেন?" উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলেন সেলডন। এ্যানাক্রিয়নের কমাণ্ডারের কাছ থেকে যা জেনেছেন– বা জানতে পারেন নি– তা এখনই ওয়ানডাকে বলতে চান না।

"যদিও ওরা অনেক দূরে থাকত, বাবা, মা আর বেলিসকে আমি অনুভব করতাম– অনুভব করতাম এখানে"– নিজের মাথার দিকে ইশারা করল– "এবং এখানে"– বুকের উপর হাত রাখল। "কিন্তু এখন, আজকে, ওদেরকে আমি অনুভব করতে পারছি না– অনুভূতিটা কমে গেছে, মনে হয় যেন আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে, গম্বুজের আলোগুলোর মতো। আমি এটা থামাতে চাই। ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে চাই, কিন্তু পারছি না।"

"ওয়ানডা, এটা পরিবারকে নিয়ে তোমার দুঃশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছু না। তুমি তো জানই এই ধরনের ঘটনা এম্পায়ারে প্রায়ই ঘটে চলেছে– একটা ছুতো পেলেই হলো। রাইখ, মানীলা আর বেলিসের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তোমার বাবা যে কোনোদিন যোগাযোগ করে বলবে যে সব ঠিক আছে। মানীলা আর বেলিস এ্যানক্রিয়নে মজার ছুটি কাটাবে। কপাল খারাপ আমাদের– এখানে আমরা গলা পর্যন্ত কাজে ডুবে আছি। যাও, ঘুমাতে যাও আর ভালো চিন্তা কর। দেখো আগামীকাল গম্বুজের সূর্যালোকে সবকিছু অন্যরকম মনে হবে।"

"ঠিক আছে, দাদু," কণ্ঠেই বোঝা গেল ওয়ানডা আশ্বস্ত হতে পারে নি। "কিন্তু আগামীকাল– যদি কোনো সংবাদ না পাই– আমাদেরকে– "

"ওয়ানডা, অপেক্ষা ছাড়া আর কি করতে পারি আমরা?" নরম সুরে বললেন সেলডন।

চলে গেল ওয়ানডা। দুঃশ্চিন্তার ভারে তার কাঁধ ঝুলে পড়েছে। সে চলে যাওয়ার পর নিজের উৎকণ্ঠায় ডুবে গেলেন হ্যারি।

রাইখ যোগাযোগ করার পর তিনদিন পেরিয়ে গেছে। তারপর– আর কোনো খবর নেই। আর আজকে এ্যানাক্রিয়নের ন্যাভাল কমাণ্ডার জানিয়েছে আর্কেডিয়া VII নামের শিপের কোনো খবর পায় নি সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালের দিকে হ্যারি কয়েকবার সান্তানিতে যোগযোগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিধ্বস্ত। যেন সান্তানি আর আর্কেডিয়া VII এম্পায়ার থেকে ঝরে পড়েছে, ফুলের পাঁপড়ির মতো।

সেলডন জানেন এখন তাকে কি করতে হবে। এম্পায়ার হয়তো পরাজিত হয়েছে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তার ক্ষমতা এখনো অসীম। সম্রাট ষোড়শ এজিসের সাথে জরুরী যোগাযোগের বোতাম চাপলেন তিনি।

২৯.

"অবাক ব্যাপার– হ্যারি!" সেলডনের হলোস্ক্রীণের ভেতর থেকে এজিস বললেন। "যোগাযোগ করায় আমি খুশি হয়েছি। যদিও তুমি সবসময় আরো ফরমালি সামনাসামনি দেখা করতে চাও। যাই হোক, কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছ। জরুরী বিষয়টা কি?"

"সায়ার, আমার ছেলে তার স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে সান্তানিতে ছিল।"

"আহ্, সান্তানি," বলার সময় সম্রাটের মুখ মলিন হয়ে গেল। "একদল বিপথগামী জঘন্য নীচ– "

"সায়ার, প্লীজ," ইম্পেরিয়াল প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করেই মাঝখানে বাধা দিলেন সেলডন। তাতে সম্রাট যতটা না অবাক হলেন নিজে অবাক হলেন আরো বেশী। "আমার ছেলে মানীলা এবং বেলিসকে একটা হাইপারশীপে তুলে দিতে সক্ষম হয়, আর্কেডিয়া VII, গন্তব্য এ্যানাক্রিয়ন। সে নিজে সান্তানিতে থেকে যায়। এটা তিনদিন আগের খবর। ওই শিপ এ্যানাক্রিয়নে এখনো পৌছায় নি। আর আমার ছেলেরও কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। সান্তানিতে যোগাযোগ করে কোনো জবাব পাই নি। আর এখন তো সান্তানির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে।

"প্লীজ, সায়ার, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?"

"হ্যারি, অফিশিয়ালি সান্তানির সাথে ট্র্যানটরের সকল যোগাযোগ বন্ধ। কিন্তু ওই গ্রহের কয়েকটা সেক্টরে আমার অনুগত এজেন্ট আছে যারা এখনো ধরা পড়ে নি। সরাসরি এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না আমি, কিন্তু ওদের কাছ থেকে যে সংবাদ পাচ্ছি তোমাকে জানানো যায়। যদিও সংবাদগুলো অতি মাত্রায় গোপনীয়, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব এবং তোমার অবস্থা বিবেচনা করে তোমাকে সেগুলো জানানোর ব্যবস্থা করব।

"এক ঘন্টার ভেতর আরেকটা সংবাদের আশা করছি। পৌছানোর সাথে সাথে তোমাকে জানাব। এর মাঝে একজন এইডকে দায়িত্ব দিচ্ছি গত তিনদিনে সান্তানি থেকে আসা সকল তথ্য খুঁজে দেখবে রাইখ, মানীলা এবং বেলিস সেলডনের কোনো খবর আছে কিনা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধন্যবাদ, সায়ার। আমি কৃতজ্ঞ।" সম্রাটের প্রতিচ্ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল হলোস্ক্রীণ থেকে। মাথা গুজে বসে রইলেন সেলডন।

"ধন্যবাদ, সায়ার। আমি কৃতজ্ঞ।" সম্রাটের প্রতিচ্ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল হলোস্ক্রীণ থেকে। মাথা গুজে বসে রইলেন সেলডন।

ষাট মিনিট পরে, হ্যারি সেলডন তখনো ডেস্কে বসে সম্রাটের খবরের অপেক্ষা করছেন। গত এক ঘন্টা ছিল তার জীবনের দ্বিতীয় কঠিনতম মুহূর্ত। প্রথমটা হচ্ছে ডর্স ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময়।

হলোস্ক্রীণে মৃদু একটা শব্দ হলো। কন্টাক্ট চাপলেন সেলডন। এজিস এর চেহারা ভেসে উঠল।

"হ্যারি," সম্রাট শুরু করলেন। কণ্ঠে হালকা বিষণ্নতা মেশানো। "তোমার জন্য দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।"

"আমার ছেলে।"

"হ্যাঁ। সান্তানি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে বোমা হামলায় আজ সকালে রাইখ নিহত হয়। আমার সোর্সের মতে রাইখ জানত বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা হবে কিন্তু নিজের দায়িত্ব ছেড়ে নড়তে রাজী হয় নি সে। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষার্থী। রাইখ ধরে নিয়েছিল শিক্ষার্থীরা যদি বুঝতে পারে যে সে তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে আছে তাহলে কখনোই... কিন্তু ঘৃণা সবসময় যুক্তিবোধকে হারিয়ে দিয়েছে।

"বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইম্পেরিয়াল। বিদ্রোহীরা ধরে নেয় যে নতুন ভাবে শুরু করার আগে ইম্পেরিয়াল সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে হবে। বোকা! কেন– " থামলেন এজিস, হঠাৎ বুঝতে পারলেন সান্তানি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা নিয়ে সেলডনের কোনো মাথাব্যথা নেই– অন্তত এই মুহূর্তে।

"হ্যারি, এই কথা চিন্তা করে নিজেকে হয়তো সান্ত্বনা দিতে পারবে যে তোমার ছেলে জ্ঞান রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এম্পায়ারের জন্য লড়াই করে জীবন দেয় নি সে বরং জীবন দিয়েছে মানবজাতির জন্য।"

কাঁদছেন সেলডন। দুর্বল সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "মানীলা আর বেলিস? ওদের কি হয়েছে? আর্কেডিয়া VII এর খোঁজ পেয়েছেন?"

"কোনো খোঁজ পাই নি, হ্যারি। আর্কেডিয়া VII সান্তানি ত্যাগ করেছে ঠিকই কিন্তু তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। হয়তো বিদ্রোহীরা হাইজ্যাক করেছে অথবা বাধ্য হয়ে অন্য কোনো গ্রহে চলে গেছে– এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছি না।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "ধন্যবাদ, এজিস। যদিও দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন কিন্তু যাই হোক একটা খোঁজ দিতে পেরেছেন। কিছু জানতে না পারাটা আরো কষ্টকর। আপনি সত্যিকারের একজন বন্ধু।"

"আর তাই, মাই ফ্রেণ্ড," সম্রাট বললেন, "তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি– তোমার ছেলের স্মৃতির কাছে।" সম্রাটের প্রতিচ্ছবি স্ক্রীণ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাতের উপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০.

ইউনিস্যুটের কোমরবন্ধনী আরো শক্ত করে বাঁধল ওয়ানডা। একটা হাত নিড়ানী তুলে আক্রমণ চালাল তার যত্নের বাগানে গজিয়ে উঠা আগাছার উপর। ছোট বাগানটা স্ট্রিলিং-এর সাইকোহিস্টোরি ভবনের বাইরে। সাধারণত তার বেশীরভাগ সময় কাটে নিজের অফিসে প্রাইম রেডিয়্যান্ট নিয়ে। গণিতের জটিলতায় সে শান্তি খুঁজে পায়, এম্পায়ারের বর্তমান উম্মাদনার মাঝে সমীকরণগুলো তাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু যখন বাবা, মা আর ছোট বোনকে হারানোর কষ্ট তাকে অস্থির করে তুলে, যখন গবেষণার কাজও এই অসহনীয় কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে না, সে এখানে চলে আসে। কিছু উদ্ভিদ জন্মানোতে কোনোভাবে, এবং অতি সামান্য হলেও কষ্ট দূর করতে পারে।

ওয়ানডা বরাবরই ছিল হালকা পাতলা চমৎকার দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। কিন্তু একমাস আগে বাবার মৃত্যু এবং মানীলা আর বেলিসের অন্তর্ধানের পর সে দ্রুত ওজন হারাচ্ছে। হ্যারি সেলডন প্রাণপ্রিয় নাতনীর এই অনীহাতে হয়তো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন কিন্তু নিজেই প্রচণ্ড শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকাতে কিছুই লক্ষ্য করছেন না।

হ্যারি এবং ওয়ানডা সেলডনের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে– সেইসাথে সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টের অবশিষ্ট সদস্যদের মাঝে। হাল ছেড়ে দিয়েছেন হ্যারি। স্ট্রিলিং সোলারিয়ামে একটা আর্মচেয়ারে বসে সময় কাটান তিনি, উদাস হয়ে চেয়ে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাউণ্ডের দিকে, গায়ে মাখেন উজ্জ্বল বাতি থেকে ছড়িয়ে পড়া উষ্ণতা। প্রজেক্টের সদস্যরা ওয়ানডাকে জানিয়েছে যে, তার দেহরক্ষী, স্ট্যাটিন পালভার নামের এক তরুণ প্রায়ই সেলডনকে গম্বুজের নীচে হাঁটতে যাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করে অথবা প্রজেক্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী করে তোলার চেষ্টা করে।

ওয়ানডা প্রাইম রেডিয়্যান্টের জটিল সমীকরণের মাঝে নিজেকে আরো গভীরভাবে ডুবিয়ে রেখেছে। সে অনুভব করতে পারে তার পিতামহ আজীবন সাধনা করে যে ভবিষ্যত নির্মাণ করতে চেয়েছেন এখন তা আকৃতি পাচ্ছে এবং পিতামহের কোনো ভুল হয় নি। এনসাইক্লোপেডিস্টদের টার্মিনাসেই যেতে হবে : ওরাই হবে ফাউণ্ডেশন।

আর সেকশন ৩৩এ২ডি১৭– ওয়ানডা জানে দ্বিতীয় অথবা গোপন ফাউণ্ডেশন বলতে সেলডন কি বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কিভাবে? সেলডনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ওয়ানডা এই প্রজেক্ট এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। পরিবারের সবাইকে হারানোর শোক এতই প্রবল যে নিজে উদ্যোগী হয়ে কিছু করার সামর্থ তার নেই।

প্রজেক্টের সদস্যরা– পঞ্চাশ বা তারও কম কয়েকজন হবে– যতদূর সম্ভব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অধিকাংশই এনসাইক্লোপেডিস্ট। টার্মিনাসে যাওয়ার সময় কোন উপাদানগুলো নিয়ে যাবে তার ক্যাটালগ তৈরি করছে– অবশ্য যদি কখনো গ্যালাকটিক লাইব্রেরীতে পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায়। এই মুহূর্তে কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসের উপর ভর করেই কাজ করে যাচ্ছে। প্রফেসর সেলডন লাইব্রেরীতে তার ব্যক্তিগত অফিস হারিয়েছেন। সুতরাং অন্য কোনো সদস্য বিশেষ প্রবেশাধিকার পাবে সেই আশা নেই বলতে গেলে।

অবশিষ্ট সদস্যরা (এনসাইক্লোপেডিস্টদের বাদ দিয়ে) ইতিহাস বিশ্লেষক এবং গণিতবিদ। ইতিহাসবিদরা মানুষের অতীত এবং বর্তমান আচরণ আর ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করে গণিতবিদদের হাতে তুলে দেয়। গণিতবিদরা প্রাপ্ত ফলাফল বিশাল সাইকোহিস্টোরিক্যাল সমীকরণে বসানোর চেষ্টা করে। সময় সাপেক্ষ এবং ঘামঝরানো কঠিন কাজ।

বেশীরভাগ সদস্য চলে গেছে কারণ প্রতিদান অতি সামান্য– সাইকোহিস্টোরিয়ানরা ট্র্যানটরে উপহাসের বিষয়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে সেলডন বাধ্য হয়েছেন ব্যাপকহারে বেতন কমাতে। কিন্তু সেলডনের সক্রিয় উপস্থিতি সর্বদাই সদস্যদের আশ্বস্ত করত। নিঃসন্দেহে যে কয়েকজন সদস্য এখনো আছে তারা শুধু একটা কারণেই আছে : হ্যারি সেলডনের প্রতি তাদের অসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা।

থাকবেই বা কেন? তিক্ত মনে ভাবল ওয়ানডা। মৃদু বাতাসে সোনালী চুলের কয়েক গোছা চোখের উপর চলে এসেছে। আনমনে সেগুলো সরিয়ে আবার আগাছা তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"মিস সেলডন, আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?" ঘুরে তাকাল ওয়ানডা। এক তরুণ– অনুমান করল বিশের কোঠায় হবে বয়স– সামনের শান বাঁধানো পথে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে সাথেই তরুণের বলিষ্ঠতা এবং অসম্ভব তীক্ষ্ণ মেধা অনুভব করতে পারল সে।

"চিনতে পেরেছি। তুমি দাদুর বডিগার্ড, তাই না? স্ট্যাটিন পালভার।

"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, মিস সেলডন," জবাব দিল পালভার, তার গালে লাল আভা তৈরি হলো, যেন এই চমৎকার মেয়েটা তার নাম মনে রাখায় ভীষণ খুশি হয়েছে সে। "মিস সেলডন, আপনার দাদুর ব্যাপারেই কথা বলতে চাই। তাকে নিয়ে আমি ভীষণ চিন্তিত। আমাদের কিছু একটা করতে হবে।"

"কি করতে হবে, মি. পালভার? আমার সব শেষ হয়ে গেছে। বাবার– " বড় ঢোক গিলল সে, মনে হলো কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে– "মৃত্যু এবং মা আর ছোট বোন হারিয়ে যাওয়ার পর আমি শুধু প্রতিদিন সকালে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারি। সত্যি বলছি, ঘটনাটা আমাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছে, বুঝতে পারছ, তাই না?" তরুণ যে বুঝতে পেরেছে সেটা তার চোখের দিকে তাকিয়েই নিশ্চিত হয়ে গেল ওয়ানডা।

"মিস সেলডন," নরম সুরে বলল পালভার, "আপনার যে অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনি আর সেলডন এখনো বেঁচে আছেন এবং আপনাদেরকেই প্রজেক্ট এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রফেসরকে দেখে মনে হয় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আমার ধারণা, হয়তোবা আপনি– আমরা– মিলে তার মনে নতুন আশা জাগিয়ে তুলতে পারব। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো অনুপ্রেরণা খুঁজে দিতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্, মি. পালভার, মনে মনে ভাবল ওয়ানডা। দাদু হয়তো ঠিক কাজটাই করছেন। আমার মনে হয় না সামনে এগোনোর আর কোনো অনুপ্রেরণা আছে। কিন্তু মুখে বলল, "দুঃখিত, মি. পালভার, আমার মাথায় তেমন কিছু আসছে না।" নিড়ানির ইশারায় গ্রাউণ্ডের দিকে দেখাল। "আমাকে হাতের কাজটা শেষ করতে হবে।"

"আমার মনে হয় না আপনার দাদু ঠিক কাজ করছেন। সামনে এগোনোর জন্য কোনো না কোনো অনুপ্রেরণা অবশ্যই আছে। আমাদেরকে শুধু তা খুঁজে বের করতে হবে।"

কথাগুলো পূর্ণ শক্তিতে ওয়ানডাকে আঘাত করল। সে কি ভাবছিল তা পালভার জানল কেমন করে ? যদি না– "তুমি মাইণ্ড হ্যাণ্ডল করতে পার, তাই না?" প্রশ্নটা করেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, যেন পালভারের জবাব শুনতে ভয় পাচ্ছে।

"হ্যাঁ, পারি," জবাব দিল পালভার। "বোধহয় সবসময়ই পারতাম। অন্তত কখনো করি নি এমন মনে পড়ে না। অধিকাংশ সময়ই আমি সচেতন ভাবে করি না– কিভাবে যেন বুঝে ফেলি মানুষ কি ভাবছে– বা ভেবেছিল।

"মাঝে মাঝে," ওয়ানডার কাছ থেকে বোধগম্যতার যে প্রবাহ ছুটে আসছে তা অনুভব করে দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে বলতে লাগল সে, "আরেকজনের কাছ থেকে একই তরঙ্গের একটা ঝলক টের পাই। যদিও সবসময়ই ভীড়ের মাঝে থাকার কারণে কখনো বুঝতে পারি নি সে কে। তবে আমি জানি আমার মতো আরো অনেকেই আছে– চারপাশে।"

প্রচণ্ড উত্তেজনায় পালভারের হাত আঁকড়ে ধরল ওয়ানডা। বাগানের যন্ত্রপাতিগুলো পড়ে আছে পাশে, কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। "তুমি বুঝতে পারছ, এর গুরুত্ব কতখানি ? দাদুর জন্য, সাইকোহিস্টোরির জন্য ? আমাদের একজনই অসাধ্য সাধন করতে পারে, দুজনে একসাথে– " পালভারকে পথের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে হন হন করে সাইকোহিস্টোরি ভবনের দিকে হাঁটা শুরু করল সে। ঠিক প্রবেশ পথের কাছে পৌঁছে ঘুরে বলল, "এসো, মি. পালভার। দাদুকে সব জানাতে হবে।" কথাগুলো ওয়ানডা বলল মুখ না খুলেই।

"হ্যা, আমারও তাই মনে হয়।" ঠিক একই ভঙ্গীতে জবাব দিয়ে তার সাথে যোগ দিল পালভার।

৩১.

"অর্থাৎ ট্র্যানটরে পাগলের মতো যা খুঁজছি গত কয়েকমাস ধরেই তা আমাদের সাথে রয়েছে।" হ্যারি সেলডন বিশ্বাস করতে পারছেন না। হালকা নিদ্রা থেকে তুলে ওয়ানডা আর পালভার বিস্ময়কর তথ্যটা জানিয়েছে তাকে।

"হ্যাঁ, দাদু। ভেবে দেখ। স্ট্যাটিনের সাথে আমার কখনো দেখা হয় নি। তোমার সাথে বাইরে ঘুরত সে। আমি সবসময় নিজের অফিসে প্রাইম রেডিয়্যান্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কখন আমাদের দেখা হয়? সত্যি কথা বলতে কি যখন আমাদের দুজনের পথ পরস্পরকে অতিক্রম করে, ফলাফল ছিল তুলনাহীন।"

"কখন?" স্মৃতি হাতড়ে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"জাজ লী'র সামনে তোমার শেষ হিয়ারিং-এর সময়।" সাথে সাথে জবাব দিল ওয়ানডা। "মনে আছে, প্রত্যক্ষদর্শী কিভাবে হলফ করে বলেছিল তুমি আর স্ট্যাটিনই প্রথম হামলা কর? মনে আছে কিভাবে সে ভেঙ্গে পড়ে এবং সত্য স্বীকার করে– যদিও জানত না কেন। কিন্তু আমি আর স্ট্যাটিনই তা সম্ভব করেছি। আমরাই রিয়াল নিভাসকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করেছি। নিজের মন্তব্যে সে দৃঢ় ছিল : শুধু একজন তার উপর জোর দিতে পারতাম কিনা আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু দুজনে মিলে– " লাজুক চোরা চাহনীতে একটু দূরে দাঁড়ানো পালভারের দিকে তাকাল সে– "আমাদের শক্তি অসীম।"

বিষয়টা আত্মস্থ করতে একটু সময় নিলেন সেলডন। তারপর কথা বলার ভঙ্গী করলেন। কিন্তু তার আগেই ওয়ানডা বলল, "আজকে বিকালে আমাদের মেন্টালিক ক্ষমতা পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করেছি, পৃথকভাবে এবং একসাথে। যতদূর বুঝতে পেরেছি স্ট্যাটিনের শক্তি আমার চেয়ে কিছুটা কম। আমার রেটিং স্কেল অনুযায়ী হয়তো পাঁচ মাত্রার। কিন্তু ওর পাঁচ আর আমার সাত যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে বারো। চিন্তা করে দেখ, তুলনাহীন।"

"বুঝতে পারছেন, প্রফেসর?" পালভার কথা বলছে। "ওয়ানডা আর আমিই সেই ব্রেক থ্রু যা আপনি খুঁজছিলেন। মহাবিশ্বের সামনে সাইকোহিস্টোরির উপযুক্ততা তুলে ধরার কাজে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব ; আমাদের মতো অন্যদের খুঁজে বের করার কাজে সাহায্য করতে পারব ; সাইকোহিস্টোরি সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কাজে সাহায্য করতে পারব।"

সামনে দণ্ডায়মান দুই তরুণের দিকে তাকালেন হ্যারি সেলডন। তাদের মুখমণ্ডল তারুণ্য আর উৎসাহের আবেগে জ্বলজ্বল করছে। বুঝতে পারলেন এই ঘটনা তার বৃদ্ধ হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে। হয়তো এখনো সবকিছু শেষ হয়ে যায় নি। ভাবেন নি যে বর্তমান দুঃখজনক ঘটনাটা তিনি সামলে উঠতে পারবেন, সন্তানের মৃত্যু, পুত্রবধূ এবং নাতনীর হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন রাইখ বেঁচে আছে ওয়ানডার মাঝে। ওয়ানডা আর পালভারের মাঝে বেঁচে আছে ফাউণ্ডেশনের ভবিষ্যৎ।

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" প্রচণ্ড জোরে মাথা নেড়ে বললেন সেলডন। "ধর আমাকে। দাঁড় করাও। অফিসে যেতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে হবে।"

৩২.

"আসুন, প্রফেসর সেলডন।" শীতল কণ্ঠে আমন্ত্রণ জানাল চীফ লাইব্রেরীয়ান ট্রিমা এ্যাকার্নিও। ওয়ানডা আর পালভারকে সাথে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অফিসে ঢুকলেন হ্যারি সেলডন। বিশাল ডেস্কের বিপরীত পাশে চীফ লাইব্রেরীয়ানের মুখোমুখি বসলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধন্যবাদ, চীফ লাইব্রেরীয়ান। পরিচয় করিয়ে দেই। আমার নাতনী ওয়ানডা সেলডন এবং আমার বন্ধু স্ট্যাটিন পালভার। ওয়ানডা সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তার বিশেষত্ব গণিত। আর স্ট্যাটিন– আসলে স্ট্যাটিনের মূল দায়িত্ব আমার বডিগার্ড। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে সে প্রথম শ্রেণীর জেনারেল সাইকোহিস্টোরিয়ান হয়ে উঠছে।" আমুদে ভঙ্গীতে মুচকি হাসলেন সেলডন।

"বেশ, শুনে খুশি হলাম, প্রফেসর।" এ্যাকার্নিও বলল, সেলডনের আচরণে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। ধারণা করেছিল যে কাকুতি মিনতি করে লাইব্রেরীতে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির অনুরোধ জানাবে আবার।

"কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনি কেন এসেছেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল : জনগণের নিকট ভীষণ রকম অপ্রিয় এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা লাইব্রেরীতে কাজ করার সুযোগ দিতে পারি না। হাজার হোক এটা একটা পাবলিক লাইব্রেরী এবং জনগণের অনুভূতিকে মূল্য দিতে হবে।" হেলান দিয়ে বসল এ্যাকার্নিও– বোধহয় এবার কাকুতি মিনতি শুরু হবে।

"বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে আমি বোঝাতে পারি নি। যাই হোক মনে হলো যে আপনি যদি প্রজেক্টের তরুন সদস্য– ভবিষ্যতের সাইকোহিস্টোরিয়ান– তাদের মুখ থেকে শোনেন, তখন হয়তো পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারবেন এই প্রজেক্ট– বিশেষ করে এনসাইক্লোপিডিয়া– আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দয়া করে ওয়ানডা আর স্ট্যাটিনের বক্তব্য শুনুন।"

শীতল দৃষ্টিতে দুই নব্য সাইকোহিস্টোরিয়ানের দিকে তাকাল এ্যাকার্নিও। "বেশ, ঠিক আছে।" দেয়ালের টাইমস্ট্রিপের দিকে ইশারা করে বলল, "পাঁচ মিনিট। তার বেশী না। আমাকে একটা লাইব্রেরী চালাতে হয়।"

"চীফ লাইব্রেরীয়ান," ওয়ানডা শুরু করল, "নিশ্চয়ই আমার দাদু আপনার কাছে ব্যাখ্যা করেছে যে সাইকোহিস্টোরি আমাদের সভ্যতা সংরক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। হ্যাঁ," সংরক্ষণ শব্দটা শুনে চীফ লাইব্রেরীয়ানের দৃষ্টি কিছুটা প্রশস্ত হওয়ায় পুনরাবৃত্তি করল সে। "এম্পায়ার ধ্বংসের উপর অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করে সাইকোহিস্টোরির সত্যিকার মূল্য এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে আমরা যেমন সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে সফল হয়েছি তেমনি তা সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেয়ার যোগ্যতাও অর্জন করেছি। আর তাই এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা তৈরি করতে হবে। এই কারণেই আপনার সাহায্য আমাদের প্রয়োজন এবং এই মহান লাইব্রেরীর।"

এ্যাকার্নিও না হেসে পারল না। তরুণীর মাঝে আলাদা এক আকর্ষণ আছে। ভীষণ আন্তরিক, চমৎকার কথা বলার ভঙ্গী। সোনালী চুলগুলো পিছন দিকে শক্ত ঝুটি বাঁধা, স্কলারদের মতো, এতে তার সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব চাপা না পড়ে বরং আরো প্রকাশ হয়েছে। বক্তব্যটাও এখন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। সে হয়তো সমস্যাটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছিল। বিষয়টা যদি হয় সংরক্ষণ, ধ্বংস নয়...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চীফ লাইব্রেরীয়ান," শুরু করল স্ট্যাটিন পালভার, "এই মহান লাইব্রেরী সহস্রাধিক বছর ধরে তার গৌরব সমুন্নত রেখেছে। সম্ভবত এম্পায়ারে ইম্পেরিয়াল প্যালেসের চাইতেও অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী এই লাইব্রেরি। কারণ, প্যালেস শুধুমাত্র এম্পায়ারের নেতাদের আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু লাইব্রেরী হলো এম্পায়ারের অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সংরক্ষণাগার। এর মূল্য অসীম।

"এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানো উচিত নয় কি? আর এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকাই হবে যোগ্য প্রতিদান– লাইব্রেরীর দেয়ালগুলোর ভেতরে ধারণকৃত জ্ঞানের বিশাল সারসংক্ষেপ। ভেবে দেখুন।"

হঠাৎ করেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল এ্যাকার্নিওর কাছে। কিভাবে সে বোর্ডের (বিশেষ করে মাথামোটা জিনারো মামেরির) কথায় প্রভাবিত হয়ে সেলডনের বিশেষ সুযোগগুলো বন্ধ করে দেয়? ল্যাস জিনো, যার বিচারবুদ্ধির উপর এ্যাকার্নিওর সীমাহীন আস্থা, সেও সেলডনের এনসাইক্লোপিডিয়ার সোচ্চার সমর্থক ছিল।

তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়রত তিনজনের দিকে তাকাল সে। সেলডনের সাথে যারা কাজ করছে এই অল্পবয়স্ক দুজন যদি তাদেরই নমুনা হয়ে থাকে তাহলে– প্রজেক্টের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুলতে বোর্ডকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

আসন ছেড়ে অফিসের অপর প্রান্তে চলে গেল। ভুরু কুঁচকানো, ভাবনাগুলোকে আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করছে। দুধসাদা ক্রিস্টালের একটা বল হাতের তালুতে মুঠো করে ধরল।

"ট্র্যানটর," চিন্তিত কণ্ঠে শুরু করল এ্যাকার্নিও। "এম্পায়ারের চালকের আসন, পুরো গ্যালাক্সির কেন্দ্র। যেহেতু আপনার এনসাইক্লোপিডিয়া প্রজেক্ট এখন আমার সামনে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত"– তরুণ সদস্য দুজনের উদ্দেশ্যে ছোট করে মাথা নাড়ল– "আমি বুঝতে পারছি এখানে আপনাকে কাজ করতে দেয়াটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এবং অবশ্যই আপনার সহকর্মীদেরও এখানে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।"

কৃতজ্ঞ হেসে ওয়ানডার হাতে মৃদু চাপড় দিলেন সেলডন।

"শুধুমাত্র এম্পায়ারের গৌরবের জন্যই আমি এই প্রস্তাব করব না," আবার বলা শুরু করল এ্যাকার্নিও। প্রচণ্ড উৎসাহী। "আপনি বিখ্যাত, প্রফেসর সেলডন। মানুষ আপনাকে উন্মাদ বা জিনিয়াস যাই ভাবুক না কেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত আছে। আপনার মতো একজন বিদ্বান মানুষ লাইব্রেরীতে যোগ দিলে জ্ঞানী সমাজে আমাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে। আপনার সহযোগীতায় আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারব, আমাদের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করতে পারব, প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করতে পারব, লাইব্রেরীর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে পারব...

"আর এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকার পরিণতি– কি অসাধারণ এক প্রজেক্ট। ভেবে দেখুন মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে আমাদের সভ্যতার মাহাত্ম্য– ইতিহাসের গৌরব, অসাধারণ অর্জন, অতি উন্নত সংস্কৃতি ধরে রাখার এই বিশাল কর্মযজ্ঞে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইব্রেরীও যুক্ত ছিল। আর আমি, চীফ লাইব্রেরীয়ান ট্রিমা এ্যাকার্নিও এই কর্মযজ্ঞ শুরু করতে সাহায্য করেছি।" স্বাপ্নিক দৃষ্টিতে মুঠোয় ধরে রাখা ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকাল এ্যাকার্নিও।

"হ্যাঁ, প্রফেসর সেলডন," জোর করে নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল এ্যাকার্নিও। "আপনি এবং আপনার সহকর্মীদের লাইব্রেরীতে পূর্ণ প্রবেশাধিকার দেয়া হবে।" ক্রিস্টাল বলটাকে আগের জায়গায় রাখল। বিশাল আলখাল্লায় ঢেউ তুলে নিজের ডেস্কে এসে বসল।

"বোর্ডকে রাজী করানোর জন্য ছোট দুই একটা কাজ করতে হবে। চিন্তা করবেন না। সব আমার হাতে ছেড়ে দিন। ওদেরকে রাজী করাতে পারব।

সেলডন, ওয়ানডা আর পালভার একে অপরের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল। প্রত্যেকের ঠোঁটের কোণে হাসি। তার অধীনে লাইব্রেরী কি পরিমাণ গৌরব আর সম্মান অর্জন করবে সেই স্বপ্নের মাঝে ট্রিমা এ্যাকার্নিওকে ফেলে রেখে বেরিয়ে এল তিনজন।

"বিস্ময়কর," গ্রাউণ্ডকারে উঠে সেলডন বললেন। "প্রথম মিটিং এর সময় যদি ওকে দেখতে। অনেক কথাই বলেছিল তখন। আজকে তোমাদের দুজনের সামনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই– "

"তেমন কঠিন কিছু ছিল না, দাদু," গ্রাউণ্ড কার মূল সড়কে তুলে এনে ওয়ানডা বলল। অটোম্যাটিক প্রপেল চালু করে হেলান দিয়ে বসল। গন্তব্যের কো-অর্ডিনেটস পাঞ্চ করে দিয়েছে আগেই। "নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার আকাঙ্ক্ষা তার মাঝে তীব্র। আমরা শুধু এনসাইক্লোপিডিয়ার সুবিধাগুলো তুলে ধরেছি আর তার ইগো বাকী কাজ করেছে।"

"আমি আর ওয়ানডা ঢোকার পরমুহূর্তেই সে আমাদের কব্জায় চলে আসে।" পিছন থেকে বলল পালভার। "আমাদের দুজনের মিলিত জোরে কাজটা ছিল কেক কাটার মতো সহজ।" ওয়ানডার কাঁধে হাত রাখল পালভার, আর ওয়ানডা মৃদু হেসে পালভারের হাত ধরল।

"এনসাইক্লোপেডিস্টদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাতে হবে। যদিও মাত্র বত্রিশজন আছে। কিন্তু তারা সবাই চমৎকার এবং নিবেদিত প্রাণ কর্মী। ওদেরকে লাইব্রেরীতে ঢুকিয়ে পরবর্তী সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব– ক্রেডিটস। হয়তো মানুষকে বোঝানোর জন্য লাইব্রেরীর সাথে আমার এই নতুন চুক্তিটাই প্রয়োজন ছিল। টেরেপ বিনড্রিস এর সাথে আবার যোগাযোগ করা দরকার। এবার তোমাদের দুজনকে সাথে নিয়ে যাব। প্রথমে অন্তত সে আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে। তখন সাহায্য না করলেও এখন তোমাদের ঠেকাবে কেমন করে।

স্ট্রিলিং-এর সাইকোহিস্টোরি ভবনের সামনে এসে থামল গ্রাউণ্ড কার। সাইড প্যানেল পিছলে সরে গেল, কিন্তু সেলডন সাথে সাথে নামলেন না। ওয়ানডার দিকে ঘুরলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদু। যদিও আমার মনে হয় লাইব্রে

াত্যাখ্যান করতে পারবে না।"

টা উদ্দেশ্য আছে। স্ট্যাটিন, তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ স্বেচ্ছায় সঙ্গী হতে চাইলে আলাদা কথা, তাছাড়া সেলডন এখন একাই ঘুরে বেড়ান। প্রথম কারণ পালভার এখন বেশীরভাগ সময় কাটায় ওয়ানডার সাথে। প্রাইম রেডিয়্যান্ট নিয়ে কাজ করে, মেন্টালিক রিসার্চ এর কাজ অথবা তাদের মতো অন্যদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। অবশ্য তিনি চাইলে, অন্য কোনো তরুণকে– বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা প্রজেক্টের কোনো সদস্য– বডিগার্ড হিসেবে নিতে পারতেন।

যাইহোক, সেলডন ভালো করেই জানেন যে এখন আর বডিগার্ডের প্রয়োজন নেই। যেহেতু বহুল আলোচিত হিয়ারিং এবং গ্যালাকটিক লাইব্রেরীর সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, এইসব কারণে কমিশন অব পাবলিক সেফটি তার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সেলডন জানেন যে প্রতিনিয়ত তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে ; গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকবারই অনুসরণকারীদের দেখেছেন। অফিসে লিসেনিং ডিভাইস বসানো হয়েছে এই ব্যাপারেও তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। জরুরী আলোচনার সময় তিনি অবশ্য একটা স্ট্যাটিক ডিভাইস চালু করে নেন।

সেলডন নিশ্চিত নন কমিশন অব পাবলিক সেফটি তাকে নিয়ে কি ভাবে– সম্ভবত তারা নিজেরাও নিশ্চিত নয়। তবে মহামানব অথবা উন্মাদ যাই ভাবুক না কেন, সেলডনের প্রতিটি বিষয় জানাটাই এখন তাদের প্রধান কাজ– অর্থাৎ, কমিশন সিদ্ধান্ত না পাল্টানো পর্যন্ত তিনি সর্বক্ষণ নিরাপদ।

মৃদু বাতাসে ইউনিস্যুটের উপর জড়ানো চাদরে ঢাকা মাথার অবশিষ্ট কয়েকগাছি সাদা চুল এলোমেলো হয়ে পড়ল। রেলিং-এর উপর দিয়ে নীচের সীমাহীন বিস্তৃত ধাতব চাদরের দিকে তাকালেন, বিস্তৃত চাদরের কোথাও কোনো জোড়া নেই, তার নীচেই রয়েছে অসম্ভব জটিল এক বিশ্বের কলকব্জা। গম্বুজগুলো স্বচ্ছ হলে যে কেউ দেখতে পারত গ্রাউণ্ড কার ছুটছে, পরস্পর সংযুক্ত কল্পনাতীত জটিল টানেলের ভিতর দিয়ে হুশ্ শব্দে ছুটে চলা গ্র্যাভি ক্যাব। এম্পায়ারের প্রতিটি গ্রহে পাঠানোর জন্য হাইপারশিপে তোলা হচ্ছে শস্য, রাসায়নিক দ্রব্য, মূল্যবান অলংকার, অথবা হাইপারশিপ থেকে নামানো হচ্ছে এম্পায়ার-এর প্রতিটি বিশ্ব থেকে আমদানী করা পণ্যদ্রব্য।

চকচকে ধাতব আবরণের নীচে নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে চল্লিশ বিলিয়ন মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবনের প্রাত্যহিক নাটকীয়তার কোনো কমতি নেই। এই ছবিটা তিনি ভীষণ ভালোবাসেন– মানবজাতি যা অর্জন করতে পেরেছে তার জীবন্ত ছবি– এবং বুকটা খচ করে উঠে যখন মনে পড়ে যে আগামী কয়েক শতাব্দীর মাঝেই সবকিছু পরিণত হবে ধ্বংসস্তূপে। বিশাল গম্বুজগুলো দুমড়ে মুচড়ে যাবে। ধাতব আবরণ তুলে ফেলে একদা এক অতি উন্নত জাতির আবাসস্থল আবার পরিণত হবে পতিত জমিতে। বিমর্ষ চিত্তে মাথা নাড়লেন, কারণ জানেন যে এই ধ্বংসযজ্ঞ ঠেকাতে পারবেন না। কিন্তু, গম্বুজের ধ্বংসস্তূপ যেমন মানশ্চক্ষে দেখছেন সেলডন তেমনি এটাও জানেন যে এম্পয়ারের সর্বশেষ যুদ্ধ এই গ্রহের মাটি উন্মুক্ত করে দিলেও যেভাবেই হোক ট্র্যানটর নতুন এম্পায়ারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে আবার আবির্ভূত হবে। পরিকল্পনায় বিষয়টা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি একটা বেঞ্চে বসলেন সেলডন। পায়ের ব্যথাটা অসহ্য ঠেকছে ; ভ্রমণটার জন্য পরিশ্রম হয়েছে অনেক। কিন্তু আরেকবার উপর থেকে ট্র্যানটরের দিকে তাকানো, উন্মুক্ত বাতাস অনুভব করা, মাথার উপরে সীমাহীন আকাশ দেখার যে আনন্দ তার তুলনায় এই কষ্ট কিছুই না।

ওয়ানডার কথা ভেবে মন আরো খারাপ হলো। নাতনীর সাথে এখন বলতে গেলে দেখাই হয় না। অল্প যে কয়েকবার দেখা হয়েছে সাথে তখন পালভার ছিল। তিনমাস আগে ওয়ানডা আর পালভারের দেখা হওয়ার পর দুজনকে আর বিচ্ছিন্ন করা যায় নি। ওয়ানডা অবশ্য বলেছে যে প্রজেক্টের স্বার্থে তাদের দুজনের অধিকাংশ সময় একসাথে থাকাটা জরুরী কিন্তু সেলডনের মতে বিষয়টা আরো গভীর।

ডর্সের সাথে তার প্রথম দিককার আচরণের কথা ভালোই মনে আছে। তাদের দুজনের মাঝেও তিনি সেই একই আচরণ লক্ষ্য করেছেন। শুধুমাত্র মেধার কারণেই তাদের মাঝে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় নি, এখানে আবেগেরও ব্যাপার আছে।

তাছাড়া, বিশেষ প্রকৃতির কারণেই অন্য মানুষের সান্নিধ্যের চেয়ে ওয়ানডা আর পালভার নিজেদের সান্নিধ্যেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সত্যি কথা বলতে কি, সেলডন লক্ষ্য করেছেন যখন আশেপাশে কেউ থাকে না ওয়ানডা আর পালভার এমনকি মুখেও কথা বলে না। তাদের মেন্টালিক এতই শক্তিশালী যে পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য শব্দের প্রয়োজন হয় না।

প্রজেক্টের অন্য সদস্যরা ওয়ানডা আর পালভারের এই বিশেষ গুণের কথা জানে না। সেলডনের মতে গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয় অন্তত পরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত না হওয়া পর্যন্ত। আসলে পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেছে– কিন্তু তা শুধু সেলডনের মাথাতেই। আর দু একটা বিষয় জায়গামতো বসানো হয়ে গেলেই ওয়ানডা আর পালভারকে সব খুলে বলবেন এবং যদি প্রয়োজন হয় ভবিষ্যতে আরো দুএকজনকে।

ধীরে ধীরে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন সেলডন। এক ঘন্টার ভেতরে স্ট্রিলিং-এ ফিরতে হবে। ওয়ানডা আর পালভার আসছে তার জন্য একটা সারপ্রাইজ নিয়ে। হয়তো আরেকটা জটিল ধাঁধা। শেষবারের মতো তাকালেন ট্র্যানটরের দিকে। ঘুরে গ্র্যাভিটিক রিপালশন এ্যালিভেটরের দিকে এগোনোর সময় মুখে স্মীত হাসি ফুটিয়ে গভীর মমতায় বললেন, "ফাউণ্ডেশন।"

৩৪.

নিজের অফিসে ঢুকলেন হ্যারি সেলডন। ওয়ানডা আর পালভার আগেই এসেছে। বসে আছে কনফারেন্স টেবিলের শেষ মাথায়। দুজনের বেলায় যা স্বাভাবিক, কেউই কথা বলছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর থমকে দাঁড়ালেন সেলডন। কামরায় আরো একজন আছে। অবাক কাণ্ড– ভদ্রতার খাতিরে ওয়ানডা আর পালভার অন্য মানুষদের সামনে প্রচলিত ভঙ্গীতে কথা বলে। অথচ এখানে তিনজনই নিশ্চুপ।

আগন্তুককে খুটিয়ে দেখলেন সেলডন– দেখতে কিছুটা অদ্ভুত, পয়ত্রিশের মত বয়স, প্রচুর সময় পড়াশোনা করে কাটায় এমন মানুষের মতো ক্ষীণদৃষ্টি চোখে, চোয়ালে অদ্ভুত দৃঢ়তার আভাস না থাকলে সেলডন তাকে অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে ধরে নিতেন, কিন্তু সেটা হতো মারাত্মক ভুল। তার চেহারায় রয়েছে একইসাথে দৃঢ়তা আর সহৃদয়তা। ভরসা করার মতো মানুষ, সিদ্ধান্ত নিলেন সেলডন।

"দাদু," চমৎকার ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল ওয়ানডা। সেলডনের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কয়েক মাস আগে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে অনেক বদলে গেছে সে। আগে যখন তখন খিল খিল করে হেসে উঠত; কিন্তু এখন মার্জিত হাসিতে তার গভীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তবে– আগের মতোই– এখনো অসম্ভব সুন্দর এবং কেবলমাত্র তার অসাধারণ মেধাই সেই সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যেতে পারে।

"ওয়ানডা, পালভার," বললেন সেলডন, প্রথমজনের গালে চুমু দিলেন, দ্বিতীয়জনের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

"হ্যালো," আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বললেন সেলডন, "আমি হ্যারি সেলডন।"

"আপনার সাথে দেখা হওয়া আমার পরম সৌভাগ্য, প্রফেসর।" আগন্তুক জবাব দিল। "আমি বোর এ্যালুরিন।" প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো হাত বাড়াল হাত মিলানোর জন্য।

"বোর একজন সাইকোলজিস্ট, হ্যারি," পালভার বলল, "এবং আমাদের কাজের প্রতি ভীষণ আগ্রহী।"

"আসল ব্যাপার হচ্ছে, দাদু," ওয়ানডা বলল, "বোর আমাদেরই একজন।"

"তোমাদেরই একজন?" অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পালাক্রমে দুজনের দিকে তাকালেন সেলডন। "অর্থাৎ... " তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, দাদু। গতকাল আমি আর স্ট্যাটিন ইরি সেক্টরে হাঁটছিলাম। তোমার পরামর্শ অনুযায়ী খুঁজছিলাম অন্যদের। তারপর হঠাৎ– ধুম!– ওকে খুঁজে পাই।"

"থট প্যাটার্নটা সাথে সাথেই চিনতে পারি। খুঁজতে থাকি আর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি।" গল্পের রেশ ধরল পালভার। "বাণিজ্যিক এলাকায় ছিলাম, স্পেসপোর্টের কাছে। ক্রেতা, পর্যটক, আউটওয়ার্ল্ডের বণিকে গিজ গিজ করছিল জায়গাটা। তাল হারানোর মতো অবস্থা, এমন সময় ওয়ানডা থেমে সংকেত দেয়– বেরিয়ে এসো আর ভীড়ের মাঝ থেকে বোর আমাদের সামনে এসে সংকেত দেয়– হ্যাঁ?"

"বিস্ময়কর," ওয়ানডার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন সেলডন। "আর ডক্টর– আপনি ডক্টর, তাই না?– এ্যালুরিন, আপনার কি মন্তব্য?"

"বেশ," চিন্তিত সুরে কথা শুরু করল সাইকোলজিস্ট। "আমি খুশি। সবসময়ই নিজেকে অন্যরকম মনে হতো। এখন জানি কেন? এবং যদি আমি কোনো সাহায্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে পারি,– " সাইকোলজিস্ট চোখ নামিয়ে নিল, যেন হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে যে বেশী আশাবাদী হয়ে পড়েছে সে। "বলতে চাইছি ওয়ানডা আর পালভার জানিয়েছে যে আমি হয়তো কোনো না কোনোভাবে আপনার সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে সাহায্য করতে পারব, প্রফেসর। আমার জন্য এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

"নিশ্চয়ই, ওরা সত্যি কথাই বলেছে ড. এ্যালুরিন। আমার মতে, প্রজেক্টে আপনি অনেক বড় অবদান রাখতে পারবেন– যদি আপনি কাজ করতে আগ্রহী হন। অবশ্য তার জন্য এখন যে কাজ করছেন সেটা ছেড়ে দিতে হবে, শিক্ষকতা বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস যাই হোক না কেন। সম্ভব?"

"অবশ্যই, প্রফেসর। আমার স্ত্রীকে বোঝানো হয়তো একটু কঠিন হবে–" এই পর্যন্ত বলে বিরতি নিল সে, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। লাজুক ভঙ্গীতে পালাক্রমে তাকাল তিনজনের দিকে। "তবে রাজী করিয়ে ফেলব।"

"তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল," উল্লসিত কণ্ঠে বললেন সেলডন। "আপনি সাইকোহিস্টোরি প্রজেক্টে যোগ দিচ্ছেন। কথা দিচ্ছি, এই সিদ্ধান্তের জন্য কখনো আপনাকে অনুতাপ করতে হবে না।"

বোর এ্যালুরিন চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। বাকী দুজনের উদ্দেশ্যে সেলডন বললেন, "ওয়ানডা, স্ট্যাটিন, চমৎকার আবিষ্কার এটা। কত দ্রুত আরো খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা?"

"দাদু, বোরকে খুঁজে বের করতে আমাদের একমাস লেগেছে– কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে অন্যদের পাওয়া যাবে আমরা জানি না।"

"সত্যি কথা বলতে কি, এভাবে ঘুরে বেড়ানোর কারণে আমরা প্রাইম রেডিয়্যান্ট নিয়ে কাজ করতে পারছি না ঠিকমতো। এতে ক্ষতিও হচ্ছে অনেক। যেহেতু এখন 'কথা' বলার জন্য স্ট্যাটিন আছে, মৌখিক যোগাযোগ অনেক বেশী কর্কশ, জোরালো।"

সেলডনের হাসি মুছে গেল। এই ভয়ই করছিলেন তিনি। যেহেতু ওয়ানডা আর পালভার তাদের মেন্টালিক দক্ষতা নিপুণ করে তুলতে চাইছে 'সাধারণ' জীবনের উপর তাদের আগ্রহ ক্রমেই হ্রাস পাবে সেটাই স্বাভাবিক। মেন্টালিক চালিকাশক্তিই তাদেরকে পৃথক করে রাখবে।

"ওয়ানডা, স্ট্যাটিন, বোধহয় তোমাদেরকে এখন সব খুলে বলা দরকার। বহুবছর আগে ইউগো একটা ধারণা দিয়েছিল এবং সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে আমি একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছি। এই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত আমি নিজেও বিস্তৃতভাবে বলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না কারণ এই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় জায়গামতো ছিল না।

"তোমরা তো জানই, ইউগো দুটো ফাউণ্ডেশন তৈরি করার কথা বলেছিল– একটা আরেকটার প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। এটা ছিল যুগান্তকারী ধারণা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁচে থাকলে ইউগো সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করত।" থেমে বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সেলডন।

"অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছি।– ছয় বছর আগে যখন নিশ্চিত হই যে ওয়ানডার মেন্টালিক অথবা মাইণ্ড-টাচিং ক্ষমতা আছে, আমার মনে হয় ফাউণ্ডেশন যে শুধু দুটো হবে তাই নয় বরং তাদের প্রকৃতিও হবে ভিন্ন। একটা হবে ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্টদের নিয়ে– টার্মিনাসে এনসাইক্লোপেডিস্টরা হবে তাদের অগ্রবর্তী দল। দ্বিতীয়টা তৈরি হবে সত্যিকারের সাইকোহিস্টোরিয়ানদের নিয়ে ; – তুমি। আর সেজন্যই তোমার মতো অন্যদের খুঁজে বের করতে আমি এত আগ্রহী।

"কিন্তু দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব গোপন থাকবে। তার মূল শক্তি হবে গোপনীয়তা এবং অসীম টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা।

"কয়েক বছর আগে যখন আমার বডিগার্ডের প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই বুঝতে পারি যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন হবে প্রথম ফাউণ্ডেশনের অসীম ক্ষমতাধর, নীরব, গোপন বডিগার্ড।

"সাইকোহিস্টোরি অভ্রান্ত নয়– এর ভবিষ্যদ্বাণীর সবগুলোই অতিমাত্রার সম্ভাবনা। ফাউণ্ডেশন তার শৈশব অবস্থায় অসংখ্য শত্রুর সম্মুখীন হবে, যেমন আমার বর্তমানে অনেক শত্রু।

"ওয়ানডা, তুমি আর পালভার হবে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের পথিকৃত, টার্মিনাস ফাউণ্ডেশনের অভিভাবক।"

"কিন্তু কিভাবে, দাদু? আমরা মাত্র দুজন– বেশ, তিনজন, বোরকে ধরলে। পুরো ফাউণ্ডেশন রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন– "

"শত শত? হাজার হাজার? যতজন প্রয়োজন খুঁজে বের কর। তুমি পারবে। এবং তুমি জান কিভাবে।

"বোর এ্যালুরিনকে যে পদ্ধতিতে খুঁজে বের করলে তাতে কিছু বুঝতে পার নি? প্রথম থেকেই আমি বলছিলাম মানুষের ভীড়ে ঘুরে বেড়াও, অন্যদের খুঁজে বের কর। কিন্তু কাজটা তোমার জন্য কঠিন, এবং যন্ত্রণাদায়ক। এখন বুঝতে পারছি যে তোমাকে আর পালভারকে আড়ালে চলে যেতে হবে, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের নিউক্লিয়াস গড়ে তোলার জন্য। ওখান থেকেই সীমাহীন বিশাল মানব সমুদ্রের উপর তোমরা জাল বিস্তার করে চলবে।"

"দাদু, কি বলছ তুমি?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ওয়ানডা। নিজের আসন ছেড়ে সেলডনের চেয়ারের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। "তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?"

"না, ওয়ানডা," আবেগে সেলডনের গলা কাঁপছে। "আমি চাই না তুমি যাও, কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তুমি আর স্ট্যাটিন অবশ্যই ট্র্যানটরের বাস্তবতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তোমাদের মেন্টালিক ক্ষমতা যতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে, অন্যদের তোমরা আকৃষ্ট করতে পারবে– নিঃশব্দ এবং গোপন ফাউণ্ডেশন বেড়ে উঠবে ধীরে ধীরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের যোগাযোগ হবে– অবশ্যই মাঝে মাঝে। আমাদের সবার কাছেই প্রাইম রেডিয়্যান্ট থাকবে। তুমি বুঝতে পেরেছ, আমি যা বললাম– তার প্রকৃত সত্য– অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা, তাই না?"

"হ্যাঁ, পেরেছি, দাদু। অত্যন্ত মেধাবী পরিকল্পনা। এবার তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নাও ; আমরা তোমাকে ব্যর্থ হতে দেব না।"

"আমি জানি," ক্লান্ত সুরে বললেন সেলডন।

কিভাবে পারলেন– প্রিয় নাতনীকে দূরে ঠেলে দিতে? সুখের দিনগুলো, ডর্স ইউগো, এবং রাইখের সাথে তার শেষ বন্ধন। গ্যালাক্সিতে তার একমাত্র বংশধর।

"তোমার কথা আমার ভীষণ মনে পড়বে, ওয়ানডা," বললেন সেলডন। চোখের পানি মসৃণ গাল বেয়ে নামছে।

"কিন্তু দাদু," ওয়ানডা উঠে দাঁড়িয়েছে। পালভারের সাথে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। "আমরা কোথায় যাব? কোথায় হবে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন?"

মাথা তুললেন সেলডন, "প্রাইম রেডিয়্যান্ট তোমাকে বলেছে, ওয়ানডা।"

সেলডনের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মৃতি হাতড়াতে লাগল ওয়ানডা।

হাত বাড়িয়ে নাতনীর হাত স্পর্শ করলেন সেলডন।

"আমার মাইণ্ড টাচ কর, ওয়ানডা। উত্তর পাবে।"

সেলডনের মাইণ্ডে পৌঁছে ওয়ানডার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল।

"পেয়েছি," ফিসফিস করে বলল সে।

সেকশন ৩৩এ২ডি১৭।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম পর্ব : উপসংহার

আমি প্রফেসর হ্যারি সেলডন। সম্রাট প্রথম ক্লীয়নের প্রাক্তন ফার্স্ট মিনিস্টার। প্রফেসর অ্যামিরিটাস অব সাইকোহিস্টোরি, স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়, ট্র্যানটর, পরিচালক, সাইকোহিস্টোরি রিসার্চ প্রজেক্ট। নির্বাহী সম্পাদক, এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা। ফাউণ্ডেশনের স্রষ্টা।

গালভরা সব পদবী। আমি জানি। আশি বছরের জীবনে অনেক কাজ করেছি। এখন আমি ক্লান্ত। পিছনের জীবনের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু দায়িত্ব– যদি ভিন্নভাবে পালন করতে পারতাম– পারা উচিত ছিল। যেমন : আমি কি সাইকোহিস্টোরির বিশাল স্রোতে এমনভাবে মগ্ন ছিলাম যার কারণে যে মানুষ এবং ঘটনাগুলো আমার জীবনকে ছেদ করেছে তারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে?

হয়তো এদিক সেদিক ছোট দুই একটা সমঝোতা করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি যা করলে মানবজাতির ভবিষ্যতের উপর কোনো প্রভাব পড়ত না কিন্তু আমার অতি প্রিয় কয়েকজন মানুষের জীবন আরো সুন্দর হয়ে উঠত। – ইউগো, রাইখ... জানি না, শুধু ভাবি... প্রিয়তমা ডর্সকে রক্ষা করার জন্য আমার কি কিছু করার ছিল?

গতমাসে আমি ক্রাইসিস হলোগ্রামের রেকর্ড শেষ করেছি। আমার সহকারী গাল ডরনিক ওগুলো টার্মিনাসে নিয়ে গেছে। সেলডন ভল্টে ওগুলোর সংস্থাপনের কাজ গাল নিজে তদারক করবে। শুধুমাত্র পর্যায়ক্রমিক ক্রাইসিসের সময়ই যেন ভল্টের দরজা খোলে তার ব্যবস্থা করবে।

ততদিনে আমি মারা যাব।

কি ভাববে ওরা, ভবিষ্যতের ফাউণ্ডেশনাররা যখন আমাকে দেখবে (অথবা নিখুঁত ভাবে বলতে গেলে, আমার হলোগ্রাম দেখবে) প্রথম ক্রাইসিসের সময়, এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে? ওরা কি এই নিয়ে মন্তব্য করবে যে আমি কত বৃদ্ধ, কি দুর্বল আমার কণ্ঠস্বর, কত ক্ষুদ্র আমি, হুইল চেয়ারে জড় পদার্থের মতো বসে আছি? ওরা কি বুঝবে– মূল্যায়ন করবে– যে বার্তা ওদের জন্য রেখে যাচ্ছি আমি। আহ্, এগুলো ভেবে কোনো লাভ নেই। প্রাচীন যুগের মানুষেরা বলত : মৃত্যুতেই মুক্তি।

গতকাল গাল-এর কাছ থেকে সংবাদ এসেছে। টার্মিনাসে সব ঠিক ঠাক মতোই চলছে। বোর এ্যালুরিন এবং প্রজেক্টের সদস্যরা "নির্বাসনে" চলে গেছে। বড়াই করা উচিত নয়, কিন্তু দুবছর আগে অহংকারী বোকা লী শ্যেন প্রজেক্টটাকে টার্মিনাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাসন দেয়ার পর তার চেহারায় যে আত্মতুষ্টি ফুটে উঠেছিল সেটা মনে হলে মুচকি হাসি ঠেকাতে পারি না। যদিও নির্বাসনের নাটকটা এখনো ইম্পেরিয়াল চুক্তির অধীন ("রাষ্ট্র সমর্থিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং হিজ অগাস্ট ম্যাজেস্টির ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিচালিত"– চীফ কমিশনার আমাদের তাড়াতে চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে চান নি), এখনো গোপনে আমি আনন্দ পাই এই ভেবে যে ল্যাস জিনো এবং আমি টার্মিনাস গ্রহকে ফাউণ্ডেশনের বাসস্থান হিসেবে বেছে নেই।

লী শ্যেন এর উপর আমার একটাই ক্ষোভ। এজিসকে আমরা বাঁচাতে পারি নি। সম্রাট ভালো মানুষ ছিলেন এবং যোগ্য নেতা যদিও নামে মাত্র ইম্পেরিয়াল ছিলেন। তার দোষ একটাই। নিজের উপাধি তিনি বিশ্বাস করতেন এবং কমিশন অব পাবলিক সেফটি তা মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

প্রায়ই ভাবি এজিসকে নিয়ে ওরা কি করেছে– প্রত্যন্ত কোনো আউটার ওয়ার্ল্ডে নির্বাসন দিয়েছে নাকি ক্লীয়নের মতো হত্যা করেছে।

যে বালক পুত্র এখন সিংহাসনে বসেছে সে নিখুঁত পুতুল। লী শ্যেন তার কানে ফিসফিস করে যা বলে অন্ধের মতো তাই সে পালন করে এবং নিজেকে রাষ্ট্রনায়ক কল্পনা করে উচ্ছ্বসিত হয়। প্রাসাদ এবং ইম্পেরিয়াল জীবনের প্রতিটি বিষয় আর বস্তু তার কাছে বিশাল এক কল্পনার রাজ্য।

এখন আমি কি করব? গাল চূড়ান্তভাবে টার্মিনাস গ্রুপের সাথে যোগ দিতে চলে গেছে, আমি পুরোপুরি একা। মাঝে মাঝে ওয়ানডার কাছ থেকে খবর পাই। স্টারস অ্যাণ্ডের কাজও সঠিক পথেই চলছে, গত দশ বছরে সে আর স্ট্যাটিন কমপক্ষে এক ডজন মেন্টালিক্সকে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। দিনে দিনে তাদের শক্তি বাড়ছে। আসলে এই স্টারস এণ্ডও কন্টিনজেন্ট– আমার গোপন ফাউণ্ডেশনই– এনসাইক্লোপেডিস্টদের টার্মিনাসে পাঠানোর জন্য বাধ্য করেছে লী শ্যেনকে।

ওয়ানডার অভাব আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। শেষবার তাকে দেখার পর, হাতে হাত রেখে কিছু সময় কাটানোর পর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। ওয়ানডা যেদিন চলে যায়, যদিও আমিই যেতে বলেছিলাম, মনে হয়েছিল আমি বাঁচব না। সম্ভবত এটা ছিল আমার জীবনের কঠিনতম সিদ্ধান্ত। ওয়ানডাকে কখনো বলি নি, আবার সিদ্ধান্তটা মানতেও পারি নি। কিন্তু ফাউণ্ডেশনের সফলতার জন্য ওয়ানডা এবং পালভারের স্টারস অ্যাণ্ডে চলে যাওয়াটা ছিল অত্যন্ত জরুরী। সাইকোহিস্টোরিই এটা নির্ধারণ করে দিয়েছে,– কাজেই সিদ্ধান্তটা আসলে আমার ছিল না।

এখনো আমি প্রতিদিন এখানে আসি, সাইকোহিস্টোরি বিল্ডিং-এ আমার অফিসে। মনে পড়ে ভবনটা একসময় দিন রাত মানুষের কোলাহলে মুখরিত ছিল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া আমার পরিবার, শিক্ষার্থী, আর সহকর্মীদের কোলাহল শুনছি– কিন্তু অফিস কক্ষগুলো ফাঁকা, নীরব। হলওয়েতে আমার হুইল চেয়ারের মোটরের গুঞ্জন প্রতিধ্বনি তুলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় ভবনটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দেয়া উচিত, তারা অন্য কোনো বিভাগের জন্য বরাদ্দ দিতে পারে। কিন্তু পারছি না। হাজারো স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে...

এখন আমার সঙ্গী শুধু প্রাইম রেডিয়্যান্ট। এটার সাহায্যেই সাইকোহিস্টোরি হিসাব করা যাবে, আমার পরিকল্পনার প্রতিটি সমীকরণ বিশ্লেষণ করা যাবে। সবই ঢোকানো আছে এই বিস্ময়কর, ছোট কাল কিউবের ভেতর। যদি এটা আর. ডানীল অলিভোকে দেখাতে পারতাম...

কিন্তু আমি একা, অফিসের আলো কমিয়ে দিলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসার পর প্রাইম রেডিয়্যান্ট চালু হলো। আমার চারপাশে ত্রিমাত্রিক আকৃতিতে সমীকরণগুলো ছড়িয়ে পড়ল বন্যার তোড়ের মতো। অপ্রশিক্ষিত চোখে এই বহুবর্ণিল স্রোত শুধুই সংখ্যা আর চিহ্ন, কিন্তু আমার কাছে– ইউগো, ওয়ানডা, গাল এর কাছে– এটাই সাইকোহিস্টোরি, জীবন্ত।

আমার সামনে, পিছনে, চারপাশে যা ছড়িয়ে আছে তাই মানবজাতির ভবিষ্যত। ত্রিশ হাজার বছরের সম্ভাব্য অরাজকতা সংকুচিত করে নামিয়ে আনা হয়েছে মাত্র একহাজার বছরে...

এই দাগটা, দিনে দিনে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, এটা হলো টার্মিনাস সমীকরণ। আর ওই যে– মেরামতের অযোগ্য– ট্র্যানটর সমীকরণ। কিন্তু আমি দেখতে পারছি... হ্যাঁ, আশার আলো, মোলায়েমভাবে প্রজ্বলিত হয়ে আছে, ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছে... স্টারস এ্যাণ্ড।

এটা– এটা– আমার আজীবনের সাধনা। আমার অতীত– মানবজাতির ভবিষ্যৎ। ফাউণ্ডেশন। কি সুন্দর, প্রাণবন্ত। এবং কোনোকিছুই...

ডর্স!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন, হ্যারি– ... ১২,০৬৯ (১ এফ. ই.) তে স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ অফিসে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাইকোহিস্টোরিক্যাল সমীকরণ নিয়ে কাজ করছিলেন। তার প্রাইম রেডিয়্যান্ট চালু অবস্থায় তার হাতের মুঠোতে ধরা ছিল...

সেলডনের নির্দেশ অনুযায়ী যন্ত্রটা টার্মিনাসে তার সহকারী গাল ডরনিকের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়...

সেলডনের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার মৃতদেহ মহাশূন্যে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ট্র্যানটরে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিল খুবই সাধারণ কিন্তু বহু মানুষ তাতে অংশ নেয়। বলা বাহুল্য যে সেলডনের পুরনো বন্ধু প্রাক্তন ফার্স্ট মিনিস্টার ইটো ডেমারজেল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেয়। সম্রাট প্রথম ক্লীয়নের যুগে জোরানুমাইট ষড়যন্ত্রের সময় রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর এই প্রথম ডেমারজেলকে জনসমক্ষে দেখা গেল। সেলডনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের কয়েকদিনে তাকে বন্দি করার জন্য কমিশন অব পাবলিক সেফটির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়...

ওয়ানডা সেলডন, হ্যারি সেলডনের নাতনী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেয় নি। শোনা যায় যে প্রচণ্ড শোকের কারণে সে মানুষের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। সে কোথায় ছিল আজ পর্যন্ত তা জানা যায় নি...

বলা হয়ে থাকে হ্যারি সেলডন যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন মৃত্যুবরণ করেছেনও সেইভাবে, কারণ মৃত্যুকালে নিজের তৈরি করা ভবিষ্যৎ তাকে ঘিরে রেখেছিল চারপাশে...

এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাকটিকা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইজাক আসিমভ

আইজাক আসিমভ, গ্র্যান্ড মাস্টার অব সাইন্স ফিকশন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক হিসেবে স্বীকৃত। জন্ম ১৯২০ সালের ২ জানুয়ারি (তার আসল জন্ম তারিখ অজানা) রাশিয়ার স্মলেনস্কে। আট বছর বয়সে পিতা-মাতার সাথে আমেরিকায় চলে আসেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ইহুদি। ১৯৩৯ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে গ্র্যাজুয়েশন করেন। ১৯৪৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হন। মাঝখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন বছর মার্কিন নেভীতে কাজ করেন।

ডক্টরেট সম্পন্ন করে তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি পুরোদস্তুর লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। তার লেখনির প্রতি সম্মান স্বরূপ ১৯৭৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অধ্যাপক হিসেবে পদন্নোতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ৭১ ফিটের লম্বা শেলফে ৪৬৪ টি বাক্সে তার রচনাসমূহ সংগৃহীত আছে।

আসিমভের বাবার ছোট একটা দোকানে ছিল যেখানে পরিবারের সবাইকে কাজ করতে হতো। ওই দোকানে আসিমভ কিছু সাইন্স ফিকশন ম্যাগাজিন খুঁজে পান এবং পড়তে শুরু করেন। এগার বছর বয়সে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। কয়েক বছর পরে ওই গল্পগুলো একটি শস্তাদরের পত্রিকায় বেচতে থাকেন। ১৯৩৯ সাল থেকে তিনি সাইন্স ফিকশন পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প "ম্যারুনড অব ভিস্তা।" ওই সময় তার বয়স ছিল আঠার। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় তার বত্রিশতম ছোট গল্প "নাইটফল।" প্রকাশের সাথে সাথেই গল্পটি ক্লাসিকের মর্যাদা অর্জন করে এবং লেখক পরিণত হন কিংবদন্তীতে। আজ পর্যন্ত নাইটফল গল্পটি বিবেচিত হয়ে আসছে সাইন্স ফিকশন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোট গল্প হিসেবে।

১৯৪২ সাল থেকে তিনি ফাউণ্ডেশন সিরিজ লেখা শুরু করেন। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় সিরিজের প্রথম গ্রন্থ "ফাউণ্ডেশন," ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় গ্রন্থ "ফাউণ্ডেশন এ্যান্ড এম্পায়ার," ১৯৫৩ সালে তৃতীয় গ্রন্থ "সেকেন্ড ফাউণ্ডেশন।" পরবর্তীতে এই তিনটি গ্রন্থ একত্রিত করে প্রকাশিত হয় "ফাউণ্ডেশন ট্রীলজি।" পাঠক, সমালোচকদের মতে ফাউণ্ডেশন সিরিজ অসামান্য এই লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ফাউণ্ডেশন ট্রীলজি স্বীকৃত হয়ে আসছে "বেস্ট অল টাইম সিরিজ," হিসেবে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম তিনটি গ্রন্থ লেখার পরে তিনি ফাউণ্ডেশন লেখা বন্ধ করে দেন। কিন্তু পাঠক এবং প্রকাশকের অনুরোধে দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর পরে আবার এই সিরিজ লিখতে শুরু করেন। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ "ফাউণ্ডেশন্স এজ।" এই বইটি দীর্ঘ পঁচিশ সপ্তাহ নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং হুগো এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় "ফাউণ্ডেশন অ্যান্ড আর্থ (১৯৮৬)," "প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন (১৯৮৮)," "ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন (১৯৯৩)।"

সিরিজের সর্বশেষ গ্রন্থ ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন। তার মৃত্যুর পরের বছর প্রকাশিত হয়। বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি ফাউণ্ডেশন সিরিজের আরো অনেকগুলো বই লিখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বেচে থাকলে হয়তো পাঠকরা এই সিরিজের আরো কিছু বই উপভোগ করার সুযোগ পেত।

এছাড়াও তিনি রোবট সিরিজ এবং এম্পায়ার সিরিজ লিখেছেন। এই দুটো সিরিজের সাথে তিনি পরবর্তীতে ফাউণ্ডেশন সিরিজের যোগসূত্র তৈরি করেছেন। সিরিজ ব্যতীত আসিমভের অন্যান্য জনপ্রিয় বইসমূহ হচ্ছে : নাইটফল; নেমেসিস; দ্য এ্যান্ড অব ইটারনিটি; দ্য পজিট্রনিক ম্যান। এছাড়া তিনি অসংখ্য ছোট গল্প লিখেছেন। লিখেছেন, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য বই।

আসিমভ ছিলেন মানবতাবাদী। ১৯৮৫ সালে আমেরিকান হিউম্যানিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু সেই পদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং স্পষ্টভাষী। ধর্ম নিয়ে তার সীমাহীন কৌতূহল ছিল, কিন্তু ধর্মের যুক্তিহীন কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন প্রতিবাদ করেছেন। তিনি ছিলেন ক্লাস্ট্রোফাইল অর্থাৎ ছোট একটা কামরায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পছন্দ করতেন। তিনি বিমানে চড়তে ভয় পেতেন। সারা জীবনে সম্ভবত দুবার বিমানে চড়েছিলেন। ভ্রমনের জন্য তার পছন্দ ছিল জাহাজ।

আসিমভের নিজের মতে তার শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, "রোবটিক্স এর তিনটি আইন তৈরি করা," এবং ফাউণ্ডেশন সিরিজ। তাছাড়া অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি "পজিট্রনিক (যা ওই সময়ে ছিল মূলতঃ কাল্পনিক বিজ্ঞান)," সাইকোহিস্টোরি (বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে)," এবং "রোবটিক্স," এই তিনটি নতুন শব্দ ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

১৯৯২ সালের ৬ এপ্রিল আইজাক আসিমভ মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে জানা যায় যে তার মৃত্যুর কারণ ছিল এইডস। ১৯৮৩ সালে বাইপাস সার্জারীর সময় তার দেহে এইডস আক্রান্ত রক্ত ঢুকে যায়। পারিবারিক চিকিৎসকের বারণের কারণে ওই সময়ে ঘটনাটি তিনি প্রকাশ করেননি। চিকিৎসক বলেছিলেন যে প্রকাশ হলে তার পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। মৃত্যুর দশ বছর পরে তার দ্বিতীয় স্ত্রী জ্যানেট আসিমভ ঘটনাটি প্রকাশ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সা য়ে ন্স ফি ক শ ন

দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি

ডগলাস এ্যাডাম্‌স

দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি– ডগলাস এ্যাডাম্‌সের একটি কমেডি সাইন্স ফিকশন সিরিজ। ১৯৭৮ সালে বিবিসি'র চ্যানেল ফোরে রেডিও কমেডি হিসেবে এই সিরিজের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন আঙ্গিকে এটি প্রকাশিত হয়, ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় মাল্টিমিডিয়া ফেনোমেনানে যার মধ্যে রয়েছে স্টেজ শো, পাঁচ খণ্ডের সিরিজ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে। ১৯৮১ সালে টিভি সিরিজ, ১৯৮৪ সালে কম্পিউটার গেম্‌স। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম তিনটি বই নিয়ে তিন খণ্ডের কমিক বুক। এই সিরিজের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এপ্রিল ২০05-এ মুক্তি পায় এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে হলিউডের অর্থায়নে নির্মিত চলচ্চিত্র।

সিরিজের অন্তর্ভূক্ত বইসমূহ হচ্ছে : দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি; দ্য রেস্টুরেন্ট এ্যাট দ্য এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি; লাইফ, দ্য ইউনিভার্স, অ্যাণ্ড এভরিথিং; সো লং, অ্যাণ্ড থ্যাংকস ফর অল দ্য ফিশ; এবং মোস্টলি হার্মলেস।

কাহিনীর নায়ক আর্থার ডেন্ট, এলিয়েন ভোগুনদের হাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেণ্ড আগে বন্ধু ফোর্ড প্রিফেক্টকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। ফোর্ডও একজন এলিয়েন। ব্যাটেলগাস-এর কাছে অবস্থিত ছোট এক গ্রহের বাসিন্দা, ইপোনিমাস গাইড-এর গবেষক। জাফোড বিবিলব্রক্স, ফোর্ডের সৎ চাচাত ভাই এবং পার্ট-টাইম গ্যালাক্টিক প্রেসিডেন্ট নিজের অজান্তেই আর্থার এবং ফোর্ডের জীবন রক্ষা করে নিয়ে আসে তার চুরি করা স্পেসশিপ স্বর্ণহৃদয়ে। এই স্পেসশিপের ক্রুদের মধ্যে আছে : মারভিন দ্য প্যারানয়েড এণ্ড্রয়েড (প্রচণ্ড হতাশায় ডুবে যাওয়া এক রোবট) আর ট্রিলিয়ান নামের এক মহিলা। আর্থারের জানা-মতে সে আর ট্রিলিয়ানই পৃথিবীর একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করে কিংবদন্তীর গ্রহ মাগ্রাথা এবং সেই প্রশ্নটা যার জবাব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

অনেক সমালোচকের মতে হিচ হাইকারস সিরিজের জনপ্রিয়তা আইজাক আসিমভের 'ফাউণ্ডেশন' সিরিজের সমতুল্য বা তার চেয়েও বেশি। এই পর্যন্ত ত্রিশটিরও বেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~